মাসুদ রানা

সাক্ষাৎ শয়তান

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

সাক্ষাৎ শয়তান

কাজী আনোয়ার হোসেন

কি করছে সোনালী যুবক লুসিফার?
চোখ দুটো বন্ধ, তারপরও আয়নায় দেখতে পাচ্ছে নিজেকে। গায়ের চামড়া হয়ে উঠল কালো, চকচকে– সেইসঙ্গে বড় হচ্ছে শরীরটা, দখল করে নিচ্ছে পুরো আয়না। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল লম্বা দুটো দাঁত, হাতে গজাল লোম, আঙুল হয়ে উঠল পাখির মত লম্বা, তীক্ষ্ণ নখ। চোখ দুটো হলুদ।
কালো কপালে গজাল খাটো দুটো শিং।
লুসিফার!
নরকের ওই অধিপতি আটকে রেখেছে সোহানাকে।
কিভাবে উদ্ধার করবে ওকে রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

সাক্ষাৎ শয়তান

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7208-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ. ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি ও. বক্স: ৮৫০
E mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHAKKHAT SHAYTAN
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটত্রিশ টাকা

সাক্ষাৎ শয়তান–১ ৫–১০৮
সাক্ষাৎ শয়তান–২ ১০৯–২১৬

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রক্তদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর ★শ্বাপদ সংকুল★দংশন ★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা ★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু ★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ★কুহেলি রাত★বিষাক্ত থাবা★জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি★সেই পাগল বৈজ্ঞানিক★সার্বিয়া চক্রান্ত★দুরভিসন্ধি★কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

সাক্ষাৎ শয়তান-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

আশ্চর্য লম্বা ও হাড়সর্বস্ব অটো বারনেন আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'আমার যারা নেমক খায়, আমি আশা করব রিপোর্ট করতে তারা অযথা দেরি করবে না। বিশ্বাস করা কঠিন যে এ-ব্যাপারে আমার অনুভূতি সম্পর্কে তাদের কেউ সচেতন নয়।'

ডাক্তার এডগার হোল্ডিং, মাংস ও স্নেহবহুল প্রকাণ্ড এক দৈত্য, ভোদকার গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে কামরার আরেক প্রান্তে সরে এসে সোফায় বসল। সুতি শার্ট আর লাইটওয়েট স্ল্যাকস তার গা কামড়ে আছে, দেয়াল জোড়া ফ্রেঞ্চউইন্ডো দিয়ে সাগরের বাতাস ঢোকা সত্ত্বেও।

হাড় বেরিয়ে থাকা কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল অটো বারনেন। 'প্রায় আধ ঘণ্টা হলো আস্তানায় ঢুকেছেন মি. রীড কোয়েন, অথচ এখনও আমার সামনে হাজির হলেন না। আমি খুবই অসন্তুষ্ট বোধ করছি।'

শান্ত ও মার্জিত কণ্ঠস্বর, সুরটা এত হালকা যেন মনে হয় পুরানো গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে, তাতে হুমকির ছিটেফোঁটাও নেই। অথচ তার কথা শুনে ঘামতে শুরু করল ডা. এডগার হোল্ডিং। খুবই অসন্তুষ্টবোধ করা মানে অটো বারনেনের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। 'বেজায় গরম পড়েছে,' বলল ডাক্তার, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সিগারেট ধরাল একটা। 'গত তিন দিন মি. রীড কোয়েনের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল গেছে, শেষ ছ'ঘণ্টা প্লেন ও গাড়িতে ছিলেন। ফেরার পর গোসল করে কাপড় বদলাতে চাইলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' কথা শেষ হবার আগেই নিজেকে গালমন্দ করতে শুরু করল সে, সেই সাথে কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে সতর্ক হয়ে উঠল।

এরপর কি ঘটবে জানে ডাক্তার। ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাবে অটো বারনেন। শুধুই তাকাবে, মাথাটা কাত হয়ে থাকবে এক পাশে, চোখে শান্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টি। কালো স্যুট মোড়া হাড্ডিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবে এডগার হোল্ডিং, লক্ষ করবে অস্বাভাবিক লম্বা হাত-পা, মুক্তোর টাই-পিন, সরু মুখ, গর্তে ঢোকা চোয়াল, ঘন ও চকচকে কালো চুল। দুই কি তিনবার আপেল আকৃতির কুৎসিত কণ্ঠাটা ওঠা-নামা করবে। তারপর মুখ খুলবে অটো বারনেন। ভয় পেয়ে আরেকবার, এবার কুলকুল করে, ঘামতে শুরু করবে ডাক্তার। এরপর পানি হয়ে যাবে তার রাগ, সাহস হারিয়ে নেতিয়ে পড়বে সে, এর আগে একশো বার ঠিক যেমনটি ঘটেছে। 'ডাক্তার, প্রথমে নিজের চিকিৎসা করো,' তিক্ত মনে পরামর্শ দিল সে।

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে এডগার হোল্ডিঙের দিকে তাকাল অটো বারনেন। মাথাটা একপাশে কাত হয়ে আছে, চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে

আসতে চাওয়া কণ্ঠাটা দুই কি তিনবার লাফ দিল। 'নিশ্চই বুঝতে ভুল হচ্ছে আমার,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সে, উপচে পড়ছে বিনয়। 'আপনি মি. রীড কোয়েনকে সমর্থন করছেন, এ সম্ভব বলে মনে হয় না। কোন সন্দেহ নেই, আপনাকে আমি ভুল বুঝছি। নাকি আপনি সত্যি তাঁর পক্ষ নিচ্ছেন?'

'না, পক্ষ কেন নেব,' কাঁপা হাতে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল এডগার হোল্ডিং, মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে। 'আমি বলছিলাম···মানে, খুব গরম পড়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড পর অন্য দিকে তাকাল অটো বারনেন, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, দুই হাত এক হয়ে আছে পিছনে, লম্বা আঙুলগুলো হালকাভাবে জড়িয়ে রেখেছে পরস্পরকে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে দূরে চলে গেল তার দৃষ্টি। দরজা থেকে চওড়া ধাপগুলো নেমে গেছে, নিচে বালিবহুল পায়ে হাঁটা পথ, পথের দু'পাশে সার সার বালিয়াড়ি। পথটা পঞ্চাশ গজ লম্বা, শেষ হয়েছে চৌকো একটা টেরেস-এ, টেরেসটা শান্ত খাঁড়ির দশ ফুট ওপরে ঝুলে রয়েছে। টেরেসের এক পাশে পানির লম্বা একটা শাখা, দেখে কৃত্রিম লেক বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। 'আমার পাশে একবার আসবেন, মি. হোল্ডিং, প্লীজ?' বিনীত কণ্ঠে বলল অটো বারনেন।

কালো স্যুট পরা কাঠামোর পাশে এসে দাঁড়াল ডাক্তার হোল্ডিং। খালি টেরেসে চোখ বুলিয়ে ছোট্ট লেকের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে রঙের একটা ঝলক দেখতে পেল সে। সোনালি একটা শরীর, লাল সুইম-ট্রাঙ্ক পরা, পানির ওপর মাথা তুলেই আবার ডুব দিল। খানিক পর আবার কিছুটা দূরে দেখা গেল, সাঁতার কেটে লেকের অপর দিকে চলে যাচ্ছে।

'আমি আমাদের তরুণ বন্ধুকে নিয়ে চিন্তায় আছি,' বলল অটো বারনেন। 'গত ছ'মাসে তার সাফল্য শতকরা আশি ভাগ থেকে পঁচাত্তর ভাগে নেমে এসেছে।'

'খুব বেশি বলা যায় না!' গলায় যাতে ঝাঁঝ না ফোটে সেজন্যে চেষ্টা করতে হলো ডাক্তারকে।

'আমার দৃষ্টিতে খুবই বেশি,' শান্তসুরে বলল অটো বারনেন, ডাক্তারের কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'এর মানে হলো, আরও বেশি খুন, মি. হোল্ডিং। সেটা আমরা চাই না। হত্যাকাণ্ড চাই না, এ-কথা বলছি না, বলতে চাইছি আরও বেশি খুন করতে হলে মি. রীড কোয়েনকে আরও বেশি ঝুঁকি নিতে হবে, আর তাঁকে বেশি ঝুঁকি নিতে হলে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে—এটা আমরা চাই না। আমাদের তরুণ বন্ধুর দক্ষতা বাড়ানো আপনার দায়িত্ব, কাজেই সেদিকে একটু নজর দিন, প্লীজ।'

শার্টের আস্তিন দিয়ে ভেজা মুখটা মুছল এডগার হোল্ডিং, বলল, 'আমি আমার সাধ্যমত করছি, মি. বারনেন। মতিভ্রমের যে পর্যায়ে ও ছিল সেটা আমি বজায় রেখেছি, এমন কি ভুল ধারণাগুলো আরও পোক্তভাবে গেঁথে দিয়েছি ওর মনে।'

'এ-ধরনের মতিভ্রম বজায় রাখার জন্যে চেষ্টা করার দরকার আছে নাকি? আপনি কিন্তু আমাকে অন্যরকম বুঝিয়েছিলেন।' শুনে মনে হবে আপনমনে বিড়বিড় করছে অটো বারনেন। উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করল না। 'সে যাই হোক, তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি তার কাজ ও সাফল্য

সম্পর্কে আগ্রহী।'

'সাইকিয়াট্রিক্যাল দিকটা আমি দেখছি,' তাড়াতাড়ি বলল ডাক্তার হোল্ডিং। 'কিন্তু কেসটার আরও একটা দিক আছে। এ-ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমি, কারণ ওটা আসলে ঠিক আমার ফিল্ড নয়...,' হঠাৎ থেমে ঘাড় ফেরাল সে, তার সাথে অটো বারনেনও।

আরেকদিকের দরজা খুলে শক্ত-সমর্থ এক লোক ঢুকল কামরায়। তার কাঁধ দুটো অসম্ভব চওড়া, বুক নয় যেন একটা তেলের পিপে। মাথায় লম্বা চুল, সামনের দিকেও ঝুলে আছে, আংশিক ঢাকা পড়ে আছে লালচে চোখ জোড়া। শুধু শর্টস ও খোলা স্যান্ডেল পরে আছে সে।

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, মি. রীড কোয়েন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল অটো বারনেন।

'দুঃখিত। ব্যস্ত ছিলাম।' নিচু হলেও রীড কোয়েনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভারী, যেন গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। লোকটা আমেরিকান, নিজের বিশেষ পেশায় অত্যন্ত দক্ষ, তবে অন্যান্য প্রায় সমস্ত ব্যাপারে আনাড়ি ও ভোঁতা।

বুক ফুলিয়ে বার-এর দিকে হেঁটে গেল রীড কোয়েন, লক্ষ করে অকস্মাৎ খানিকটা ঈর্ষা বোধ করল এডগার হোল্ডিং। রীড কোয়েনও অটো বারনেনকে ভয় পায়, তবে যখন শুধু মাথায় ঢোকে যে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে সে। ব্যাপারটা তার মাথায় এমনিতে ঢোকেও না, যদি না অটো বারনেন বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ডাক্তার হোল্ডিঙের খুব ইচ্ছে রীড কোয়েনের আই. কিউ. টেস্ট করবে। পেশাদার ডাক্তার হিসেবে ব্যাপারটা তার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়—এ কেমন বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলিজেন্স যে শুধু মাত্র একটি ক্ষেত্রে তুলনারহিত সাফল্য দেখাতে পারে একজন মানুষ?

হাতে গ্লাস নিয়ে বাকি দু'জনের কাছে ফিরে এল রীড কোয়েন, নিঃশব্দ হাসিতে ভাঁজ খেয়ে আছে চওড়া মুখের চামড়া। 'মিউনিকের ছোকরারা হামবুর্গের বার্নারকে ফেলে দিয়েছে,' বলল সে। 'নিখুঁত কাজ। ওদের পাওনা আমি মিটিয়ে দিয়েছি।'

'খবরটা আমরা পড়েছি,' বলল অটো বারনেন। অকস্মাৎ খানিকটা নিরাশ হলো ডাক্তার হোল্ডিং, অটো বারনেন এবার অন্তত রীড কোয়েনকে তেমন কিছু বলবে না।

মাথা ঝাঁকাঁল রীড কোয়েন। 'আমিও জানতাম খবরটা আপনারা পড়বেন। তবে আমি প্যারিস কিলিং-এর আয়োজনও করে এসেছি। চলতি হপ্তায় কোন এক সময় ঘটবে। মাত্র পনেরো হাজার ডলার লাগবে।' গ্লাসে চুমুক দিল সে, তারপর পালা করে দু'জনের দিকে তাকাল, চোখে প্রত্যাশা।

'আমাকে আপনার কিছু বলার আছে, আরও কিছু, মি. কোয়েন?' জানতে চাইল অটো বারনেন।

'জানতেই যখন চাইছেন, তখন বলি—হ্যাঁ, আরও কিছু বলার আছে।' রীড কোয়েনের চ্যাপ্টা মুখ গর্বের হাসিতে ভরে উঠল। 'মনে আছে, আমরা যখন মেডিটারেনিয়ানে কাজ করছিলাম, আমাদের সাথে এক ডেনিশ ছোকরা ছিল?'

'রুবেনসেন?'

'সে-ই। ব্যাপার হলো, যেখানে উঁকি দেয়া উচিত নয় সেখানে উঁকি দিয়েছে সে। যতটুকু দেখেছে, আমাদের সম্পর্কে খানিকটা উদ্ভট ধারণা পাওয়া সম্ভব। কিংবা হয়ত ততটা উদ্ভট নয়।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল এডগার হোল্ডিঙের চেহারা। 'সেরেছে!'

সম্পূর্ণ শান্ত, অটো বারনেনের গলায় ভয় বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, বলল, 'এ-সব আপনি জানলেন কিভাবে, মি. কোয়েন?'

'হঠাৎ হামবুর্গে দেখা হয়ে গেল। ঘটনা ও তথ্য মিলিয়ে প্রচুর হিসেব কষেছে ব্যাটা, ভাবছিল এবার তার পকেটে কিছু আসা দরকার, এই সময় আমাকে দেখে দাবি জানাবার আগে আরও কিছু তথ্য বের করতে চাইল।'

'নিশ্চই ভান করেছেন আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ?' বেসুরো গলায় বলল এডগার হোল্ডিং। 'জানা কথা, রুবেনসেন স্রেফ অনুমান করছে। ফাঁস করার মত কোন তথ্য তার কাছে নেই।'

'এ-ধরনের অনুমানে এ-মুহূর্তে অনেক লোক কান দেবে, ডাক্তার সাহেব।' গাল ফুলিয়ে নিঃশব্দে হাসল রীড কোয়েন। 'অবশ্যই আমি অজ্ঞতার ভান করি। ভাব দেখিয়েছি, সে যা জানে তারচেয়েও কম জানি আমি। কাজেই শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটায় পার্টনার হিসেবে কাজ করতে একমত হই আমরা—আমি ভেতর দিকটা সামলাব, সে বাইরের দিকটা। ঠিক সিনেমার মত, বুঝতে পারছেন? আইডিয়াটা ভারি পছন্দ হয়েছে রুবেনসেনের। সব তথ্য জানার পর কেল্লা ফতে! আমরা কোটিপতি হয়ে যাব।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'এখন রুবেনসেন কোথায়, মি. কোয়েন?' অবশেষে জানতে চাইল অটো বারনেন।

'এখানে।' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একটা আঙুল তাক করল রীড কোয়েন। 'ওয়েস্টারল্যান্ডে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু পটিয়ে-পাটিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছি। ভাবলাম ওয়াল্ডার বয় ওকে গুডবাই জানাবার সময় আপনি হয়তো ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখতে চাইবেন।' কথা শেষ করে ফ্রেঞ্চউইণ্ডোর দিকে আঙুল তুলে বাইরেটা দেখাল সে।

স্বস্তির লম্বা নিঃশ্বাসটা অল্প অল্প করে ছাড়ল এডগার হোল্ডিং। মুহূর্তের জন্যে রীড কোয়েনের প্রতি প্রায় স্নেহের মত একটা অনুভূতি হলো তার। কামরার ভেতর ধীরে ধীরে পায়চারি করছে অটো বারনেন, আঙুল ফোটাচ্ছে মট মট করে—সে যে সন্তুষ্ট, এটা তার নিশ্চিত প্রমাণ। 'সত্যি আপনি খুব ভাল করেছেন, মি. কোয়েন,' শান্ত গলায় বলল সে। 'এবং আমি আপনার প্রস্তাবের সাথেও একমত। ধরে নিচ্ছি ফিরে আসার পর এরইমধ্যে আপনি রুবেনসেনকে বিদায় জানাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন?'

'মানে?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রীড কোয়েন। 'আপনি নিশ্চই ওকে বিদায় করে দিতে চাইছেন না, মি. বারনেন? কী আশ্চর্য, আমি তো ওকে আনলাম স্রেফ...,' হঠাৎ থামল সে, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো মুখ। 'ও, আচ্ছা,

বুঝেছি—আপনি বলতে চাইছেন ওয়ান্ডার বয়ের জন্যে ওকে তৈরি করে রেখেছি কিনা। হ্যাঁ, সব রেডি।'

'ঠিক তাই বলতে চেয়েছি আমি।' আগের মতই ধীরে ধীরে হাঁটা-চলা করছে অটো বারনেন। তার প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে শরীরের জয়েন্টগুলো মৃদু খটখট মটমট আওয়াজ করছে। এই শব্দ অসহ্য লাগে এডগার হোল্ডিঙের, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আওয়াজটাকে চাপা দেয়ার জন্যে কথা বলার সময় চিৎকার শুরু করল সে।

'আজ বিকেলে আপনি কাজে বসবেন, মি. বারনেন?'

'হ্যাঁ।' পায়চারি থামাল অটো বারনেন। 'আপনার পরামর্শটা কি—রুবেনসেনকে বিদায় জানাব কাজ শুরুর আগে নাকি পরে?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল এডগার হোল্ডিং। 'আগে। খুনটা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে বাধ্য। শান্ত অবস্থায় ওর কাজ অনেক বেশি নির্ভুল হয়।'

'তাহলে কি রুবেনসেনকে আমরা নিজেরা বিদায় জানাব?'

'না।' আলোচনা হচ্ছে যে বিষয়ে সে বিশেষজ্ঞ, কাজেই দ্বিধাহীন দৃঢ়কণ্ঠে কথা বলছে এডগার হোল্ডিং। 'শেষ অনুষ্ঠানের পর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে। ভাল একটা সুযোগ এনে দিয়েছে রুবেনসেন, সেটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না।'

'বেশ, ভাল।' ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল বারনেন। রোদে পোড়া সোনালি একটা শরীর টেরেসে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, গরম সূর্যের নিচে চকচক করছে গা। 'আপনি তাহলে আমাদের তরুণ বন্ধুকে সবিনয়ে অনুরোধ করুন, দয়া করে সে যেন একবার আমাদের সামনে হাজির হয়।'

দোতলার এক কামরায় ঢুকে চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল রীড কোয়েন, মাংসল পা দুটো লম্বা করে দিল সামনে। 'এই ব্যাপারটা আমাকে মেরে ফেলে,' বলল সে।

'আপনার সাবধান হওয়া উচিত, মি. কোয়েন,' বলল অটো বারনেন। 'বলুন অস্বস্তিতে ফেলে। ঠাট্টা করে আজেবাজে কথা বলায় ঝুঁকি আছে। যদি ফলে যায়?' একটা মেটাল ফাইলিং কেবিনেট খুলছে সে। জানালার শাটারগুলো বন্ধ, পর্দা দিয়ে ঢাকা, ভেতরে টিউব লাইট জ্বলছে।

হকচকিয়ে মুখ তুলল রীড কোয়েন, বলল, 'মানে?'

'বলতে চাইছি, আপনি যে মজা পান তা আমাদের তরুণ বন্ধুকে বুঝতে না দেয়াই ভাল।' মুখ তুলল অটো বারনেন, ঠোঁট জোড়া ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো, বেরিয়ে পড়ল অত্যন্ত সাদা এক সারি নকল দাঁত, বসাতে ভুল হওয়ায় একটার ওপর অপরটা চড়ে আছে। 'তা না হলে আপনি বেশি দিন না-ও বাঁচতে পারেন।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল রীড কোয়েন। অটো বারনেনকে মাঝে মধ্যে কেন তার ভয় লাগে এই প্রশ্নটা নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছে সে। 'আরে রাখুন, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না তো,' মেঘ ডাকার গম্ভীর আওয়াজ বেরুল তার গলা থেকে। 'কি ঘটতে পারে জানা আছে আমার।'

আর কিছু বলল না অটো বারনেন। কয়েকটা কার্ড-ইনডেক্স ড্রয়ার টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত সে। প্রতিটি ড্রয়ারে চার থেকে পাঁচশো সীল করা ও

নম্বর লেখা এনভেলাপ রয়েছে।

দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়াল ডা. এডগার হোল্ডিং। তাকে পাশ কাটাল সোনালি যুবক। বিধাতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, পুরুষমানুষের এত রূপ হয় না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তার দৈহিক গড়ন এক কথায় নিখুঁত। গাত্রবরণে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই। এখনও লাল সুইম-ট্রাঙ্ক পরে আছে সে, পায়ে স্যান্ডেল। মুখ খানিকটা গোল, দেখে বোঝা যায় তার বয়স বেশি নয়, আঠারো কি উনিশ হতে পারে। চোখ দুটো উজ্জ্বল নীল। মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল। তার চেহারায় অদ্ভুত এক নিরীহ ভাব আছে—অদ্ভুতই বলা যায়, কারণ ইস্পাততুল্য কঠিন কর্তৃত্বের ভাবটুকুও যে-কোন লোকের চোখে ধরা পড়বে।

সামান্য মাথা নত করে সম্মান দেখাল অটো বারনেন, মটমট করে উঠল তার জয়েন্টগুলো। 'লুসিফার,' বলল সে, 'আশা করি আপনার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা বিঘ্ন ঘটাইনি?'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠস্বর, তবে সুরেলা। 'আমি প্লুটো ও বেলিয়াল-এর সাথে কথা বলছিলাম।'

'দু'জনেই ওরা আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য,' মন্তব্য করল অটো বারনেন। 'আপনার ওপর কাজের বোঝা চাপানো আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কে মারা যাবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব একমাত্র আপনারই।'

'মারা যাবে?' পুনরাবৃত্তির স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

অন্তত একবার হলেও অটো বারনেন ভুল করেছে, লক্ষ করে মনে মনে খুশি হলো এডগার হোল্ডিং, ভুলটা সংশোধনের জন্যে তাড়াতাড়ি নাক গলাল। 'মারা যাবে বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি, আপনার রাজ্যের নিচের স্তরে পাঠানো হবে,' বলল সে, হাসছে। 'তবে দুনিয়ার মানুষ ব্যাপারটাকে মৃত্যু বলে বলেই আমরাও ওটা মাঝে মধ্যে ব্যবহার করি, লুসিফার। আর তাছাড়া আপনি তো সব সময় বলে আসছেন যে আপনার পক্ষে যে কাজগুলো আমরা করব তা যেন অবশ্যই জাগতিক নিয়মে হয়, সেজন্যেই পার্থিব প্রকাশভঙ্গি শিখে নিয়েছি আমরা।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ডাক্তারের দিকে ফিরে মিষ্টি, খানিকটা বিষণ্ন হাসি হাসল লুসিফার, তারপর আবার অটো বারনেনের দিকে তাকাল। 'আমার ওপর কাজের বোঝা চাপাতে হচ্ছে বলে অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই। বহুকাল আগে, নিচের স্তর থেকে তুলে তখনও তোমাদেরকে আমি নিজের চারপাশে জড়ো করিনি, সমস্ত কাজ একাই সারতাম। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে হত।'

'এখন তো আপনার কাজ প্রতিদিন কয়েক কোটি হারে বাড়ছে, লুসিফার,' সবিনয়ে বলল অটো বারনেন। 'অতি গুরুত্বপূর্ণ দু'একটা ব্যাপার ছাড়া বাকি সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, সেজন্যে আমরা গর্বিত।'

লুসিফারের হাসিতে অঢেল করুণা ঝরে পড়ল। এরপর টেবিলটার দিকে এগোল সে, দাঁড়াল লম্বা কার্ড-ইনডেক্সগুলোর সামনে। তার চোখ ভাষা হারিয়ে খালি হয়ে গেল, শক্তিশালী একটা হাত প্রথম ড্রয়ারের এনভেলাপগুলোর ওপর রাখল সে। অতি ধীরে হাতটা নাড়ছে, আলতোভাবে হাতড়াচ্ছে এনভেলাপের স্তূপ,

প্রতিটির গায়ে কয়েক সেকেন্ডের বেশি থাকছে না আঙুলগুলো। একে একে সবগুলোই স্পর্শ করছে সে। কিছুক্ষণ পর স্থির হলো হাতটা, ড্রয়ার থেকে একটা এনভেলাপ তুলে টেবিলের ওপর রাখল।

রীড কোয়েন এমনভাবে তাকিয়ে, যেন ছোট একটা বাচ্চা জাদু দেখছে। দ্বিতীয় এনভেলাপটা বাছাই করে তুলে আনতে প্রচুর সময় লাগল। ধীরে ধীরে হাঁটাচলা করছে অটো বারনেন, শরীরের হাড়গুলো খটখট শব্দ করছে। প্রথম ড্রয়ারে লুসিফারের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদিকে সে তাকালই না।

লুসিফার তিনটে এনভেলাপ বাছাই করেছে। এতক্ষণে রীড কোয়েনের দিকে তাকাল অটো বারনেন, মাথা ঝাঁকাল ছোট্ট করে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কোয়েন, ড্রয়ারটা ঢুকিয়ে রাখল কেবিনেটে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ড্রয়ারে কাজ শুরু করেছে লুসিফার। উদ্বেগ গোপন রেখে তাকিয়ে আছে এডগার হোল্ডিং। কোন রকম ইতস্তত না করে লুসিফার এনভেলাপ বাছাই করতে পারলে তার চেহারায় স্বস্তি ফুটে ওঠে, কিন্তু কোন এনভেলাপের ওপর লুসিফারের আঙুল দীর্ঘ সময় স্থির থাকলে আকস্মিক উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসে তার। দুটো ড্রয়ার থেকে কোনও এনভেলাপই বাছাই করল না লুসিফার।

সবগুলো ড্রয়ারের কাজ শেষ করতে পুরো এক ঘণ্টা লাগল। এই সময়টুকু কেউ কোন কথা বলেনি। সব মিলিয়ে তিন হাজারের কিছু বেশি এনভেলাপ, তা থেকে মাত্র সতেরোটা বাছাই করা হয়েছে।

শেষ ড্রয়ারটা কেবিনেটে ঢুকিয়ে রাখছে রীড কোয়েন, টেবিলের সামনে থেকে পিছিয়ে এসে চারদিকে তাকাল লুসিফার, ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে এল চোখে। তার মুখে মিষ্টি, বিষণ্ণ হাসি ফুটল। টেবিলে রাখা নির্বাচিত এনভেলাপগুলোর দিকে তাকাল সে। 'খুশি, বারনেন? আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়ে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।' হাতের আঙুলগুলো এক করে ফোটাল অটো বারনেন। 'আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবি রাখে এমন আরও একটা কাজ আছে, আপনি যদি দয়া করে...'

'বলো, কি কাজ?'

'আপনার নগণ্য একজন ভৃত্যের সময় হয়েছে নিচের স্তরে ফিরে যাবার। আপনি ব্যক্তিগতভাবে যদি তাকে বিদায় দেন, নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করবে সে।'

সামান্য একটু কোঁচকানো ভাব দেখা গেল লুসিফারের ভুরুতে, বাঁশীর মত সুরে অটো বারনেন তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের বন্ধু ডাক্তার হোল্ডিং—তাঁর জাগতিক নামটাই ব্যবহার করছি—খানিক আগে উল্লেখ করলেন, আপনি সব সময় চান ঘটনা ঘটবে স্বাভাবিক নিয়মের ধারায়। তবে আমরা আশা করি বিশ্বস্ত একজন ভৃত্যের জন্যে নিয়ম ভাঙতে আপনি অমত করবেন না...আগেও যেমন ভেঙেছেন।'

'জোর করে নিয়ম ভাঙার ব্যাপারে আমি আমার স্বর্গীয় সহকর্মীর মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পছন্দ করি না। একটা সময় ছিল যখন আমরা দু'জনেই আরও খোলাখুলিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতাম, কিন্তু পানিকে দু'ভাগে ভাগ করা বা সূর্যকে থামিয়ে দেয়ার মত কাজগুলো অনেকদিন হলো বন্ধ রেখেছেন তিনি। আমিও তাকে

অনুসরণ করছি।'

'শক্তিশালী প্রমাণ আছে যে,' চিন্তিতস্বরে বলল ডাক্তার হোল্ডিং, 'আজও তিনি, মাঝে মধ্যে, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের ছোটখাট ব্যতয় ঘটিয়ে দু'একটা কাজ করেন, ব্যক্তি বিশেষের উপকার করার জন্যে।'

'তা ঠিক।' সোনালি হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল লুসিফার, চেহারা দেখে মনে হলো বিবেচনা করে দেখছে। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে। 'আবদার মঞ্জুর করা হলো।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রীড কোয়েন। পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল লুসিফার, দৃষ্টি বহুদূরে নিবদ্ধ। এবার নিয়ে একশো বার আন্দাজ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল এডগার হোল্ডিং লুসিফারের ওই চোখ দুটোর পিছনে আশ্চর্য মনটা কোন্ অজানা রহস্যময় জগতে বিচরণ করছে।

পায়চারি থামিয়ে কালো জ্যাকেটের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো বারনেন। এরপর কি ঘটবে মনে পড়ে যাওয়ায় ডাক্তার হোল্ডিং অনুভব করল তার তলপেট টান টান হয়ে উঠেছে।

তিন মিনিট পেরিয়ে যাবার পর দরজা খুলে গেল, আবার ভেতরে ঢুকল রীড কোয়েন, হালকাভাবে ধরে আছে ফর্সা এক লোকের বাহু। লোকটার পরনে স্ল্যাকস ও গাঢ় সবুজ শার্ট। এরই নাম রুবেনসেন, চিনতে পারল এডগার হোল্ডিং। ঘরের ভেতর শান্তভাবে হেঁটে এল রুবেনসেন, কোন বাধা দিল না। তার হাত দুটো শরীরের দু'পাশে মরা সাপের মত ঝুলছে, হাবভাব দেখে মনে হল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয়। ক্লরাল হাইড্রেট ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে তাকে, ফলে মস্তিষ্ক ভোঁতা হয়ে গেছে, কুঁচকে ছোট হয়ে আছে চোখ দুটো।

কোঁকড়ানো কালো চুল সহ সুন্দর মুখটা উঁচু করল লুসিফার। 'তোমার সিনিয়র কর্মীরা তোমার পক্ষ থেকে আমার কাছে আবেদন জানিয়েছে, রুবেনসেন,' শান্তস্বরে বলল সে।

তার দিকে তাকাল লোকটা, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'আপনাকে দেখে ভয়, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে ও, লুসিফার,' বিড়বিড় করল ডাক্তার হোল্ডিং। 'আপনার রাজ্যে ও আসলে অতি নগণ্য একটা জীব, ভূতদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট, অল্প কয়েক শতাব্দী হলো আপনি ওকে কায়া দিয়েছেন। তবে আপনার সেবা করার সুযোগ পেলে কখনও তা হাতছাড়া করেনি ও।'

গাম্ভীর্যের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল লুসিফার, তারপর একটা হাত তুলল। রুবেনসেন ও লুসিফারের মাঝখানে প্রায় পনেরো হাত ব্যবধান। লুসিফার তার লম্বা করা হাতের তর্জনী সরাসরি রুবেনসনের বুকে তাক করল। 'ওহে নগণ্য, আমি তোমাকে নিচের স্তরে পাঠিয়ে দিলাম,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'যাও, অন্ধকার জগতে ভাই-বেরাদারদের সাথে মিলিত হও। মাংস ও কায়া থেকে মুক্ত হও এবার।'

লুসিফারের কথা শেষ হওয়া মাত্র অত্যুজ্জ্বল সাদা একটা আগুনের বৃত্ত দেখা গেল রুবেনসেনের বুকে, যেন লুসিফারের তাক করা তর্জনী কল্পনাতীত শক্তিশালী একটা আতশ-কাচ, হঠাৎ করে ওখানে আলো ফেলেছে। ঝাঁকি খেল রুবেনসেন,

চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল। আগুনের ঝলকটা অদৃশ্য হয়েছে, বৃত্তাকার ছাই রেখে গেছে শার্টে। বিষম খেল রুবেনসেন, যেন হঠাৎ তার গলা বুজে গেল। প্রচণ্ড খিঁচুনি উঠল, তারপর ঢলে পড়ল মেঝেতে, শুয়ে থাকল স্থিরভাবে।

হাতটা নামাল লুসিফার।

অটো বারনেন বলল, 'ওর হয়ে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে পারি? ওর জন্যে ব্যাপারটা বিরাট সম্মানজনক ছিল।'

'প্রিন্স অভ ডার্কনেস হিসেবে ভৃত্যদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব তো আমাকে পালন করতেই হবে,' বলল লুসিফার, বলার ভঙ্গিতে দেবতাসুলভ মহত্ত্ব প্রকাশ পেল। 'একদিন, বারনেন, বহু যুগ পরে, তোমার জন্যেও হয়তো এই কাজটা করব আমি—আমার প্রধান ভৃত্যের জন্যে। আর তখন, আবার, নিচের স্তরে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে তুমি আপন সত্তা নিয়ে। আসমোডিয়াস হিসেবে।'

দরজার দিকে এগোল লুসিফার, সোনালি ত্বকের নিচে নিখুঁত পেশীগুলো সাবলীল ভঙ্গিতে ঢেউ তুলছে। একবার থেমে এডগার হোল্ডিঙের উদ্দেশ্যে হাসল সে, রীড কোয়েনের দিকে তাকিয়ে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বেরিয়ে গেল।

লাশটার দিকে তাকিয়ে চোয়াল চুলকাচ্ছে রীড কোয়েন, চেহারায় হতভম্ব ভাব। 'এই অ্যাসমোডে না কি যেন বলল, সে কে, মি. বারনেন?' জানতে চাইল সে।

'আসমোডিয়াস। লুসিফারের সাম্রাজ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাবান এক পিশাচ,' জবাব দিল অটো বারনেন। 'অ্যাপোক্রাইফা-য় তার উল্লেখ আছে। বুক অভ টোবিট-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে, আমার ধারণা।'

'আপনি সেই পিশাচ?'

'আমাদের তরুণ বন্ধু ক'দিন হলো তাই বলছে।' ইঙ্গিতে রুবেনসেনের লাশটা দেখাল অটো বারনেন। 'ওটাকে কাপড়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলুন, মি. কোয়েন। ওজন বাড়াবেন, যাতে তাড়াতাড়ি ডোবে। আজ রাতেই ওটার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।'

'অবশ্যই।' লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রীড কোয়েন, সাবধানে খুলে নিল শার্টটা। রুবেনসেনের বুকের চারধারে একটা চওড়া লেদার বেল্ট জড়ানো, বেল্টের মাঝখান থেকে ছোট ও গোল আকৃতির একটা চাকতি সামান্য একটু বেরিয়ে রয়েছে—আধ গলা প্লাস্টিকের গম্বুজ এখন। স্ট্র্যাপ খুলে বেল্টটা সরাল কোয়েন। পোড়া চাকতির পিছনে একটা ফাঁপা সুঁই দেখতে পেল সে, আধ ইঞ্চি লম্বা, বসানো রয়েছে ছোট একটা স্প্রিঙের ওপর।

পকেট থেকে চৌকো, চ্যাপ্টা ও কালো একটা মেটাল কেস বের করে টেবিলে রাখল অটো বারনেন। 'খুবই সন্তোষজনক,' বলল সে। 'মাঝে মধ্যে এ-ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের তরুণ বন্ধুর মস্তিষ্কবিকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।'

ভুরুর ঘাম মুছল এডগার হোল্ডিং। 'কোন সাহায্য তো করবেই না, বরং ক্ষতি করবে যদি বোতাম টেপার পর আপনার ট্র্যান্সমিটার কাজ না করে। কিংবা যদি বেল্টে ফিট করা যন্ত্রপাতিতে ত্রুটি থাকে। ম্যাগনেশিয়াম আলোও দেখা যাবে না, শরীরে সায়ানাইডও ঢুকবে না।'

'আমার তৈরি ইন্সট্রুমেন্ট একেবারে নিখুঁত, মি. হোল্ডিং,' বলল অটো বারনেন, এনভেলাপগুলো খুলতে শুরু করল। 'তবু যদি সে ধরনের কিছু ঘটে, লুসিফারকে ভুল বুঝিয়ে মানিয়ে নেয়ার দায়িত্ব অবশ্যই আপনার। আমাকে একটু সাহায্য করবেন, প্লীজ?'

সাবধানে লম্বা টেবিলটার এক প্রান্তে বেল্টটা নামিয়ে রাখল রীড কোয়েন। 'এটা আমি আপনার কাছে রাখছি, মি. বারনেন। মাগো, ওই লুসিফার···মানুষ পাগল হয় জানি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাগল জীবনে দেখিনি।'

'পরে কোন এক সময় ডাক্তার হোল্ডিংকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বলবেন,' বলল অটো বারনেন, হঠাৎ হেসে মুখ তুলে তাকাল। অগোছাল দাঁতই শুধু দেখা গেল, হাসিটার মধ্যে প্রাণ বা রস কোনটাই নেই। 'এখন দয়া করে আপনি যদি লাশটা এখান থেকে সরিয়ে নেন, ভারি খুশি হই।'

কথা বলল না কোয়েন। দরজা খুলল সে, পেশীবহুল হাত দিয়ে এক টানে লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে টেবিলের কাছে ফিরে এল ডাক্তার হোল্ডিং, এনভেলাপ খোলার কাজে অটো বারনেনকে সাহায্য করবে। প্রতিটি এনভেলাপের ভেতরের অংশে একটা করে রেফারেন্স নাম্বার লেখা আছে। ভেতরে রাখা জিনিসগুলো সব ক'টাতেই প্রায় এক রকম। একটাতে শুধু এক গাছা চুল; আরেকটাতে ছোট্ট একটা চিরকুট, তাতে হাতে লেখা দুটো লাইন; আরেকটায় শুধু ফটোগ্রাফ। কোন-কোনটাতে একাধিক জিনিসও থাকে।

একটা রেজিস্টার-এর সঙ্গে রেফারেন্স নাম্বারগুলো মিলিয়ে দেখল বারনেন, তারপর সতেরোটা নাম লিখল, জাতীয়তা, পেশা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহ।

'আপনি কি মিসেস সুজানিকে দিয়ে সতেরোজনের সবাইকেই ভয় দেখাবেন?' জানতে চাইল ডাক্তার হোল্ডিং।

জবাব দিতে একটু দেরি করল অটো বারনেন। আরেকটা রেজিস্টার পরীক্ষা করছে সে। তারপর বলল, 'না। ষোলোজনকে। আমাদের স্কুইজ লিস্ট-এ আর্জেন্টিনিয়ান ভদ্রলোক রয়েছেন। আপনার বিচার-বিশ্লেষণ অনুসারে আমরা তাঁর কাছে যা চাইব তা তিনি দেবেন। শতকরা সত্তর ভাগ সম্ভাবনার কথা বলেছেন আপনি।' কালো চুলে হাড়সর্বস্ব হাত বুলাল সে। 'কোন মক্কেল টাকা দেয়ার পর মারা গেলে খারাপ ধারণা জন্মাবে।'

'ষোলোজন, তাহলে,' বলল এডগার হোল্ডিং। 'তারমানে লুসিফার যদি শতকরা আশি ভাগের চেয়ে একটু বেশি নিখুঁত হয়, মাত্র তিনটে খুন করলেই চলবে আমাদের।'

'সন্দেহ নেই, মি. রীড কোয়েন সহজেই ম্যানেজ করতে পারবেন।' দুটো রেজিস্টারই বন্ধ করল অটো বারনেন। 'কিন্তু লুসিফার যদি শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নিখুঁত হয়, তারমানে দাঁড়াবে চারটি খুন। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। এ-ব্যাপারটা মাথায় রাখুন, মি. হোল্ডিং।' উঠে দাঁড়াল সে। 'স্কুইজ লিস্ট থেকে আমরা মক্কেল বাছাই শেষ করলেই বিভিন্ন সরকার ও ব্যক্তিবর্গের কাজে পাঠানোর জন্যে সাধারণ একটা তালিকা তৈরি করতে বলব আমি সুজানিকে।'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল এডগার হোল্ডিঙের চেহারায়। 'আট মাস হলো এখানে আমরা আছি। নতুন ঘাঁটিতে সরে যাচ্ছি কবে?'

'চলতি মাসের শেষ দিকে।'

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। 'এরই মধ্যে আপনি ভাল একটা আস্তানা পেয়ে গেছেন?'

'খুবই ভাল। এবারও ডাঙায়। মাদার শিপ ব্যবহার করতে আমার মন সায় দেয় না। হ্যাঁ, শেষবার ম্যাকাও গিয়ে নতুন আস্তানার সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখেছি আমি। লুসিফারের জন্যে আপনি এমন সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতি নিন যাতে সে সিদ্ধান্ত নেয় শিগগির তার রাজ্যের অন্য কোন অংশে চলে যেতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে।' লুসিফারের সাফল্যের হার নিয়ে আলোচনাটা বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি বোধ করছে এডগার হোল্ডিং।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রীড কোয়েন। 'আজ রাতে লম্বা একটা ডুব দেয়ার জন্যে রুবেনসনকে তৈরি করেছি আমি,' বলল সে। 'শুনুন, এক মিনিট আগে লুসিফার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আপনাকে বলতে বলেছে, তার খানিকটা এন্টারটেইনমেন্ট দরকার।'

আঙুলে আঙুল জড়িয়ে টান দিল অটো বারনেন, অধীর আনন্দে গিঁঠগুলো সশব্দে ফোটাল, তার গর্তে ঢোকা মুখে পলকের জন্যে দুর্লভ উত্তেজনার ক্ষীণ আভাস ফুটল। 'এখানে আমাদের রুটিন ওঅর্ক পরে শেষ করলেও চলবে,' বলল সে। 'দয়া করে লুসিফারকে বলবেন কি তার সেবা করার জন্যে এখুনি প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা, মি. রীড কোয়েন, প্লীজ? সুজানিকে ডাকছি আমি।'

সুন্দর সাজানো বেডরুমে, দুটো বিছানার একটায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের এক মহিলা শুয়ে আছে; সদ্য পাক ধরা কালো চুল মাথার একপাশে খোঁপা করা। তার মুখ সরু ও ভঙ্গুর, চামড়া অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ। ফুল আঁকা সিল্ক গাউন পরে আছে সে, হাঁটু পর্যন্ত নাইলন মোজাতে ঢাকা। তার পাশে পেটমোটা একটা হ্যান্ডব্যাগ পড়ে রয়েছে।

মহিলা ঘুমাচ্ছে। তার কাঁধে অটো বারনেন হাত রাখতেই চোখ মেলে তাকাল। 'লুসিফার খবর দিয়েছে, তার এন্টারটেইনমেন্ট দরকার, মাই ডিয়ার,' ফিসফিস করে বলল সে।

মহিলার ম্লান চোখ আর বিবর্ণ ঠোঁটে সলজ্জ হাসি ফুটল। কণ্ঠস্বর এত বিনম্র ও ভদ্র যে সামান্য কেঁপে উঠল, 'ভারি খুশির খবর। আমি এখুনি আসছি, অটো। আমাকে শুধু জুতো পরার সময়টুকু দাও।'

জানালার পর্দাগুলো টেনে দেয়া হয়েছে, ঘরের ভেতর আবছা আলো। গাঢ় রঙের স্ল্যাকস ও লাল একটা শার্ট পরেছে লুসিফার, হেলান দিয়ে বসে আছে আর্মচেয়ারে। তার খানিকটা পিছনে ও এক পাশে লম্বা একটা কাউচের দুই প্রান্তে বসে রয়েছে ডা. হোল্ডিং ও রীড কোয়েন।

কামরার দূর প্রান্তে ছোট্ট একটা থিয়েটার, সেটার দিকে মুখ করে রয়েছে ওরা।

একটা খিলানকে ঘিরে রেখেছে কালো পর্দা, সেটার আড়ালে বসে আছে অটো বারনেন ও তার স্ত্রী, ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে। পর্দা উঠল, আলোয় ভেসে গেল খুদে স্টেজটা। পিছনে দেখা গেল রঙ করা কাল্লো কাপড়, কাপড়টার সামনে বনভূমির ভেতর প্রাচীন একটা অট্টালিকা। খিলান আকৃতির একটা দরজা থেকে রঙ করা এক সারি নান বেরিয়ে আসছে। যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজকে ছাপিয়ে ওঠা ঘণ্টাধ্বনি শুনে বোঝা গেল বাড়িটা আসলে একটা কনভেন্ট।

উইংস থেকে এক জোড়া পুতুল নান সামনে বাড়ল, ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে নত হয়ে আছে মাথা। মিউজিকের আওয়াজ কমে এল, সেই সঙ্গে সুর করে গাইতে শুরু করল নানরা। পুতুলগুলোকে পরিচালনা করার সময় অটো বারনেন চরিত্র ও ভূমিকা অনুসারে একাই তার কণ্ঠদান করে, ব্যাপারটা ডা. হোল্ডিঙের জন্যে রীতিমত বিস্ময়কর। তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর একাধারে তীক্ষ্ণ ও কোমল হতে পারে। জলতরঙ্গের মত মিষ্টি মেয়েলি গলা বা গুরু গম্ভীর হুঙ্কার, সবই তার দ্বারা বের করা সম্ভব অথচ এ-ধরনের আওয়াজ এমনি সময়ে ব্যবহার করে না। তার মত সুজানিও গলার অনেক রকম কাজ জানে। ওদের গলা শুনে কার কোন্‌টা, অনেক সময়ই ডা. হোল্ডিং তা ধরতে পারে না।

এবার উদয় হলো পুরুষটি। পরনে নোংরা ও ছেঁড়া কাপড়ের ট্রাউজার, একজন তরুণ নিগ্রো। কোন কথা বলল না, হতচকিত দু'জন নানকে ঘিরে শুরু করে দিল অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিসর্বস্ব নৃত্য। ডা. হোল্ডিঙের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ওপরের অদৃশ্য রেইলের সঙ্গে কোন্ পুতুল-নান হুক দিয়ে আটকানো আছে বুঝতে চায়। সুজানি বা অটো বারনেন, দু'জনের একজনকে একজোড়া কাঠের হাতল অপারেট করার জন্যে মুক্ত রাখতে হবে হাত, ওই হাতল দুটো থেকে ঝুলন্ত দশটা সুতো সচল রেখেছে নিগ্রোটাকে।

সাধারণত সাতটা সুতো দিয়ে পুতুল নাচানো হয়, তবে বারনেন দম্পতির কোন তুলনা হয় না, তারা দশটা সুতো এমন দক্ষতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে যে সুতোর অস্তিত্ব কারও মনে থাকে না, পুতুলগুলো হয়ে ওঠে জ্যান্ত। কৃতিত্বের খানিকটা পাওনা পুতুলগুলোর। ওগুলোকে নিজের হাতে বানায় অটো বারনেন, আর সুজানি তার পছন্দ মত কাপড় পরায়। কোনটা অপরূপ, কোনটা আবার কুৎসিত। একটা হয়তো নিরীহদর্শন, আরেকটা হয়তো দুষ্ট প্রকৃতির। প্রতিটির আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, দেখা মাত্র দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সুতোর সামান্য একটু টানে পুতুলগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বদলে ফেলা যায়। এটা কিভাবে করা হয় ডা. হোল্ডিং তা জানে না। পুতুল সম্পর্কে কখনও কোন আলোচনা করে না অটো বারনেন।

ইতিমধ্যে নানদের মধ্যে একজন হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে, দাঁড়ানোর ভঙ্গি বদলাবার পরও আড়ষ্ট লাগছে তাকে, প্রায় মুগ্ধ একটা ভাব নিয়ে নাচ দেখছে নিগ্রোর, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। অপর নান এগিয়ে এল, আবেদনের ভঙ্গিতে হাত ধরে টানল, কিন্তু প্রথম নান নড়ল না।

নিগ্রো নাচছে, এবার সে ভরাট গলায় গান ধরল। সুরটা আধ্যাত্মিক গানের,

তবে কথাগুলো অশ্লীল ও নিম্ন রুচির। ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে এল সে, প্রথম নানের কাপড় ধরে টান দিল। দু'জনেই পড়ে গেল মেঝেতে। নানের পরনে এখন শুধু সাদা অন্তর্বাস। সে সুন্দরী ও তরুণী। তার সঙ্গিনী পিছন ফিরল, হাঁটু গাড়ল মেঝেতে, নত হয়ে আছে মাথা, হাত দুটো এক করা।

এবার প্রথম নান সচল হলো। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত, নিগ্রোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে। নাচতে নাচতে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা। হাঁটু গেড়ে থাকা দ্বিতীয় নান যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক দুলল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল।

যন্ত্রসঙ্গীতের সুর বদলে গেল। নিগ্রো ও প্রথম নান স্টেজে ফিরে এল, সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে তাদের নাচ। মেয়েটির পরনে এখন কিছুই নেই। পুরুষটিও বিবস্ত্র। দুটো পুতুলই রাবার দিয়ে মোড়া, একটার রঙ কালো, অপরটার মাখনের মত হলদেটে, জয়েন্টগুলো ঢাকা। স্ত্রী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে ফুটে আছে।

লুসিফারের দিকে তাকানোর জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল ডা. হোল্ডিং। লুসিফারের চোখে গভীর দৃষ্টি, তবে চেহারায় বিষণ্ন ভাব। সন্তুষ্টচিত্তে চেয়ারে হেলান দিল ডা. হোল্ডিং। প্রিয় আনন্দ অনুষ্ঠান এখনও একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি ছেলেটার কাছে। এই খেলাটা সব সময় পছন্দ করে সে। পছন্দ করে বলাটা বোধহয় ভুল, বরং বলা উচিত খেলাটা তাকে অত্যন্ত সন্তোষজনক যন্ত্রণা বা শাস্তি দেয়। সন্তোষজনক এই জন্যে যে মতিভ্রমের কারণে তার ঘাড়ে যে অন্তহীন বোঝা চেপেছে শাস্তি ভোগ তার একটা অংশ বিশেষ। খেলাটা প্রতীক ধর্মী—শুভকে কলুষিত করছে অশুভ, সুন্দরকে গ্রাস করছে অসুন্দর।

এই মুহূর্তে কালো ও সাদা শরীর দুটো এক হয়ে রয়েছে, মোচড় খাচ্ছে খুদে স্টেজের মেঝেতে। তারা উঠল, বিচ্ছিন্ন হলো, তারপর ছুটল মেয়েটা—তবে পালানোর জন্যে নয়। তার চোখ-মুখ আনন্দে ও উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে সে, নিগ্রো পুরুষ ধাওয়া করছে তাকে। তারপর ভেসে এল মেয়েটার উত্তেজক চাপা হাসির আওয়াজ। দুর্বোধ শব্দ করে পুরুষটিও নিজের উত্তেজনা প্রকাশ করছে। মেয়েটা হোঁচট খেল, পড়ে গেল মেঝেতে। পরমুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুরুষটি।

দুটো শরীর দীর্ঘক্ষণ এক হয়ে থাকল। হাঁপানোর আওয়াজ ও তীক্ষ্ণ শীৎকার থামল এক সময়। নিগ্রো দাঁড়াল, নাচ শুরু করল ধীর ভঙ্গিতে, মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটিকে ঘিরে। তার নাচের সাথে তাল মিলিয়ে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত।

ডা. হোল্ডিঙের পেশাদার মন অদৃশ্য পাপেট-মাস্টার অটো বারনেনের কথা ভাবছে। অটো বারনেন সুতোয় টান দিলেই পুতুলগুলো তার নির্দেশ পালন করে। তবে ওগুলোকে যখন বাক্সে শোয়ানো হয়, গুটিয়ে ফেলা হয় ছোট্ট থিয়েটার, তখনও একই থাকে পরিস্থিতি। অটো বারনেন ভয় আর লোভ, ক্রোধ আর নৃশংসতা, জীবন আর মৃত্যুর সুতো ধরে টান দেয়। জীবন্ত পুতুলগুলো তার নির্দেশে নাচতে থাকে। জীবন্ত পুতুলগুলোর মধ্যে একা শুধু লুসিফার সুতোগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ। নগ্ন মেয়েটিকে ছোঁয়ার জন্যে ঝুঁকল নিগ্রো। মেয়েটি তার মাথা তুলল। হাঁটু গেড়ে নত মস্তকে বসে থাকা নানের দিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করল নিগ্রো, তারপর আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। আনন্দে অধীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মেয়েটি, চাপা হাসি শোনা গেল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

কাপড় মোড়া নানের দিকে এগোল ওরা দু'জন। দু'জন মিলে ধরল তাকে, টানাটানি শুরু করল। খুদে হাতে আরও খুদে হুক লাগানো আছে, খালি চোখে দেখা যায় না—দ্বিতীয় নানের কাপড়ে হুক আটকে ছিঁড়তে শুরু করল তারা।

দ্বিতীয় নান চিৎকার দিল।

কালো পর্দার পেছনে, নিচের ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো বারনেন ও সুজানি; হাতগুলো কোমর সমান উঁচু রেইলে ঠেকে আছে, আঙুলগুলো সাবলীল ভঙ্গিতে সুতো টানছে। নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট তারা, চেহারায় পরিতৃপ্তির ভাব। দু'জনের গলা থেকেই নিচের দৃশ্যের সঙ্গে মানানসই শব্দ ও কথা বেরিয়ে আসছে।

জুতোর ডগা দিয়ে অটো বারনেন একটা বোতাম স্পর্শ করল, জাঙ্গাল মিউজিক উদ্দাম হয়ে উঠল বিশেষ একটা যৌনাবেদনময় ছন্দে।

'কংগ্রাচুলেসন্স, মিসেস সুজানি,' সবিনয়ে বলল ডা. হোল্ডিং। 'অনুষ্ঠানটা চমৎকার হয়েছে। ভারি খুশি হয়েছে লুসিফার।'

লাজুক হেসে মাথার চুলে একবার হাত বুলাল সুজানি, ডা. হোল্ডিঙের পাশাপাশি প্যাসেজ ধরে হাঁটছে। 'আপনি সব সময় বাড়িয়ে বলেন, ডা. হোল্ডিং।' বিবর্ণ মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। 'আশা করি আপনারও ভাল লেগেছে নাচটা।'

'তবে আর বলছি কি!' মিষ্টি হেসে মিথ্যে কথা বলল ডা. হোল্ডিং।

নিজের কামরার দরজার সামনে থামল সুজানি। 'এখন আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। আমার ধারণা অটো আপনার জন্যে অফিসে অপেক্ষা করছে। আপনার দেরি করা উচিত হবে না।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' আবার মিষ্টি হেসে প্যাসেজ ধরে এগোল ডা. হোল্ডিং। অটো বারনেনের পুতুল নাচ দেখে তার গা গুলিয়ে ওঠে। নাচটার যৌনাবেদন তাকে উত্তেজিত করে না। নাটকটা যদি কোন নীল ছবিতে দেখত, অভিনয় করত জ্যান্ত মানুষরা, তবু একঘেয়ে লাগত তার।

তার ভেতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অটো বারনেন। লোকটাকে সে ভয় করে, তবে সেই সাথে শ্রদ্ধাও করে; আর সুজানি তার কাছে একঘেয়ে একটা ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। ওদের মিলিত অনুষ্ঠান পুতুল নাচ শুরু হলে অসুস্থবোধ করে সে। কোন সন্দেহ নেই তার এই প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে মনের সেই পুরানো ও পরিচিত কৌশল থেকে, যার নাম বিকল্প। ডা. হোল্ডিং নিজেকে ঘৃণা করে কারণ সে-ও একটা পুতুল; তবে নিজেকে ঘৃণা করাটা বেশিক্ষণ সইতে পারে না মন, কাজেই অটো বারনেন আর তার পুতুলগুলোকে ঘৃণা করে সে।

নিজেকে একটা গাল দিয়ে চিন্তার জাল ছিঁড়ল ডা. হোল্ডিং। আত্মসমালোচনা করে এখানে কোন লাভ হবে না। অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে, তাতে শুধু

লুসিফারকে সামলানোর দক্ষতা কমবে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে অফিসে ঢুকল সে। একটা টেবিলে বসে রয়েছে অটো বারনেন, হাড়সর্বস্ব আঙুলে কায়দা করে ধরে আছে কলমটা, পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। 'আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, ডা. হোল্ডিং।'

'দুঃখিত। লুসিফারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জানতে চেষ্টা করছিলাম নিজের বাছাই সম্পর্কে কতটা আস্থা তার।'

'ইয়েস?'

'কিছুই বুঝতে পারলাম না। পারব বলে আশাও করিনি। মানসিক রোগীরা নিজেদের ধারণার ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল।'

'তারমানে সময়ের অপচয়?'

'আপনি যখন বিজ্ঞানের কোন রহস্যময় শাখা নিয়ে মাথা ঘামাবেন তখন তো কিছুটা সময় অপচয় করতেই হবে।' ডা. হোল্ডিঙের চেহারায় খানিকটা অস্বস্তির ছায়া ফুটল। 'যাই হোক, লুসিফার বাছাইয়ের কাজটা সেরেছে। আমরা এখন শুধু আশা করতে পারি যে বেশ ভাল হারে মারা যাবে মানুষ, যাতে খুব কম লোককে খুন করতে হয় আমাদের।'

'ডিমান্ড-নোট পাঠানোর জন্যে আসল মক্কেলদেরও বাছাই করতে হবে আমাদের,' বলল অটো বারনেন, সামনে পড়ে থাকা তালিকাটার দিকে তাকাল। 'আপাতত পাঁচজনকে বাছাই করতে চাই আমি। এমন পাঁচজনকে চাই, যারা আপনার প্রফেশনাল ধারণা অনুসারে শতকরা অন্তত পঁচাত্তর ভাগ সম্ভাবনা আছে যে পেমেন্ট করবে। তা না হলে আরও কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটা খুনের আয়োজন করতে হবে মি. রীড কোয়েনকে।'

'ওদের ডোশিয়ে পড়ে দেখতে হবে আমাকে।'

'অবশ্যই। আপনার বাছাই করার জন্যে আঠারোজনের ছোট একটা তালিকা তৈরি করেছি আমি।' কলম রেখে দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল অটো বারনেন। 'তবে আপনি শুরু করার আগে অন্য একটা প্রশ্ন আছে। আজ সকালের দিকে আপনি বলেছেন যে লুসিফারের সাইকিক পাওয়ার ঠিক আপনার বিষয় নয়...'

'আমার বিষয় তা আমি কখনও বলিনি,' আত্মরক্ষার সুরে বলল ডা. হোল্ডিং। 'আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। লুসিফারকে আমি সামলাতে পারব। তবে তার ক্ষমতার বেশিরভাগটা ব্যবহার করতে চাইলে সাইকিক রিসার্চে বিশেষজ্ঞ কাউকে দরকার হবে আপনার।'

'কোন এক বুদ্ধু, আজব কিছু বিশ্বাস করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে? কোন দরকার নেই...'

'আপনি ভুল বুঝছেন,' এই একবার অটো বারনেনকে বাধা দিল ডা. হোল্ডিং। 'সত্যিকার সাইকিক গবেষকদের বিশ্বাস করানো অত্যন্ত কঠিন কাজ, ওদেরকে ধোঁকা দেয়াও প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। সেজন্যেই নির্ভেজাল কোন কেস পাওয়া গেলে ওরাই সবচেয়ে ভালভাবে সামলাতে পারে।'

'যেমন লুসিফার?'

'লুসিফারের মত নির্ভেজাল কেস আগে কেউ কখনও পেয়েছে কিনা

সন্দেহ—তার সাফল্য শতকরা পঁচাত্তর ভাগে নেমে এলেও।'

'লুসিফারের সাফল্যের এই হার ধরে তো রাখতেই হবে, ওটাকে আরও বাড়াতেও হবে, ডা. হোল্ডিং। আপনি যে ধরনের বিশেষজ্ঞের কথা বলছেন, তাদের কেউ কি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে?'

'পারবে, আমার অন্তত তাই ধারণা।'

'সে-ধরনের কাউকে আপনি চেনেন?'

'আশরাফ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক আছেন, এক সময় কেমব্রিজে ছিলেন,' ধীরে ধীরে বলল ডা. হোল্ডিং। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। ভদ্রলোক স্ট্যাটিসটিক্যাল ও ম্যাথামেটিক্যাল বিষয়ে মাথা ঘামান, সেই সূত্রে সাইকিক রিসার্চে এসেছেন। ল অভ চান্স ও আরও কি কি সব বিষয়। তারপর তিনি সাইকিক রহস্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কয়েকটা জার্নালে আমি তাঁর রচনা পড়েছি।'

'আপনি তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবেন?' জানতে চাইল অটো বারনেন।

'চেষ্টা করলে পারব,' চিন্তিতভাবে চিবুকে আঙুল ঘষল ডা. হোল্ডিং 'শুনেছি অধ্যাপনা ছেড়ে রাশিয়া থেকে ব্রিটেনে চলে এসেছেন, এখনও কোন নিয়মিত কাজের ভেতর ঢোকেননি। তবে আশরাফ চৌধুরী আমাদের দলে ভিড়বেন না, মি. বারনেন। মানে, বলতে চাইছি, নিঙড়ে রস বের করার কাজে বা বিদায় দেয়ার আয়োজনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন না।'

'আমি তা আশাও করি না। এ-সব বিষয় তাঁকে কিছু জানানোর দরকার নেই।'

'খুব সাবধানে থাকতে হবে। তারপরও কিছু একটা দেখে সন্দেহ হতে পারে তাঁর। আর যদি সব জেনে ফেলেন, তখন?'

কলমটা তুলে নিল অটো বারনেন। 'আমরা সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করব, অবশ্যই,' অন্যমনস্কভাবে বলল সে। 'আর আপনার কাজ হবে তাঁর কাছ থেকে যা যা শেখার সব খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলা। তবে মি. আশরাফ চৌধুরী যদি খুব বেশি কিছু জেনে ফেলেন তাহলে লুসিফারকে বলতে হবে সে যেন তার সাম্রাজ্যের নিচের স্তরে পাঠিয়ে দেয় তাঁকে।'

দুই

প্যারিসে, মঁতমার্ত্রে পাহাড়ের ঢালে, সুদৃশ্য ফ্ল্যাটটা সোহানা চৌধুরীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিরাট ধনী পিতার একমাত্র কন্যা সে, ইউরোপ-আমেরিকার বহু শহরে ওর সয়-সম্পত্তি আছে। মাসুদ রানার মতই, সে-ও বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট, দেশের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্যে জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে। বিসিআই-এর এজেন্ট হলেও, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হয় ওদেরকে। এসপিওনাজ জগতে নাম করেছে বিসিআই, সেই সূত্রে দুনিয়ার বহু ইন্টেলিজেন্স চীফ ওদেরকে বিশেষভাবে খাতির করেন, ওদের সঙ্গ পেলে মনে মনে ভারি খুশি হন, তাঁদের মধ্যে

কেউ কেউ পুত্র-কন্যাবৎ স্নেহ করেন ওদেরকে। সেরকম একজন মানুষ হলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ।

এই মুহূর্তে প্যারিসেই রয়েছে সোহানা, তবে নিজের ফ্ল্যাটে নয়; অন্য কোথাও সঙ্গ দিচ্ছে মশিয়ে গ্যাসপার ডেলাভাইনকে। ওর ফ্ল্যাটে রয়েছে আশরাফ চৌধুরী, অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। সোহানার মামাতো ভাই সে, বয়েসে দু'চার বছরের বড় হলেও সম্পর্কটা নির্ভেজাল বন্ধুত্বের। আশরাফের পাণ্ডিত্য শুধু যে অঙ্কে তা নয়, অন্যান্য বিষয়েও পড়াশোনা ও গবেষণা আছে তার, বিশেষ করে সাইকিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে। মস্কোর একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছিল সে, হঠাৎ নিজেকে একঘেয়েমির শিকার বলে মনে হয়, চাকরি ছেড়ে বোন সোহানার কাছে বৈচিত্র্যময় সময় কাটাতে এসেছে।

ছোট্ট ঝুল-বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে আছে সে, পরনে পা'জামা ও ড্রেসিং গাউন। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। সোহানা হতে পারে না। সে বলে গেছে ফিরতে তার মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। তাছাড়া, তার নিজের কাছে চাবি আছে। বাইরের কোন লোকের জানার কথা নয় ফ্ল্যাটে লোক আছে, কারণ ভেতরে কোন আলোই জ্বলছে না। কাজেই চেয়ার ছেড়ে উঠল না আশরাফ। যে-ই এসে থাকুক, একটু পরই ফিরে যাবে সে।

কী হোলে চাবি ঢোকানোর অস্পষ্ট শব্দ হলো। আড়ষ্ট হয়ে গেল আশরাফের পেশী। তারপর দরজা খোলার ও বন্ধ হবার আওয়াজ হলো, সুইচ অন করার সাথে সাথে আলোয় ভেসে গেল ড্রইংরুমটা। ছোট্ট ঝুল-বারান্দার অন্ধকারে বসে কান খাড়া করল আশরাফ, শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কি যেন একটা নামানো হলো মেঝেতে, পায়ের শব্দ চলে গেল অতিরিক্ত বেডরুমের দিকে। আবার সুইচ অন করার শব্দ হলো।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল আশরাফ। সে ঠিক নার্ভাস নয়, কৌতূহল বোধ করছে, সামান্য একটু অস্বস্তিও। আগন্তুক গলা খাকারি দিল। সে পুরুষমানুষ, এই মুহূর্তে বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসছে, শিস দিচ্ছে মৃদু। পায়ের শব্দ কিচেনের দিকে চলে গেল।

আলো জ্বলল কিচেনে। নিঃশব্দ পায়ে ঝুল-বারান্দা থেকে ড্রইংরুমে ঢুকল আশরাফ। মেঝেতে একটা নতুন পিগস্কীন সুটকেস পড়ে রয়েছে। কিচেনের দেয়াল থেকে পট ও প্যান নামাচ্ছে আগন্তুক। দপ করে জ্বলে উঠল গ্যাসের চুলো।

কিচেনের খোলা দরজার দিকে এগোল আশরাফ। চুলোয় একটা পট, পটে এক টুকরো মাখন। ফ্রিজ থেকে বের করা হয়েছে একজোড়া করে চপ ও ডিম। দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ব্রেড কাটছে ছ'ফুট লম্বা এক লোক, পরনে জিনসের ট্রাউজার ও শার্ট।

দরজার কাছে পৌঁছুল আশরাফ, মেঝেতে সামান্য ঘষা খেল স্যান্ডেল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, আগন্তুকের শরীরটা ঝাপসা হয়ে গেল, তারপর দেখা গেল আশরাফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, রুটি কাটার ছুরিটার হাতলের বদলে ধরে আছে ধারাল ফলা।

আকস্মিক বিপদ দেখে লাফ দিয়ে উঠল আশরাফের নার্ভ ভয়ের ভাবটা

পরমুহূর্তে দূর হয়ে গেল। একযোগে হেসে উঠল ওরা দু'জন। ছুটে গিয়ে রানার সঙ্গে করমর্দন করল আশরাফ। 'রানা, মাই গড, তুমি!'

'কলিংবেল বাজালাম, তুমি কোন সাড়া দিলে না, ভাবলাম বাড়ি খালি,' বলল রানা। 'হালকা কিছু খেয়ে কেটে পড়ব ভাবছিলাম। তা সোহানা ফিরবে কখন জানো?'

'মাঝরাত বা আরও পরে,' বলে রানাকে পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয় চুলোটা জ্বালল আশরাফ, কফি বানাবে। 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে ও। বিকেলের দিকে ফোন করে আমন্ত্রণ জানান তিনি। যতদূর মনে করতে পারছি, ভদ্রলোকের নাম গ্যাসপার ডেলাভাইন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ফোন করে উনি বললেন, সোহানার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'ভদ্রলোককে তুমি চেনো?'

'চিনি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। 'সিভিল সার্ভেন্ট, প্রায় ষাট বছর বয়েস, আমাদের শুভানুধ্যায়ী।'

দশ মিনিট পর ড্রইংরুমে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দু'জন, রানা বলল, 'সোহানাকে বলবে লণ্ডন থেকে আজই এসেছি আমি, ম্যারিয়নকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে কোথায় থাকব।'

'ম্যারিয়ন?'

'আমাদের বান্ধবী, আমার ও সোহানার,' বিসিআই-এর আন্ডারকাভার এজেন্ট ম্যারিয়ন, তাকে একটা অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে ব্রিফ করার জন্যে ফ্রান্সে এসেছে রানা, তবে এ-সব কথা আশরাফকে জানাল না।

'সোহানা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো তুমি,' প্রস্তাব দিল আশরাফ। 'ফিরে এসে তোমাকে না দেখলে সে হয়ত আমাকে দায়ি করবে।'

হেসে ফেলল রানা। হাসিটা ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করল, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে ও। 'মশিয়ে গ্যাসপার ডেলাভাইনের সঙ্গে খেতে গেছে ও?' কণ্ঠস্বর রীতিমত তীক্ষ্ণ।

সামান্য অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকাল আশরাফ। 'হ্যাঁ।'

'তুমি জানো কোথায় বসবে ওরা?' কানের একটা লতি দু'আঙুলে ধরে পিষছে রানা।

'বসবে বোধহয় কোন বোটে। শ্যেন নদীর দৃশ্য দেখবে শামিয়ানার নিচে থেকে...'

'ও, বুঝেছি,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। 'সাড়ে এগারোটার দিকে পঁত দ্য লালমা-য় ভিড়বে ওদের বোট বাতিউস মোসে। আমার বোধহয় ওখানে থাকা উচিত।'

সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আশরাফ, হতচকিত। 'কেন, কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার হয়তো কিছুই নয়, আবার...,' কানে হাত উঠে গেল রানার, দু'আঙুলে ডলছে লতিটা। হাসিখুশি ভাবটা অদৃশ্য হয়েছে, কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে ওকে।

'অহেতুক আমি উদ্বিগ্ন হতে চাই না,' বলল আশরাফ। 'তবে এতক্ষণ তুমি বেশ ছিলে, হঠাৎ বলছ সোহানার কিছু একটা ঘটতে পারে। কি ঘটতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'বিপদ,' বলে সোফা থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল রানা।

'কিভাবে জানলে তুমি?' আশরাফের চেহারায় হঠাৎ আগ্রহ ফুটে উঠল।

যেন অনেক দূরে তাকিয়ে ছিল রানা, ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফেরাল আশরাফের দিকে। 'নিশ্চিতভাবে জানি না।' ইতস্তত করল ও, তারপর ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'কিভাবে জানলাম শুনলে হাসবে তুমি। আমার কান সুড়সুড় করছে।' কথা শেষ করে অন্য দিকে মুখ ফেরাল ও, যেন আশা করছে গলা ছেড়ে হেসে উঠবে আশরাফ।

'দাঁড়াও, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এক্ষুণি হয়ে যাবে আমার,' তাড়াতাড়ি বলল আশরাফ।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াল রানা। 'তুমি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ,' ড্রেসিং গাউন খুলতে খুলতে নিজের বেডরুমের দিকে ছুটল আশরাফ। তার পিছু নিল রানা। কাপড় বদলাচ্ছে আশরাফ, রানার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আগে কখনও ঘটেছে ব্যাপারটা—কানে সুড়সুড়ি?'

'ঠিক সুড়সুড়ি বলা যায় না···মানে, চুলকায়।'

'আগে কখনও এরকম হয়েছে?'

'বহুবার।'

'এই চুলকানোর বিশেষ অর্থ আছে তোমার কাছে? সাম কাইন্ড অভ ওয়ার্নিং?'

'ওয়ার্নিং···হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে,' রানার গলার আওয়াজ বিরক্তিসূচক। 'হাসি পেলে হাসো, অ কিছু মনে করব না, শুধু যদি আমাকে দেরি করিয়ে না দাও।'

'না, মোটেই হাসছি না। আমার আগ্রহ হচ্ছে। শতকরা কত ভাগ ফলে?'

'মানে?'

'কান যখন চুলকায় মানে যখন ওয়ার্নিং পাও, পরে কি সব সময় বিপদ ঘটে, নাকি মাঝে মধ্যে ফলস অ্যালার্মও পাও?'

রানা ধীরে ধীরে বলল, 'আমি যতদূর জানি অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত তুমি···'

'সে কথা ভুলে যাও,' আশরাফের চেহারায় গভীর মনোযোগের ভাব, যেন একজন শিকারী তার শিকারকে ধাওয়া করছে। 'ওয়ার্নিংটা কখনও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে?'

'যতদূর মনে পড়ে, না।'

'গুড।' দ্রুত হাতে মোজা পরছে আশরাফ। 'এবার অপরদিকটা—ওয়ার্নিং পাওনি অথচ বিপদ ঘটেছে, এমন কখনও হয়েছে?'

'কি? হ্যাঁ, অনেকবার।' এখন আর রানা প্রশ্নগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না। মন চলে গেছে অন্য কোথাও। জুতো পরে দাঁড়াল আশরাফ, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'সঙ্কট বা বিপদ সম্পর্কে তুমি খানিকটা অভিজ্ঞ, কি বলো, রানা?'

'সামান্য।'

'তুমি কি এ-ধরনের ওয়ার্নিং যখন রিল্যাক্স অবস্থায় থাকো এবং কিছু ঘটবে বলে আশা করছ না তখন পাও, নাকি সময়টা যখন অস্থিরতা-উদ্বেগের মধ্যে কাটছে এবং আশঙ্কা করছ কিছু ঘটতে পারে, তখন পাও? আমি আসলে জানতে চাইছি, রিসিভার হিসেবে ঠিক কোন্ সময়টায় তুমি আদর্শ?'

ধীরে ধীরে আশরাফের ওপর মনোযোগ ফিরে এল রানার, খানিকটা বিস্ময় ও রাগ নিয়ে তার দিকে তাকাল ও। 'ফর গডস সেক, কি আসে যায় তাতে? সোহানার অপেক্ষায় থাকার জন্যে পুঁক্ত দ্য লালমায় যাচ্ছি আমি, তুমি কি আমার সাথে যাবে?'

দিনের উত্তাপ এখনও নিঃশেষে মুছে যায়নি, তবে প্লেক্সিগ্লাস ছাউনির নিচে বাতাস বেশ ঠাণ্ডাই। বোট-রেস্তোরাঁর ডেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে লোকজন, চারদিক আলোয় ভেসে যাচ্ছে।

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ গ্যাসপার ডেলাভাইন দুটো লম্বা গ্লাসে ওয়েটারের কনিয়্যাক ভরা দেখছেন, তারপর দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন টেবিলের উল্টোদিকে বসা অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির দিকে। শ্যেন নদীর দূর প্রান্তের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, ঘাড়টা যথাসম্ভব ফেরানো, ফলে মাথা ও ঘাড়ের কাঠামোটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

গ্যাসপার ডেলাভাইনের বয়েস হয়েছে, বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত সুখী তিনি, উপস্থিত সঙ্গিনীর প্রায় সমবয়েসী এক কন্যার পিতাও বটেন, তবু নিজের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে তাঁর আপত্তি নেই যে সন্ধের পর থেকে আজকের এই সময়টা ভারি আনন্দে কাটছে, সেই সঙ্গে গর্ব অনুভব করছেন তিনি। সঙ্গিনী অপরূপ সুন্দরী, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। বিদূষী নারীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও রমণীয় আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করছে। আর গর্ব অনুভব করার কারণ হলো, নারী-পুরুষ নির্বিচারে সবাই তাঁর দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, তাকাচ্ছে সঙ্গিনীর দিকে এবং একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারছে না।

কালো মখমলের মত চুল সোহানার, কপাল খানিকটা ঢেকে ঘাড়ের ওপর স্তূপ হয়ে আছে। চোখ দুটো মধ্যরাতের গাঢ় অন্ধকার। রেখা ও ভাঁজহীন মসৃণ মুখ গলাটা লম্বা ও সুগঠিত। সাদা একটা সিল্ক ব্লাউজ পরেছে ও, সঙ্গে শর্ট স্লীভ ও গাঢ় নীল ভেলভেট স্কার্ট। ঢিলে-ঢালা একটা জ্যাকেট, স্কার্টের সঙ্গে ম্যাচ করা, চেয়ারের পিঠ থেকে ঝুলছে। সোহানার কাঁধ, অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি চওড়া, ক্রমশ সরু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। কোমরটা পাতলা। ওর পা লম্বা, ভারি সুন্দর— বিশেষভাবে সুন্দর, তিনি ভাবলেন, যখন হাঁটে ও। কারণ হাঁটার সময় দীর্ঘ পা ফেলে সাবলীল ভঙ্গিতে, পুরোপুরি উরু থেকে সূচনা হয়।

মারভিন লংফেলো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ এবং মশিয়ে ডেলাভাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে বলেছেন, 'ও সঙ্গে থাকলে মনে অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করবে তুমি, গ্যাসপার। জানি শুনতে অবিশ্বাস্য লাগছে, তবে কথাটা সত্যি। তোমার ভেতর কোন টেনশনই থাকবে না। সোহানা তোমার ভেতর অনাবিল শান্তির

আশ্চর্য এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে।' সবশেষে শুকনো গলায় তিনি যোগ করেন, 'শত্রুরাও তাকে দেখে এরকম শান্তি পায়, তা আমি বলছি না, মনে রেখো।'

সেই সন্ধে থেকে এত রাত পর্যন্ত একবারও সোহানা চৌধুরীকে বিপজ্জনক নারী বলে মনে হয়নি, সেজন্যে খানিকটা অস্বস্তিবোধ করলেও তিনি খুব ভাল করেই চেনেন ওকে, জানেন মারভিন লংফেলোর শেষ কথাগুলো পুরোপুরি সত্যি। এই মুহূর্তে, মুগ্ধ বিস্ময় ও পরিতৃপ্তিবোধ যখন তাঁকে গ্রাস করে রেখেছে, তিনি উপলব্ধি করলেন মারভিন লংফেলোর শুরুর কথাগুলোও সত্যি।

ঘার ফেরাল সোহানা, ক্ষীণ হাসল, তুলে নিল গ্লাসটা, তাঁর উদ্দেশ্যে উঁচু করল সামান্য। সাড়া দিলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন।

'আমি দরিদ্র মেজবান,' বললেন তিনি। 'আমার উচিত ছিল আপনাকে সিগারেট অফার করা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও উপভোগ করতাম। কদাচ কোন দুর্লভ মুহূর্তে, যখন আমি পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধ করি, সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে আমার।'

কৌতুক ঝিক করে উঠল সোহানার চোখে। 'এ-ধরনের কথা স্যার মারভিন লংফেলোও বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফ্রেঞ্চদের মত ঈশ্বরপ্রদত্ত গুণ তিনি পাবেন কোথায়, ফলে প্রায় সময়ই চেহারা রাঙা করে তুলে থেমে যান।' চেয়ারের পাশে রাখা হ্যান্ডব্যাগের দিকে হাত বাড়াল ও। 'আমার কাছে ব্রিটিশ সিগারেট আছে, আপনার তাতে চলবে কি?'

'চলবে না মানে,' বললেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'আমাদের ভালমানুষ মি. লংফেলোর ওপর আলোকপাত করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কোন কোন ব্যাপারে তিনিও আনাড়ি, শুনে আনন্দবোধ করছি।'

সিগারেটের ব্যাপারে সামান্য কৌশল অবলম্বন করেছেন মশিয়ে ডেলাভাইন। তাঁর কেসে কয়েক ধরনের সিগারেট আছে। সোহানা চৌধুরী নড়াচড়া করবে, এটা অবলোকন করার আনন্দ থেকে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করতে চাননি। ব্যাগটা খোলা হচ্ছে, সঙ্গিনীর বাহু ও হাতের খেলা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছেন তিনি। ব্যাগ থেকে ছোট একটা সোনালি সিগারেট কেস ও লাইটার বের করল সোহানা, অফার করল মশিয়ে ডেলাভাইনকে।

'ধন্যবাদ।' সোহানার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন মশিয়ে ডেলাভাইন, তারপর নিজেরটা ধরালেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ ধূমপান করলেন ওরা। অবশেষে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন, 'আমি যদি আপনার নামের প্রথম অংশ ব্যবহার করি, বেশি ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা বলে গণ্য করবেন আপনি, মাদমোয়াজেল?'

'আমি ব্যাপারটা পছন্দ করব।'

'ধন্যবাদ। বলুন তো, আপনি কি মশিয়ে মাসুদ রানাকে প্যারিসে আশা করছেন?' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি আসলে তাঁর একজন ফ্যান। ফ্যানরা তাদের সুপারস্টারকে সব সময় কাছ থেকে দেখতে চায়।'

'সুপারস্টার, হ্যাঁ।' সোহানার ঠোঁটে ম্লান হাসি, চেহারা দেখে মনে হলো হঠাৎ যেন অতীতে ফিরে গেছে ও, স্মৃতি রোমন্থন করছে। তারপর বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। ছুটিতে আছে বলে শুনেছি। আছে লন্ডনে। প্যারিসে আসবে কিনা কে

জানে।'

কি যেন ভাবছেন মশিয়ে ডেলাভাইন, মনে হলো চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সোহানা জানতে চাইল, 'আপনি কিছু বলতে চান আমাকে, মশিয়ে?'

'হ্যাঁ,' বলে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। ধৈর্য না হারিয়ে অপেক্ষা করছে সোহানা। 'প্রোটেকশন র‍্যাকেট,' অবশেষে বললেন তিনি। 'প্রোটেকশন র‍্যাকেট বলতে সাধারণত আমরা বুঝি অনেক লোকের কাছ থেকে অল্প করে টাকা আদায়। দোকানদাররা হলো সহজ উদাহরণ। আপনার কি মনে হয় এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যায়, সোহানা—বাছাই করা অল্প ক'জন লোকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়?'

'কিসের হুমকি দিয়ে?'

'মৃত্যু।'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'এ-ধরনের হুমকি দিয়ে এক-আধবার হয়তো পার পাওয়া সম্ভব। কিডন্যাপিঙ-এর মত। র‍্যাকেট হিসেবে চালানো সম্ভব নয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেললেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'আসুন, ধরা যাক,' বললেন তিনি, 'আপনাদের সরকারকে ঢাকায় হুমকি দেয়া হলো, সমবায় মন্ত্রী আগামি ছ'মাসের মধ্যে মারা যাবেন, যদি না তাঁর প্রাণের জন্যে দু'কোটি টাকা দেয়া হয়। ফলাফল কি হবে?'

হেসে উঠে মাথা নাড়ল সোহানা। 'আপনি কৌতুক করছেন।'

'অবশ্যই। তবু ধরা যাক করছি না।'

তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সোহানা, হাসি হাসি ভাবটা অদৃশ্য হয়েছে চেহারা থেকে। 'ধরে নেয়া হবে হুমকিটা এসেছে কোন পাগলের কাছ থেকে,' অবশেষে বলল ও। 'ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে নির্দেশ দেয়া হবে পুলিসকে।'

'আর যদি ছ'মাসের মধ্যে মারা যান মন্ত্রী মহোদয়?'

'মারা যাবেন কিভাবে?'

'আসুন, এ-ক্ষেত্রে ধরা যাক ভায়োলেন্সের দ্বারা মারা গেলেন তিনি। তারপর নতুন আরেকটা হুমকি দেয়া হলো। এবার হয়ত কোন আমলাকে। তখন কি হবে?'

'ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হবে,' সোহানার কণ্ঠস্বর শান্ত। 'আপনি কি বলছেন, এ-ধরনের কিছু ঘটেছে?'

'আমি একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছি।' ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ নিঃশব্দে হাসলেন। 'বেছে বেছে ধনী ব্যক্তিদের ও সরকারী কর্মকর্তাদের ব্ল্যাকমেইল করা। এটা সম্ভব বলে মনে করেন আপনি?'

'ধরা না পড়ে খুন করতে পারলে সম্ভব। হুমকিটা কোত্থেকে আসছে, সেটা গোপন করে রাখতে পারলে সম্ভব। টাকাটা সংগ্রহ করার সময় ধরা পড়ার কোন ভয় নেই, এরকম ফুলপ্রুফ আয়োজন করতে হবে। যাকে হুমকি দেয়া হয়েছে সে ভয় পেয়ে টাকাটা দিতে চাইবে, এটাও একটা শর্ত। তবে যেভাবেই উল্টেপাল্টে দেখেন, ব্যাপারটা অর্থহীন মনে হবে। কোন্ দুঃখে সরকারের সঙ্গে লাগতে যাবে কেউ, শুধু বাছাই করা ধনীলোকদের ব্ল্যাকমেইল করলেই তো হয়।'

'কেউ যদি ধরা না পড়ে খুন করতে পারে, হুমকিটা যদি ভুয়া নয় বলে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে পরবর্তী শিকাররা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা দিয়ে দিতে চাইবে। সরকারী কর্মকর্তাদের ব্ল্যাকমেইল করার সুবিধে হলো, পাবলিসিটি কম হবে।'

'পাবলিসিটি কম হবে কেন?'

'আতঙ্ক যাতে না ছড়ায়। কোন কোন সরকার অবশ্যই টাকা দেবে, আগের ফলাফল দেখে প্রভাবিত হয়ে। ইউরোপের কোন সরকার হয়তো পেমেন্ট করবে না, দু'একজন ডিকটেটর ছাড়া। তবে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক সরকারই টাকা দিতে রাজি হবে। আফ্রিকার একজন সরকারপ্রধানের কথা ধরা যাক। মি. বাবাফিরাঙ্গানা। তিনি যদি বুঝতে পারেন তাঁকে মেরে ফেলা হবে, নির্ঘাৎ সরকারী কোষাগারে হানা দেবেন ভদ্রলোক। তবে ধনী ব্যক্তি আদর্শ শিকার, আমারও ধারণা। মধ্যপ্রাচ্যের একজন শেখ, একজন ভারতীয় কোটিপতি, দক্ষিণ আমেরিকার একজন প্লে-বয়...'

শান্তভাবে তাঁর কথা শুনছে সোহানা, কোন মন্তব্য করছে না।

'আপনাকে অবশ্য বিশ্বাস করাতে হবে যে হুমকিটা ভুয়া নয়। তা বিশ্বাস করানোর সহজতম উপায় হলো, যাদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে তাদের সবার নাম প্রকাশ করা, ফলে লোক যাতে জানতে পারে টাকা না দেয়ায় তাদের কার কপালে কি ঘটেছে।'

চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'আপনার পিছনে লাগবে অনেকগুলো দেশ, ধাওয়া করবে ইন্টারপোল। হুমকির শিকার লোকগুলোকে প্রোটেকশন দেয়া হবে, তখন খুব বেশি খুন করে পালিয়ে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া, কিভাবে আপনি সংগ্রহ করবেন টাকা, যদি ও যখন কেউ পেমেন্ট করতে চায়? টাকা সংগ্রহ করতে হলে যোগাযোগ না করে উপায় নেই। মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করাটাই কিডন্যাপারদের আসল সমস্যা। যোগাযোগের মুহূর্তটিতেই ফেঁসে যায় তারা।'

'সত্যি কথা।' এখনও হাসছেন, সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'গোটা ব্যাপারটা স্রেফ অবাস্তব।'

'আপনি সম্ভবত আমাকে বিশদ বিবরণ দেননি,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোহানা। 'বিশদ জানা গেলে একটা অবাস্তব ধারণাকেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে।'

হেসে উঠে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। 'আমি আপনাকে অত্যন্ত অবাস্তব একটা হাইপথেসিস সরবরাহ করেছি, সোহানা। আমার আশা, অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশদ বিবরণ আপনি নিজেই দান করবেন।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিল সোহানা, তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে, ভুরু দুটো সামান্য কোঁচকানো। 'বুঝতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত, মশিয়ে। ঠিক ধরতে পারছি না আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছেন কিনা, নাকি কিছু বলতে চাইছেন, কিংবা এটা কি মজার কোন খেলা, যে খেলার নিয়ম-কানুন এখনও আমি শিখিনি? সত্যি আমি অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

শ্যেন নদীর অন্ধকার পানির দিকে তাকালেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'এটা একটা

খেলা—ফ্যান্টাসী,' খানিক পর বললেন তিনি। 'শুরু করে একাধারে আমি বোকামি ও অভব্যতার পরিচয় দিয়েছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, এবং আসুন অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। আরে, দেখুন...'

মশিয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করল সোহানা। নদীর পাড় এদিকটায় নিচু। ঝুলে পড়া একটা তার, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, বাঁধা হয়েছে দুটো গাছের মাঝখানে। তারের ওপর, মনে হচ্ছে শূন্যে ভাসছে, সাদা একটা মূর্তি আগুপিছু হাঁটার ভঙ্গিতে নাচছে। মূর্তিটা এক হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো, দুলতে শুরু করল তার, তারপর সিধে হয়ে ঘুরল মূর্তিটা, এগিয়ে যাচ্ছে সাবলীল ভঙ্গিতে। ঝালর লাগানো হাত দুটো ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, মুখোশ পরা মুখ ঘুরে যাচ্ছে এদিক-সেদিক।

বোটের ডেক থেকে হাসি ও হাততালির আওয়াজ উঠল।

'তরুণ হওয়া ভারি মজার,' মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন। 'সম্ভবত একজন ছাত্র, এবং তার মূল্যবোধের প্রশংসা না করে পারি না। একটা ভূত সেজেছে সে। তারপর দুটো গাছের মাঝখানে তারটা ঝুলিয়েছে। কোন বোটকে পাশ কাটাতে দেখলেই নিজের খেলা দেখাচ্ছে সে—নদীর কিনারা তার স্টেজ, নদী তার অডিটোরিয়াম, বোটের আরোহীরা তার দর্শক। পয়সা-কড়ির কোন ব্যাপার নেই। অপরকে আনন্দ দিয়ে নিজেকে খুশি করছে সে,' তিনি কথা বলছেন দার্শনিকসুলভ ব্যঙ্গাত্মক সুরে, শুনে হেসে উঠল সোহানা।

'যুবা বয়সে উদ্ভট অথচ সুন্দর কাজ করে মজা পাওয়া যায়,' বলল ও।

মশিয়ে ডেলাভাইনকে আহত দেখাল। 'আপনার কথা শুনে আতঙ্ক বোধ করছি। নিজেকে আপনি যদি যুবাদের মধ্যে গণ্য না করেন, আমি তাহলে নিজেকে অশীতিপর বৃদ্ধ বলে মনে করব। প্লীজ, খানিকটা সদয় হোন আমার ওপর।'

'আমার সাতাশ চলছে, মশিয়ে।'

'সাতাশ? ননসেন্স। আপনি নিয়মিত চুল কাটেন, জুতো ও কাপড় পরেন দামী, পান করেন কনিয়্যাক, এবং সিগারেট খান। তবে এ-সবই ধোঁকাবাজি। আপনি আসলে শিশু, শুধু শুধু ভান করছেন।'

'এখনও আমি তরুণ, এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে, তার কারণ ওই ছেলেটার মত পাগলামি করতে পছন্দ করি আমি এখনও,' বলল সোহানা।

'ওই ছেলেটার মত?'

'হ্যাঁ।' মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকাল সোহানা। 'মাঝে মধ্যে রশির ওপর হাঁটি আমি। হাঁটার প্রয়োজন হয়।'

'ও, আচ্ছা,' কি বলতে চায় সোহানা বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক। তিনি ফ্যান্টাসী বলা সত্ত্বেও, সঙ্গিনীকে বোকা বানাতে পারেননি। ধারণাটার পিছনে সত্যি কিছু একটা আছে, এটা বুঝে নিয়েছে ও। আর ঘটনা যাই হোক, সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছে তাঁকে, যদি তাঁর সাহায্য দরকার হয়।

মনে মনে চিন্তা করছেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। সাহায্য চাইলেই পাওয়া যাবে, এ-কথা জানা সত্ত্বেও অনেক সময় তা চাওয়া যায় না। তাঁর জানা মতে, মারভিন লংফেলো বেশ কয়েকবার সোহানাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, নিজ গুণে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছে সোহানা। সে-ধরনের কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বা মারভিন লংফেলোর সঙ্গে বিসিআই বা রানা ও সোহানার একটা চুক্তি আছে, প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় ওদেরকে কাজে লাগাতে পারেন তাঁরা। তাঁর সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা নেহাতই বন্ধুত্বের। সাহায্য চাওয়ার আগে আরও অনেক দিক বিবেচনা করে দেখতে হবে।

একটা হাত বাড়ালেন ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ। সোহানার হাতটা স্পর্শ করলেন একবার। 'এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ল। আজ যখন আপনাকে আমি ফোন করি, রিসিভার তুলেছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। ভাবছিলাম, আপনি আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন শুনে ভদ্রলোক অস্বস্তিবোধ করছেন কিনা।'

সোহানা বুঝল ওর প্রস্তাব বোধগম্য হয়েছে, প্রস্তাবটা পেয়ে কৃতজ্ঞও বোধ করছেন, তবে প্রত্যাখ্যান করেছেন ভদ্রভাবে। প্রত্যাখ্যান করায় সে যে হতাশ হয়নি বা অপমান বোধ করেনি, সেটা বোঝাবার জন্যে মৃদু হাসল ও। ছোট্ট, দুষ্টামি ভরা হাসি, মুখটা অকস্মাৎ আলোকিত হয়ে উঠল। 'সে আমার মামাতো ভাই। তার অস্বস্তিবোধ করার কোনই কারণ নেই।'

হেসে উঠে মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন, 'সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার।' নদীর ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন তিনি। 'এবার, ওই দেখুন আমাদের গর্ব, যেটাকে আমরা ইফেল টাওয়ার বলি। ওটাকে উড়িয়ে দেয়ার ভারি চমৎকার একটা প্ল্যান করেছি আমি। আপনি রাজি থাকলে আসুন খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করি।'

'তোমার কান কি এখনও চুলকাচ্ছে?' জানতে চাইল আশরাফ।

'কি? বলতে পারব না। তুমি আমার কানের কথা ভুলবে? অসহ্য লাগছে আমার।' গলার স্বর তীক্ষ্ণ মনে হতে পারে, তবে আশরাফের পাশে দীর্ঘ ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রানা শান্তভাবে। নিচে কোয়াই-দে লা কনফারেন্স-এর পাশে এমবারকেশন স্টেজ, রেইলের ওপর ভর দিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, চেহারায় রাগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। ঢালটা নেমে গেছে পঁত দ্য লালমা থেকে।

ওদের বাম দিকে, ঢালের নিচে, এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ি। রানার ভাড়া করা গাড়িতে করে মঁতমার্ত্রে থেকে এসেছে ওরা। বড় একটা সিমকা, পঁত দ্য লালমার খানিকটা পিছনে পার্ক করা রয়েছে। বাতিউস মোসে নামে বোট-রেস্তোরাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

'আমরা ল্যান্ডিং স্টেজে অপেক্ষা করছি না কেন?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ। 'ওখানেই তো ওরা বোট থেকে নামবে?'

'তোমার ইচ্ছে মত যেখানে খুশি অপেক্ষা করতে পারো।' কথা বলার সময় সারাক্ষণ চোখ দুটো ঘুরছে রানার, প্রতিটি গাড়ি এবং পথিক যারা ঢালের মাথার কাছে আসছে তাদের ওপর নজর রাখছে তীক্ষ্ণ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল আশরাফ।

'এখানে সোহানা এসেছে কিসে?' কয়েক সেকেন্ড পর জানতে চাইল রানা। 'নিজের গাড়ি নিয়ে আসেনি ও, সেটা গ্যারেজে পড়ে রয়েছে দেখে এলাম।'

'না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোথাও একটা অফিসে যায় ও। সেখানেই গ্যাসপার ডেলাভাইন নামে ভদ্রলোকটির সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথা। এখানে ওরা কিভাবে এসেছে বলতে পারব না।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল আশরাফ, 'তোমার কান চুলকানোর কথা তুলছি না, অন্য একটা কথা জানতে চাইছি। তোমার মন বলছে কোন বিপদ ঘটতে পারে। বেশ, ঠিক আছে—কোন ফ্রেঞ্চ স্বামী বা বাবা যদি শটগান নিয়ে তাড়া করে তোমাকে, হতভম্ব হয়ে আমি পিছু হটব না। মনে হচ্ছে ও-সব কিছু নয়, তুমি সোহানাকে নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছি না সোহানা কেন কোন বিপদে পড়তে যাবে!'

মুহূর্তের জন্যে আশরাফের দিকে তাকাল রানা, ওই এক মুহূর্তেই ওর কালো চোখের তারায় কৌতুকের নাচন দেখতে পেলো আশরাফ। আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চারদিকে নজর রাখছে রানা। জানতে চাইল, 'সোহানা তোমাকে বিস্মিত করেছিল, এরকম কোন ঘটনা মনে করতে পারো?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল আশরাফ, তারপর বলল, 'অনেক দিন আগের কথা, ওরলি এয়ারপোর্টে সোহানা আর আমি নেমেছি। রিসেপশন লাউঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, বুঝতে পারলাম আমার পকেট মার গেছে। মানিব্যাগ, সমস্ত টাকা ও ট্রাভেলার্স চেক সহ, গায়েব। কেউ একজন আমার গায়ে ঢলে পড়েছিল, এটুকু টের পাই, কিন্তু দেখতে পাইনি কে সে। যে-ই হোক, ততক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে। সে গেছে, দেখলাম আশপাশে কোথাও সোহানাও নেই। আসলে পকেটমারকে ধাওয়া করেছিল সে।'

'ধাওয়া করেছিল?'

'হ্যাঁ। সে-সময় ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনি। পরে শোনার পর আমি রাগ করি। পকেটমার ওকে ছুরি মারতে পারত। যাই হোক, ওর কোন ক্ষতি হয়নি। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি, এই সময় ফিরে এসে মানি ব্যাগটা আমার হাতে গুঁজে দিল সোহানা। ওর কথা শুনে বুঝলাম পকেটমার ওটা কার পার্ক-এ ফেলে দিয়েছিল।'

'ফেলে দিয়েছিল,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ভাগ্যটা তোমার ভালই বলতে হবে, কি বলো?'

'এর মধ্যে ব্যঙ্গ করার কি আছে বুঝতে পারছি না,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল আশরাফ। 'বুঝতে পারছি না আমার প্রশ্নের সঙ্গেই বা এ-সবের সম্পর্ক কি।'

'প্রশ্ন? কি প্রশ্ন?'

'যেটা জিজ্ঞেস করলাম। সোহানা কেন কোন বিপদে পড়তে যাবে?'

'এমন হতে পারে, ও হয়তো দেখে ফেলল কারও পকেট মার যাচ্ছে,' ধারণা দিতে চেষ্টা করল রানা। 'এক্ষেত্রে এমন হতে পারে পকেটমার মানি ব্যাগটা ফেলে দেয়ার আগেই তাকে সোহানা ধরে ফেলল।'

একটা ঢোক গিলে রাগটা হজম করল আশরাফ। 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, খুব একটা গ্রাহ্যও করি না অবশ্য। আমি অন্য একটা

প্রশ্ন করতে পারি?'

'নির্দ্বিধায়।'

'বিপদের গন্ধ পাচ্ছ তুমি। কি করে বুঝলে বিপদটা সোহানাকে ঘিরে, তোমাকে ঘিরে নয়?'

'জানি না।' রানার বলার সুরে কোন আগ্রহ নেই। 'শোনো, আশরাফ, তুমি বরং অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু বলো, শুনতে আপত্তি করব না। আমি বিরক্ত হয়ে গেছি...,' হঠাৎ চুপ করল ও। আশরাফ দেখল রাস্তার ওপার থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে এক লোক, তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে রানা। একটা গাড়ির হেডলাইট পড়লো লোকটার গায়ে, তার ক্ষতবিক্ষত মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বেরেট আর পুরানো একটা স্যুট পরে আছে সে। বড় করে শ্বাস টানল রানা, বিড়বিড় করল, 'বোধহয় এটাই...,' পরমুহূর্তে গলা চড়াল, 'হ্যালো, চেরিস। যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

ঝাঁকি খেয়ে মাথা ঘোরাল লোকটা। রানাকে দেখামাত্র আতঙ্কিত ইঁদুরের মত উল্টোদিকে ছুটল। বাতাসের একটা ধাক্কা অনুভব করল আশরাফ, দেখল ওর পাশ থেকে তীরবেগে ছুট দিল রানাও। একটা হর্নের তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো। রানার শিকার একটা ট্যাক্সির সামনে পড়তে যাচ্ছিল, এক চুলের জন্যে দুর্ঘটনা ঘটল না। পাশ কাটানোর চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ট্যাক্সির একটা কোণ ছুঁয়ে দিল ওকে। কয়েবার হোঁচট খেল ও, আরও দুটো গাড়িকে সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দিল, তারপর আবার ধাওয়া করল চেরিসকে। আশরাফ, সে-ও পিছু নিয়েছে, শুনতে পেল রানা কর্কশকণ্ঠে কাকে যেন গাল দিচ্ছে।

রাস্তার অপর দিকে ছোটখাট লোকটা ডাইভ দিয়ে অপেক্ষারত একটা পুরানো টয়োটায় উঠে পড়ল। গর্জে উঠল এঞ্জিন, কালো গাড়ি তীরবেগে ছুটল এভিনিউ মার্সেআউঁ-এর দিকে।

ঘুরল রানা, ফিরে আসছে।

'ব্যাপারটা কি ঘটল বলো তো?' জানতে চাইল আশরাফ।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' রানার রাগ মিলিয়ে গেছে। চিন্তিত বলে মনে হলো ওকে, যদিও হাসিখুশি ভাবটা আবার ফিরে এসেছে চেহারায়—যেন চেরিস নামের লোকটা ওর মনে একটা শূন্য জায়গা পূরণ করে দিয়ে গেছে, এতক্ষণ যেটা খালি ছিল।

'বোট-রেস্তোঁরা আসছে,' ঘোষণা করল আশরাফ।

তাকে ছাড়িয়ে ঢালের নিচে চলে গেল রানার দৃষ্টি। লম্বা বাতিউঁস মোসে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ল্যান্ডিং স্টেজের দিকে। 'রাইট,' বলল ও, তারপর পার্ক করা সিমকার দিকে দ্রুত এগোল। বুট খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বের করল। 'চলো, নিচে নামা যাক।'

রানার পিছু পিছু ঢাল বেয়ে নিচে নামল আশরাফ। দেয়ালের দিকে মুখ করে এক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশে থামল ওরা। আরোহীদের প্রথম দলটা এরইমধ্যে তীরে নামতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, বাকি লোকজন এগিয়ে আসছে তাদের গাড়ির দিকে। তীর বরাবর ছায়াগুলোর

দিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল রানা, বিশেষ করে যারা রওনা হবার আগে ইতস্তত করছে।

'কি খুঁজছি আমরা?' জানতে চাইল আশরাফ, নিজের ভেতর হঠাৎ করে বেড়ে ওঠা উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন।

'গন্ধ ছড়ায় এমন কিছু। ব্যাপারটা বরং আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু সোহানাকে খোঁজো, দেখতে পেলে আমাকে জানাবে।'

ধীরে ধীরে পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। পার্কিং এরিয়া থেকে একে একে অনেকগুলো গাড়ি বেরিয়ে গেল। বোট থেকে নামা আরোহীরা ভিড় করে এগিয়ে আসছে।

'ওই তো সোহানা,' বলল আশরাফ।

চওড়া গ্যাঙওয়ের দিকে হাঁটছে সোহানা, সুবেশী এক ভদ্রলোকের মুঠোয় ধরা তার হাত। ভদ্রলোকের চুলে পাক ধরেছে, বয়েস কম করেও পঞ্চান্ন হবে। বলা যায় অকারণেই মনে এক ধরনের শান্তি অনুভব করল আশরাফ।

নিঃশব্দে কয়েক পা পিছিয়ে দেয়াল ও ছায়ার ভেতর চলে এল সে। পরমুহূর্তে ভাবল, কাজটা কেন করল? তারপর নিজেই উপলব্ধি করল, রানা ও সোহানার সাক্ষাৎ পর্বটা সোহানার অগোচরে লক্ষ করতে চায় সে।

সোহানা ও তার সঙ্গী ভদ্রলোক গ্যাঙওয়ের দিকে এগোচ্ছেন। মুখ তুলতেই রানাকে দেখতে পেল সোহানা। ওর চেহারায় কোন বিস্ময় ফুটল না, ফুটল আকস্মিক খুশির ভাব।

'সম্ভবত আপনার গোপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো,' গ্যাসপার ডেলাভাইনকে বলল সোহানা। 'মাসুদ রানা প্যারিসে।' হঠাৎ নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল ওর মুখ, গালের দু'পাশে একটা করে আঙুল রাখল, চামড়ায় টান দিয়ে চোখ দুটো করে তুলল অসম্ভব সরু, তারপর প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একদিকে কাত করল মাথাটা।

একটা হাত তুলল রানা, দু'আঙুলে একটা বৃত্ত রচনা করে সাড়া দিল।

ইঙ্গিত বিনিময় লক্ষ করলেও কিছুই বুঝল না আশরাফ। দেখল সোহানা ও ওর সঙ্গী ভদ্রলোক সামনের দিকে এগোলেন। সোহানার গলা পেল ও।

'রানা,' একবার মাত্র কোমল সুরে উচ্চারণ করল সোহানা, দুটো হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। ধরল রানা, উঁচু করল একটাকে, যতক্ষণ না উল্টোপিঠটা নিজের মুখ স্পর্শ করল। তারপরই সোহানাকে ছেড়ে দিল ও। পরস্পরকে ওরা আলিঙ্গন করেনি, এমনকি সোহানার হাতে চুমোও খায়নি রানা অথচ অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিটার মধ্যে বিশেষ একটা কি যেন আছে, যেন প্রায়-পবিত্র একটা সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতাকে নতুন করে স্বীকৃতি দেয়া হলো। ওদের সম্পর্ক নিয়ে আশরাফের মনের মধ্যে ক্ষীণ যে ঈর্ষার ভাবটা ছিল তা হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ হলো একটু

'হাই, সোহানা। হ্যালো, মশিয়ে ডেলাভাইন!' ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় রানা হাসছে না।

'প্রায় এক বছর দেখা হয়নি আমাদের,' বললেন ভদ্রলোক। 'কি আনন্দের কথা, আবার দেখা হলো অথচ কোন কাজ নিয়ে কথা বলতে হবে না।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না।' সোহানার দিকে ফিরল রানা। 'আমার ধারণা, আশপাশে কোথাও বিপদ ওত পেতে আছে, সোহানা।'

ঠোঁটে হাসি, আদর করার ভঙ্গিতে রানার বুকে হাত বুলাল সোহানা। একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো 'তোমার সঙ্গে কিছু নেই, রানা।'

'না, নেই,' বলল রানা। 'কেন যেন অস্থির বোধ করছিলাম, কাজেই তাড়াহুড়ো করে চলে আসি আমরা। উচিত ছিল প্রথমে সুটকেসটা খোলা, কিন্তু বিরতিহীন ভাবে ধাঁধার উত্তর দিতে হওয়ায়...,' থামল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'কোথায় গেল সে?'

এগিয়ে ওদের কাছে চলে এল আশরাফ। 'ওর কান চুলকাচ্ছিল, সোহানা। ব্যাপারটা কি ঠাট্টা?'

'বলা কঠিন, আশরাফ,' আশরাফের উদ্দেশ্যে মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল সোহানা, তারপর আবার রানার দিকে ফিরল।

'আমরা ঢালের মাথায় অপেক্ষা করছিলাম,' বলল রানা, 'এই সময় রাস্তা পেরিয়ে চেরিসকে আসতে দেখলাম।'

'চেরিস।' সোহানা নামটা পুনরাবৃত্তি করল, কি যেন একটা অর্থ বিনিময় হলো রানা আর ওর মধ্যে। গভীর আগ্রহ নিয়ে ওদের দু'জনকে লক্ষ করছেন ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সোহানা। জানে, দরকার মনে করলে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করবে রানা।

'ব্যাটাকে আমি আটকাতে চেষ্টা করি, কিন্তু ইঁদুরটা এমন ছুটল যে আমি তার সঙ্গে পারলাম না। ওর জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল।'

গ্যাসপার ডেলাভাইনের দিকে তাকাল সোহানা। 'চেরিসকে আপনি চেনেন?'

'না। আমার লোকদের চেয়ে বরং পুলিসরা তাকে ভাল চিনবে। সে কি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কুখ্যাত?'

'হ্যাঁ,' জবাব এল রানার কাছ থেকে। 'আপনার গাড়ির চাবিটা আমাকে দিন, প্লীজ।'

পকেট থেকে চাবি বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। সোহানা বলল, 'গাড়িটা ওদিকে—সিঁত্রো ডিএস নাইনটিন।'

তীর ধরে পুবদিকে এগোল ওরা। বোট-রেস্তোরাঁর শেষ আরোহীটিও ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। গাড়িটার চারদিকে ঘুরল রানা, চিন্তিতভাবে নজর বুলাচ্ছে। অফ-সাইড ফ্রন্ট ডোর-এর তালা খুলল ও, হাতের টুলস সীটের ওপর রাখল, তারপর টান দিল বনেট রিলিজ ক্যাচ-এ। 'অখেলোয়াড় ও কর্মকর্তা কেউ যদি থাকে, মাঠের বাইরে চলে যেতে বলো, সোহানা।'

আশরাফের দিকে ফিরল সোহানা। 'লক্ষ্মী ভাই আমার, মশিয়ে ডেলাভাইনের সঙ্গে ঢালের মাথায় গিয়ে দাঁড়াও, কেমন?' আশরাফের হাত ধরে মৃদু চাপ দিল ও

'না,' জেদের সুরে বলল আশরাফ। 'জানি না কি ঘটছে এখানে, তবে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে জানার চেষ্টা করব আমি।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'কি ঘটছে সে-

সম্পর্কে আমি বোধহয় খানিকটা ধারণা করতে পারছি, সোহানা। তবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে আমি আপনার কাজিনকে পুরোপুরি সমর্থন করি,' সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন তিনি। 'আপনারা চান, আমি একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকি?'

'ভুলে যাওয়াটা আপনার রীতিমত অপরাধ,' বলল সোহানা। 'স্বেচ্ছায় যিনি আপনাকে সাহায্য করছেন তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।' ঘুরল সোহানা, ফ্রন্ট ব্যাম্পারের কাছে রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে আছে রানা, ক্যাচটা একটু একটু করে ছাড়ছে। সামান্য একটু উঁচু হলো বনেট।

'হ্যাঁ, সোহানা,' বলল রানা, সিধে হলো, দুটো হাতই নামিয়ে রাখল বনেটের ওপর।

ঝুঁকল সোহানা, বনেটের ভেতর হাতটা গলিয়ে দিল, নিচের সেফটি ক্যাচ রিলিজ করবে। অত্যন্ত সাবধানে নিচেটা হাতড়াচ্ছে ও। 'তার,' মৃদুকণ্ঠে বলল।

'চেরিস সব সময় দু'দিকে বাজি ধরে।'

আর কোন কথা হলো না, রানার সঙ্গে জায়গা বদল করল সোহানা, বনেটটা ধরে থাকল যাতে ওটা উঁচু হতে না পারে। রানা ওর জ্যাকেট খুলে ফেলল, ভেতরের পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল, টুল কিট থেকে বেছে নিল একটা প্লায়ার্স।

ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আশরাফ, মনে মাথাচাড়া দিচ্ছে অবিশ্বাস্য একটা সন্দেহ, হঠাৎ খেয়াল হলো তার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক কথা বলছেন। 'আমার নাম গ্যাসপার ডেলাভাইন। বুঝতেই পারছেন, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় সোহানা আমাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেননি।'

'ওহ্। আশরাফ। আশরাফ চৌধুরী।' মুহূর্তের জন্যে মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকানোর জন্যে গাড়িটা থেকে নিজের দৃষ্টি প্রায় ছিঁড়ে সরিয়ে আনল সে। 'ওরা যা করছে বলে ধারণা করছি আমি, আসলেও কি ওরা তাই করছে?'

'হ্যাঁ, মি. চৌধুরী। প্রচুর সম্ভাবনা আছে, যদিও নিশ্চয় করে বলা যায় না, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারি আমরা। প্লীজ, এ-কথা ভাববেন না যে এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সাহস দেখানোর জন্যে। আসল কথা হলো, ওদের-দু'জনকে এক সঙ্গে কাজ করতে দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছি যে ভয়টা মন থেকে উবে গেছে।'

গাড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে আশরাফ। সামান্য উঁচু করা বনেটের ফাঁক দিয়ে টর্চের আলো ফেলছে রানা, প্লায়ার্স ধরা অপর হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আশরাফের কাছে হঠাৎ করে গোটা দৃশ্যটা অবাস্তব বলে মনে হলো। মনে হলো সে একটা স্বপ্নের ভেতর রয়েছে, ফলে বিপদের কোন ভয় তাকে স্পর্শ করছে না। 'ওদেরকে কাজ করতে দেখে···বুঝলাম না,' বিড়বিড় করল সে।

'একটা রহস্য চাক্ষুষ করছি আমরা,' সবিনয়ে বললেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'দু'জন মানুষ জটিল ও সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা কাজ করছে মৌখিক কোন রকম যোগাযোগ ছাড়াই। এটা অবশ্য ক্ষুদ্র একটা নমুনা। আরও ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয় কোন কাজে ওদেরকে কেমন দেখাবে···'

মশিয়ে ডেলাভাইনের কথাগুলো অর্থহীন হয়ে উঠল আশরাফের কাছে। পাঁচ-ছ'টা অসম্পূর্ণ প্রশ্ন জাগল তার মাথায়, তবে কোন কথা বলল না। এই মুহূর্তে নিজেকে তার সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে, যেন নির্মমভাবে দল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে তাকে, ফলে মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল।

রানার হাতের পেশীতে টান পড়ল, বনেটের ভেতর মৃদু শব্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার। বনেটটা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করল সোহানা। টর্চের আলোয় ভেতরটা পরীক্ষা করল রানা, তারপর সিধে হলো। বনেট তুলল সোহানা, পুরোপুরি খুলে গেল ওটা। ঘুরল ও, টুলস কিট তুলে নিল।

উইং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। খোলা কিটটা ওর সামনে ধরল সোহানা। একটা স্প্যানার তুলে নিল রানা, ব্যাটারির টার্মিন্যালে লাগানো নাট খুলতে শুরু করল। কয়েকটা প্যাঁচ ঘোরাবার পর স্প্যানারটা ফিরিয়ে দিল সোহানাকে, টার্মিন্যাল থেকে ভারী সীসাটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে নিল। চেসিসের ভেতর দুই হাত ঢুকিয়ে মিনিট দুয়েক ব্যস্ত থাকল ও। এরমধ্যে দু'বার ওর হাতে প্লায়ার্স ধরিয়ে দিয়ে আবার ফেরত নিল সোহানা।

একসময় সিধে হলো রানা, সিগার বক্স আকৃতির একটা চ্যাপ্টা বাক্স দেখা গেল ওর হাতে। দু'প্রান্তে একটা করে ছোট ফুটো রয়েছে, ফুটোগুলো থেকে উঁকি দিচ্ছে ধাতব সিলিন্ডারের দুটো প্রান্ত। অত্যন্ত সাবধানে সিলিন্ডারগুলো বের করে আনল রানা, তুলে দিল সোহানার হাতে। বাক্সের গায়ে প্যাঁচানো তার কাটল ও, ঢাকনিটা তুলল, তারপর ঢিল দিল পেশীতে।

'পি. ই.,' বলল রানা, বাক্সটা ছুঁড়ে দিল গাড়ির সামনের সীটের ওপর। 'ছেলেখেলা ব্যাপার না।'

কিছু বলার জন্যে এক পা সামনে এগোল আশরাফ, কিন্তু রানাকে নড়ে উঠতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। সোহানার হাত থেকে ডিটোনেটরগুলো নিয়ে নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল রানা, ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে। এগিয়ে এসে মশিয়ে ডেলাভাইন ও আশরাফের কাছে দাঁড়াল সোহানা, কিট থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে হাত মুছছে।

'জিনিসটা কি, মাদমোয়াজেল?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন মশিয়ে ডেলাভাইন।

'পি. ই.। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। দুটো আলাদা ধরনের ডিটোনেটর। একটা ইলেকট্রিক্যালি কাজ করে, আরেকটা মেকানিক্যালি। ফেরিস সব সময় বিকল্প ব্যবস্থা রাখে।'

'বোমা কার স্বার্থে বসানো হয়েছিল বলে আপনার ধারণা—আপনার, নাকি আমার?'

'সম্ভবত আপনার, মশিয়ে। আপনি সরকারের এমন একটা প্রতিষ্ঠানের মাথা…'

'মাথা? কি নাম প্রতিষ্ঠানটার?' জানতে চাইল আশরাফ, প্রায় চিৎকার করে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্যাসপার ডেলাভাইন বললেন, 'কর্তৃপক্ষের সাথে এক ধরনের সম্পর্ক আছে আমার।' সুরটা এড়িয়ে যাওয়ার। তারপর সোহানার দিকে ফিরলেন। 'বিশ্বাস করুন, আপনিও আমার সাথে মারা যেতে পারতেন, ঐ-কথা ভেবে

অসুস্থবোধ করছি আমি।'

'ব্যাপারটা ঘটলে অসুস্থবোধ করার সুযোগ পেতেন না।' সোহানার নিঃশব্দ হাসি মাত্র এক সেকেন্ড পরই মিলিয়ে গেল। 'ভাগ্য ভাল যে সময়মত উদয় হয়েছিল মানুষটা।'

'ও জানত,' বলল আশরাফ, এখন তার গলায় উত্তেজনা। 'সত্যি জানত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

অবাক হবার ভান করে তার দিকে তাকাল সোহানা। 'ব্যাপারটা দেখছি তোমাকে রীতিমত উত্তেজিত করে তুলেছে, আশরাফ। মনে হচ্ছে নদীর তীরে আমি যদি কয়েকশো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তাম, আরও থ্রিল অনুভব করতে তুমি।'

'গড, নো। আমি দুঃখিত।' নিজের সরু মুখে হাত বুলাল আশরাফ। চামড়া ভেজা ভেজা ঠেকল, তার ভেতরটা কাঁপছে। 'আমি এখনও একটা ঘোরের ভেতর রয়েছি। ব্যাপারটা আসলে কি, আমার কোন ধারণাই নেই, সোহানা।' বিমূঢ় চেহারা নিয়ে ওর দিকে তাকাল সে, সোহানা যেন তার কাছে অচেনা হয়ে উঠেছে।

'পরে, আশরাফ।' তাকে ছাড়িয়ে গেল সোহানার দৃষ্টি। নদীর কিনারা থেকে ফিরে আসছে রানা। ওকে দেখে বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল আশরাফের। রানার আচরণে শিথিল একটা ভাব রয়েছে, তবে সুশ্রী মুখটা কঠিন ও গরম বলে মনে হলো, কালো চোখ দুটো এমন ঠাণ্ডা যে শিরশির করে উঠল আশরাফের শরীর। কথা না বলে জ্যাকেটটা তুলে নিল রানা।

মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন, 'চেরিসের চেহারা কি রকম জানতে পারলে কাজ হত।'

'ছোটখাট। আলজিরিয়ান,' বলল রানা। 'পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। মাথাটা গোল, মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হবে বয়েস।'

'কি পরেছিল সে, মি. রানা?'

'সব সাদা।' জ্যাকেটটা পরে নিল রানা। তারপর সোহানার দিকে তাকাল। 'পরে যোগাযোগ করব, সোহানা।' ঘুরে দাঁড়াল ও, চলে যাচ্ছে।

ঝট করে মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকাল সোহানা, চোখে প্রশ্ন। এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'রানা,' ডাকল সোহানা থমকে দাঁড়াল রানা, ঘুরল। 'বাদ দাও, রানা।'

'বাদ দেব? ফর গডস সেক, যে লোক তোমাকে প্লাস্টিক দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।'

'টার্গেট ছিলেন আসলে মশিয়ে ডেলাভাইন।'

'প্লাস্টিক কখনও বাছবিচার করে না।'

খুক করে কেশে নাক গলালেন মশিয়ে ডেলাভাইন, 'ওকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব স্রেফ পুলিসকে দিতে চাই আমি, মশিয়ে রানা, প্লীজ।'

এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল সোহানা, ওর কানের কাছে মুখ তুলে নিচু গলায় বলল, 'এমন হতে পারে, এরচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, রানা।'

পাশাপাশি হেঁটে মশিয়ে ডেলাভাইন ও আশরাফের কাছে ফিরে এল ওরা

দু'জন। 'আমরা এখন আমার ফ্ল্যাটে ফিরব গলা ভেজাবার জন্যে।'

আশরাফ গম্ভীর গলায় বলল, 'এক্সপ্লোসিভের ওই বাক্সটা যদি গাড়িতে থাকে, আমি বরং হেঁটে ফিরব।'

হেসে উঠল সোহানা। 'ওটা সেনসিটিভ নয়, আশরাফ। যাবার পথে একটা ফোন করব আমরা। মশিয়ে ডেলাভাইন বাক্সটা পুলিসের হাতে তুলে দেবেন, চেরিসেরও খোঁজ বের করতে বলবেন।'

'ভাল হয় সিত্রোটাকে এখানে রেখে গেলে,' বলল রানা। 'চেরিস হয়তো হাতের ছাপ ফেলে গেছে।'

'আমারও তাই ইচ্ছে,' বললেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে, মশিয়ে?'

'ঢালের মাথায় একটা সিমকা আছে।' মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, মনে হলো আরও কি যেন বলতে চাইছে।

রানার আগে মুখ খুলল সোহানা, 'আশরাফ, তুমি এগোও, আমরা আসছি।'

ইতস্তত করল আশরাফ, মনে হলো প্রতিবাদ জানাবে, তারপর কথা না বলে রওনা হয়ে গেল।

রানার দিকে তাকাল সোহানা, বলল, 'এবার বলো।'

মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকাল রানা। 'চেরিস স্রেফ পুতুল,' বলল ও। 'ওরা কারা আপনার পিছনে লেগেছে বলুন তো?'

'মশিয়ে।' ম্লান হাসলেন ভদ্রলোক। 'সত্যি আমি জানি না।'

'এটাই কি প্রথম হামলা?'

'কয়েক বছরের মধ্যে, হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঘটনাটা আপনাকে বিস্মিত করেনি।'

হাসলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'এতদিন ধরে বেঁচে আছি যে এখন আর অবাক হবার মত কিছু পাই না।'

রানার চোখে উদ্বেগ। 'আপনার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছে। বিশেষ করে এই জন্যে যে আপনাদের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে ইদানীং যা ঘটছে তা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, নৈপুণ্য বা দক্ষতা বলতে কিছুই আর তাদের অবশিষ্ট নেই।'

প্রায় হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'আ-আপনি জানেন, মশিয়ে রানা?'

'দুঃখিত, কিভাবে জানলাম তা আপনাকে বলা যাবে না,' গম্ভীর সুরে জবাব দিল রানা। 'কোন ইন্টেলিজেন্সে কি ঘটছে সে খবর আমাদেরকে রাখতেই হয়। অফিসারদের মধ্যে দু'মুখো কয়েকটা সাপকে খুঁজে পাবার পর আপনি যে কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছেন না, এ-কথা সত্যি কিনা বলুন?'

থমথমে চেহারা, চুপ করে থাকলেন ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ।

'দুঃখিত,' নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, বিস্মিত সোহানার দিকে চট করে একবার তাকাল। 'বোঝা যাচ্ছে, ঘরের কথা পরের সাথে আলোচনা করতে রাজি নন আপনি।'

'আপনার জানার মধ্যে কোন ভুল নেই,' ভারী গলায় বললেন মশিয়ে

ডেলাভাইন। 'তবে ঠিক ধরেছেন, এখুনি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। দুঃখিত আমিও, মশিয়ে রানা।'

'পরোপকারী বলে আমাদের খ্যাতি আছে,' বলল রানা। 'আপনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী, কাজেই আমরা চাই না বিপদের সময় আপনি একা থাকুন।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এতক্ষণ পর মুখ খুলল সোহানা, 'মশিয়ে, আপনি যে ফ্যান্টাসীর কথা বলছিলেন, চেরিসের ব্যাপারটার সাথে তার যেন কোথায় একটা যোগাযোগ আছে।'

'আপনার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?' হেসে উঠলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'অনুরোধ করছি, ওই ব্যাপারটাও ভুলে যান, প্লীজ।'

'ফ্যান্টাসী?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'পরে বলব তোমাকে,' বলল সোহানা।

সোহানা ও রানার একটা করে হাত ধরলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'চলুন, মশিয়ে আশরাফ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বললেন তিনি, বোঝা গেল প্রসঙ্গ বদলানোটাই উদ্দেশ্য। 'উনি কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ।'

'এই মুহূর্তে খানিকটা হতভম্ব। আমাদের সম্পর্কে সব কথা ওর জানা নেই। আর আপনার সম্পর্কে কিছুই জানে না।'

'চমৎকার ভদ্রলোক, তবে খানিকটা ঈর্ষাকাতরও বটেন,' মন্তব্য করলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'আপনি কি তা জানেন, মাদমোয়াজেল?'

'আপনার প্রতি?'

'আরে না! একটা বুড়োকে কে ঈর্ষা করে! আমি মশিয়ে রানার কথা বলছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সোহানা। 'সেটা স্বাভাবিক। যদিও কারণটা আমার জানা নেই। আশরাফ আমাকে এত বেশি শ্রদ্ধা করে যে কোনদিন প্রেমে পড়বে বলে মনে হয় না। আর আমার কথা যদি বলেন, কর্মটি অনেক আগেই আমি সেরে ফেলেছি। একবার, প্রথমবার, শেষবার।'

চট করে একবার রানার দিকে তাকালেন মশিয়ে ডেলাভাইন। রানার চেহারা নির্লিপ্ত, মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। আবার সোহানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি কারও সাথে প্রেম করেন, কেন যেন এটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। জানতে ইচ্ছে করে কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল সোহানা। 'আবার সেই ফ্যান্টাসী প্রসঙ্গটা তুলছেন আপনি। যতদূর মনে পড়ে, ওটা আপনি আমাকে ভুলে যেতে বলেছেন।'

তিন

পুলিস স্টেশনে আধ ঘণ্টার ওপর থাকতে হলো মশিয়ে ডেলাভাইনকে। অন্ধকার রাস্তা ধরে সিমকা নিয়ে আবার যখন রওনা হলো রানা তখন একটা বেজে গেছে। ওর পাশে বসেছে সোহানা, মশিয়ে ডেলাভাইন ও আশরাফ ব্যাক সীটে।

'এত রাতে শুধু শুধু আমাকে কেন আপনার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবেন,' সোহানাকে

বললেন ভদ্রলোক। 'তারচেয়ে…'

'এক কাপ কফি না খাইয়ে ছাড়ছি না আপনাকে…'

রানা বলল, 'হোক না রাত, আপনাকে আমি আপনার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেব।'

অনেকক্ষণ হলো কথা বলেনি আশরাফ। মন থেকে একযোগে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করছে সে। ভাবছে, কে এই মশিয়ে ডেলাভাইন? সোহানা ও রানার পেশা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা নেই তার, তবে আন্দাজ করে নিয়েছে বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ পুলিস অফিসার ওরা, দেশের পক্ষে বিদেশে দায়িত্ব পালন করে। ভাবছে, ওদের সঙ্গে মশিয়ে ডেলাভাইনের সম্পর্ক কি? ভাবনার আরও একটা বিষয় হলো, রানা ও সোহানার সম্পর্ক কতটুকু ঘনিষ্ঠ?

রানার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, জানতে চাইল, 'রানা, বিপদ সংকেতটা তুমি যখন পাও—কান চুলকানোর কথা বলছি—বিপদ ঘটার কতক্ষণ আগে পাও?'

'সর্বনাশ, আবার!' আঁতকে ওঠার ভান করল রানা। 'সোহানা, আশরাফ আমার নয়, আমার কানের ভক্ত হয়ে পড়েছে।'

'ওকে একটু সময় দাও। কচু গাছ কাটতে কাটতেই লোকে মানুষ কাটে। একদিন দেখবে গোটা মাসুদ রানারই ভক্ত হয়ে পড়েছে ও।'

'আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর সুরে বলল আশরাফ।

'ঠিক আছে, প্রিয় ভাই আমার। শোনো তাহলে। রানার এই ব্যাপারটাকে তুমি ইন্সটিংকট্ বলতে পারো। খুব কাজের জিনিস। খুশি?'

'দুঃখিত, মেনে নিতে পারলাম না।' মাথা নাড়ল আশরাফ। 'পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের একটা বা সবগুলো থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হলো ইন্সটিংকট্-এর উৎস, তবে তা সচেতনতার স্তরে উঠে আসে না। কিছু একটা টের পেলাম আমরা, তবে কিভাবে টের পেলাম তা জানি না। রানার বেলায় তা কিন্তু খাটে না। তিন কি চার মাইল শূন্যে ছিল ও, এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময়ের দিক থেকেও এগিয়ে ছিল।'

ঘাড় ফিরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। 'তুমি দেখছি খুব টেকনিক্যাল হয়ে উঠেছ।'

'আমি শুধু বলতে চাইছি ব্যাপারটা ইন্সটিংকট্ নয়। ফোরনলেজ বলা যায়। বলা যায় প্রিকগনিশন। এর আগে কখনও ঠিক এরকম কিছু দেখিনি আমি।'

'তাহলে এতদিন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে কি ছাই মাথা ঘামালে!' রানার গলায় বিদ্রূপ।

রানার দিকে কটমট করে তাকাল আশরাফ, তারপর রাগ চেপে জানালা দিয়ে বাইরে চোখ ফেলল। 'অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই বলেই তো ব্যাপারটাকে ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

আধ মিনিট আর কোন কথা হলো না। পিছনে বসলেও, সোহানা যে সামান্য অস্থিরতা বোধ করছে, বুঝতে পারল আশরাফ। যদিও কারণটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারল না। একটা বাঁক ঘুরল গাড়ি, খুক্ করে কাশলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'এত রাতে ব্যাপারটা হয়তো গুরুতর কিছু নয়,' বললেন তিনি, 'তবে আপনি ওয়ান-ওয়ে রাস্তা ধরে উল্টোদিকে যাচ্ছেন, মশিয়ে রানা।'

'জানি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'রঙ সাইড ধরে আসছে ওরাও, যারা

আমাদের পিছু নিয়েছে। আমি স্রেফ নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম। ওটাও একটা টয়োটা।' রিয়ার ভিউ মিররে আবার তাকাল ও। 'হয়তো সেই গাড়িটাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু'বার, একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। আপনার লাশ দেখার জন্যে নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা, মশিয়ে।'

সোহানার চোখও আয়নার ওপর স্থির। 'স্পীড এক রকম রাখো।'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ পারা যায় বুঝতে দেব না যে আমরা জানি। ভাবছি, কিভাবে সামলাব ব্যাপারটা। তুমিও খালি নাকি, সোহানা?'

'ডিনার খেতে বেরিয়েছিলাম মশিয়ে ডেলাভাইনের সঙ্গে, কাজেই কিছু নেয়ার কথা ভাবিনি। তবে কোত্থেকে এল জানি না, আমার ব্যাগে একটা ছোট্ট ইস্পাতের চেইন রয়েছে।'

'তবু তো কিছু একটা আছে,' আবার একটা বাঁক ঘুরল রানা। 'আমার কাছে ছোট একটা ছুরিও নেই।' ঝুঁকে টুলস কিটের ভেতর হাত গলিয়ে দিল ও। 'এখানে অবশ্য একজোড়া চমৎকার স্প্যানার আছে।'

আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এল, আশরাফের মনে হলো সে যেন একটা স্বপ্নের ভেতর রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকালেন মশিয়ে ডেলাভাইন, শান্ত গলায় বললেন, 'আমার সাজেশন, সোজা শহরের মাঝখানে চলে যাই চলুন, মশিয়ে রানা। হামলার জন্যে এই জায়গাটা আদর্শ।'

'না,' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে বলল রানা। 'ওদেরকে আজ যদি আমরা ফাঁকি দিই, ওরা কাল আবার চেষ্টা করবে। কিংবা আগামি হপ্তায়। আপনি যেহেতু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এর একটা বিহিত করা আমাদের দায়িত্ব।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি আপনাদের তেমন কোন সাহায্যে আসব না,' বললেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'এবং আমার ধারণা, মশিয়ে চৌধুরী এ-সব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। পিছনের গাড়িটায় কমপক্ষে চারজন আছে ওরা, ছ'জনও হতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'রানা, ওদের কাছে কি থাকতে পারে?'

'ছুরি, ক্ষুর। ওরা বোধহয় আওয়াজ করতে চাইবে না, এমনকি এদিকেও।'

'সাইলেন্সার?'

'সবার কাছে থাকতে পারে না। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছে, প্রস্তুতি নেয়ার বিশেষ সময় পায়নি।'

'কি করা যায় বলে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'গন্তব্য ম্যারিয়নের বাড়ি। গলি আর উঠনের সাহায্য নেব।'

আয়নায় চোখ পড়তে আশরাফ দেখল, সোহানার মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। 'গলি আর উঠন,' বলল সোহানা। 'চমৎকার। একটু আগেই তো বলছিলে, ম্যারিয়নের সাথে তোমার কথা আছে।'

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ছুটল সিমকা, এক পাশে কাত হয়ে একটা বাঁক ঘুরল, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। আবার ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি, তারপর আবার।

'আমি কি একটা স্প্যানার পেতে পারি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল আশরাফ। হঠাৎ করে ভয় পেয়েছে সে, তবে কেউ জেনে ফেলবে এই ভয়টা আরও বেশি।

'ও-সব তোমার দরকার নেই। আর সাবধান, আমাদের কারও পায়ে জড়িয়ে যেয়ো না।' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'আমি ওদেরকে নিজের দিকে সরিয়ে আনব, তুমি কোণঠাসা করবে। ম্যারিয়নের চাবি আছে তোমার কাছে?'

'নেই। তবে ওটা সাধারণ একটা রিমলক। দুটো বোল্ট থাকলেও, ম্যারিয়ন লাগায় না।'

'ঠিক আছে,' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সোহানা। 'আমাকে ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিয়ো।'

সামনের রাস্তায় চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। পিছনের গাড়িটা এখন আর ওদেরকে অনুসরণ করছে না, চেষ্টা করছে ধরার। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে আশরাফ, তবে একই চৌরাস্তা দিয়ে গাড়িটা দ্বিতীয়বার যাচ্ছে দেখে বুঝল, নির্দিষ্ট একটা এলাকায় চক্কর দিচ্ছে রানা, ধীরে ধীরে দুটো গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে।

'স্পীড আর বাড়িয়ো না,' বলল সোহানা। 'ওরা আমাদেরকে হারিয়ে ফেলবে।' পিছন দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ঠিক আছে, আবার আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। পরের বার চৌরাস্তা থেকে ডান দিকে বাঁক নেবে, সোজা ম্যারিয়নের বাড়ির দিকে যাব আমরা।'

'আপনারা আমার জন্যে যা করছেন, শুনলে ঈর্ষা বোধ করবেন মারভিন লংফেলো,' কৌতুক করে বললেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'আমাদের জন্যে কোন পরামর্শ আছে, মশিয়ে রানা?'

'আছে,' জবাব দিল সোহানা। 'আশরাফ, মন দিয়ে শোনো। আমরা থামব সরু একটা গলিতে, দু'পাশে পুরানো বাড়িগুলোর সামনে ঝুল-বারান্দা আছে। খুবই সরু ফুটপাথ। রানা যখন থামবে, গাড়ির একটা পাশ দেয়াল থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে থাকবে। মশিয়ে ডেলাভাইন তাঁর দিকের দরজা খুলতে পারবেন, কারণ ওদিকটায় খিলান সহ একটা প্যাসেজ আছে। প্যাসেজটা দশ গজের মত এগিয়ে একটা উঠনে শেষ হয়েছে। বুঝতে পারছ কি বলছি?' ঘাড় ফিরিয়ে আশরাফের দিকে তাকাল ও।

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'এখন পর্যন্ত।'

'আমরা ঝট করে নেমে পড়ব। প্রথমে মশিয়ে ডেলাভাইন, তারপর তুমি, তারপর আমি—আমাকেও তোমাদের পিছনের সীট থেকে নামতে হবে। অর্ধেকটা প্যাসেজ পেরুবার পর ডান দিকে একটা দরজা দেখতে পাবে। ওটা ফ্রন্ট ডোর, আমিই খুলব। ভেতরে ছোট একটা হলওয়ে দেখতে পাবে, ওখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। আশরাফ, তুমি আমার পিছু নেবে। মশিয়ে ডেলাভাইন, বোল্ট দুটো জায়গা মত বসাবার পর আপনিও অনুসরণ করবেন।'

'বেশ। কিন্তু মশিয়ে রানা?'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। ম্যারিয়ন যাতে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি না করে সেদিকটা আমি দেখব। আপনি ফোন করবেন, খবর দেবেন নিজের লোকদের। পুলিসকে নয়, প্লীজ। পুলিসের সঙ্গে আমরা জড়াতে চাই না।'

'আমার লোকজন এখানে পৌঁছুতে মিনিট বিশেক সময় নেবে,' মশিয়ে

ডেলাভাইন বললেন।

'তাতে কিছু আসে যায় না। তার আগেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে।'

আশরাফ জানতে চাইল, 'ম্যারিয়ন না কি যেন নাম, তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে কি করব আমি?'

'কিছুই তোমাকে করতে হবে না, আশরাফ।'

বাঁ দিকে ঘুরল গাড়ি। সরু একটা রাস্তা, দু'পাশে অন্ধকার বাড়ি-ঘর, মাঝে-সাজে দু'একটা দোকান। সরু রাস্তার ততোধিক সরু ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ল গাড়ি, একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ব্রেক বা টায়ারের কোন শব্দ হলো না। মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকের দরজাটা খিলান আকৃতির ফাঁকের মুখে, দরজা খুলে এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। ইতিমধ্যে সামনের সীট থেকে পিছনের সীটে চলে এসেছে সোহানা, সে-ও অনুসরণ করল মশিয়ে ডেলাভাইনকে।

'জলদি!' তাগাদা দিল রানা।

সোহানার পিছু নিল আশরাফ, তার বুকের ভেতর হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। ঢাকা প্যাসেজের শেষ মাথায় লোহার একটা গেট দেখতে পেল সে। উঁচু প্রায় খিলানটার মতই, খোলাও রয়েছে। গেটের ভেতর উঠন, একধারে কৃত্রিম ঝর্না—কংক্রিটের অগভীর একটা চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার কিনারায় নিচু পাঁচিল। উঠনে অল্প হলেও আলো আছে, তবে আলোর উৎসটা সে দেখতে পেল না।

প্যাসেজের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, ডান দিকে একটা সদর দরজা দেখা গেল। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল সোহানা, হাত দিয়ে ধরে উরুর অনেকটা ওপরে তুলে ফেলল স্কার্ট, তারপর একটা পা তুলল। আশরাফ দেখল, ওর পা খালি, তারমানে জুতো জোড়া গাড়িতে রেখে এসেছে। মোজা পরা পায়ের তলা দিয়ে দরজার গায়ে লাথি মারল সোহানা, তালার ঠিক ওপরটায়। কি যেন একটা ভেঙে গেল, কাঁপতে কাঁপতে খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা।

'খালি পায়ে···,' চিন্তা করছে আশরাফ।

ওর কাঁধ প্রায় খামচে ধরলেন মশিয়ে ডেলাভাইন, ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন হলওয়েতে। 'এ-সব ওর অভ্যেস আছে, মশিয়ে চৌধুরী,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'আসুন, নির্দেশ মত কাজ করি আমরা।'

ওপরের ল্যান্ডিঙে অল্প ওয়াট-এর একটা বালব জ্বলছে। সোহানার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আশরাফ, শুনতে পেল তার পিছনে সদর দরজায় বোল্ট লাগানো হলো। ওপরে একটা দরজা খুলে যাওয়ায় নিচে এক ফালি আলো পড়ল। সোহানার গলা ভেসে এল, ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত বলছে, 'আওয়াজ কোরো না, ম্যারিয়ন। আমি সোহানা। পরে সব ব্যাখ্যা করব, আমার সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক আছেন।'

ছোট একটা লিভিংরুমে ঢুকল আশরাফ, পিছনে মশিয়ে ডেলাভাইন। ভেতরটা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, আধুনিক ও ছিমছাম। বেডরুমে ঢোকার দরজাটা খোলা। আরেকটা বন্ধ দরজা দেখা গেল, সম্ভবত কিচেন ও বাথরুমের দিকে যাওয়া যায়; ফ্ল্যাটের সামনের দিক ওটা।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ে, মাথায় লালচে চুল, মুখটা গোল, বুকের কাছে একটা ড্রেসিং গাউন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটির পরনে খুব দামী একটা হালকা নীল নাইট-ড্রেস। বোঝাই যায় এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার, খানিকটা বিস্মিত হলেও চেহারায় ঘাবড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। আশরাফ ও মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে একবার তাকিয়ে সোহানার দিকে ফিরল সে। বাড়ির পিছন দিক অর্থাৎ উঠনটা দেখার জন্যে একটা জানালা খুলছে সোহানা।

'যুদ্ধ হবে নাকি, সোহানা?' ফরাসী ভাষায়, চাপা কণ্ঠে জানতে চাইল ম্যারিয়ন। 'তুমি একা?' বোঝা গেল, আশরাফ ও মশিয়ে ডেলাভাইনকে বিবেচনার মধ্যে রাখছে না সে।

'না,' বলল সোহানা। 'নিচে রানা আছে। আলোগুলো নিভিয়ে দাও, ম্যারিয়ন।'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আলোর সুইচগুলো অফ করল ম্যারিয়ন। জানালাটা ধীরে ধীরে খুলল সোহানা। চোখ ঘুরিয়ে মশিয়ে ডেলাভাইনের দিকে তাকাল আশরাফ। টেলিফোনের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন তিনি, ডায়াল করছেন, সদ্য খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে চাঁদের আলোয় সংখ্যাগুলো পড়ার চেষ্টা করছেন। আবার ফিরে তাকাল আশরাফ। কিন্তু সোহানাকে দেখতে পেল না।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল তার। ছুটে চলে এল খোলা জানালার সামনে। বিশ ফুট নিচে মাটি। অন্তত তেরো ফুট, সোহানা যদি জানালার নিচের কার্নিস ধরে ঝুলে লাফ দিয়ে থাকে। উঠনের ওপর দিয়ে ওকে দ্রুত হেঁটে যেতে দেখল আশরাফ। দূর প্রান্তে, কংক্রিট ঝর্নার সামনে, দুটো নারকেল গাছ রয়েছে, তারই একটার দিকে যাচ্ছে সোহানা। এতক্ষণে বুঝতে পারল আশরাফ, খিলানসহ প্যাসেজটা বাদে গোটা উঠন চারদিক থেকে বন্ধ। দু'পাশে উঁচু পাঁচিল, অপর দু'পাশে ঝুল-বারান্দাসহ দুটো বাড়ির পিছন দিক, এই মুহূর্তে অন্ধকারে ঢাকা। উঠনে আলো আসছে একটা উঁচু পাঁচিলে লাগানো বালব থেকে।

হঠাৎ ঝাঁকি খেল আশরাফ, বাড়ির সামনের দিকের রাস্তায় অকস্মাৎ ব্রেক কষে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ হলো। আজ রাতে একের পর এক বিস্ময়কর সব ধাক্কা খাচ্ছে সে, তবু তার মনের একটা অংশ হিসাব রাখছে—প্যাসেজের মুখে রানা গাড়ি থামাবার পর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়েছে।

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় ফোনে কথা বলছেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'ভ্যানটাও লাগবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ম্যারিয়নের দিকে তাকালেন তিনি। 'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, মাদমোয়াজেল।'

ওরা তিনজন নেমে যাবার পর কয়েক ফুট পিছিয়ে এসেছে সিমকা, খিলান আকৃতির প্যাসেজের মুখে গাড়ির সামনের দুটো দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে। সিমকার পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে রানা। পুরানো টয়োটাকে থামতে দেখেছে ও, ভেতর থেকে নেমে এসেছে পাঁচজন লোক। ড্রাইভার এই মুহূর্তে গাড়িটাকে ফুটপাথে তুলতে ব্যস্ত, রাস্তাটা পরিষ্কার রাখতে চায়।

সিমকার অফ-সাইড ফ্রন্ট ডোর হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলা হলো। দুলতে শুরু

করল গাড়ি, একটা লোক ভেতরে ঢুকে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনের প্যাসেজে ঢুকে গেল। বাকি চারজনও অনুসরণ করল তাকে। তাদের দ্রুত নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা গেল, দাঁতে দাঁত চেপে অভিশাপ দিল একজন। পনেরো সেকেন্ড পরে টয়োটা ছেড়ে নেমে এল ড্রাইভার। সে-ও সিমকার সামনের সীটে উঠল। লোকটা হামাগুড়ি দিচ্ছে, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিধে হলো রানা, উল্টো করে ধরা স্প্যানার দিয়ে সজোরে আঘাত করল তার মাথার পিছনে।

ঢলে পড়ল লোকটা। তাকে টপকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। ওর এক হাতে দুটো স্প্যানার, অপর হাতে প্রায় বারো ইঞ্চি লম্বা একটা সরু টমি-বার। সামান্য অস্বস্তিবোধ করছে ও, কারণ এই একটাই অস্ত্র পাওয়া গেছে অচেতন ড্রাইভারের কাছ থেকে।

আতঙ্কের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, খোলা জানালা দিয়ে উঠনে তাকিয়ে রয়েছে আশরাফ। সব কিছু স্বপ্নের ভেতর ঘটছে, এই অনুভূতিটা এখন আর তার মধ্যে নেই, সে জানে নিচের উঠনে তুমুল মারপিট, রক্তপাত এবং সম্ভবত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আয়োজন চলছে।

পাঁচজন লোক, পরস্পরের সঙ্গে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে, অত্যন্ত সাবধানে বেরিয়ে এল দৃষ্টিসীমার ভেতর—আধো অন্ধকারে গাঢ় মূর্তি এক একটা। দম বন্ধ করল আশরাফ, তার পেটের ভেতরটা আলোড়িত হচ্ছে।

'ওদিকের ওই লোকটার কাছে পিস্তল আছে, আমার ধারণা,' তার কাঁধের কাছে বিড়বিড় করলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'বলা অবশ্য কঠিন, তবে...,' সোহানাকে নিচে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। ঝর্নার নিচু পাঁচিলের আড়াল থেকে সিধে হলো সোহানা, আশ্রয় পাবার জন্যে একটা নারকেল গাছের দিকে ছুটল।

মাঝখানের লোকটা হাত তুলে সংকেত দিল। ঝর্নার দিকে এগোল সে। বাকি চারজন দু'দলে ভাগ হয়ে দু'দিক থেকে এগোল ঝর্নার দিকে, ঘিরে ফেলছে ওটাকে।

থরথর করে কাঁপছে আশরাফ, রাগে নাকি ভয়ে বলা কঠিন। লোকটা যখন সংকেত দিল, তার হাতে পিস্তলটা দেখেছে সে। অপর লোকগুলোর হাতে ঝিক্ করে উঠেছে চকচকে ইস্পাত।

'ওরা সোহানাকে মেরে ফেলবে!' বেসুরো গলায় ফিসফিস করল সে। 'আমি নিচে যাচ্ছি!'

'কথা বলবেন না, প্লীজ, মশিয়ে চৌধুরী,' নরম সুরে বললেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। 'উঠনটা অনেক নিচে, অনভ্যস্ত পেশী ঝাঁকিটা সামলাতে পারবে না। শুধু শুধু একটা হাত বা পা ভাঙবে আপনার। তাছাড়া আমাদের ওপর পরিষ্কার নির্দেশ আছে...ওহ্!'

পিস্তলধারী লোকটার মাথা প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো। সামনের দিকে ঢলে পড়ল সে, ঝর্নার নিচু পাঁচিলে পড়ে ভাঁজ খেয়ে গেল শরীরটা। গোল আকৃতির চৌবাচ্চার চারধারে কাঁকর ছড়ানো আছে, ধাতব কি যেন একটা পড়ার শব্দ হলো।

'ফর গডস সেক, কার কাজ ওটা?' ফিসফিস করল আশরাফ।

'মশিয়ে রানার। স্প্যানার ছুঁড়েছেন। উনি অবশ্য এক্সপার্ট—তবে স্প্যানারে

নয়, ছুরিতে।'

'আর সোহানা? সোহানা কিসে এক্সপার্ট?'

'রিভলভার, ছুরি, বোমা এ-সবের কথা বাদ দিন। ব্লেড, লোহার চেইন, ছোট একটা লাঠি, এক টুকরো রশি, এমনকি সমান্য একটা সুঁইও ওদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।'

বাকি চারজন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, নারকেল গাছ ও নিজেদের পিছনে গেটটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। দৃষ্টিসীমার ভেতর বেরিয়ে এল রানা, প্রায় একই মুহূর্তে নারকেল গাছের আড়াল থেকে সামনে বাড়ল সোহানা।

হতভম্ব হয়ে আশরাফ দেখল, পরনের স্কার্টটা খুলে ফেলেছে সোহানা। সেটা এখন ওর বাঁ হাতে ঝুলছে। হাঁটছে ও, স্বচ্ছ মোজার ভেতর চকচক করছে ওর ফর্সা ও লম্বা পা।

'তারমানে ওই একটাই পিস্তল ছিল,' মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন। 'এবার খেলা শুরু হবে।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে আশরাফ, দেখল উঠনের লোকগুলো তিনজন করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—সোহানা আর দু'জন শত্রু, রানা ও দু'জন শত্রু। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল সে, ম্যারিয়ন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি জানেন, রানা কি কোন সুটকেস এনেছে?'

জবাব দিলেন মশিয়ে ডেলাভাইন, 'বোধহয় না, মাদমোয়াজেল। আমরা হঠাৎ এসেছি।'

'কিছু এসে যায় না। ঘরে পা'জামা আছে। ওদের জন্যে গোসলের ব্যবস্থা করে রাখি আমি। ঝামেলা শেষ হলে দেখা যাবে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে।'

'আমারও তাই ধারণা, মাদমোয়াজেল। তবে দয়া করে আলো জ্বালবেন না।'

কথা বলার সময় মশিয়ে ডেলাভাইন উঠন থেকে চোখ সরাননি। একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল আশরাফ, তারপর পানির শব্দ। নিচের উঠনে অশুভ অথচ অনুপম নৃত্য শুরু হয়েছে—অদ্ভুত ছন্দে জায়গা বদল চলছে, মোচড় খাচ্ছে শরীর, ঝিক্ করে উঠছে ছুরির ফলা।

স্কার্টটা বাম হাত ও বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছে সোহানা, ডান হাতের মুঠোয় ইস্পাতের চেইন। রানার হাতে একটা স্প্যানার ও জ্যাকেট।

'ছুরি মারা হবে, কাজেই সাবধান হবার দরকার আছে,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, রানা ও সোহানার দিকে পালা করে তাকাচ্ছেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় খেলা এটা, বুঝতেই পারছেন হঠাৎ ছুটে গিয়ে হামলা চালালে পরাজয় ডেকে আনা হবে...'

'ওহ গড!' কাঁপা গলায় বলল আশরাফ। 'আমাকে নিচে যেতে হবে!'

'এ-ধরনের খেলায় আপনার খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে, ধরে নিতে পারি?'

'না!' থেমে থেমে নিঃশ্বাস ছাড়ল আশরাফ। 'স্কুল বক্সিং-এ বেদম মার খেয়েছি, সেই থেকে মারপিটকে ঘৃণা করি।' নিচের দৃশ্য থেকে দৃষ্টি ছিঁড়ে আনল সে, এগোল দরজার দিকে।

'সোহানা রাগ করবেন,' মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন।

'কিংবা মারা যাবে। নিচে আমাকে নামতেই হবে।' দরজা খুলে আধো অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল আশরাফ। বোল্ট ধরে টানাটানি শুরু করল, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সদর দরজা খুলে প্যাসেজ ধরে ছুটল। লোহার গেটটা বন্ধ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খোলার চেষ্টা করল সে। খুলছে না দেখে হাতড়াল, তারপর দেখল সরু একটা লোহার বার দেয়ালে গাঁথা আংটার ভেতর ঢুকেছে, তারপর বাঁকা হয়ে জড়িয়ে রেখেছে গেটের ফ্রেমটাকে। এক করা বার-এর প্রান্ত দুটো ধরে ছাড়াবার চেষ্টা করল আশরাফ। প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় হলো, কিন্তু কাজ হলো না। ফোঁপাচ্ছে সে, রাগে আগুন ধরে গেছে মাথায়।

গ্রিল-এর ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকল সে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, দৃশ্যটা প্রায় বদলায়নি বললেই চলে। বালব ও চাঁদের আলোয় এখনও ছ'জন মানুষ অদ্ভুত নাচটা নাচছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষার খেলা এটা, মশিয়ে ডেলাভাইন বলেছেন।

উঠনের দূর প্রান্তে, তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সোহানা। ঝর্নার ঠিক সামনে রয়েছে ও, দু'জন লোক ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওর দিকে। ঝর্নাটার এদিকে রয়েছে রানা, ওর কাছাকাছি রয়েছে দু'জন শত্রু।

চোখের পলকে তিনটে লাফ দিল সোহানা। অকস্মাৎ ঘুরল ও, লম্বা পা ফেলল, লাফ দিয়ে নামল শুকনো চৌবাচ্চায়, আরেক লাফে ঝর্নার এদিকটায় নিচু পাঁচিলের ওপর দাঁড়াল, তৃতীয় লাফে রানার কাছাকাছি চলে আসা শত্রুর মাথার পাশে দু'পা দিয়ে পড়ল। এক পাশে ছিটকে পড়ল লোকটা, পড়ার সময় সঙ্গীর গায়ে ধাক্কা খেল সে।

সোহানা লাথি মেরে দরজা ভেঙেছে, মনে পড়ে গেল আশরাফের। ভাবল, লাথি খাওয়ায় লোকটার ঘাড় ভেঙে গেছে কিনা। তবে চিন্তা করার সময় পাওয়া গেল না। বিড়ালের মত নেমেছে সোহানা, গোড়ালির ওপর ভর, হাত দুটো শুধু হালকাভাবে মাটি স্পর্শ করল। ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে রানা। সংঘর্ষের শব্দ হলো, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের। পরমুহূর্তে রানার মুক্ত হাতটায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ছিটকে পড়ে গেল দ্বিতীয় লোকটা।

মাটি থেকে একটা ছুরি তুলে নিল রানা। হাতল ও ফলা মিলিয়ে বারো ইঞ্চি লম্বা। সোহানা দ্বিতীয় ছুরিটা তুলে নেয়নি, কারণটা কি হতে পারে ভাবছে আশরাফ। স্কার্ট ও চেইনের চেয়ে ওটা অনেক বেশি কাজের নয়?

বাকি দু'জন লোক ঝর্নার দু'দিক ধরে ছুটল। একজন গেটের দিকে যাচ্ছে, তবে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটতে শুরু করেছে রানাও। যদিও আশরাফের দৃষ্টি কেড়ে নিল অপর লোকটা।

ফ্লাইং কিক মেরে সোহানা যখন একজন শত্রুকে ধরাশায়ী করল, প্রচণ্ড রাগে চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠেছিল এই লোকটা। এই মুহূর্তে সরাসরি সোহানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, সবেগে ছুরি চালাচ্ছে ঘন ঘন।

পিছু হটছে সোহানা, লাফ দিয়ে এ-পাশে ও-পাশে সরে যাচ্ছে, কখনও জায়গা না ছেড়ে শরীরটা মুচড়ে নাগালের বাইরে থাকছে, স্কার্ট জড়ানো হাতটা দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করছে আঘাতগুলো। ওরা ইতিমধ্যে রানার কাছাকাছি সরে এসেছে, লোকটাকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে আশরাফ। চওড়া কাঁধ, সরু

কোমর। হালকা জ্যাকেটের নিচে লেসবহুল শার্ট। লম্বা চুল, সোনালি রঙ করা, ডগাগুলো সযত্নে কোঁকড়ানো হয়েছে। মুখে কোন দাগ নেই,মসৃণ ত্বক, তবে এই মুহূর্তে রাগে লালচে মেয়েলি একটা মুখোশ বলে মনে হচ্ছে। ঠোঁটে লিপস্টিক ও চোখে আই-শ্যাডো।

তবে তার হামলার মধ্যে মেয়েলি কোন ভাব নেই। অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ সে, বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্র।

আশরাফ শুনেছে আতঙ্কে পাথর হয়ে যায় মানুষ, এই মুহূর্তে সেই অভিজ্ঞতাই অর্জন করছে সে। মেয়ে সাজা পুরুষ শত্রুটির গা থেকে যেন ঘৃণা ও মৃত্যুর গন্ধ ছড়াচ্ছে। এরকম নগ্ন হিংস্রতা আগে কখনও দেখেনি আশরাফ। অথচ ব্যাপারটা যেন সোহানাকে এতটুকু বিচলিত করছে না। ওর নড়াচড়া দ্রুত, সাবলীল ও নিয়ন্ত্রিত। চেহারায় শুধুই গভীর মনোযোগের ছাপ।

আচমকা কুণ্ডলী পাকানো স্কার্ট মুক্ত হয়ে রঙ করা মুখে সাপের মত ছোবল মারল। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটার মাথা, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক পায়ে ভর দিল সোহানা, নিখুঁত একটা ভঙ্গি নিল, পিছন দিকে হেলান দেয়ায় খানিকটা সরে গেল লোকটার কাছ থেকে, লম্বা একটা পা তীরবেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করল শত্রুর উরুসন্ধিতে। ভোঁতা গোঁঙানোর আওয়াজ করল লোকটা, ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেছে শরীর।

এক পা সামনে বাড়ল সোহানা, চেইন দিয়ে প্রথমে ছুরি ধরা হাতে, তারপর মাথায় আঘাত করল। আঘাতগুলো হালকা বলে মনে হলো, তবু মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ছুরিটা, তারপরই মাটির ওপর ঢলে পড়ল সে।

আটকে রাখা দম ছাড়ল আশরাফ। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখায় আচ্ছন্নবোধ করছে। চোখ ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। প্রথমে তার মনে হলো, শেষ লোকটা পালিয়ে গেছে, তারপর দেখল মাটিতে স্থির পড়ে রয়েছে কে যেন, আকাশের দিকে মুখ তুলে। লোকটার বুকে গাঁথা রয়েছে একটা ছুরি।

'আমি পিছু নিয়েছি দেখে ছুরিটা ছুঁড়তে যাচ্ছিল,' তিক্তকণ্ঠে সোহানাকে বলল রানা। 'দু'জন এক সঙ্গে ছুঁড়ি, আমারটা লাগল।'

'কিছু করার নেই,' বলল সোহানা, কপাল থেকে চুল সরাল হাত দিয়ে। 'দেরি করলে ওরটা লাগত। ওদের কাউকে চেনো তুমি, রানা?'

দু'জনেই ওরা নিচু গলায় কথা বলছে, আশরাফের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

'না,' বলল রানা। 'আমার কাছে সব ক'টা নতুন।' এগিয়ে গিয়ে এক লোকের পাশে দাঁড়াল ও, এই মাত্র সোহানা তাকে ফেলে দিয়েছে। পায়ের ধাক্কায় লোকটাকে চিৎ করল ও। বালবের আলোয় রঙ করা মুখটা দেখা গেল। 'আরে, আরে! এ যে দেখছি একটা ডেইজি।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা। 'আমার ফ্লাইং কিক-এর শিকার হলো যে লোকটা, এ বোধহয় তার বয়ফ্রেন্ড।'

'দেখি তো ব্যাটা বেঁচে আছে কিনা,' বলে এগোল রানা।

রানার পিছু নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সোহানা, সরাসরি তাকিয়ে থাকল

আশরাফের দিকে। 'আশরাফ! তুমি এখানে কি করছ?'

'দেখতেই পাচ্ছো কি করছি!' গলা কাঁপছে বুঝতে পেরে লজ্জা পেল আশরাফ। 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, তাই নিচে নেমে এসেছি। ভাবলাম আমি হয়তো কোন সাহায্যে আসব, অন্তত এক-আধটা ল্যাং তো মারতে পারব...'

'অত্যন্ত অন্যায় করেছ। তুমি আহত হতে পারো ভেবে উদ্বিগ্ন হলে আমরা খুনও হয়ে যেতে পারতাম। তুমি একটা...'

'ব্যস-ব্যস, যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে।'

রাগে চোখ দুটো জ্বলছে সোহানার। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, ওপরের জানালা থেকে মৃদু গলায় কথা বললেন মশিয়ে ডেলাভাইন। আশরাফ তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। ফরাসী ভাষায় কথা বললেন তিনি, এত দ্রুত যে কিছুই বুঝতে পারল না আশরাফ। ধীরে ধীরে শিথিল হলো সোহানার পেশী। চেহারা থেকে অদৃশ্য হলো রাগের লালচে ভাব, মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর মশিয়ে ডেলাভাইনের উদ্দেশ্যে কি যেন বলল, ফরাসী ভাষায়।

এগিয়ে এসে লোহার গেটের সামনে দাঁড়াল সোহানা। 'এর মধ্যে অপমান বোধ করার কি দেখলে? তুমি যখন জটিল কোন অঙ্ক কষছ, তখন আমি যদি নক করি, আর তুমি যদি আমাকে পরে আসতে বলো, আমি কি অপমানিত বোধ করব?'

'দুটো পরিস্থিতির মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে।'

'আসলে নেই।' হাত তুলে উঠনটা দেখাল সোহানা। 'এখানে এইমাত্র যা ঘটে গেছে, আমি আর রানা ছাড়া আর কারও পক্ষে কোন ভূমিকা রাখা সম্ভব ছিল না।'

'তা হয়তো ঠিক,' বলল আশরাফ, হাঁড়ি হয়ে আছে মুখ। 'তবু...'

এই সময় ফিরে এল রানা। ঝর্নার কাছ থেকে একটা পিস্তল তুলে এনেছে ও। নাইন এমএম ল্যুগার। সোহানা হাত পাততে ওর হাতে সেটা ধরিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে এসে গেটের সামনে দাঁড়াল, বাঁকা টমি-বারের প্রান্ত দুটো ধরে ধীরে ধীরে টান দিতে শুরু করল। ক্রমশ সিধে হলো বারটা, গেট থেকে খুলে রানার হাতে চলে এল।

'ঝর্নার ধারে বাকি তিনজনের খবর কি?' জানতে চাইল সোহানা।

'একজনের জ্ঞান ফিরে আসছিল, লাথি মেরে আরও দশ মিনিট পিছিয়ে দিয়েছি,' গেট খুলে বলল রানা। 'ভাল কথা, ডেইজির নতুন বয়ফ্রেন্ড দরকার হবে। অপর লোকটার ঘাড় ভেঙে গেছে।'

প্রচণ্ড সন্তুষ্টবোধ করছে সে, অনুভব করে হতভম্ব হয়ে গেল আশরাফ। রানা ও সোহানা দু'জনেই একটা করে মানুষকে খুন করেছে। তার আসলে প্রতিক্রিয়া হবার কথা। কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠছে রোমহর্ষক দৃশ্যটা—প্রায় অন্ধকার উঠনে পাঁচজন লোক ঘিরে ধরেছে সোহানাকে, হাতে ছুরি নয়তো পিস্তল। কল্পনার চোখে দেখতে পেল, সোহানার নরম শরীরে ছুরির ফলা ঢুকছে...।

তাহলে দু'জন মারা গেছে। নিজেরাই দায়ী তারা।

প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ওরা, ম্যারিয়নের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা গাড়ি ও একটা ভ্যান এসে পড়বে,' বললেন তিনি।

'তার আগে আমরা বরং কেটে পড়ি, মশিয়ে,' বলল সোহানা, তাঁর হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিল। 'আপনি কি দেখবেন একটু, আমরা যাতে তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ি?'

'আমার নিজের দিক থেকে, হ্যাঁ।' উঠনের দিকে তাকালেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'তবে লোকগুলোকে অবশ্য জেরা করা হবে। ওরা আপনাদের কথা বলতে পারে। ওরা কি আপনাদের চেনে?'

'বলা কঠিন। আমরা কাউকে চিনি না।'

'ঠিক আছে—আমার মিনিস্টারকে যদি রিপোর্ট করতে হয়, বলব আক্রান্ত হবার সময় আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, ঠেকাবার সময় তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন।'

'বেশ। দু'জনকে আপনি পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন,' হাসিমুখে বলল রানা। 'কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাকে আরেকটু সাবধান থাকতে হবে, মশিয়ে ডেলাভাইন। প্রতিবার তো আপনার সঙ্গে ওই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা থাকবেন না।'

গম্ভীর হলেন গ্যাসপার ডেলাভাইন, কথা বললেন না। প্যাসেজ ধরে এগোল রানা, ড্রাইভারকে কাঁধে নিয়ে সিমকা থেকে বেরিয়ে এল। এখনও জ্ঞান ফেরেনি লোকটার। মশিয়ে ডেলাভাইনের পায়ের কাছে লোকটাকে নামিয়ে বলল, 'এ ব্যাটা কিছুই মনে করতে পারবে না। শুরুই করতে পারেনি।'

ইতিমধ্যে স্কার্টটা পরে নিয়েছে সোহানা। আট-দশটা ফুটো দেখা গেল কাপড়টায়। উদয় হলো ম্যারিয়ন, পরনে ড্রেসিং গাউন। 'কাজ শেষ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

ইংরেজিতে জবাব দিল সোহানা। 'হ্যাঁ, শেষ। ধন্যবাদ, ম্যারিয়ন। কাল মিস্ত্রি ডাকিয়ে দরজাটা মেরামত করিয়ে নিয়ো।'

'কেউ জখম হয়নি তো?'

'শুধু প্রতিপক্ষরা,' বলল রানা, তারপর সোহানার দিকে তাকাল। 'রাতে আর কিছু ঘটবে বলে মনে করো তুমি, সোহানা?'

'মনে হয় না। তবে ঘুমিয়ো না, তাহলে সতর্ক থাকাও হবে, ম্যারিয়নকে ব্রিফ করাও হবে। তোমরা ওপরে চলে যাও, সকালে আমি ফোন করব।'

'সোহানা, তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ম্যারিয়ন। 'আমি...'

'উনি,' ম্যারিয়নকে থামিয়ে দিয়ে মশিয়ে ডেলাভাইন বললেন, 'মশিয়ে মাসুদ রানার জন্য পানি গরম করে রেখেছেন, যদি গোসল করতে চান। মাদমোয়াজেল সোহানার জন্যেও।'

'ধন্যবাদ, ম্যারিয়ন,' বলল সোহানা। 'কিন্তু আমি থাকতে পারছি না, আশরাফকে নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরব।'

ভেতরে ঢুকল রানা ও ম্যারিয়ন, বন্ধ করে দিল দরজা। ওদের দিকে ভাল করে তাকালও না সোহানা, কারণ ওর মনে কোন সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব নেই। রানা ও ম্যারিয়নকে খুব ভাল করে চেনে ও। নিজের স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ম্যারিয়ন, তার অনুপস্থিতিতে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না, কাছাকাছিও

হবে না। আর রানার ব্যাপারে জানে, অন্যায় সুযোগ নেয়ার লোক সে নয়।

সোহানার দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মশিয়ে ডেলাভাইন। 'কী আশ্চর্য, মশিয়ে রানাকে এমন কি একটা ধন্যবাদও দেয়া হলো না।'

'মৌখিক ধন্যবাদ দেয়ার দরকারই বা কি। আমি খুশি যে আজ আমরা আপনার সঙ্গে ছিলাম।'

'খুশি আমিও,' নরম সুরে বললেন ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স চীফ। 'ছোটখাট কোন ব্যাপার ছিল না।' উঠনের দিকে একটা হাত তুললেন তিনি। 'ছ'জন শত্রু।'

'আপনি যদি উদ্বেগে ভুগে থাকেন, আমি দুঃখিত।'

'উনি উদ্বিগ্ন হননি,' আশরাফ বলল। 'ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করেছেন।'

মশিয়ে ডেলাভাইনের ঠোঁট জোড়া শক্ত হলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছেন। তারপর শিথিল হলো পেশী, হঠাৎ হেসে বললেন, 'উপভোগ করেছি, এ-কথা স্বীকার করব না, মাদমোয়াজেল। তবে আমাদের তরুণ বন্ধু পুরোপুরি ভুল বলেননি। আমি আসলে প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করছিলাম। সবাইকে দুটো আলাদা দলে ভাগ করে ফেলা, তারপর একযোগে আক্রমণ, সত্যি ভারি চমৎকার। বিশেষ করে আপনার ফ্লাইং কিকটা, খুবই সুন্দর।'

'সুন্দর হবার দরকারও ছিল, একটা ছুরির বিরুদ্ধে। তা না হলে মরে ভূত হয়ে যেতাম।' সামান্য অন্যমনস্ক সোহানা, তবে গলার স্বর শুনে বোঝা গেল গুরুত্ব দিচ্ছে। 'রহস্যটা স্থির পায়ে নিহিত। এ-ধরনের ফ্লাইং কিক নিখুঁত করার জন্যে রানার কাছে দু'মাস ট্রেনিং নিতে হয়েছে আমাকে...,' হঠাৎ থেমে প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'আমরা এবার যাই, মশিয়ে ডেলাভাইন। আপনার লোকজন যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। আনন্দ ভ্রমণ ও ডিনারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গুডনাইট, মাদমোয়াজেল।' সোহানার হাতের উল্টোপিঠে চুমো খাবার জন্যে ঝুঁকলেন তিনি।

'গুডনাইট, মশিয়ে। জানাবার মত কিছু জানতে পারলে আমাকে ফোন করবেন।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন গ্যাসপার ডেলাভাইন। আশরাফের একটা হাত ধরে গাড়ির দিকে এগোল সোহানা। ড্রাইভিং সীটে বসল ও, ছেঁড়া স্কার্টের ভেতর ওর ফর্সা উরু দেখা যাচ্ছে। সেদিক থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে রাখল আশরাফ।

গাড়ি নিয়ে খানিক দূর চলে এসেছে ওরা, আশরাফ জানতে চাইল, 'ঠিক জানো, ভদ্রলোক নিরাপদে থাকবেন?'

'ভদ্রলোকের কাছে একটা পিস্তল আছে। দুটো মড়া আর চারজন অজ্ঞান লোককে কয়েক মিনিটের জন্যে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া, উনি গ্যাসপার ডেলাভাইন।'

'শেষ কথাটার মানে কি?'

'মানে হলো তাঁর ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। ওই, এসে গেছে ওরা।' একটা কার ও একটা ভ্যান পাশ কাটাল ওদেরকে, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা ধরে উঠে যাচ্ছে।

চার

নিপুণ হাতে পুতুলটার ভুরু আঁকল অটো বারনেন, তারপর সরু তুলিটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকাল লোকটার দিকে। স্থূল কাঠামো, গায়ের রঙে সামান্য সবুজ-সবুজ ভাব, পরনে ঢোলা ডেনিম ট্রাউজার ও দোমড়ানো-মোচড়ানো নীল শার্ট। 'আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই, মি. টিউরেলাস,' বলল অটো বারনেন। 'কাল রাতের পিক-আপ অপারেশনটা ছিল একেবারে নিখুঁত। খুব খুশি হয়েছি আমি।'

ফেলসিয়া টিউরেলাসের ঠোঁটের এক কোণে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি ঝুলছে। দাঁতে কাঠি আটকে রাখা তার প্রায় সার্বক্ষণিক অভ্যেস। কাঠিটাকে ঠোঁটের আরেক কোণে সরিয়ে এনে সে বলল, 'ধন্যবাদ, সিনর।'

'আপনি, আপনার বন্ধুদের নিয়ে, দিন কয়েকের মধ্যে প্লেনে করে আমাদের নতুন আস্তানায় চলে যাবেন।' কথা বলার সময় ওঅর্করুমে পায়চারি করছে অটো বারনেন, তার দু'পাশে দুটো লম্বা বেঞ্চ। 'আমরা রওনা হব তারও দশদিন পর। আপনাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, সিনর।' তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না ফেলসিয়া টিউরেলাস। তার চোখে সব সময় এমন দৃষ্টি ফুটে থাকে যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে, ভাবছে অন্য কোন কথা, তবে অটো বারনেন জানে তাকে বলা কথাগুলো মনে গেঁথে নিয়েছে সে।

'এইটুকুই আপনাকে বলার ছিল, মি. টিউরেলাস। আপনি এখন আপনার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, সিনর,' অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল টিউরেলাস, পায়ের ঢিলে স্যাণ্ডেল প্রতি পদক্ষেপে মেঝেতে ঘষা খেয়ে শব্দ করছে।

একটা কিশোরী পরীর গায়ে সুতো বাঁধছিল সুজানি, মুখ তুলে বলল, 'আমার ধারণা, টিউরেলাস লোক হিসেবে খুব ভাল, অটো। আমাদের মজার অনুষ্ঠানে ওকেও তুমি দাওয়াত করো না কেন?'

'করি না, কারণ সে হয়তো মজা পাবে না,' তুলিটা আবার হাতে তুলে নিল অটো বারনেন। 'তুমি জানো, নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে, সাংঘাতিক একনিষ্ঠ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পুতুলের পায়ে একটা সুতো পরাল সুজানি। সাধারণত কোন পুতুলের দুই হাঁটু ও পায়ের পাতায় সুতো লাগানোর দরকার হয় না, তবে তার হাতের কিশোরী পরীকে যৌনাবেদনময়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে, অর্থাৎ পুতুলটার পায়ের কাজ খুব বেশি থাকবে।

নতুন রঙ করা পুতুলটাকে ঝুলিয়ে রাখল অটো বারনেন, এই সময় ওঅর্করুমে ঢুকল ডা. হোল্ডিং। 'খুশির খবর, কাজ হয়েছে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল সে।

'অবশ্যই কাজ হয়েছে, ডা. হোল্ডিং।' হাসিমুখে আঙুলগুলো মটকাল অটো

বারনেন, 'কাল রাতের পিক-আপ অপারেশনটাকে বিরাট একটা সাফল্য হিসেবে দেখছি আমি।'

'আয়টা যদিও বিরাট বলা যায় না,' মন্তব্য করল ডা. হোল্ডিং।

'পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাকে খুব কমই বা বলি কিভাবে। স্টার্লিঙে ওগুলোর দাম হবে প্রায় দেড় লক্ষ।'

'কিন্তু ওজনটা?' বলল ডা. হোল্ডিং, রুমাল দিয়ে ঘাড়ের পিছনটা মুছল। 'আধ টনেরও বেশি, কন্টেইনার সহ।'

'ওজনের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি আমি।' একটা ওঅর্কবেঞ্চ-এর দিকে হাঁটছে অটো বারনেন, হাড়ের জয়েন্টগুলো খটখট মটমট আওয়াজ করছে। বেঞ্চটার ওপর সারি সারি অনেক যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন কাজের উপকরণ সাজানো রয়েছে, পুতুল তৈরির সঙ্গে ওগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। 'আমি আবারও বলছি, এটা একটা বিরাট সাফল্য।'

সুজানি বলল, 'সত্যি, তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, অটো। বুঝতে পারছি না ডা. হোল্ডিং অভিযোগ করছেন কেন।'

'আমি অভিযোগ করছি না, মিসেস সুজানি,' বলল ডা. হোল্ডিং, অনেক কষ্টে অস্থিরতা ও রাগ চেপে রাখল। 'আমি শুধু বলতে চাইছি, অপারেশনটা যত সূক্ষ্ম বা সফিসটিকেটেড হবে, ভুল হবার আশঙ্কা তত বাড়বে। এক প্যাকেট মূল্যবান পাথর বা ড্রাগ নিতে পারতাম আমরা, যা আয় হয়েছে তাই হত...'

'শুধু কমার্শিয়াল নয়, আমাদেরকে আর্টিস্টিকও হতে হবে, ডা. হোল্ডিং,' বাধা দিয়ে বলল অটো বারনেন, তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে বিস্তৃত হতে শুরু করল। এটা তার হাসি হলেও, চেহারা থেকে থমথমে ভাবটা দূর হলো না। 'যে ওজন নিয়ে আপনি খুঁতখুঁত করছেন, কর্তৃপক্ষকে দিশেহারা করার জন্যে ওটা বিরাট একটা অবদান রাখবে, বুঝতেই পারবে না কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি আমরা। এটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন আপনি?'

আঙুল দিয়ে চিবুক ঘষল ডা. এডগার হোল্ডিং, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা পয়েন্ট বটে। তবে এ-ধরনের পিক-আপ রিপিট করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'তা করার কোন ইচ্ছেও আমার নেই।' সুজানির সুতো বাঁধা পুতুলটার কন্ট্রোলার ধরল অটো বারনেন, নিচু করল ওটা যতক্ষণ না পা দুটো মেঝে স্পর্শ করল, তারপর কন্ট্রোলার নেড়েচেড়ে খুদে মূর্তিটাকে বিভিন্ন অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচাতে শুরু করল। 'কর্তৃপক্ষকে ধোকা বা ধাঁধায় ফেলতে পারলে এই বিশেষ ধরনের অপারেশন নির্বিঘ্নে অনেক দিন চালিয়ে যেতে পারব আমরা,' আবার বলল সে। 'আমি আসলে একজন শিল্পী, আমার সব কাজে শিল্পের ছোঁয়া থাকে। সেই সাথে আমি একজন বাস্তববাদী বা প্র্যাকটিক্যাল মানুষও। সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্তৃপক্ষ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগে প্রায় পনেরো মাস অপারেশন চালিয়ে যাবার সময় পাব আমরা। তারপর থামব।'

'মন্দ নয়। তত দিনে প্রচুর কামিয়ে নেয়া যাবে।'

'আবার আপনি ভুল করছেন, ডা. হোল্ডিং। ব্যবসার বর্তমান পদ্ধতি আমর বাতিল করব ঠিক, তবে তার বদলে শিল্পসম্মত ও লাভজনক অন্য একটা পদ্ধতি অবশ্যই আমি বের করব। সেটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হবে।'

'অটোর উদ্ভাবনী শক্তি আছে,' বলল সুজানি। তার চোখে গর্ব ও ভালবাসা 'কিভাবে কাজ করতে হয় জানে ও।'

'সম্পূর্ণ অন্য রকম—লুসিফারের সাহায্যে?' জিজ্ঞেস করল ডা. হোল্ডিং. নৃত্যরত পুতুলটার দিক থেকে মুখ তুলে অটো বারনেনের দিকে তাকাল।

'বোধহয় না। নতুন পরিকল্পনায় লুসিফারের মেধা কাজে লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। আমার ধারণা, তাকে বিদায় নিতে হবে।' পুতুল নাচ থামিয়ে মুখ তুলল অটো বারনেন। 'তবে নিজের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না, ডা. হোল্ডিং। আপনার মেধা যাতে কাজে লাগে তার ব্যবস্থা আমি করব। শুধু আপনাকে নয়, মি. রীড় কোয়েনকেও আমি কাজে লাগাব।'

'কিন্তু আমি যদি বলি যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়?' অকস্মাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়া কথাগুলো শুনেই নিজেকে তিরস্কার করল ডা. হোল্ডিং।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অটো বারনেন। তার ঘাড় থেকে মট মট আওয়াজ হলো, সারা শরীর রী রী করে উঠল এডগার হোল্ডিঙের। 'আমার অসুবিধের কথাটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে, ডা. হোল্ডিং। আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, এটা চিন্তা করাও আমার দ্বারা সম্ভব নয়,' তার বলার ভঙ্গিতে বিনয় ও গাম্ভীর্য।

সন্ধের খানিক পর লাউঞ্জে বসে আছে অটো বারনেন, পাশে সুজানি, বিদেশী পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন কলামে চোখ বুলাচ্ছে।

লাউঞ্জটা বেশ বড়, ওদের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে পায়চারি করছে এডগার হোল্ডিং। নিজেকে গালমন্দ করা প্রায় প্রতি মুহূর্তের অভ্যেস হয়ে উঠেছে তার। এখন সে উপলব্ধি করছে এই বিপজ্জনক অপারেশনে নিজেকে জড়ানো মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। ভুলটা শুধরে নেয়ার কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না সে। অনেক দেরি করে ফেলেছে, এখন আর কেটে পড়া সম্ভব নয়

আরও পনেরো মাস, বারনেন বলেছে। নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। হয়তো। ততদিনও যদি লুসিফারকে শোষণ করা সম্ভব হয়। চিঠিটার কথা ভাবল এডগার হোল্ডিং, দিন কয়েক আগে পোস্ট করেছে। লুসিফারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাইরের সাহায্য দরকার তার, ব্যাকুলভাবে আশা করছে ওই চিঠিটা সাহায্য পাবার একটা উপায় করে দেবে।

সুজানি বলল, 'বাহ্! এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দাবি একজন মেনে নিয়েছে, অটো। লন্ডন টাইমসে বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনটা। আমাদের একজন মক্কেল নির্দেশ দেয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছে।'

'রেফারেন্স নাম্বারটা বলো, ডার্লিং।'

খুদে অক্ষরগুলো পড়ার জন্যে কাগজটার ওপর ঝুঁকল সুজানি। 'পাঁচ হাজার তিনশো দুই।'

রেজিস্টারটা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল অটো বারনেন। 'কোলকাতার আকবর শেঠ,' বলল সে। 'একজন মালদার ব্যাংকার। তার প্রাণের মূল্য ধরে দিয়েছি আমরা এক লাখ মার্কিন ডলার। নগদ নয়, সমমূল্যের অন্য কিছু চাইব আমরা। কি হতে পারে সেটা? হেরোইন? ওদিকটায় ও-জিনিস সহজেই যোগাড় করা সম্ভব।'

'তুমি যা ভাল মনে করো, অটো।'

'বেশ। প্রাথমিক নির্দেশাবলী কি পাঠাতে হবে, মি. রীড কোয়েনের সঙ্গে আলোচনা করে পাঠিয়ে দাও। আমি দেখছি, কোলকাতার অয়্যার হাউস থেকে একটা মার্ক থ্রী কন্টেইনার যাতে কালেকশন অপারেশন-এর জন্যে রেডি রাখা হয়।' এডগার হোল্ডিঙের দিকে তাকাল অটো বারনেন। 'ভারি আনন্দ লাগছে আমার। দেখা যাচ্ছে আপনার অনুমানই সঠিক প্রমাণিত হলো। মি. আকবর শেঠ যে টাকা দেবেন, আপনিই আমাকে জানিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। তার ডেশিয়ে থেকে জানা গেছে, সে স্নায়বিক রোগী—হাইপোকনড্রিয়াক।'

'এ-ধরনের সাইকোলজিক্যাল দুর্বলতা আমাদের খুব উপকারে লাগে।' পকেট ডায়েরীটা বের করে পাতা ওল্টাল অটো বারনেন। 'পিক-আপ অপারেশনের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে আজ থেকে পাঁচ হপ্তা পর। মূল্যবান পাথর হলে আরও আগে তারিখ ফেলা যেত, তবে মি. আকবর শেঠকে হেরোইন সংগ্রহ করার জন্যে যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করা দরকার। বলাই বাহুল্য, পিক-আপ অপারেশনটা হবে আমাদের নতুন আস্তানা থেকে।'

নিজের নোটবুকে খসখস করে লিখছে সুজানি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রীড কোয়েন। তার ভুরু কুঁচকে আছে, সামান্য ঘামছে। মেইনল্যান্ড-এর নিয়েবুল থেকে ফিরে আসতে তিন ঘণ্টা লেগেছে তার। ওখানে তাকে যেতে হয়েছিল তিনটে ফোন কল করার জন্যে। সিলট থেকে ব্যবসা সম্পর্কিত কোন ফোন করার অনুমতি অটো বারনেন দেবে না।

'প্যারিসের কাজটা ভেস্তে গেছে,' রীড কোয়েন বলল। 'সেজন্যেই খবরের কাগজে কিছু পাইনি আমরা।'

'প্যারিসের কাজ?' ডায়েরী রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অটো বারনেন।

'গ্যাসপার ডেলাভাইন।' গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল রীড কোয়েন, লোভীর মত ঢকঢক করে গিলে ফেলল। 'তার সময়ের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে। লুসিফার বাছাই করেছিল, এক মাস আগেই মারা যাবার কথা ছিল। কিন্তু শালা মরেনি।' রাগে ও ক্ষোভে মাথা নাড়ল সে। 'শিকার হিসেবে একেবারে আদর্শ ছিল গ্যাসপার ডেলাভাইন। আমরা তার প্রাণের বিনিময়ে মূল্য দাবি করলাম, ফ্রেঞ্চ সরকার দেবে না বলে জানিয়ে দিল—দেবে বলে আমরা আশাও করিনি। ডেলাভাইনের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত, ঘটনাটা বহু লোকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত নিজেদের বেলায় কি করা উচিত তদের।'

'আপনার রাগ ও দুঃখ আমিও শেয়ার করছি, মি. রীড কোয়েন,' সরু, একঘেয়ে গলায় বলল অটো বারনেন। 'তবে মাঝে মধ্যে লুসিফার ভুল করলে তা সংশোধন

করার দায়িত্ব আপনার। আপনি কি বলতে চাইছেন, গ্যাসপার ডেলাভাইনকে খুন করতে গিয়ে আপনার লোকেরা ব্যর্থ হয়েছে?'

'ওরা ধরা পড়েছে,' ভারি গলায় বলল রীড কোয়েন। 'বিশদ বিবরণ এখনও আমি পাইনি, তবে যেভাবেই হোক আমার কনট্যাক্টকে ওরা খবরটা পৌঁছে দিয়েছে।'

'আর?'

'একই রাতে দু'বার চেষ্টা চালায় ওরা। দু'বারই এক লোক আর এক মেয়ে বাধা দেয়। দ্বিতীয়বার রীতিমত যুদ্ধ বেধে যায় আমরা ছ'জন লোককে হারিয়েছি। দু'জন মারা গেছে, বাকি চারজনও প্রায় মারা গেছে।'

'একটা লোক আর একটা মেয়ের দ্বারা? হয় আপনি গাঁজা খেয়ে প্রলাপ বকছেন, মি. রীড কোয়েন, নয়তো কাজটার জন্যে অযোগ্য লোক বাছাই করেছিলেন।'

এডগার হোল্ডিং আশা করল খানিকটা চুপসে যাবে রীড কোয়েন। বলা যায় না, হয়তো ক্ষমাপ্রার্থনাও করবে। কিন্তু তা না, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল সে, 'লোক বাছাই করার কাজে আমার চেয়ে ভাল আর কাউকে পাননি আপনি কখনও, অটো বারনেন। এ-কাজেও আমি অত্যন্ত যোগ্য লোকদেরই লাগিয়েছিলাম। কিন্তু ওই লোক আর মেয়েটা···আমার কনট্যাক্ট বলছে, ওদের নাম মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী।'

ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে উঠল অটো বারনেনের। 'আপনি নাম দুটো এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, যেন বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে?'

'আছে, হ্যাঁ।' গ্লাসে আবার খানিকটা হুইস্কি ঢালল রীড কোয়েন। 'শুনুন, নো অফেন্স, আপনি আসলে এ-লাইনে নতুন, মি. বারনেন। ঈশ্বরের কিরে, আপনি অসম্ভব চালাক, কিন্তু কার কি রেটিং জানেন না। মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী সম্পর্কে দু'একটা কথা আমার কাছ থেকে শুনুন।'

ঝাড়া পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেল রীড কোয়েন, বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল অটো বারনেন, ধীর পায়ে পায়চারি করছে। 'ধন্যবাদ, মি. কোয়েন,' অবশেষে বলল সে। 'আপনি যেহেতু বাড়িয়ে বলেন না, কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয়া আমাদের জন্যে জরুরী।'

'হ্যাঁ। তা-ও তো আমি ওদের সম্পর্কে অর্ধেকও আপনাকে বলিনি।'

দাঁত দেখিয়ে নিঃশব্দে হাসল অটো বারনেন। 'আপনি যেমন বললেন, মি. কোয়েন, ক্রিমিনাল হিসেবে আমি যে একটা প্রতিভা এটা অতি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। হ্যাঁ, এক অর্থে এ-লাইনে নতুনই বলা যায় আমাকে। আমার সাফল্যের অনেক কারণের মধ্যে এটাও হয়তো একটা। বহু ব্যবহারে মলিন পথে আমি হাঁটি না।'

'অটোর বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না,' গর্বে কেঁপে গেল সুজানির কণ্ঠস্বর। 'ওর মাথা থেকে সব সময় অরিজিনাল জিনিস বেরোয়। আমাদের প্রথম ব্যবসাটার কথা মনে আছে, অটো? মিউজিক হল-এ আমরা যখন কোন সুবিধেই করতে পারলাম না, না অন্য কোথাও কাজ পাই···'

'ফেলে আসা দিনের গল্প করার সময় এটা নয়, ডার্লিং।' আপনমনে মাথা নাড়ল অটো বারনেন। 'তুমি যেমন বললে, আসলেও আমার মাথা থেকে অরিজিন্যাল সব আইডিয়া বেরোয়। তবে মি. রীড কোয়েনের বক্তব্যও আমি মেনে নিচ্ছি, আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আমি জানি না। আন্ডারওয়ার্ল্ড বা এসপিওনাজ জগৎ সম্পর্কে। সেজন্যেই এখন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করব, এই গ্যাসপার ডেলাভাইন সম্পর্কে ঠিক কি করা উচিত আমাদের।' চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি, রীড কোয়েনের দিকে তাকাল সে।

'আসুন তার কথা আমরা ভুলে যাই,' কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বলল রীড কোয়েন। 'যেহেতু মাসুদ রানা ও সোহানা চৌধুরী তাঁর ওপর নজর রাখছে, তাঁর কথা আমাদের ভুলে যাওয়াই উচিত। দে আর ব্যাড মেডিসিন।'

'কিন্তু তার অর্থ হবে আমরা একটা হুমকি দিলাম, কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপ দিতে ব্যর্থ হলাম,' অটো বারনেনের গলা এতই গম্ভীর যে ওদের মনে হলো কাছে কোথাও মেঘ ডাকছে। কোন আলোচনায় বসে তার এরকম কণ্ঠস্বর আগে কখনও শোনেনি ওরা।

'এক-আধবার ব্যর্থ হওয়া কোন ব্যাপার নয়, আমাদের পোষাবে,' বলল রীড কোয়েন। 'বিশেষ করে এটা যখন সরাসরি খুন। স্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর সাহায্যে এখনও ওদেরকে আমরা বোকা বানাচ্ছি, মি. বারনেন। হিসেব করে দেখুন, আমরা শুরু করার পর থেকে একশো বিশটা স্বাভাবিক মৃত্যু সাহায্য করেছে আমাদেরকে, তাই না? ওয়াল্ডার বয় যেখানে আন্দাজ করতে ভুল করেছে, ভুলটা সংশোধন করেছি আমি—সম্ভবত ষোলো বা সতেরোটা খুন করে। তার সঙ্গে যোগ করুন আরও তিনটে খুন—অপর তালিকার তিনজন মক্কেল, যাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল পেমেন্ট করবে কিন্তু করেনি। ঠিক কিনা?'

'আমরা এখন আরও কঠিন মক্কেলদের নিয়ে কাজ করছি,' মন্তব্য করল এডগার হোল্ডিং। 'এর মানে হলো আপনার কাজ আরও বাড়বে, মি. কোয়েন।'

জবাব দিল অটো বারনেন, 'মোটেও বাড়বে না। আগের দৃষ্টান্তগুলো কঠিন মক্কেলদের নরম করে তুলবে, ডা. হোল্ডিং। তবে, প্লীজ, মন খারাপ করবেন না। মি. কোয়েন ভাবছেন নিজেদের পজিশন দুর্বল না করেও একবার ব্যর্থ হওয়া পোষাবে আমাদের। আপনি কি একমত?'

কাঁধ ঝাঁকাল এডগার হোল্ডিং। 'সামান্য হলেও, বিরূপ প্রতিক্রিয়া তো হবেই। তবে খুবই সামান্য, আমার ধারণা। এবং মাসুদ রানা ও সোহানার চোখে পড়ার চেয়ে সেটাই বরং মেনে নেয়া উচিত—সত্যিই যদি তারা বিপজ্জনক হয়।'

'বিপজ্জনক যে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' জোর গলায় বলল রীড কোয়েন।

পায়চারি করছিল অটো বারনেন, হঠাৎ থেমে জানালা দিয়ে নর্থ সী-র দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে।

ঢিল পড়ল রীড কোয়েনের পেশীতে, হাতের গ্লাসটা এতক্ষণে খালি করল সে। 'ওয়াল্ডার বয়ের কাছ থেকে আরও স্বাভাবিক মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চাই আমরা,' বলল সে, তাকিয়ে আছে এডগার হোল্ডিঙের দিকে। 'সে যদি শতকরা একশো ভাগ ঠিক বলত, আমাকে শুধু যারা পেমেন্ট করবে না তাদেরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে

হত।'আমার কাজ হত পানির মত সহজ।'

'শতকরা এক শো ভাগ কোনদিনই সম্ভব হবে না,' তীক্ষ্ণস্বরে বলল এডগার হোল্ডিং। 'ফর গডস সেক, আমরা যা পাচ্ছি তা পাওয়া যে রীতিমত একটা মিরাকল, আপনি কি তা বোঝেন না?'

'তা সত্ত্বেও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে, ডা. হোল্ডিং।' দেয়ালে বড় একটা ছবি ঝুলছে, সেটার সামনে এসে দাঁড়াল অটো বারনেন, ছবিটা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল টেলিভিশনের একটা স্ক্রীন। 'আমরা আমাদের তরুণ বন্ধুর ট্যালেন্ট বা গুণ থেকে যতটা বেশি সম্ভব সুফল পেতে চাই।'

টিভিটা চালু করল অটো বারনেন। কয়েক সেকেন্ড আলো-ছায়া দেখা গেল, তারপর স্ক্রীনে ফুটে উঠল লুসিফারের বেডরুমের দৃশ্য।

ওপর তলায় লুসিফারের বেডরুমটা খুব দামী ফার্নিচার দিয়ে সাজানো, তবে প্রতিটি জিনিসের রঙ হয় কালো নয়তো সাদা। সিলিঙে, ঠিক বিছানার ওপর, বড়সড় একটা কালো আয়না লাগানো হয়েছে। খাটের পায়াগুলো সাদা, চাদরটা কালো। কার্পেটটা মোটা, গায়ে সাদা-কালো চৌকো ঘর—চৌকো, তবে পুরোপুরি চৌকো নয়। চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ছবি ঝুলছে দেয়ালে, ছবি দুটোর বিষয়বস্তু হলো ঈশ্বরের নিন্দা—এক্ষেত্রেও ফ্রেমগুলো পুরোপুরি চৌকো নয়। কামরার ভেতর পরিবেশটা অস্বাভাবিক, যেন সচেতন ভাবে সব কিছুর মধ্যে বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়া হয়েছে।

ভোঁতা চেহারার একটা প্যানেল আনাড়ি হাতে যেনতেন ভাবে ঝোলানো হয়েছে দেয়ালে, ওটার পিছনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ক্যামেরা।

জানালার দিকে পিছন ফিরল লুসিফার, বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল, তাকিয়ে থাকল মাথার ওপর কালো আয়নার দিকে। তার পরনে শুধু লাল শর্টস। সিলিঙের আয়নায় নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে সে।

বিষণ্ণ হাসি ফুটল লুসিফারের ঠোঁটে। নিচ তলার নগণ্য প্রাণীগুলোর কথা একবার ভাবল সে, যারা তার সেবা করে। ওরা তার, কিন্তু কোনদিনই তার সঙ্গী হতে পারবে না। প্রভাতের সন্তান অনন্তকাল একা।

এবং এখন তাকে নরকের নিচের স্তরে যেতে হবে। এটাও তার বোঝার একটা অংশবিশেষ। আপন সত্তার নিয়ম বা আইন অনুসারে তার রাজত্বের পুরোটা তাকেই সার্ভে করতে হবে। সময়ের সূচনা ঘটার আগে যে গর্ব তার সর্বনাশ সাধন করেছিল তা এখনও তার মধ্যে বিপুল পরিমাণে রয়েছে, এবং সেজন্যে সে মোটেও অনুতপ্ত নয়।

চোখ দুটো বন্ধ করল লুসিফার, তারপরও ওপরের আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে। এবার, ধীরে ধীরে, দৃশ্যটা বদলে যেতে শুরু করল। তার গায়ের চামড়া হয়ে উঠল কালো ও চকচকে, সেই সঙ্গে তার শরীর আকারে বড় হচ্ছে, দখল করে নিচ্ছে পুরো আয়নাটা। তার মুখ চওড়া হলো,ওপরের ঠোঁটের নিচে থেকে গজাতে শুরু করল লম্বা লম্বা দাঁত, নেমে এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে ছুঁচাল চিবুক। হাতে গজাল লোম, আঙুল হয়ে উঠল পাখির লম্বা ও তীক্ষ্ণ নখ। চোখ দুটো হলো হলুদ ও তরল পদার্থ

ভরা পুকুর, পাতা বা পাপড়ি নেই। ঘন কালো কপালের ওপর থেকে খাটো শিং গজাল।

হঠাৎ করে রওনা হলো লুসিফার, আলোড়িত ধুলোর মেঘ আর ফুটন্ত পানির ওপর দিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে। ধুলো আর ওই পানি, এ-সব তার রাজ্যের অংশবিশেষ। ওগুলো চকমক করছে, স্বচ্ছ হয়ে উঠছে—বায়বীয়, সারবস্তুবিহীন।

নিচের স্তরে নেমে এল লুসিফার, তার চারদিকে গর্জন করছে আগুন। শিকল পরা কঙ্কালগুলো চিৎকার করছে, তার নিজের তৈরি ভয়ংকর ও কুৎসিতদর্শন খুদে প্রাণীগুলো দ্রুতবেগে আগুপিছু ছুটোছুটি করে নিজেদের কাজ সারছে। সীমাহীন অগ্নি গহ্বরে আকারে যারা বড়, লুসিফারকে পাশ কাটাতে দেখে অভিবাদন জানাল। লুসিফার ভাবল, আসমোডিয়াস তার অস্তিত্বের আসল ঠিকানায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারলে খুশিই হবে, কারণ এখানে পুরানো সব সঙ্গী বিশাল আকৃতির পিশাচদের সঙ্গ পাবে আবার। কিন্তু না, এখুনি তাকে কাছছাড়া করা যাবে না।

জ্বলন্ত সাগর, আগুনে ঢাকা অসংখ্য পাহাড়, টগবগ করে ফুটন্ত প্রান্তরগুলোর ওপর দিয়ে তীরবেগে উড়ে চলেছে লুসিফার, লক্ষ-কোটি আত্মার কান্না তার লম্বা ছুঁচাল কানে আঘাত করছে। মহাশূন্যের মত সীমাহীন দূরত্ব পেরিয়ে যাচ্ছে সে। অগ্নিদগ্ধ যারা মোচড় খাচ্ছে নিচে, তাদের প্রতি করুণা জাগলেও মন থেকে সব মুছে ফেলছে লুসিফার। ওদের জন্যে তার কোন দয়ামায়া নেই, নেই নিজের জন্যেও। অন্য একটা সাম্রাজ্যে কারও অধীন হওয়ার বদলে নিজের সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়াটাই বেছে নিয়েছে লুসিফার। কাজটা ভালই করেছে সে। গর্বে তার বুকটা ফুলে উঠল। লকলকে অগ্নিশিখা, ঘন ধোঁয়া আর তীব্র আঁচ তাকে স্পর্শ করতে পারছে না, আপন রাজ্যের ওপর দিয়ে সবেগে উড়ে চলেছে সে—তার ওপর অভিশাপ আছে, এই রাজ্য তাকে অনন্তকাল শাসন করতে হবে।

টিভি স্ক্রীনের দিকে আরেকটু সরে এল রীড কোয়েন। বিছানায় পড়ে থাকা আড়ষ্ট, অদ্ভুত রকম স্থির শরীরটা খুঁটিয়ে দেখছে। 'কি করছে ও?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, ও ঠিক ঘুমাচ্ছে না।'

'নরকের নিচের স্তরে রয়েছে ও,' বলে একটা সিগারেট ধরাল এডগার হোল্ডিং। 'নরকের আগুনে পোকারা মরে না, আগুনও নিস্তেজ হয় না।'

'পোকা? কি পোকা?' চোখে সন্দেহ, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রীড কোয়েন।

অটো বারনেন বলল, 'ঈশ্বরতত্ত্ব বা জগতের সমাপ্তি আপনার সাবজেক্ট নয় বলেই আমার বিশ্বাস, মি. কোয়েন আমাদের তরুণ বন্ধু মতিভ্রমের কারণে এই মুহূর্তে বিশ্বাস করছে যে ভ্রমণ উপলক্ষে নরকের নিচের স্তরে নেমেছে সে। আপনি ও আমরা যে দুনিয়ায় রয়েছি, সেটা তার রাজ্যের ওপরের স্তর।'

'তাই নাকি, মি. হোল্ডিং?' ডাক্তারের দিকে তাকাল রীড কোয়েন।

'হ্যাঁ। সে তার ভ্রমণ সম্পর্কে আমাকে বলেছে। মাঝে মধ্যে আমরাও তার সঙ্গে নিচে নামি। স্রেফ ঘোরার জন্যে।'

'আমরাও নামি মানে?'

'মানে সে তাই ভাবে।'

'লে বাবা…' অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল রীড কোয়েন, স্ক্রীনের দিকে তাকাল আবার, চওড়া চিবুকে একটা হাত ঘষছে। 'ব্যাপারটা প্রায় ভৌতিক, কি বলেন? ও কি দেখছে বলে আপনার ধারণা?'

'ফ্যান্টাসিয়া ছবিটা দেখেছেন, ডিজনির? ওতে নরকের যে দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, লুসিফার সম্ভবত সেই রকমটাই দেখতে পায়।'

'ওহ্‌হো! ছবিটা তো আমিও দেখেছি!' হেসে উঠল রীড কোয়েন। 'সত্যিকার রোমহর্ষক। প্রকাণ্ডদেহী শয়তান হাজার হাজার মানুষকে একটা আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিচ্ছে, লোকগুলো চিৎকার করে কাঁদছে।'

ক্লোজড সার্কিট টিভি বন্ধ করে দিল অটো বারনেন, তারপর এডগার হোল্ডিংকে বলল, 'আপনি ঠিক জানেন, ওর মতিভ্রমের মাত্রা সাইকিক ট্যালেন্টের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে ভারসাম্য বজায় রাখছে, যাতে মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার যোগ্যতা না হারায়?'

'অবশ্যই।'

'তবে মতিভ্রমের মাত্রা বোধহয় কমছে, নাকি?'

'না। বরং বলা চলে বাড়ছে।'

'ওর ভবিষ্যদ্বাণীতে সামান্য ভুল থাকছে, এটা তাহলে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'অন্যান্য আরও অনেক ফ্যাক্টর জড়িত থাকতে পারে,' বলল ডা. হোল্ডিং। নিজের উদ্বেগ ঢাকার জন্যে কথা বলার সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। 'আপনাকে আমি আগেই বলেছি, সাইকোমেট্রি বা অন্য কোন সাইকিক ফেনোমেনা সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। শান্ত অবস্থায় থাকলে ভাল করে, নাকি অস্থির অবস্থায়, সত্যি আমি তা জানি না। নেশা করা অবস্থায়, নাকি পুরোপুরি সচেতন অবস্থায়, তা-ও আমি বলতে পারব না। আমাকে মাফ করতে হবে, মি. বারনেন। এমনকি সাইকিয়াট্রি সঠিক অর্থে কোন বিজ্ঞান নয়, এখনও এর বহু কিছু অন্ধকারে হাতড়ানোর মত। আর সাইকিক ব্যাপারে কথাটা আরও সত্যি।'

'ছোকরার হয়তো একটা সঙ্গিনী দরকার,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বলল রীড কোয়েন। 'অমন একটা জোয়ান মর্দ!'

'আমি চাই আপনি যে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ শুধু সে-ব্যাপারে কথা বলবেন, মি. কোয়েন,' নরম বিনয়ের সুরে সাবধান করে দিল অটো বারনেন।

সুজানি তার হাত দুটো কোলের ওপর ভাঁজ করল, মাথাটা কাত করল এক দিকে, যেন গভীর চিন্তায় আছে। তারপর বলল, 'উনি হয়তো কথাটা ঠিকই বলেছেন, অটো। যদি এমন হয়, মনে পরিপূর্ণ শান্তি ও ফুর্তি থাকলে লুসিফার আরও ভাল করবে, তাহলে…' লাজুক একটা ভাব দেখা গেল তার চেহারায়, ম্লান চামড়ায় সামান্য লালচে আভা ফুটল।

চোখে প্রশ্ন, এডগার হোল্ডিঙের দিকে তাকাল অটো বারনেন।

'ব্যাপারটা বিপজ্জনক পরীক্ষা হয়ে উঠতে পারে, তার কেস হিস্ট্রির কথা মনে

রেখে বলছি,' ডা. হোল্ডিং বলল। 'মানে মেয়েটির জন্যে বিপজ্জনক আর কি।'

'তবে আইডিয়াটা একেবারে মন্দ নয়, উড়িয়ে দেয়া যায় না?'

'না, উড়িয়ে দেয়া যায় না।' গভীরভাবে চিন্তা করছে ডা. হোল্ডিং, সম্ভাবনা ও আশঙ্কা যোগ বিয়োগ করে দেখছে, ভুলে গেছে নিজের উদ্বেগের কথা। 'তার নিজের তৈরি জগতের সঙ্গে ব্যাপারটাকে খাপ খাওয়াতে হবে,' বলল সে, কথা বলছে বরং নিজের সঙ্গে। 'তা হয়তো সম্ভব, যদি যোগ্য একটা মেয়ে পাওয়া যায়...যদি এবং যতদিন সহযোগিতা করবে লুসিফার। এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা তার নিজেকে চাইতে হবে, অবচেতনভাবে হলেও।'

'আইডিয়াটা মনে রাখুন, ডা. হোল্ডিং,' বলল অটো বারনেন। 'আর ইতিমধ্যে সাইকিক দিকটা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাবার ব্যবস্থা করুন—এটাই হওয়া উচিত প্রথম পদক্ষেপ।'

মাথা ঝাঁকাল ডা. হোল্ডিং। 'আশরাফ চৌধুরীকে চিঠি লিখেছি আমি। এটুকু বলতে পারি, যতটুকু জানিয়েছি তাঁর কৌতূহল জাগার জন্যে যথেষ্ট। ভাগ্য বিরূপ না হলে যে-কোন দিন তাঁর জবাব পাব বলে আশা করছি।'

পাঁচ

'আপনার মধ্যেও নিশ্চই এ পাগলামি আছে?' জানতে চাইলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো। কেন্ট-এর বিশাল একটা মাঠে, সবুজ চাদরের ওপর সোহানার পাশে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক, রোদ লাগার ভয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন পশ্চিম আকাশে। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে একটা প্লেন উড়ছে ওদিকে।

প্লেনটা থেকে কয়েকটা কালো বিন্দু খসে পড়ল। গুনলেন তিনি, তিনটে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা প্রথমটাকে পাশ কাটিয়ে নামার পর দেখলেন বিন্দু আসলে চারটে—সব ক'টা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছে। এক সময় স্কাই-ডাইভাররা পরস্পরের হাত ধরল, প্রত্যেকের শরীর বাইরের দিকে লম্বা হয়ে আছে, পতনশীল একটা নক্ষত্রের মত দেখতে হলো।

'ব্যাপারটা পাগলামি নয়,' বলল সোহানা। 'দুপুর বেলা গুলিস্তানের মোড়ে রাস্তা পেরুবার চেয়ে নিরাপদ। গুলিস্তানের মোড়ে বা চেরিং ক্রসে। তাছাড়া, এটার মধ্যে উত্তেজনা ও আনন্দ আছে।'

কালো মূর্তিগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে স্কাই-ডাইভাররা। আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে সাদা ও কমলা রঙের প্যারাস্যুট ফুলতে শুরু করল।

'খেলাটা আপনি তাহলে বহুবার খেলেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন মারভিন লংফেলো।

'বহুবার। বেশিরভাগ ফ্রান্সে। প্রথমদিকে বিপজ্জনকই মনে হত, তবে সাহস যুগিয়েছে রানা। ও-ই তো আমাদের ট্রেনার ছিল।'

'আমাদের মানে?'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রত্যেক এজেন্টকে স্কাই-ডাইভিং শিখতে হয়, বাধ্যতামূলক।'

ওদের পিছনে সোহানার হুড খোলা রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফেং, সোহানার প্রৌঢ় বাটলার তথা শোফার, রিফ্রিজারেটর থেকে পিকনিক বাস্কেট বের করছে।

চাদরের ওপর শুয়ে রয়েছে সোহানা, কপালে একটা হাত তুলে রোদ ঠেকাচ্ছে। হালকা নীল সিল্ক সামার ড্রেস পরেছে ও, স্লীভলেস। পায়ে চ্যাপ্টা জুতো। নীল হ্যান্ড ব্যাগটা পড়ে রয়েছে পাশে। আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে ওর দিকে তাকালেন মারনিভন লংফেলো, চোখাচোখি হতে হাসল সোহানা, জানতে চাইল, 'আপনাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ থেকে তুলে আনিনি তো?'

'তাই এনেছেন, সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এত কাজ যে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার। আপনার সান্নিধ্য আমাকে তাজা করে তুলছে, ফিরে যাব নতুন উদ্যম নিয়ে।'

খানিক দূরে বড় একটা তাঁবু, তাঁবুর সামনে থেকে ঘড়ঘড় করে উঠল একটা লাউডস্পীকার। মুখ তুলে মারভিন লংফেলো দেখলেন দু'জন স্কাই-ডাইভার পরস্পরকে বারবার পাশ কাটিয়ে নেমে আসছে, প্রতিবার হাতবদল করছে ধূমায়িত একটা ব্যাটন। প্যারাস্যুট খুলে গেল, দৃষ্টি দিয়ে ওদেরকে তিনি অনুসরণ করলেন—মাঠের মাঝখানে সাদা রঙ দিয়ে বিরাট একটা বৃত্ত আঁকা হয়েছে, কোণাকুণিভাবে সেই বৃত্তের ভেতর নেমে এল তারা।

'প্রোটেকশন,' হঠাৎ বলল সোহানা। 'সরকারী মহলের বাছাই করা কিছু লোককে হুমকি দেয়া হচ্ছে। বাছাই করা কিছু ধনকুবেরকেও। হয় টাকা দিন নয় প্রাণ হারান। অসম্ভব একটা ব্যাপার, অবাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা, মি. লংফেলো?'

কপালে চিন্তার রেখা, একটা ঘাস যত্ন করে ছিঁড়ছেন বিএসএস চীফ। 'বেশি কিছু জানি না। তবে জানি সমস্যাটা জেমস বেকারের ঘাড়ে চেপেছে। আপনি জানেন, বেশ কিছু দিন হলো দুটো আলাদা ডিপার্টমেন্টে ভাগ হয়ে গেছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস।'

'আপনি ইচ্ছে করলে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেন।'

'তা হয়তো পারি, তবে...,' থেমে গেলেন মারভিন লংফেলো।

'তবে কি?'

'আমাদের কাজ ভাগ করে দেয়া হয়েছে মিনিস্ট্রি থেকে,' বললেন বিএসএস চীফ। 'নিজের ডিপার্টমেন্টের কাজ নিয়ে অস্থির আছি, জেমস বেকারের ডিপার্টমেন্টে নাক গলাতে চাই না। সেজন্যেই ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা করিনি।'

'যতটুকু জানেন, বলবেন আমাকে?' অনুরোধ করল সোহানা।

'খবরের কাগজে অস্পষ্টভাবে দু'একটা ঘটনার কথা ছাপা হয়েছে, কিন্তু পরে আর ফলো আপ দেখিনি। কিছুটা আলোড়ন তুলতে পারে এমন একটি রিপোর্ট এক আমেরিকান পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তবে সেটাও ধামাচাপা পড়ে গেছে। পাঠকদের আগ্রহ ধরে রাখার মত নিরেট কোন কিছু ছিল না। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো

একদম মুখ বুজে আছে।'

'কাগজে আমরা কিছু দেখিনি,' বলল সোহানা। 'আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছেন মশিয়ে ডেলাভাইন। তিনি কাল্পনিক একটা গল্প শুনিয়ে আমার ধারণা কি জানতে চাইলেন। তেমন কোন তথ্য দিলেন না, বিশদ বিবরণ নেই, কাজেই ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব পাগলামি বলে মনে হলো। বললামও তাই। তারপর তিনি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন স্রেফ একটা আইডিয়া নিয়ে খেলা করছিলেন।'

'কিন্তু আপনি তাঁর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি?'

'না। এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি, ব্যাপারটার মধ্যে কিছু একটা আছে। আপনি কি-এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন, মি. লংফেলো?'

'বললামই তো, সমস্যাটা আমার ডিপার্টমেন্টের নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সোহানা, তারপর বলল, 'ওদের তালিকায় গ্যাসপার ডেলাভাইন রয়েছে। ওরা তাঁকে দু'বার খুন করার চেষ্টা চালায়। সেদিন রাতে তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমরা।'

সোহানার মুখের দিকে তাকানোর জন্যে ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন মারভিন লংফেলো, শান্ত ও মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'মশিয়ে ডেলাভাইন?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে সেদিন রাতের ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিল সোহানা।

মন দিয়ে শুনলেন মারভিন লংফেলো। সোহানা থামতে বললেন, 'তারপরও মশিয়ে ডেলাভাইন সব কথা আপনাকে খুলে বললেন না? আপনাদের সাহায্যও চাইলেন না? ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স-এর যে হাল দাঁড়িয়েছে, নিজের লোকজনের ওপর তাঁর তো বিশ্বাস থাকার কথা নয়।'

'না, উনি আমাদের সাহায্য চাননি। কারণটা আমার জানা নেই।'

'কারণটা সম্ভবত এই যে, আপনারা তাঁর বন্ধু, উপদেষ্টা নন। তিনি সংকোচ বোধ করছেন বলেই আমার বিশ্বাস। গর্ব সম্ভবত আরেকটা বাধা। ফ্রেঞ্চরা এমনিতেও সাহায্য চাইতে অভ্যস্ত নয়।'

চাদরের ওপর উঠে বসল সোহানা। 'মাই গড, এ-কথা তো একবারও আমার মনে হয়নি। না আমার, না রানার। আপনি সম্ভবত ঠিক ধরেছেন। কিন্তু...'

'জানি কি বলতে চাইছেন। এর আগে মশিয়ে ডেলাভাইন আপনাদের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, এটা তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যা।'

'তা বটে। তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন, তাই না, মি. লংফেলো? জেমস বেকারের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় তথ্য সংগ্রহ করুন, প্লীজ। মশিয়ে ডেলাভাইনের ওপর আবার আক্রমণ হবে, তবে এখুনি হয়তো নয়। তার আগেই কিছু একটা করতে চাই আমরা।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বললেন মারভিন লংফেলো। 'জেমস বেকার একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, তবু চেষ্টা করে দেখব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে আবার শুয়ে পড়ল সোহানা।

অনেকক্ষণ হলো লাউডস্পীকার থেকে ধারা বিবরণী দেয়া হচ্ছে, ইতিমধ্যে আরও অনেক স্কাই ডাইভার নেমে এসেছে মাঠে। পশ্চিম আকাশে চক্কর দিচ্ছে

একটা সেসনা।

'টার্গেট ড্রপস,' বলল সোহানা। 'আসুন বাজি ধরি। সম্ভাবনা খুবই কম, তবু আমি বলছি, ওই বৃত্তের ঠিক মাঝখানে না হলেও, দু'তিন ফুটের মধ্যে নামবে রানা।'

'ধনী মহিলাদের সঙ্গে আমি বাজি ধরি না,' স্পষ্ট করে বললেন মারভিন লংফেলো। 'সিভিল সার্ভিসে বেতন খুব কম।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ট্রান্সসিভার বের করে সুইচ অন করল সোহানা, ঠোঁটের কাছে তুলে বলল, 'রানা?'

প্রথম কয়েক সেকেন্ড কিছুই শোনা গেল না, তারপর যান্ত্রিক শব্দজটকে ছাপিয়ে ভেসে এল রানার গলা, 'হাই, সোহানা। দু'জনের পর লাফ দিচ্ছি আমি। ফেংকে বলো একটা বোতল যেন খুলে রাখে।'

'তা বলছি। শোনো, নিচের স্মোক মার্কার তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। বাতাস কিন্তু খানিকটা বেড়েছে, কাজেই হিসেব করার সময় সাবধান।'

'ঠিক আছে।'

দু'বার চক্কর দিল প্লেনটা, প্রতিবার একজন করে স্কাই-ডাইভার খসে পড়ল। একজন নামল বৃত্তের রেখার ওপর, অপরজন বৃত্তের ঠিক ভেতরে। স্কাই-ডাইভারদের কসরৎ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন মারভিন লংফেলো। প্লেন থেকে একজন লাফ দিলেই নিচে থেকে রঙিন আলোর একটা নকশা দেখানো হয়। ওই নকশা অনুসারে স্কাই-ডাইভারকে বিশেষ ধরনের অ্যারোব্যাটিক দেখাতে হয়। হাত ও শরীর মুচড়ে বা বাঁকা করে শূন্যে ডিগবাজি খেতে পারে সে, গড়াতে পারে, পারে ঘুরতে, কিংবা গ্লাইড করে চলে যেতে পারে কোনাকুনিভাবে একদিক থেকে আরেকদিকে।

আবার চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে রানা, অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে ওরা। আওয়াজটা কমিয়ে দিল সোহানা।

'নামার সময় মি. মাসুদ রানা কথা বলবেন না?'

'অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে, এবার অন্তত কথা বলবে না।'

'আচ্ছা!' সামান্য হাসলেন মারভিন লংফেলো। 'তারমানে যন্ত্রটা আপনি ব্যবহার করেছেন স্রেফ বাতাস সম্পর্কে সাবধান করে দেয়ার জন্যে। আমি বলতে চাইছি, আপনি চিট করেছেন।'

'সঙ্গ দোষ। ওই আসছে ও।'

তাড়াতাড়ি মুখ তুললেন মারভিন লংফেলো, 'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করলেন, সোহানা তাঁর হাতে ফিল্ড গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়েছে। শূন্যে দাঁড়ানো অবস্থায় দ্রুত বেগে নেমে আসছে রানা, যেন অদৃশ্য একটা ঢাল ধরে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভঙ্গিটা বদলে গেল, পানিতে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে ডাইভ দিল ও, প্রথমে বাম দিকে, তারপর ডান দিকে, সবশেষে বুকে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে শুরু করল। তীরবেগে নেমে আসছে ও।

গতি রোধ করার জন্যে হাত ও পা ছড়িয়ে দিল রানা। এই সময় প্যারাস্যুট খুলে গেল। চোখ কুঁচকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। প্যারাস্যুটের একটা কোণ

পুরোপুরি খোলেনি। লাউডস্পীকার থেকে বিপদ ও আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে, দর্শকরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'একটা রশি পেঁচিয়ে গেছে,' বলল সোহানা, ঝট করে দাঁড়াল ও, চোখের ওপর একটা হাতের আড়াল। পরমুহূর্তে ঢিল পড়ল ওর পেশীতে। 'ভয় পাবার কিছু নেই।' হঠাৎ নিঃশব্দে হাসল। 'তবে যে গতিতে মাটিতে পড়ার কথা তারচেয়ে দ্বিগুণ গতিতে পড়তে হবে ওকে। ভাবছি রেডিওর সুইচ অন করে রেখেছে কিনা···' ট্র্যান্সসিভারের আওয়াজ বাড়াল।

'শালার রশির আমি নিকুচি করি!' রানার বেসুরো গলা ভেসে এল। 'জানা কথা, পটিয়ে-পাটিয়ে বুড়োটাকে বাজি ধরিয়েছে সোহানা, অথচ এদিকে···'

'রানা, তোমার গালিগালাজ বাতাসে ছড়াচ্ছে,' হাসি চেপে বলল সোহানা 'মি. লংফেলো আশঙ্কা করছেন তুমি না আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলো।'

'কি? ওহ্, দুঃখিত।' তারপরই সমস্ত শব্দ থেমে গেল।

আধ খোলা প্যারাস্যুট থেকে ঝুলতে থাকা মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছেন বিএসএস চীফ, মাটি থেকে এখন আর মাত্র দুশো ফুট ওপরে। 'আপনাদের কাউকেই উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না,' চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি। 'মি. রানা ব্যথা পাবেন না?'

'রানা অন্তত নয়। যদিও টার্গেটের ধারেকাছেও নামতে পারবে না। বাজিটা আপনার ধরা উচিত ছিল।'

মাটি থেকে আর যখন মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে রানা, নিচে থেকে ওর খসে পড়ার অবিশ্বাস্য দ্রুত গতি উপলব্ধি করা গেল। মারভিন লংফেলো অনুভব করলেন তাঁর তলপেট মোচড় খাচ্ছে, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। ঝুলন্ত মূর্তিটা মাটিতে আছাড় খেল, দুমড়েমুচড়ে ছোট হয়ে গেল মুহূর্তে, কাপড়ের একটা পুতুলের মত। দেখে মনে হলো সংঘর্ষের সময় রানার জ্ঞান ছিল না।

প্যারাশ্যুট ফুলে উঠল, টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে রানাকে। একটা গড়ান দিল ও, লাইন ধরে উঁচু হলো একটা হাঁটুর ওপর। রিলিজ ধরে টান দিতেই প্যারাস্যুটের একটা অংশ মুক্ত হয়ে উড়ে গেল, অপর অংশটা ফাটা বেলুনের মত চুপসে যেতে শুরু করল।

লাউডস্পীকার থেকে স্বস্তিসূচক আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে রোলস-রয়েসের দিকে তাকাল সোহানা, বলল, 'ফেং, পিকনিক বাস্কেটটা নিয়ে এসো। বিয়ারের ক্যানগুলোও।'

'আসছি, ম্যাডাম।' পিকনিক বাস্কেট ও বিয়ারের ক্যান নিয়ে হাজির হলো ফেং। চাদরের ওপর প্লেট রাখল সে, প্লেটে পরিবেশন করল ঠাণ্ডা লবস্টার সালাদ।

চোখ থেকে গ্লাস জোড়া নামিয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মারভিন লংফেলো, এখনও তাকিয়ে আছেন মাঠের দূর প্রান্তে দাঁড়ানো রানার দিকে। প্যারাস্যুটটা ভাঁজ করে বগলে নিল রানা, হেঁটে আসছে ওদের দিকে। সামান্য একটু খোঁড়াচ্ছে। 'এখনও ব্যাপারটাকে আমার পাগলামি বলেই মনে হচ্ছে,' বললেন তিনি।

তাঁর হাতে গ্লাস ভর্তি বিয়ার ধরিয়ে দিল সোহানা। 'শান্তি,' বলল ও। 'জেমস

বেকারের কাছ থেকে তথ্যগুলো আদায় করতে হবে, ভুলে যাবেন না যেন।'

ওদের কাছে এসে থামল রানা, জাম্পস্যুট খুলতে খুলতে বলল, 'ব্যথা পেয়েছি, ফুলে গেছে...,' এক হাতে একদিকের নিতম্ব ডলছে, দ্বিতীয় হাতটা বাড়িয়ে ফেঙের কাছ থেকে গ্লাসটা নিল। 'কাজের কথাটা মি. লংফেলোকে বলেছ, সোহানা?' জানতে চাইল ও, চুমুক দিল গ্লাসে।

'বলেছি। জেমস বেকারের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করবেন উনি।'

'গুড।' গাড়ির দিকে এগোল রানা, বুটে জাম্পস্যুট ও প্যারাস্যুট রাখার জন্যে।

দু'দিন পরের ঘটনা। পল মল-এ, ভিআইপি ক্লাবের স্নুকার রুমে রয়েছেন মারভিন লংফেলো, চক ঘষছেন কিউ-এ। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। আধ ঘণ্টা আগে রানার সঙ্গে ক্লাব রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরেছেন। অতিথি হিসেবে রানাকে পেয়ে গর্ব ও আনন্দ অনুভব করার কথা তাঁর, করছিলেনও, কিন্তু তাঁর মনটা বিষিয়ে তুলল ক্লাবের কয়েকজন স্থায়ী সদস্য। মারভিন লংফেলোর সঙ্গী একজন এশিয়ান ও কালো, এটাই তাদের বিরূপ মন্তব্যের কারণ। মন্তব্যগুলো রানা শুনতে পায়নি, সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ তিনি—শুনলে কি ঘটতে পারত ভাবতেও ভয় হয়।

মনে মনে আরও একটা কারণে হতাশ বোধ করছেন ভদ্রলোক। ক্লাবের দু'জন সদস্যকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন তিনি, কারণ স্নুকারে তাঁদের কাছে নিয়মিত হারেন। আজ তিনি রানাকে সঙ্গে করে এনেছেন নিজের পার্টনার করার উদ্দেশ্যে, ইচ্ছে রানার সাহায্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারানো। কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে যাচ্ছে না। খেলার যা অবস্থা, পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

ডগলাস ফুলহাম ও উইলি ব্রাইটের বয়স হবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, দু'জনেই বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক, সমাজে প্রতিপত্তি আছে, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত অহংকারী ও গোঁয়ার। ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁদেরকে বিশেষ পছন্দ করে না। তাদেরই কয়েকজনের পরামর্শ ছিল, পার্টনার হিসেবে মারভিন লংফেলোকে বেছে নিতে হবে কম বয়েসী কাউকে, তারপর ফুলহাম ও ব্রাইটকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বেশ কিছুক্ষণ হুইস্কি খাওয়াতে হবে, তাহলেই খেলায় তিনি জিততে পারবেন।

যা যা করার সবই করা হয়েছে। তবু ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ হতে চলেছে।

রানা, পরনে গাঢ় গ্রে রঙের স্যুট, দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজের কিউ-এর ওপর ভর দিয়ে, চেহারায় হতাশ ভাব নিয়ে দেখল ফুলহাম সর্বশেষ লাল এবং তারপর নীল বলটা পকেটে ফেলে দিলেন। রানার চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা, ভাব দেখে মনে হলো খানিকটা মাতাল হয়ে পড়েছে।

পকেটের নিচের র‍্যাক থেকে নীলটা তুলে পজিশনে বসালেন ব্রাইট। সরে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন মারভিন লংফেলো। 'ফর গডস সেক, মি. রানা,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আপনার হলো কি? প্রতি পীস-এ পঞ্চাশ পাউন্ড করে হারতে বসেছি আমরা। অথচ স্টেক আরও বাড়াতে বলেছিলেন আপনি!'

ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভাল পয়সা হারতে হয়, তা না হলে ওঁদের অপমান করা হবে।'

ভুরু কুঁচকে টেবিলের দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। ফুলহামকে এখন হলুদ বলটাকে পকেটে ফেলতে হবে। শেষ প্রান্তের কুশনের গায়ে সেঁটে রয়েছে ওটা। ওটাকে ওখানে রাখাই নিরাপদ, কাজেই ওখানে রাখার জন্যেই খেলবেন ফুলহাম। একটা রঙ পকেটে না পড়লে কোন ক্ষতি নেই তাঁদের, কারণ প্রতিপক্ষের চেয়ে চব্বিশ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন তাঁরা। টেবিলে এখন শুধু রঙিন বলগুলোই আছে।

কিউ বল সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে গেল, চুমো খেল হলুদটাকে। মাত্র ইঞ্চিখানেক সরল হলুদ, এখন আর কুশনের গায়ে সেঁটে নেই। সিধে হলেন ফুলহাম, টেবিলের ওপর চোখ বুলালেন। স্কোরবোর্ড বরাবর মার্কারটা ঠেলে দিলেন ব্রাইট, স্বভাবসুলভ নাকি সুরে বলেন, 'এনজয় ইওরসেলফ, মি. রানা। সবগুলো রঙ আপনাকে পকেটে ফেলতে হবে।'

বোকার মত হাসল রানা। 'স-বগুলো?'

'আমরা চব্বিশ পয়েন্ট এগিয়ে আছি,' ফুলহাম বললেন। 'আর টেবিলে রয়েছে সাতাশ পয়েন্ট। এর মানে হলো, সবগুলো, বুঝতে পারছেন তো?' তাঁর গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

'ইস্!' মুখ হাঁড়ি করল রানা। 'মোটা টাকার বাজি না হলে আমার হাত খোলে না,' কথা বলছে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকিয়ে। 'পঞ্চাশের বদলে যদি পাঁচ হাজার বাজি ধরতেন...'

ব্রাইট এমন বেসুরো গলায় হেসে উঠলেন, সারা শরীর রী রী করে উঠল মারভিন লংফেলোর। 'ইচ্ছে করলে বাজির পরিমাণ দ্বিগুণ করতে পারেন আপনি, মি. রানা,' বললেন তিনি।

'কি? একশো পাউন্ড? আমার কোন আপত্তি নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, টেবিলের দিকে এগোল। 'কিন্তু আপনার পার্টনার মি. ফুলহাম বোধহয় রাজি হবেন না।'

মারভিন লংফেলো হাঁ করে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'থামুন,' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন ফুলহাম, লক্ষ করেছেন বাম হাতের ব্রিজে কিউটা রাখার সময় রানার হাত কাঁপছে। 'কি বলতে চান আপনি? আপনি যদি স্টেক ডাবল করতে চান, আমি বলব ভারি চমৎকার প্রস্তাব। তবে মি. লংফেলো এতটা বোকা নন যে...'

'আমি যথেষ্ট বোকা,' মুখ তুলে গভীর স্বরে বললেন মারভিন লংফেলো। 'প্রতি পীস তাহলে একশো পাউন্ড।'

'বেশ, বেশ,' বললেন ফুলহাম, দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন ব্রাইট।

'শুরু করি তাহলে।' দ্রুত সরে এল রানা, কিউ-এ চক ঘষল, তুলে নিল লম্বা রেস্ট। এখন ওর প্রতিটি নড়াচড়া হিসাব করা ও সংক্ষিপ্ত। বেইজ বরাবর রেস্ট-টা ফেলল ও, ফর্ক-এ সেট করল কিউ, লক্ষ্যস্থির করল সাবধানে, তারপর সজোরে ধাক্কা দিল কিউ বলে।

হলুদটা সাইড কুশনে বাড়ি খেয়ে টেবিলের ওপর দিয়ে ফিরে আসছে. সরাসরি ঢুকে পড়ল কর্নার পকেটে। রানার কাছ থেকে রেস্টটা নিলেন মারভিন লংফেলো,

চেহারায় শান্ত সমাহিত ভাব। বাকি রঙগুলো ভাল পজিশনে রয়েছে, শুধু কালোটা বাদে। ভাল পজিশনে রয়েছে শুধু রানার মত বড় মাপের খেলোয়াড়দের জন্যে। আশায় বুক বাঁধলেন মারভিন লংফেলো। ভীষণ উত্তেজনাবোধ করছেন।

হালকা টোকা খেয়ে একটা সাইড পকেটে ঢুকল সবুজটা, কিউ বলটা পজিশনে আনল রানা সরাসরি ব্রাউনটাকে আঘাত করার জন্যে। যদিও হাবভাবে শিথিল একটা ভাব রয়েছে, মারভিন লংফেলো ওর চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ লক্ষ করলেন।

পকেটে ঢুকল ব্রাউন; তারপর নীলটা, ওই একই মারে কিউ বল কালোটাকে সরিয়ে আনল কুশনের গা থেকে। এরপর অপরপ্রান্তের কোণ লক্ষ্য করে ছুটল কিউ বল, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আঘাত করল পিঙ্ক বলটাকে, ফেলে দিল পকেটে। পরের বার কুশনে ধাক্কা খেয়ে রানার দিকে সবেগে ছুটে এল কালোটা, কোণাকুণি পথ ধরে আসছে, লাফ দিয়ে পড়ল পকেটে। খেলা শেষ।

কিউটা নামিয়ে রাখল রানা। 'একেই বলে ভাগ্য,' বলল ও। 'আপনারা দু'জন, যার যা খুশি পান করতে পারেন, প্লীজ। জানি আমি সদস্য নই, তবে...'

'ওদিকটা আমি দেখব, মি. রানা,' অমায়িক হেসে বললেন মারভিন লংফেলো। 'এই মাত্র আপনি আমাকে বেশ কিছু টাকা জিতিয়ে দিয়েছেন।'

'কিছুই আমরা পান করছি না, ধন্যবাদ,' কথা বলার সময় গলাটা কেঁপে গেল ফুলহামের, রাগে লালচে হয়ে উঠছে মুখ। দু'জনেই তাঁরা পকেট থেকে চেক বই বের করলেন।

ভদ্রলোকরা চলে যেতে নিজের কিউটা র‍্যাকে রেখে দিল রানা, বিএসএস চীফের দিকে ফিরে বলল, 'ভেবেছিলাম প্রসঙ্গটা আপনিই তুলবেন, কিন্তু...'

ওকে থামিয়ে দিয়ে মারভিন লংফেলো বললেন, 'জেমস বেকার সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি।'

দ্রুত মুখ তুলল রানা, বিস্মিত হয়েছে। 'আপনি তাঁকে বাধ্য করতে পারেন না?'

'দুই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে যাবে। সে ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'তাহলে তো চিন্তার কথা।'

'কোন চিন্তা নেই,' মৃদু হেসে অভয় দিলেন মারভিন লংফেলো। 'কাজটা আমি রবার্ট নেলসনকে দিয়েছি।' নেলসন হলেন বিএসএস চীফের সহকারী।

'তাতেই বা কি লাভ হবে?'

'মিনিস্ট্রি থেকে আমার ওপর নির্দেশ এসেছে, বিএসএস-এর সিকিউরিটি কি রকম কড়া তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাজেই আমি জেমস বেকারের ডিপার্টমেন্টে নেলসনকে গোপনে পাঠিয়েছি। সে যদি ব্যর্থ হয় বা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, অজুহাত হিসেবে মিনিস্ট্রির নির্দেশটা দেখিয়ে দেব। তবে নেলসন পাকা চোর, ধরা পড়বে বলে মনে হয় না।'

হাসল রানা, স্বস্তিবোধ করছে।

মিনিট পনেরো পর, বার-এ বসে আছে ওরা, একজন স্টুয়ার্ড এসে মারভিন

লংফেলোর কানে কানে কি যেন বলল। ভদ্রলোকের ইশারায় দাঁড়াল রানা, লবির দিকে এগোল দু'জন। ক্লাব থেকে বেরুবার পথে ছড়ি আর হ্যাটটা সংগ্রহ করলেন মারভিন লংফেলো। লবিতে দেখা গেল নেলসনকে, চেয়ারের কিনারায় বসে আছেন, হাঁটুর ওপর হ্যাট, দু'হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছেন একটা ব্রীফকেস। চশমার ওপর দিয়ে রানা ও মারভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন তিনি। 'মি. লংফেলো,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। 'আপনি চলতি মাসের ট্রেড গ্রাফস দেখতে চেয়েছিলেন, পাওয়ামাত্র নিয়ে চলে এসেছি...'

'ভেরি গুড, নেলসন,' বাধা দিয়ে বললেন বিএসএস চীফ, লবিতে উপস্থিত লোকজনদের ওপর চোখ বুলালেন একবার। 'অফিসে পৌঁছে এখুনি ওটা দেখব আমরা। কাল সকালেই মিনিস্টারকে রিপোর্ট করতে হবে।'

রাত প্রায় একটা বাজে। শেষ ফটোস্ট্যাট কপিটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোহানা। সেটা পড়তে শুরু করল রানা, নিজের হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে।

চওড়া টেরেসের দিকে জানালাটা খোলা, তবু ঘরের ভেতর গুমোট একটা ভাব। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সোহানা, জানালাটা বন্ধ করে এয়ার-কন্ডিশনের সুইচ অন করল। সিলভার গ্রে স্ল্যাকস ও একটা চেক শার্ট পরে রয়েছে ও, গলার কাছটা খোলা।

ছোট দুটো টেবিলে গ্লাস ও খালি কফির কাপ পড়ে রয়েছে। পড়ার কাজ শেষ করেছেন মারভিন লংফেলো, সোফায় হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে চুরুট টানছেন। অনুমতি নিয়ে গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছেন রবার্ট নেলসন, কামরার ভেতর পায়চারি করছেন, তাঁর সরু মুখে চিন্তার রেখা।

শেষ কাগজটা রেখে দিয়ে আর্মচেয়ারে হেলান দিল রানা। চামড়া মোড়া চওড়া হাতলটায় এসে বসল সোহানা, একে একে সবার দিকে তাকাল। 'সংক্ষেপে ব্যাপারটা কি, কেউ কি ব্যাখ্যা করবেন?'

কেউ মুখ খোলার আগে মারভিন লংফেলো বললেন, 'আমি শুরু করছি। প্রায় আঠারো মাস আগে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে একটা চিঠি পাঠানো হয়। কোন পাগলের লেখা চিঠি, কাজেই তাঁর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সেক্রেটারির কাছেও ওটা পৌঁছায়নি। চিঠিতে ঘোষণা করা হয় তিনজন লোক—একজন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পদস্থ সিভিল সার্ভেন্ট, একজন ধনী ব্যাংকার ও একজন পার্লামেন্ট সদস্য—ছ'মাসের মধ্যে মারা যাবেন, যদি না প্রত্যেকের জন্যে এক লাখ পাউন্ড করে দেয়া হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, টাকাটা কিভাবে দিতে হবে তা পরে জানানো হবে। একা শুধু ব্যাংকার ভদ্রলোক ব্যক্তিগতভাবেও আলাদা একটা চিঠি পান, সম্ভবত এই কারণে যে তিনি নিজেই টাকা দেয়ার সামর্থ্য রাখেন। টাকা দেয়ার ইচ্ছেটা দি টাইমস-এ বিজ্ঞাপন ছেপে জানাতে হবে। বিজ্ঞাপনের ভাষা হবে সাঙ্কেতিক. চিঠিতে তার নমুনাও দেয়া আছে। বিজ্ঞাপন ছাপা হলে পরবর্তী নির্দেশ আসবে

অ্যাশট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়লেন মারভিন লংফেলো। 'টাকা দেয়ার পদ্ধতিটা কি, এখন আমরা তা জানি। ব্যাপারটা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তবে আমি এ-ব্যাপারটা আলাদাভাবে আলোচনা করতে চাইছি, আপনারা যদি আপত্তি না

করেন।' সবার দিকে তাকালেন তিনি, কেউ আপত্তি করল না।

'বেশ। চিঠির সঙ্গে বিশজন লোকের একটা তালিকা রয়েছে। তারা সবাই ব্রিটেন বাদে অন্যান্য দেশের নাগরিক। তাদেরকেও হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল ছ'মাসের মধ্যে টাকা না দিলে মারা যাবে।'

'ওদের মধ্যে সবাই যে সরকারী কর্মকর্তা তা নয়,' বলল রানা। 'স্রেফ ধনী, এমন লোকও আছে।'

'ঠিক। খেয়াল করার মত আরও একটা বিষয় হলো, বেশিরভাগ দেশের যে-সব সরকারী কর্মকর্তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে তারা কেউ প্রথম সারির নন। ছোট দেশ, স্থিতিশীলতা নেই, এরকম ক্ষেত্রে ভিআইপিদের তালিকায় রাখা হয়েছে। যাই হোক, আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো, এদের মধ্যে কেউই টাকা দেননি বা নির্দেশ চাননি—এবং ছ'মাসের মধ্যে ওই তালিকার প্রতিটি মানুষ মারা গেছেন।'

তাঁর কথা শেষ হওয়া মাত্র দু'ধরনের দুটো শব্দ হলো—সিলিং থেকে ডেকে উঠল একটা টিকটিকি, দেয়াল ঘড়িটা ঢং করে একবার ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিল সোয়া একটা বাজে। টিকটিকি এবং ঘড়ি, দুটোর দিকেই বাঁকা চোখে তাকালেন তিনি।

নেলসন বললেন, 'ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একটা থ্রেট-লিস্ট পাঠানো হয়েছে। আমি বলতে চাইছি, কয়েক মাসের ব্যবধানে এ-ধরনের তালিকা একের পর এক বিলি করা হচ্ছে।'

'আপাতত প্রথম তালিকা নিয়েই আলোচনা করি আমরা,' বললেন মারভিন লংফেলো, ঝুঁকে একটা ফটোস্ট্যাট কপি তুলে নিলেন। 'যদিও এই তালিকার সবাই মারা গেছেন, নিঃসন্দেহে খুন হয়েছেন মাত্র তিনজন, তাঁদের কেউ আমাদের অর্থাৎ ব্রিটেনের লোক নন। সিভিল সার্ভেন্ট ভদ্রলোক থ্রম্বসিস-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। এমপি ভদ্রলোক হাউজ-এ ছিলেন, সেন্ট্রাল লবি ও সেন্ট স্টিফেন'স হল-এর মাঝখানে সিঁড়ি ভাঙার সময় পা পিছলে পড়ে যান, তাঁর খুলি ফেটে যায়। তাঁকে কেউ ধাক্কা দেয়নি, দশ-বারোজন মানুষ ঘটনাটা দেখেছে। এবং ব্যাংকার ভদ্রলোক মারা গেছেন বজ্রপাতে, ঘটনাটা ঘটার সময় একই গাছের তলায় তাঁর স্ত্রীও দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে আহত হননি। অন্যান্য দেশের ভিক্টিমদের বেলায়ও একই ধরনের ঘটনা ঘটছে, ধীরে ধীরে যোগাড় করা রিপোর্ট অনুসারে। গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, প্রায় অলৌকিক। কাজেই দয়া করে এবার আর কেউ কথা বলুন। ফ্যান্টাসী আমার প্রিয় সাবজেক্ট নয়।'

'প্রথম দুটো তালিকার ফলাফল দেখার পর কিছু কিছু লোক টাকা দিতে শুরু করল,' বলল রানা। 'যারা টাকা দিল তারা এখনও বেঁচে আছে। কেউ তাদেরকে বাজ ফেলে মারেনি।'

'শক্তিশালী কোন সরকারই কিন্তু টাকা দেয়নি,' বলল সোহানা, চিন্তিত। 'বুঝতে পারছি না এদিকটায় কেন হাত দিল ক্রিমিনালরা। আমি বলতে চাইছি, কোন শক্তিশালী সরকারই নতি স্বীকার করবে না, এমন কি যদি তাদের প্রাইম মিনিস্টার বা সম মানের কাউকে খুন করার হুমকি দেয়া হয়।'

'এ-ব্যাপারে আমি জেমস বেকারের ধারণার সঙ্গে একমত,' চশমার কাঁচ

মুছছেন রবার্ট নেলসন, কথা বলছেন ভারী গলায়। 'তাঁর ধারণা, বড় দেশগুলোর সরকারী কর্মকর্তাদের হুমকি দেয়া হয়েছে স্রেফ অন্যান্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে—সেই সব লোককে শিক্ষা দেয়ার জন্যে, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে যে টাকা দেবে। আমরা দুটো আফ্রিকান রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের কথা জানি যারা টাকা দিয়েছেন। অপর দু'জন আফ্রিকান ভিআইপি সম্পর্কে এ-কথা সত্যি বলে সন্দেহ করছি আমরা, যদিও তাঁরা স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। তবে তালিকায় তাঁরা ছিলেন এবং এখনও বেঁচে আছেন।'

'তিনজন দক্ষিণ আমেরিকান রাজনীতিক ও সামরিক কর্মকর্তা,' বলল সোহানা। 'ভেনিজুয়েলার একজন টাইকুন। মধ্যপ্রাচ্যের একজন শেখ। বাংলাদেশের একজন আদম ব্যাপারী। টেক্সাসের একজন হোটেল ব্যবসায়ী, তাঁর ছেলেকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। একজন মিশরীয় কোটিপতি...,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায়ভাবে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'এ-পর্যন্ত সতেরোজনের মত টাকা দিয়েছেন।'

'ইন্টারপোল নাক গলাবার পর শুধু এই ক'জনের কথা জেনেছি আমরা,' বললেন নেলসন। 'সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি হতে পারে। চাপও অনেক কঠিন হয়ে উঠছে। টাকার পরিমাণ কম বলে মনে হতে পারে, তবে পরবর্তী তালিকায় এমন সব মানুষকে হুমকি দেয়া হচ্ছে যাঁরা সহজে ভয় পাবার পাত্র নন, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিচ্ছেন।'

'দেবেনই তো,' বলল সোহানা, বেসুরো শোনাল ওর গলা। 'হুমকি দেয়া হয়েছে অথচ টাকা দেননি, এমন সব ক'টা লোক মারা গেছেন। একমাত্র গ্যাসপার ডেলাভাইন বাদে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন মারভিন লংফেলো। 'টাকা কিন্তু নগদ নিচ্ছে না ওরা। হেরোইন, মূল্যবান পাথর, হীরার গুঁড়ো ইত্যাদি নিচ্ছে। সম্প্রতি একজনের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছে। কি পেমেন্ট করা হচ্ছে বা কিভাবে করা হচ্ছে, এ-প্রসঙ্গ এখন থাক। সবেচেয়ে হতবুদ্ধিকর ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ মৃত্যুকে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু।'

'মনে হচ্ছে বলছেন কেন!' বললেন নেলসন, তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে, যেন অদৃশ্য কাউকে ভেঙচাচ্ছেন। বেলিনি একটা রেস্তোরাঁয় খেতে বসে মারা গেছেন, গলায় মুরগীর হাড় আটকে। এ-ধরনের ঘটনা কারও পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব নয়।'

রানা কথা বলছে না, হঠাৎ খেয়াল হতে ওর দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। ওর চেয়ারের হাতলে এখনও বসে রয়েছে সোহানা, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। কারণটা সহজেই ধরতে পারলেন বিএসএস চীফ। নিজের সরাসরি সামনে, কার্পেটের ওপর চোখ, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে রানা, যেন ধ্যান করছে বা কার্পেটের নকশা ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। 'আপনার কি বক্তব্য, মি. রানা?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

'শতকরা পনেরো ভাগ নিঃসন্দেহে খুন,' মুখ তুলল না রানা, কথা বলছে

অন্যমনস্কভাবে, মন তার নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করছে। 'আপাতত ধরে নেয়া যাক বাকিগুলো স্বাভাবিক মৃত্যু। চেষ্টা করলে তালিকাগুলো বিভিন্নভাবে সাজানো যায়। সরকারী কর্মকর্তাদের আলাদা একটা তালিকা করতে পারি আমরা, আরেকটা তালিকা হতে পারে শুধু ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে। সেরকম হত্যাকাণ্ডের তালিকা, স্বাভাবিক মৃত্যুর তালিকা। যারা টাকা দিতে পারবে বা দেবে বলে মনে হয়, আর যারা দিতে পারবে না বা দেবে না বলে মনে হয়। মি. জেমস বেকারও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখার চেষ্টা করেছেন।'

রানা চুপ করল। মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন মারভিন লংফেলো, দ্রুত চোখ-ইশারায় তাঁকে নিষেধ করল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড পর কার্পেট থেকে চোখ তুলল রানা, ওর চোখে এতক্ষণে যেন দৃষ্টি ফিরে এল। 'কিন্তু তিনি সময়ের হিসাবটা করেননি,' বলল ও। 'অথচ আর সব কিছুর চেয়ে ওটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আবার একবার তালিকাগুলোর দিকে তাকান। ছ'মাস সময়সীমার মধ্যে সবগুলো স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে প্রথম তিনমাসে। বাকিগুলো, মানে খুনগুলো, সময়সীমার শেষ তিন মাসে ঘটেছে।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। রানা একটা সিগারেট ধরাল। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন বিএসএস চীফ, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা নিশ্চই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তাৎপর্যটা কোথায়, ঠিক বুঝতে পারছি না, মি. রানা।'

'বুঝতে আমিও পারছি না, এখনও। অন্তত পরিষ্কারভাবে নয়।' দাঁড়াল রানা, ধীরে ধীরে পায়চারি শুরু করল। 'এক, ধরে নিতে হয় বিভিন্ন দেশের কিছু সংখ্যক লোককে সম্মোহিত করা হয়েছে, সাজেশন দেয়া হয়েছে মুরগীর একটা হাড় গেলো, ছুটন্ত ট্রাকের সামনে চলে যাও, খসে পড়ো দশতলা বিল্ডিঙের জানালা থেকে। কত লোক কিভাবে মারা গেছে, তার একটা তালিকা তৈরি করেছেন মি. জেমস বেকার...'

মারভিন লংফেলো বাধা দিলেন, 'আর দুই, মি. রানা?'

'আর দুই, এই ক্রাইমটার পিছনে যারা আছে, যেভাবেই হোক স্বাভাবিক মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।'

হতভম্ব দেখাল বিএসএস চীফকে। 'গুড গড!'

'মানে ভোজবাজির মত?' জানতে চাইলেন নেলসন। 'আপনার কি ধারণা চায়ের পাতায় লেখা থাকে কে কবে মারা যাবে?'

'কিভাবে তারা মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে তা আমি জানি না, মি. নেলসন,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'এ-কথাও বলছি না যে এ-ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর কোন ভূমিকা আছে। আমি শুধু দুটো বিকল্পের কথা বলছি। এক ধরনের দূরপাল্লার সম্মোহন, যা মানুষকে আত্মহত্যা করায়। কিংবা কোন ধরনের আগাম খবর। আপনি কি তৃতীয় কোন বিকল্পের কথা বলতে পারবেন?'

চোখ কুঁচকে পুরো এক মিনিট চিন্তা করলেন রবার্ট নেলসন। 'না,' অবশেষে বললেন তিনি। 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। থিওরি নিয়ে তর্ক করারই সময় এটা। আমার দুটো বিকল্পই অতি মাত্রায় অসম্ভব। একই রকম অসম্ভব বলে মনে হয়

সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে টেলিপ্যাথী ব্যবহারের চেষ্টা—অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে সমর্থন করলেন মারভিন লংফেলো। 'কাজেই আমরা বোকার মত কথা বলছি না। আমার দুটো বিকল্পের মধ্যে কোনটাকে আপনি একটু বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন?'

জানালার দিক হেঁটে গেলেন নেলসন, ফিরে আসছেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। 'সম্মোহনের সাহায্যে কারও হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দেয়া বা ঘাড়ের শিরা ছিঁড়ে ফেলা অত্যন্ত কঠিন কাজ! আরও কঠিন তাদের মাথায় বজ্রপাতের আয়োজন করা, ফর গডস সেক!'

'এক মিনিট!' শিরদাঁড়া খাড়া করলেন মারভিন লংফেলো। 'এইমাত্র আপনি টাইম ফ্যাক্টর-এর কথা বলেছেন, মি. রানা! প্রথম তিন মাসে স্বাভাবিক মৃত্যু, শেষের তিন মাসে হত্যাকাণ্ড। এর অর্থ হতে পারে ভবিষ্যদ্বাণীতে ভুল থাকলে তা সংশোধন করার জন্যে খুনগুলো করা হচ্ছে।'

আকস্মিক উত্তেজনায় আলোকিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। মারভিন লংফেলো লক্ষ করলেন, সোহানার দৃষ্টিও অপলক হয়ে উঠেছে। 'একটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো।'

'আমি অতটা নিশ্চিত নই,' বললেন নেলসন। 'যদি ধরে নিই মৃত্যু সম্পর্কে আগাম বলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে ওরা, তাহলে যাঁরা টাকা দিয়েছেন তাঁরাও মারা যাবেন। কিন্তু তা তাঁরা যাননি।'

'ওখানে কোন সমস্যা নেই।' মাথা নাড়ল রানা। 'যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে বলে আপনি আগাম জানেন তাদের একটা তালিকা আছে আপনার কাছে, সাবধানে বাছাই করা লোকদের মূল একটা তালিকা থেকে ওটা তৈরি করা হয়েছে। টাকা দিতেও পারে আবার না-ও পারে এমন যে-কোন লোককে আপনি আপনার তালিকা থেকে বাদ দিলেন, কারণ এমনিতেও তারা মারা যাবে। কিন্তু আপনার তালিকায় তিন কি চারজন লোককে যোগ করলেন, যাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে টাকা দেবে। তাঁরা যদি টাকা দেন, বাঁচবেন। আর যদি না দেন, আপনি তাঁদেরকে খুন করবেন। ছ'মাস সময়সীমার মধ্যে খুনগুলো শেষ তিন মাসে ঘটার সেটাও একটা কারণ।'

'ই-য়ে-য়ে-স!' গম্ভীর হলেন নেলসন। 'যুক্তিটা মানতেই হয়। কিন্তু আমরা খানিকটা কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ছি না কি? মানে, আমরা ধরেই নিচ্ছি কেউ একজন মৃত্যু সম্পর্কে আগাম খবর বলে দিতে পারে।'

'হ্যাঁ। তবে আমি আমার প্রথম বিকল্পটাকে পছন্দ করছি,' বলল রানা। 'দূর-পাল্লার সম্মোহন অসম্ভব কোন ব্যাপার না। প্রেসিডেন্ট কেনেডি খুন হবার তিন মাস আগে জিন ডিক্সন তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে তিনি চেষ্টাও করেছিলেন মি. কেনেডি যাতে ডালাসে না যান।'

রবার্ট নেলসনকে বেজার দেখাল। 'এ-ধরনের ব্যাপারগুলো জানা যায় ঘটনা ঘটে যাবার পর।'

'অন্তত এক্ষেত্রে নয়। মি. কেনেডিকে যে জিন ডিক্সন বাধা দিতে চেষ্টা

করেছিলেন, বহু লোক তা স্বীকার করেছেন।' নেলসনের দিকে তাকাল রানা। 'মুখের কথা বাদ দিন। এই ঘটনার সাত বছর আগে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, উনিশশো ষাট সালে নির্বাচিত ডেমোক্রাটিক প্রেসিডেন্ট, যাঁর চোখ হবে নীল, আততায়ীর হাতে খুন হবেন। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপা হয় উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালে। ফাইল বের করে যে-কেউ যাচাই করতে পারে সত্যি কিনা।'

'প্রিকগনিশন,' হঠাৎ বলল সোহানা। 'মনে আছে, রানা? সেদিন প্যারিসে আশরাফ এই কথাই বলছিল। আশপাশে বিপদ আছে, এটা তুমি জানো দেখে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে।'

বড় বড় চোখ করে রানার দিকে তাকালেন বিএসএস চীফের অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'আপনিও?'

'মাঝে মাঝে মি. রানার কান সুড়সুড় করে,' হাসি চেপে বলল সোহানা। 'নির্ঘাত একটা বিপদসঙ্কেত। তবে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু সম্পর্কে বলে দেয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।'

'হেরফের শুধু ডিগ্রির,' চিন্তিতভাবে বললেন মারভিন লংফেলো। 'মি. রানা, ধরা যাক আপনার থিওরি আমরা গ্রহণ করলাম। তারপর?'

'বলা কঠিন। আমি নিজেই ওটা গ্রহণ করতে পারছি না, এখনও,' বলল রানা। 'তবে আপাতত গ্রহণ করলে অন্ধকারে হাতড়ে সময় নষ্ট করাটা বন্ধ হবে। অন্যান্য বিষয়েও মনোযোগ দেয়া দরকার।'

'মানে? ঠিক বুঝলাম না।'

'পয়েন্ট অভ কনট্যাক্ট,' বলল রানা। 'জিনিসগুলো হাত বদল তো হয়। কিন্তু কিভাবে?'

'এবার আমরা বাস্তব দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব,' বলল সোহানা। 'আপনি শুরু করবেন, মি. লংফেলো?'

'চেষ্টা করতে পারি,' বলে তিনটে ফটোস্ট্যাট করা কাগজ বেছে নিলেন মারভিন লংফেলো, টাইপ করা লেখাগুলোর ওপর চোখ বুলালেন। 'একজন ভিক্টিম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পেমেন্ট করবেন। এরপর নামকরা কোন দৈনিকে তিনি সাঙ্কেতিক একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে দিলেন। বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবার পর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো, নির্দিষ্ট কোন ওয়্যারহাউসে তাঁর জন্যে একটা ক্রেইট বা বাক্স রাখা আছে, সেটা তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে।'

থামলেন মারভিন লংফেলো, মুখ তুলে তাকালেন। 'বলাই বাহুল্য, টাইপ করা সমস্ত চিঠিপত্র, সমস্ত স্টেশনারি, বাক্স ও অন্যান্য জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্টারপোল কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন দেশের বন্দর সংলগ্ন ওয়্যারহাউসে বাক্সগুলো অনেক মাস আগেই রাখা হয়েছে।'

'রুটিন কাজ যদি ফলপ্রসূ হত, আমরা সবাই এখন বিছানায় থাকতাম,' বলল রানা। 'আপনি বলে যান, মি. লংফেলো।'

কাগজগুলোর ওপর আবার তাকালেন বিএসএস চীফ। 'বাক্সটার ভেতর রয়েছে বয়া-আকৃতির একটা বড় প্লাস্টিক কন্টেইনার। কন্টেইনারে রেডিও ইকুইপমেন্ট আছে, আছে মুক্তিপণ হিসেবে যা চাওয়া হবে তার জন্যে খালি জায়গা। এরপর

পরবর্তী নির্দেশ আসবে, কন্টেইনারটা একটা জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিতে হবে, নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত একটা পয়েন্টে।'

'প্রতিবার একই সাগরে নয়,' বললেন নেলসন।

'না। প্রথম পাঁচটা পিক-আপ ক্যারিবিয়ান থেকে করা হয়েছে, কয়েকটা মেডিটারেনিয়ন থেকে, সর্বশেষটা নর্থ সী থেকে—ডেনমার্কের কাছাকাছি। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ছাপার মাধ্যমে কয়েকটা দেশ একটা করে কন্টেইনার সংগ্রহ করেছে—ব্যবহার করার জন্যে নয়, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।'

'মি. জেমস বেকারও একটা সংগ্রহ করেছেন,' বলল সোহানা।

'একটার সঙ্গে অপরটার সামান্য হয়তো পার্থক্য আছে, তবে মূল ডিজাইন সবগুলোরই এক রকম! সাগরে নামিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর ত্রিশ ফ্যাদম পর্যন্ত ডুবে যায় ওগুলো, ওখানেই খাড়াভাবে ভেসে থাকে। প্রতিটি বাক্সের মাথায় বড় একটা স্ন্যাপ-হুক আছে, আছে একটা সোনার ট্র্যান্সমিটিং ডিভাইস। স্পেসিফিকেশন দেয়া আছে এখানে, তবে বড় বেশি টেকনিকাল। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন, মি. রানা।'

'উম? নিখুঁত জিনিস। খুব বেশি সফিস্‌টিকেটেড নয় অবশ্য। দেখার সুযোগ পেলে ছাড়ব না।'

'দেখব কি করা যায়।' আবার কাগজগুলোর ওপর চোখ রাখলেন মারভিন লংফেলো। 'বাক্সগুলো সব সময় রাতে ফেলা হয় সাগরে, ফেলার পর অবশ্যই জাহাজটাকে দ্রুত সরে আসতে হবে। জেমস বেকারের ধারণা, পানির নিচে ভেসে থাকা কন্টেইনারটাকে কোন ধরনের সাবমেরিন এসে নিয়ে যায়।'

'ইচ্ছে করলেই বাজার থেকে আপনি একটা সাবমেরিন কিনতে পারেন না,' বলল সোহানা। 'এই ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'আমেরিকানরা একটা কন্টেইনার নামিয়েছে সাগরে, ছোট একটা লো-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেসার ওটার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল। আশপাশে দু'তিনটে বড় লঞ্চ ছিল ওদের, ইচ্ছে ছিল অনুসরণ করব—কন্টেইনার সংগ্রহ করার জন্যে সাবমেরিন বা অন্য যা কিছু পাঠানো হোক। না, কিছুই পাঠানো হয়নি, কন্টেইনারটা ওখানেই ফেলে রাখা হয়। কেউ বুঝতে পারেনি ট্রেসারের অস্তিত্ব কিভাবে জানতে পারল ক্রিমিন্যালরা, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি না জানলে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভব নয়। তবে যেভাবেই হোক, আমাদের রহস্যময় প্রতিপক্ষরা নিশ্চই টের পেয়ে যায়। তারা কন্টেইনারটা তুলে নিয়ে যায়নি। ছ'হপ্তা পর সংশ্লিষ্ট ভিক্টিম খুন হয়ে যান।'

'ফরাসীদের কৌশলটা আমার পছন্দ হয়েছে,' বললেন নেলসন। 'কন্টেইনার থেকে একটা ডেপথ-চার্জ ঝুলিয়ে দেয় ওরা, স্ন্যাপ-হুক অপারেট করলেই বিস্ফোরণ ঘটবে।' তার চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'কিন্তু আমেরিকানদের মত বোকা বনেছে তারাও।'

'আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে হোমিং ট্র্যান্সমিটারটা,' বলল রানা, চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল। 'পানির চাপে স্টার্ট নেয় ওটা। ধীরে ধীরে কমতে থাকে ইনটেনসিটি, দু' ঘণ্টা ট্র্যান্সমিট করার পর থেমে যায়। কাজেই ওই সময়েই পিক-আপ করা হয়। বেশ ভাল কথা। কিন্তু রিডিউসিং ইনটেনসিটি কেন?'

'কেন কে বলবে!' কাঁধ ঝাঁকালেন নেলসন। 'কন্টেইনার সাগরে ফেলার দু'ঘণ্টা আগে থেকে মোট আট ঘণ্টা ইটালিয়ানদের একটা লঞ্চ এলাকাটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছিল, লঞ্চে ছিল একটা সোনার ডিটেকটর। এবারও আমাদের প্রতিপক্ষরা তাদের সম্পদ নিতে আসেনি, এর মানে হলো নিশ্চই তারা লঞ্চটার অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে। লঞ্চ থেকে ওদেরকে দেখা গেল না, তাহলে ওরা লঞ্চটাকে দেখল কিভাবে?'

'মানুষকে দিয়ে কাজটা করানো যায়, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা, গলায় সন্দেহ। 'ধরো, একটা মাদার শিপ থেকে স্কুবা ডাইভারদের পাঠানো হলো?'

'অনেক দূর হয়ে যায়, সোহানা,' চেয়ারে ফিরে এসে বসল রানা। 'তাছাড়া, লঞ্চে যে ধরনের ডিটেকশন গিয়ার ছিল তারচেয়ে ভাল কিছু থাকতে হবে ওদের কাছে।' মাথা নাড়ল ও। 'না। কোন না কোন ধরনের সাব হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।'

'গোটা ব্যাপারটাই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে,' বলল সোহানা। 'পিক-আপ অপারেশনটাও অবাস্তব লাগবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল ও। 'মি. বেকারের কাছে একটা কন্টেইনার আছে। রানাকে একবার দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।'

'বেকার রাজি হবে বলে মনে হয় না...'

রানা বলল, 'মি. নেলসন যেভাবে তাঁর সিকিউরিটি সিস্টেমকে অর্থহীন প্রমাণ করেছেন, বলা যায় আপনি তাঁকে বন্দুকের নলের মুখে পেয়ে গেছেন, মি. লংফেলো। আপনি যা বলবেন তাই তাঁকে শুনতে হবে।'

চিবুকে আঙুল ঘষতে ঘষতে মারভিন লংফেলো বললেন, 'আপনি আসলে ব্ল্যাকমেইল করার প্রস্তাব দিচ্ছেন।'

'ঠিক তাই,' বলল সোহানা। 'আরেকটা কথা। মি. নেলসন যে ফাইল ফটোস্ট্যাট করে এনেছেন, তাতে হয়তো এমন দু'একটা তথ্য নেই যা শুধু মি. বেকার জানেন। ব্ল্যাকমেইল যদি করেনই, এ-ধরনের কিছু তথ্যও আদায় করার চেষ্টা করবেন, প্লীজ।'

নেলসনের মুখে অনুমোদনসূচক হাসি দেখা গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারভিন লংফেলো বললেন, 'মানে?'

জবাব দিল রানা, 'ধরুন খুনগুলো। গ্যাসপার ডেলাভাইনকে ভাড়াটে খুনীরা মারতে চেষ্টা করেছে। অন্যান্য খুনের বেলায়ও সম্ভবত ভাড়াটে খুনীদের ব্যবহার করেছে ওরা। তারমানে আয়োজনটা কাউকে করতে হয়েছে। এখানে আরেকটা যোগাযোগের প্রশ্ন আসছে। ভাড়া করার কাজটা যে-ই করুক, বহু জায়গায় আসা-যাওয়া আছে তার। একটা খুনের আয়োজন করা কঠিন কিছু নয়, তেমন খরচ বহুল কোন ব্যাপারও নয়, তবে খুবই কঠিন নিজের পরিচয় গোপন রাখা। তার হয়তো বহু দেশে পার্ট টাইম পার্টনার আছে। আমরা যাদের ধরেছি তাদের কাছ থেকে মশিয়ে ডেলাভাইন কোন সূত্র আদায় করতে পারছেন না, ফোনে অন্তত তাই জানিয়েছেন তিনি। তবে এমন হতে পারে কোথাও কেউ ছোট্ট একটা ভুল করেছে। সেরকম একটা ভুল হয়তো মি. বেকারের চোখেও পড়েছে, কিন্তু ভুলের তাৎপর্য তিনি ধরতে

পারেননি বা ভুলটা থেকে কোন সূত্র বের করতে পারেননি।'

'কিন্তু আপনারা পারবেন?'

হেসে উঠল সোহানা, বলল, 'রানা ও আমি অন্ধকার জগতেও বিচরণ করি। এটা আমাদের একটা অ্যাডভানটেজ।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন বিএসএস চীফ। অপরাধটা বাস্তব, যতই অবাস্তব মনে হোক পদ্ধতিটা। যারা মারা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে প্রতি হপ্তায় মারা যাচ্ছে তারা, নয়তো তাদের খুন করা হচ্ছে। আজ রাতে, হয়তো এই মুহূর্তে, মোটা টাকা দিয়ে কেনা কোন জিনিস ফেলে দেয়া হচ্ছে সাগরে, ধনী ও প্রাণ ভয়ে ভীত কোন মানুষের নির্দেশে। 'আপনাদের সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করব, মি. রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'এখানে,' বলল রানা। 'সম্ভব হলে কালই আমি কন্টেইনারটা দেখতে চাই একবার, মি. বেকারকে যদি রাজি করতে পারেন।'

টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলে নিচ্ছেন রবার্ট নেলসন, বললেন, 'মি. বেকারকে রাজি করিয়ে ফেলব।'

ল্যাবরেটরির ভেতরটা ঠাণ্ডা।

জেমস বেকারের ডিপার্টমেন্ট যে কন্টেইনারটা সংগ্রহ করেছে সেটা পরীক্ষা করার জন্যে খুব সাবধানে কাটা হয়েছে। একটা বেঞ্চে পড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড নোঙর আকৃতির একটা বস্তু, দ্বিখণ্ডিত অবস্থায়, ছ'ফুটের মত লম্বা, কালো প্লাস্টিকে তৈরি।

দু'জন শ্রোতার উদ্দেশ্যে কথা বলছেন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। শ্রোতাদের একজন ওয়াইন কালার কাশ্মিরী ড্রেস পরে আছে, তার পুরুষ সঙ্গীটি অত্যন্ত সুদর্শন ও স্মার্ট। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন বিজ্ঞানী, লেকচার দেয়ার সময় ভাবছেন, মেয়েটি পান্নাবহুল যে ব্রেসলেটটা পরে আছে ওটা আসল কিনা। ওদের নাম বা পরিচয় তিনি জানেন না, তাঁর ওপর নির্দেশ আছে ওদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাঁকে। 'সুন্দর, সহজ ডিজাইন,' বলে চলেছেন তিনি। 'মজবুত কিন্তু হালকা, বাড়তি শক্তি ও ভেসে থাকার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে ভেতরের দেয়ালে প্রচুর খাঁজ বা গর্ত করা আছে। ত্রিশ ফ্যাদম নিচে খাড়া অবস্থায় ভেসে থাকবে ওটা, দু'ফ্যাদম কমবেশি হতে পারে। মাথার দিকের এই দিকটায় ট্র্যান্সমিটার ছিল, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওটাকে আমি নামিয়ে রেখেছি।'

বেঞ্চ বরাবর খানিকটা এগিয়ে গেলেন তিনি, পেন্সিল দিয়ে একটা মেটাল সিলিন্ডার দেখালেন, এক ফুটের কিছু বেশি হবে লম্বায়, ডায়ামিটারে সাত ইঞ্চি। ওটার পাশে পড়ে রয়েছে সীল করা একটা ধাতব বাক্স, ওয়াটারপ্রুফ পাইপের ভেতর থেকে মোটা কেবল বেরিয়ে এসেছে।

প্রশ্ন শুরু করল রানা। ওদের কথাবার্তা এমন টেকনিক্যাল হয়ে উঠল, ক্লান্ত হয়ে বোঝার চেষ্টা বাদ দিল সোহানা। রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ও। রানার ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে, চেহারায় খানিকটা দিশেহারা ভাব, যেন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা স্মরণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু কথাটা ধরা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ট্র্যান্সমিটারটার দিকে

তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রা

'কি, নাগাল পাচ্ছ না ' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা নাড়ল রানা। 'না কোথায় কিছু একটা শুনেছি বা পড়েছি, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না। এমনকি, কি যে মনে করতে চাইছি তা-ও জানি না।'

'কিছুক্ষণ ভুলে থাকার চেষ্টা করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দু'ভাগ করা কন্টেইনারটার দিকে এগোল রানা। 'তলার দিকে এই গর্তটা কিসের?'

'হ্যাঁ, ভারি ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।' তলার ছোট গর্তটার দিকে পেন্সিল তাক করলেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক। 'এখানে একটা ভেন্ট আছে, দেখতেই পাচ্ছেন, আর এখানের এই ছোট্ট কলটা ওটাকে সীল করে দেয়, কন্টেইনারটা যখন খাড়া অবস্থায় থাকে। গর্তটার ভেতর কয়েক পাউন্ড লেড শট আছে।' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'তারমানে কন্টেইনারটা কাত হলে লেড শট গড়িয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে—আপনি যখন ওটাকে টো করে সরিয়ে আনতে চাইবেন।'

'ঠিক তাই। ওটা বেরিয়ে আসবে, সেই সঙ্গে কন্টেইনারের ভেসে থাকার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়বে বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত···এই ধরুন দশ মিনিট।'

'কেন?'

হতচকিত দেখাল বিজ্ঞানীকে। 'কেন তা আমি কি করে বলব? আমি শুধু আপনাকে জানাতে পারি কিভাবে কাজ করে ওটা। কেউ যদি কেন-র উত্তর দিত, খুশি হতাম আমি।'

'হুম।' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা। 'ওটার ভেসে থাকার ক্ষমতা কি এতটা বাড়ে যে পানির ওপর মাথা তুলতে পারে?'

'আরে না। তলার দিকের দেয়ালে যে ভার ভরে দেয়া হয়েছে তা তো থেকেই যাচ্ছে। লেড শট বেরিয়ে গেলে কন্টেইনারটা পানির এক কি দু'ফ্যাদম নিচে ভেসে থাকবে।'

চুলে আঙুল চালাল রানা। 'তাতে কি লাভ বা সুবিধে, বোঝা গেল না,' বিড়বিড় করল ও।

দশ মিনিট পর, সোহানার রোলস-রয়েসে চড়ে নিজের আস্তানা তথা ওঅর্কশপে ফিরছে রানা। ওটা ছাড়াও লণ্ডনে রানার আরও ফ্ল্যাট ও সেফ হাউস আছে।

'মন খারাপ কোরো না তো,' একটা হাত স্টিয়ারিং থেকে নামিয়ে রানার কব্জিতে মৃদু চাপ দিল সোহানা। 'একবার দেখেই শার্লক হোমসের মত সব রহস্য ভেদ করে ফেলবে তুমি, এটা কেউ আশা করে না।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত, সবগুলো টুকরো এক করতে পারলে উত্তরটা পেয়ে যাব—কিন্তু টুকরোগুলো কি তাই তো জানি না।'

'মাথাটাকে খানিক বিশ্রাম দাও। বলেছ তুমি আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবে, মনে আছে?' হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বিকেলে আমরা মি. লংফেলোর অফিসে যাব,

কেমন? দেখা যাক মি. বেকারের কাছ থেকে উনি কিছু আদায় করতে পারলেন কিনা।'

'প্যারিস থেকে আসার পথে প্লেনে যে খেলাটা শুরু করেছিলাম, ঘুঁটিগুলো কোথায় কি ছিল মনে আছে তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'ভুল হলে চাল ফেরত নেয়ার সুযোগ দিতে হবে কিন্তু, তা না হলে আমি খেলব না,' সোহানার গলায় আবদারের সুর। রাস্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ও, স্থির হয়ে থাকল চোখ, যেন অটোমেটিক কন্ট্রোল সেট করছে। তারপর ওর মনের একটা অংশ দাবার বোর্ডটা স্মরণ করার চেষ্টা করল। দু'তরফেই আটটা করে চাল দেয়া হয়েছে। ওর ছিল সাদা ঘুঁটি, প্রথম চাল দিয়েছে কুইন'স পন···।

'তোমার ঘোড়াকে আমার ঘোড়া মেরে দেয়, আমার শেষ চাল ছিল,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে।' একটা সময় ছিল, চার চালের বেশি দিতে পারত না সোহানা। এখন নিজের অবস্থান ভুলে না গিয়ে খেলাটা শেষ করতে কোন অসুবিধে হয় না। এক মিনিট চুপচাপ চিন্তা করল ও, তারপর বলল, 'কুইন দিয়ে তোমার ঘোড়া খেলাম।'

দুপুরের খানিক আগে নদীর পাশে রানার আস্তানায় পৌঁছুল রোলস রয়েস। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার পিছন দিকের মাঠে চলে এল ওরা। সামনেই দেখা গেল জানালাবিহীন লম্বা একটা পাকা বিল্ডিং, পাশেই সারি সারি গাছ ঘেরা নদী। নদীর কিনারা ধরে হাঁটাহাঁটি করছেন এক ভদ্রলোক। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো।

হাতের ছড়িটা তুলে ওদেরকে স্যালুট করার ভঙ্গি করলেন তিনি, এগিয়ে এলেন ধীর পায়ে। 'ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। ভাল কিছু ঘটেছে?'

'এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না, মি. লংফেলো,' বলল সোহানা। 'কি যেন একটা মনে করতে পারছে না রানা।'

লম্বা সাউন্ড প্রুফ বিল্ডিঙের দুটো দরজার একটার তালা খুলছে রানা, লক্ষ করে মারভিন লংফেলোর চেহারায় সামান্য অস্বস্তি ফুটে উঠল। 'আপনারা বুঝি আন-আর্মড কমব্যাট প্র্যাকটিস করবেন?'

'না,' হাসি চেপে বলল সোহানা। 'হাত ঝালাই করব।'

স্বস্তি বোধ করলেন মারভিন লংফেলো। তারমানে হ্যান্ডগান, ছুরি বা তীর প্র্যাকটিস করবে ওরা। বিল্ডিংটার দৈর্ঘ্য বরাবর প্রতিটির জন্যে আলাদা রেঞ্জ আছে। তবে মাঝে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে মেতে ওঠে ওরা, নিরস্ত্র অবস্থায় একজন আরেকজনকে এমনভাবে আক্রমণ করে যে ভয় পেয়ে ঘামতে শুরু করেন তিনি। দুই কি তিনবার ওদেরকে ওই অবস্থায় দেখেছেন, তাই যথেষ্ট। রানা ও সোহানার পিছু নিয়ে ছোট একটা লবি পেরুলেন তিনি, থামলেন আরেকটা দরজার সামনে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা, আলো জ্বালল। একদিকের দেয়াল জুড়ে সাজানো রয়েছে আধুনিক সব হ্যান্ডগান, আরেক দিকের দেয়ালে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন যুগের নানা ধরনের হাতিয়ার। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল, ভেতরে রানার ইঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপ।

এক কোণে একটা কেবিন, ভেতরে শাওয়ার আছে। সেদিকে এগোল সোহানা। 'আপনারা কথা বলুন, আমি কাপড় পাল্টে আসি।'

একদিকের দেয়ালের সামনে দাঁড়াল রানা, র‍্যাক থেকে তুলে নিল একটা ছুরি। ফলাটা লম্বা, চামড়া মোড়া শিঙের হাতল। 'এটা দিয়ে মশিয়ে ডেলাভাইনকে মারতে চেয়েছিল ওরা,' বলল ও। 'এ-ধরনের ছুরি ইউরোপে খুব একটা দেখা যায় না। তবে ক্রিমিনালদের এই গ্রুপটা নতুন।' ওর হাতটা ঝাঁকি খেল, এক ঝলক আলোর মত বাতাস কেটে ছুটল ওটা, বিঁধল বালির বস্তার সামনে দাঁড় করানো মানুষ-আকৃতির টার্গেটের বুকে।

'ওটা থেকে কোন ক্লু পাওয়া সম্ভব?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'জানি না। এই কেসটার অসুবিধেই এখানে। বহু কিছু জানি না আমরা, অথচ জানার বহু কিছু আছে।'

'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?'

'মি. বেকারের কাছে একটা কন্টেইনার আছে। আরও অন্তত দশটা দেশেও একটা করে আছে। তথ্যের ব্যাপারেও একই অবস্থা। সবাই কিছু কিছু জানে, সবটুকু কেউ জানে না। গত হপ্তায় বা গত মাসে ছোট প্যানামানিয়ান ফ্রেইটারটা কে ভাড়া করেছিল, নর্থ সীতে ওই ফ্রেইটার কি ফেলে এসেছে? কিংবা···।

'সমস্ত তথ্য ইন্টারপোলকে জানানো হয়, মি. রানা। পুরো ছবিটা তাদের কাছে আছে।'

'না, নেই,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'ইন্টারপোলে আছে চল্লিশটারও বেশি দেশ, কোন দেশই সমস্ত তথ্য পাঠায় না, পাঠায় নিজেদের খেয়াল মত। তাছাড়া, ইন্টারপোল শামুকের মত, গতি বড় ধীর। ওদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে চাইলে এক বছর বা তারও বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

'তাহলে বিকল্পটা কি?'

'সংশ্লিষ্ট সবগুলো দেশকে এক করে একটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল সেট করা, শুধু এই কেসটার জন্যে।'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'তাতে অন্তত দু'বছর লাগবে।'

'জানি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। 'আচ্ছা, কাগজে কেন লেখালেখি হয়নি?'

'একেবারে হয়নি তা নয়,' শুকনো গলায় বললেন বিএসএস চীফ। 'প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে এমনই বিদঘুটে বলে মনে হয়েছিল যে প্রচার করার প্রশ্নই ওঠেনি। তারপর যখন মানুষ মরতে শুরু করল, ব্যাপারটা হয়ে উঠল অসম্ভব উত্তপ্ত। আজ সকালে জেমস বেকার যেমন ব্যাখ্যা করল, কোন সরকারই চায় না যে লোকে জানুক সে তার নাগরিকদের রক্ষা করতে সমর্থ নয়। তাছাড়া, যে-লোক বাথরুমে বালব লাগাতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে মারা যাবে, তাকে আপনি রক্ষা করবেন কিভাবে?'

ছোট্ট কেবিনটা থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। কালো স্লাকস ও শার্ট পরেছে ও, চুলগুলো পিছনে শক্ত করে খোঁপা করা, কোমরে একটা খালি হোলস্টার।

'কোল্টটা নিয়ে আসি,' বলে ওঅর্কশপের দিকে এগোল রানা।

'আমি যেন মি. বেকারের নাম শুনলাম?' বিএসএস চীফের দিকে তাকিয়ে বলল সোহানা।

'হ্যাঁ। আজ সকালে তার সঙ্গে আমি দেখা করেছি। ব্ল্যাকমেইল করছি, বুঝতে পেরেছে সে। তবে খেপেনি।'

'উনি একজন রিয়্যালিস্ট। কাজের কথা কিছু বলেছেন কি?'

কোল্ট রিভলভারটা নিয়ে ফিরে আসছে রানা, চেম্বারে কার্টিজ ভরছে।

'মি. রানা,' মারভিন লংফেলো বললেন, 'আপনার ধারণাই ঠিক। আপনি বলেছিলেন, খুনগুলো করার জন্যে কেউ একজন লোক ভাড়া করছে, যেভাবেই হোক নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারছে সে, সম্ভবত পার্টটাইম পার্টনার আছে তার, এই পার্টনারদের কেউ কোথাও ভুল করলেও করতে পারে।'

'ইয়েস?'

'জেমস বেকার আমাকে একটা নাম দিয়েছে। সিসিলির একজন গ্যাঙলিডার সে, তবে মাফিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তথ্যটা হলো, তাকে একটা খুন করার প্রস্তাব দেয়া হয়, প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে সে। ধারণা করা হচ্ছে, কনট্যাক্ট লোকটার পিছনে যে লোক আছে তাকে চেনে সে। ভুল হয়েছে কনট্যাক্ট লোকটার।'

'গ্যাঙলিডার কি মুখ খুলেছে?'

'না। দুর্ভাগ্যজনক হলো, তার দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বেঈমানী করে—কিলিং জবটা প্রত্যাখ্যান করায় খেপে যায় সে।'

'বেঈমানীর ধরন?'

'কিউবায় যায় সে, ছদ্ম পরিচয়ে, যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে আসা একজন রাজনীতিকের স্ত্রীকে বের করে আনার জন্যে। মহিলা লুকিয়ে ছিলেন, তাঁকে বের করে আনতে পারলে মোটা টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন রাজনীতিক ভদ্রলোক।'

'কিন্তু অগাস্টিনো আগাসী ধরা পড়ে যায়,' বলল রানা। 'কিউবান সিক্রেট পুলিস তার জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল।'

তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো। 'আপনি জানলেন কিভাবে তার নাম আগাসী?'

'সিসিলিয়ান আন্ডারওয়ার্ল্ডে আমাদের যারা বন্ধু, আগাসী তাদের একজন,' বলল সোহানা। 'আগাসী এক অর্থে ভাল লোক, মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল।' রানার দিকে তাকাল ও। 'হিসেবটা মেলে। এ-ধরনের খুন আগাসী করবে না।'

'না। মি. লংফেলো, কিউবায় কি আগাসীর ফাঁসির আদেশ হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'রাজনৈতিক অপরাধী হিসেবে দায়ী করে দশ বছরের জেল দেয়া হয়েছে তাকে।'

রানা ও সোহানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন বিএসএস চীফ। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে ওরা, অথচ মনে হলো নিজেদের মধ্যে বার্তা বিনিময় করছে।

'আগাসী মুখ খোলেনি,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, এখনও তাকিয়ে আছে

সোহানার দিকে।

'কারও কাছে না খুললেও আমাদের কাছে খুলবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোহানা।

'জাল পাসপোর্ট বা ছদ্মবেশ কোন সমস্যা নয়,' মাথা চুলকাল রানা। 'ওখানে আমাদেরকে সাহায্য করার মত লোকও আছে। তাহলে আমি একাই, কেমন?'

'প্লীজ, রানা, না। মনে আছে, গুলিটা আমাকে করা হয়েছিল, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বুলেটটা নিজের শরীরে নেয় সে?'

'তাহলে দু'জনেই যাই চলো,' বলল রানা। 'কাজ সেরে ফিরে আসতে দিন চারেকের বেশি লাগবে না, আশা করা যায়।'

'কিন্তু...,' শুরু করলেন মারভিন লংফেলো।

সোহানা যেন তাঁর কথা শুনতে পায়নি, বলল, 'যাই, ফেংকে ফোন করে বলি, সব ব্যবস্থা করে ফেলুক।'

ছয়

গ্লাসটা নামিয়ে রাখল আশরাফ চৌধুরী। 'ঠিক বুঝতে পারছি না আমি কোন সহায্যে আসব কিনা,' বলল সে।

সময়টা শেষ বিকেল, সিলট উপকূলের এই বড় আকারের বাড়িটায় চার ঘণ্টা হলো পৌঁচেছে সে। এই অল্প সময়ের ভেতর ছোটখাট হলেও এমন সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিষ্কারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছে না।

বাড়িটায় বিলাস উপকরণের কোন অভাব নেই, তবু বলতে হয় ফার্নিচারগুলো ঠিক রুচিসম্মত নয়। বাড়ির লোকগুলো কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির। অটো বারনেন, সচল একটা মড়া, কালো স্যুটের ভেতর তার হাড়গুলো মটমট আঁওয়াজ করছে। সুজানি, ছুঁচোর মত সরু মুখ, বিবর্ণ চামড়া, সারাক্ষণ স্বামীর প্রশংসা করছে, হাঁটুর অনেক নিচে নামা ফুলআঁকা ড্রেসটা তাকে প্রায় মুড়ে রেখেছে। তারপর রীড কোয়েন। আমেরিকান লোকটাকে দেখেই গুণ্ডা বলে মনে হয়, শর্টস আর স্যান্ডেল পরে বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার যেন আর কোন কাজ নেই।

এডগার হোল্ডিংকে খানিকটা চেনে সে। আবছাভাবে মনে পড়ছে, বছর কয়েক আগে কি একটা কেলেংকারি ঘটায় প্র্যাকটিস করার লাইসেন্সটা হারায় সে।

সবশেষে, লুসিফার। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁচেছে সে, দেবতাসুলভ দৈহিক কাঠামো, কালো চুল, বিধ্বস্ত মন...একটা মেন্টাল কেস। লুসিফারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার আগে প্রাথমিক একটা ব্যাখ্যা দেয় এডগার হোল্ডিং, সাবধানও করে দেয়।

লুসিফার তাকে রাজকীয় আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানায়, এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে যে বিশেষ প্রয়োজনে নরকের নিচের স্তর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে তুলে আনা হয়েছে। তবে সদয় আশ্বাস দিয়ে বলেছে, এই স্তরে তাকে খুব বেশিদিন থাকতে হবে না—মাত্র কয়েক যুগ, খুব বেশি হলে এক শতাব্দী।

এডগার হোল্ডিঙের পরামর্শ মত আশরাফ জবাব দিয়েছে, প্রভাতের সন্তানকে

সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে সেবা করার চেষ্টা করবে সে। আশ্চর্যই বলতে হবে, কথা হওয়ার সময় নিজেকে বোকা বোকা লাগেনি তার, বিব্রতও বোধ করেনি। স্রেফ করুণা বোধ করছিল।

এই মুহূর্তে ওপরের একটা কামরার বাইরে, ঝুল-বারান্দায় এডগার হোল্ডিঙের সঙ্গে বসে রয়েছে আশরাফ। কামরাটা তার বেডরুম, যে-ক'দিন এখানে থাকবে।

'লুসিফারের ওপর কাজ করার সময় আপনি মিরাকল ঘটিয়ে ফেলতে পারেন, তা আমি আশা করছি না,' বলল প্রকাণ্ডদেহী ডা. হোল্ডিং, পাতলা চুলে আঙুল চালাল। 'তবে আপনি যে সাহায্য করতে পারবেন, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, মি. চৌধুরী। আরেকটা ব্যাপার হলো, সাবজেক্ট হিসেবে লুসিফার দুর্লভ ও আদর্শ, স্টাডি করে আপনি উপকৃত হবেন।'

'সাবজেক্ট যদি উন্মাদ হয়, স্টাডি করা আমার জন্যে খুব সহজ কাজ নয়,' বলল আশরাফ, গলায় সন্দেহ। 'সাইকিক রিসার্চের জন্যে নিয়ন্ত্রিত এক্সপেরিমেন্ট চালাই আমরা। যদি সেনসিটিভ কোন লোক পাই, এমন একজন, যার ভেতর ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ছাড়াও কিছু অনুভব করার বা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে—প্রিকগনিশন, টেলিপ্যাথী, ক্লেয়্যারভয়অ্যানস ইত্যাদি—তাহলে চালাকি বা প্রতারণা করা হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়। এ-ও পরীক্ষা করা হয়, নিজের অজ্ঞাতে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সে পাচ্ছে কিনা। লুসিফারের বেলায় সেরকম কিছু করার তেমন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।'

'এখুনি নেই,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'ওর সাইকোলজিকাল দিকটা নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, ওটা আমার বিষয়। আমি সাইকিক ব্যাপারটায় আপনার উপদেশ চাইছি—এক্সট্রাসেনসরি পারসেপশন। ভাল কথা, আপনারা এক্সপার্টরা এখনও কি এটাকে ই. এস. পি. বলেন, নাকি আধুনিক টার্ম পিএসআই ব্যবহার করেন?'

হাসল আশরাফ। 'আমি নিজে ই.এস.পি. পছন্দ করি। পিএসআই-তে কেমন যেন সায়েন্স ফিকশনের গন্ধ আছে।'

'তাহলে ই.এস.পি.-ই। লুসিফারের সাইকিক ক্ষমতা বাড়ানোর, অন্তত ক্ষমতাটা ধরে রাখার ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

'কেন বাড়ানো দরকার? জানতে চাইল আশরাফ। 'আমার ধারণা ছিল, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওকে সুস্থ করে তোলা।'

সকৌতুকে হেসে মাথা নাড়ল এডগার হোল্ডিং। বরফ দেয়া ফ্রুট-জুসের জগটা তুলে নিল সে, আশরাফের গ্লাসটা ভরে দিল আবার। 'মি. আশরাফ, আরও কড়া কিছু নেবেন না আপনি?'

'না। ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ারে হেলান দিল এডগার হোল্ডিং। 'প্যারানইঅ্যা সম্পর্কে কি জানেন আপনি, মি. চৌধুরী?'

'খুব কম জানি। নিজেকে মহা কিছু বলে বিশ্বাস করা, মতিভ্রমের কারণে সবাইকে অবিশ্বাস করা।'

'সহজ ভাষায় তাই বটে। কিছু লোক বিশ্বাস করে তারা নেপোলিয়ন বা

হিটলার বা কুইন এলিজাবেথ। এখানে একটা সংশোধন দরকার। তারা শুধু বিশ্বাসই করে না, তারা জানে তারা নেপোলিয়ান বা হিটলার। লুসিফার জানে যে সে···মানে, লুসিফার—শয়তান, প্রিন্স অভ ডার্কনেস।'

'এত থাকতে শয়তান হলো কেন সে?'

রোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করল এডগার হোল্ডিং, হাত দুটো রাখল মাথার পিছনে। 'লুসিফার হলো অটো বারনেনের ভাগ্নে, তার কাছেই মানুষ হয়েছে,' বলল সে। 'বয়স একুশ। আঠারো বছর বয়েসে চার্চে যোগ দেয়ার জন্যে পড়াশোনা করছিল ও। সে-সময় ওকে আমি চিনতাম না, বলাই বাহুল্য। তবে শুনেছি অত্যন্ত উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ ছিল সে।'

এডগার হোল্ডিঙের মন আগের চেয়ে শান্ত এখন। কারণ হলো, এই মুহূর্তে তাকে মিথ্যে বলতে হচ্ছে না। অটো বারনেনের সঙ্গে লুসিফারের আত্মীয়তার সম্পর্কটা বাদে গল্পের বাকি অংশ সত্যি।

'তারপর এই একনিষ্ঠ, আত্মনিবেদিত যুবকটির জীবনে একটা অঘটন ঘটল,' বলে চলেছে সে। 'বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, এক রমণী তার চরিত্র নষ্ট করল। স্থান, কাল, পরিবেশ সবই আদর্শ ছিল—বুঝতে পারছেন কি বলছি? অনেকটা যেন মম-এর গল্পে সেই চরিত্র স্যাডি থম্পসন-এর মত। মহিলা এমন এক লোকের চরিত্র নষ্ট করল যে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিল, তাই নয় কি?'

'ওটা তো একটা গল্পই,' বলল আশরাফ। 'তবে ফিল্মে অন্য রকম দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, লোকটাই মেয়েটাকে নষ্ট করে।'

'ব্যাপারটাই তো পারস্পরিক,' খানিকটা অধৈর্য হয়ে বলল এডগার হোল্ডিং। 'সার কথা হলো, আমাদের তরুণ বন্ধু একটা মেয়েকে ভোগ করল। তারপর শুরু হলো অনুতাপ, আর এই কেসটায় অনুতাপ বা অপরাধবোধটা ছিল সীমাহীন। একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল তার মন ও মাথা। রীতিমত পাগলামি শুরু করল। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, সমস্ত পাপের উৎস হলো সে। কাজেই শয়তান বলতে একমাত্র তাকেই বোঝায়। সেই থেকে নিজেকে স্যাটান ভাবছে সে।'

'আমার ধারণা ছিল আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা এ-ধরনের উপলব্ধিকে অবচেতন থেকে চেতন স্তরে তুলে এনে চিকিৎসা করতে পারেন, সে-চিকিৎসায় রোগী সুস্থও হয়।'

'প্যারানইঅ্যা অনেক ধরনের আছে, সত্যিকার প্যারানইঅ্যা-র কোন চিকিৎসা নেই।'

'আচ্ছা।' নীল ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে সাগরের অনেক দূরে চলে গেল আশরাফের দৃষ্টি। 'কিন্তু সে তার মতিভ্রমের সঙ্গে স্বাভাবিক দুনিয়াটাকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে কিভাবে?'

'যেহেতু মতিভ্রমের শিকার, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করছে সে—নিজের আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে, সেই জগতের সঙ্গে সমস্ত কিছু খাপ খাওয়ানোর জন্যে নিয়মও তৈরি করেছে, তার মধ্যে নিয়ম ভাঙার নিয়মও আছে। তাকে বুঝতে হলে প্রথমে আপনাকে তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হবে। এই দুনিয়াটা হলো নরক, কিংবা নরকের অংশবিশেষ। আইডিয়াটা যে নতুন নয় তা আপনিও জানেন। বার্নাড শ

বলেছিলেন, পৃথিবী আসলে হলো নরক, প্রাণীরা এখানে এসেছে অন্যান্য গ্রহ থেকে।'

'একটা শভিয়ান কৌতুক।'

'হ্যাঁ। তবে ভেতরে চিন্তার খোরাক আছে। আমি জানি না লুসিফার শ-র লেখা পড়েছে কিনা, পড়ে থাকলে অবশ্যই ছাপ পড়েছে তার মনে, সাহায্য করেছে মতিভ্রমে। তাহলে ব্যাপারটা হলো এই যে আমরা নরকের ওপর রয়েছি, বা ভেতরে, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে মানুষ এখানে মারা যায়, আরও জানি দান্তের ইনফারনো-র কথা, কাজেই এই ব্যাপারটাও খাপ খাইয়ে নিতে হবে কোনভাবে। লুসিফার চমৎকারভাবে মানিয়ে নিয়েছে।'

'কিভাবে?' ভীতিকর গল্পটা তাকে মুগ্ধ করছে, বুঝতে পেরে সামান্য লজ্জা পেল আশরাফ।

'এটা হলো নরকের ওপরের স্তর,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'এখানে যারা রয়েছে তারা সবাই মারা গেছে, অন্য কোথাও। তবে আগুন ভরা খাদে পাঠানোর আগে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে এখানে আবার তাদের জন্ম হয়েছে—আগুন ভরা খাদ মানে নরকের নিচের স্তর। কে কখন সেখানে যাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক হলো লুসিফার।'

'প্রতিদিন হাজার হাজার, লাখ লাখ?'

'ওটা প্রাচীন যুগের, কয়েক হাজার বছর আগের কথা। বর্তমানে সমস্ত ছোটখাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব প্রতিনিধিদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নেয়। তাই অন্তত ভাবে আর কি। শুনুন, মি. চৌধুরী—আপনি একটা প্যারানইঅ্যাককে সাথে নিয়ে প্লেনে উঠলেন, প্যারিসের এক হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেলেন, আঙুল দিয়ে দেখালেন যানবাহনের মিছিল সহ গত দেড় শতাব্দীর সমস্ত নতুন আবিষ্কার, তারপরও সে জানবে যে সে-ই নেপোলিয়ান।'

'আই সী। ভ্রান্তিটা দূর হবার নয়। যাই ঘটুক না কেন, লুসিফার নিজেকে লুসিফার বলেই প্রচার করবে?'

'দাবি বা প্রচার তো সে করে না।' হাসতে যাচ্ছিল এগডার হোল্ডিং, তবে নিজেকে সময়মত সামলে নিল—কৌতুক জিনিসটা পেশাদারি মনোভাবের বিপরীত বলে মনে করতে পারে আশরাফ। 'তার সমস্ত ক্ষমতা জাগতিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ হয়। সে তার স্বর্গীয় সহকর্মীর মত—লুসিফার তাঁকে তা-ই বলে সম্বোধন করে—বজ্র, বিদ্যুৎচমক ও গন্ধকের সাহায্যে মানুষকে নিচের স্তরে পাঠায় না। সে শুধু প্রতিদিন কয়েক লক্ষ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়, এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু ঘটায় যেগুলোর পরিণতিকে মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করে।'

কথায় জোর আনার জন্যে একটা হাত তুলল ডা. হোল্ডিং। 'একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, লুসিফার জানে যে এখানকার মানুষ জানে না তারা নরকে আছে। একা শুধু সে-ই জানে যে নরক নরকই। আর তাই আমাদের তরুণ বন্ধুকে দু'কাঁধে কালো ডানা গজিয়ে নিয়ে উড়ে বেড়াতে হয় না। ভাগ্যিস।'

'যদিও আপনি এ-সব জানেন। জানেন অটো বারনেন ও অন্যান্যরা। গুড গড, এমনকি আমিও জানি বলে ধরে নেয়া হয়েছে—সেভাবেই তো আমার সঙ্গে কথা

বলল সে।'

'অবশ্যই। আমরা মানুষ নই, মি. চৌধুরী। আমরা পার্থিব ছদ্মবেশে বিভিন্ন ধরনের আত্মা ও পিশাচ। ঠিক লুসিফারের মত। নিচের স্তরে গরম লোহার শিক দিয়ে আত্মাদের খোঁচাচ্ছিলাম আমরা, নিজেদের কাজ উপভোগ করছিলাম, লুসিফার আমাদেরকে ওপরে তুলে এনেছে—তার সেবা করার জন্যে।'

চেয়ারে হেলান দিল আশরাফ, ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আতঙ্কবোধ করছি,' অসহায়ভাবে বলল সে। 'ফ্যানটাসটিক শব্দটা ব্যবহার করব কিনা ভাবছি...'

'কেন ব্যবহার করবেন না? ফ্যান্টাসীতে ঠাসা নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে লুসিফার। সে একটা প্যারানইঅ্যাক।'

'এ-কথা বলছি না যে আপনার বক্তব্য আমি বিশ্বাস করছি না। তবে হজম করতে একটু সময় লাগছে আর কি।'

'বুঝি। সেজন্যেই চাইছি আস্তে-ধীরে ব্যাপারটার ভেতর ঢুকুন। লুসিফারকে স্টাডি করুন, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা পান, তারপর তাকে নিয়ে কাজ শুরু করুন।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না আশরাফ। তারপর বলল, 'চিঠিতে লিখেছেন, তার ই. এস.পি.পি. অসাধারণ। সেগুলো কি?'

'সেগুলো...মানে, আপনারা যেটাকে সম্ভবত প্রিকগনিশন বলেন, লুসিফারের মধ্যে সেটা বিপুল পরিমাণে দেখা যায়। সে ভবিষ্যৎ দেখতে পায়।'

'ভবিষ্যতের সব কিছু, নাকি বিশেষ কিছু? মানে, সে কি নির্দিষ্ট একটা সময়ে নির্দিষ্ট কোন দেশে যুদ্ধ লাগবে দেখতে পায়, নাকি ব্যক্তি বিশেষের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়?'

'হ্যাঁ, লোকজনের।' ফলের রসে চুমুক দিল এডগার হোল্ডিং। মনে মনে আরও বেশি সতর্ক হয়ে উঠল সে, কারণ এবার যে মিথ্যেগুলো বলতে হবে তার সঙ্গে সাবধানে সত্যের মিশেল দিতে হবে। 'ব্যক্তিবিশেষের সাথে সম্পর্কিত জিনিস-পত্র নাড়াচাড়া করে ভবিষ্যদ্বাণী করে লুসিফার। হয়তো কোন ফটোগ্রাফ, একগাছি চুল, হাতের লেখা সহ এক টুকরো কাগজ—ইত্যাদি, যদিও হাতের লেখার দিকে তাকে তাকাতে হয় না।'

'সাইকোমেট্রি।' মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'নিয়ন্ত্রিত স্ট্যাটিসটিক্যাল টেস্ট করা কঠিন। কি ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে সে?'

'মোটামুটি জাগতিক,' স্বাভাবিক গলায় বলল ডা. হোল্ডিং। 'বিয়ে, তালাক, সাফল্য, ব্যর্থতা, অসুস্থতা, মৃত্যু—সাধারণ গণকদের মতই। পার্থক্য হলো, লুসিফার স্পষ্ট করে বলে, অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফলেও যায়। কোন সন্দেহ নেই আপনি তাকে ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট হিসেবে পাবেন।'

'হ্যাঁ।' সাগরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আনল আশরাফ, ডা. হোল্ডিঙের দিকে সরাসরি তাকাল। এ-কথা বুঝতে পারছি যে ছেলেটাকে আপনারা সুস্থ করতে পারবেন না। কিন্তু আপনারা তার এক্সট্রাসেনসরি পাওয়ার বাড়াতে চাইছেন কেন?'

নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল এডগার হোল্ডিং। কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

'আপনাকে তাহলে সব কথা খুলেই বলি,' বলল সে। 'লুসিফার আসলে আমাদের রুটি বা রোজগার। দেড় দু'বছর আগে অটো বারনেন ছিল কপর্দকশূন্য। আমিও তাই ছিলাম, কারণটা আপনি সম্ভবত শুনে থাকবেন।'

'কপর্দকহীন লোকেরা এরকম এলাকায় এ-ধরনের বাড়ি ভাড়া করে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল আশরাফ।

'না। এক দেড় বছর আগের কথা বলছি আমি। এখন আমাদের সচ্ছলতা আছে, সেটা ধরে রাখতে চাই।' হাবভাবে খোলামেলা, আন্তরিক একটা ভঙ্গি আনার চেষ্টা করল এডগার হোল্ডিং। 'শুধু যে লুসিফারের স্বার্থে তা নয়, যদিও সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের স্বার্থেও। অটো বারনেনের যখন টাকা ছিল না, লুসিফারকে বেশিরভাগ সময় একটা হোম-এ থাকতে হত। বিশ্বাস করুন, এখন তার মনে আনন্দ আছে। এবং এ-সবই সম্ভব হয়েছে তার ই.এস.পি.-র বদৌলতে।'

আশরাফের চোখে অবিশ্বাস। 'তারমানে কি কোন্ দল ফুটবলে জিতবে বা কোন্ ঘোড়া বাজিমাত করবে, এ-সব বলে দেয় সে?'

'না।' কাঁধ ঝাঁকাল ডা. হোল্ডিং। 'ওকে দিয়ে চেষ্টা করানো হয়েছে, কিন্তু এ-সব পারে না। কিংবা ভাল করে চেষ্টা করেনি। কেন পারেনি বলতে পারব না।'

'আমি একটা কারণের কথা বলতে পারি।' আশরাফের কপালে চিন্তার রেখা। 'তার সাইকিক পাওয়ার সম্ভবত মতিভ্রমের চাবি দিয়ে আটকানো আছে। এমন হতে পারে কী-হোল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে যতটুকু বেরোয় তার সাহায্যে শুধু মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে সে।'

'ওহ্....।' মুহূর্তের অস্বস্তি ঢাকা দেয়ার জন্যে চোখ দুটো রগড়াল এডগার হোল্ডিং। আশরাফ চৌধুরী লোকটা বুদ্ধিমান বটে। খুব সাবধানে সামলে রাখতে হবে একে। 'সম্ভব বলে মনে হয়। তবে লুসিফারের দৌড় আরও বেশি।'

'কি রকম?'

'বৈষয়িক সাফল্য।' মাথা নাড়ল ডা. হোল্ডিং, যেন এর কোন ব্যাখ্যা সে দিতে পারবে না। মিথ্যেটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে, ভাবল সে, নিজেই যদি বিস্মিত হবার ভান করে। 'অটো বারনেনকে বলা হচ্ছে লুসিফারের প্রধান ভৃত্য, আসমোডিয়াস। একদিন সে খুব সাবধানে লুসিফারকে বোঝাল, মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে, জাগতিক ছদ্মবেশ নিয়ে, সুপারন্যাচারাল পদ্ধতির বদলে সাধারণ পদ্ধতিতে টাকা যোগাড় করতে হবে আমাদের।'

'সুপারন্যাচারাল? পদ্ধতিটা একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে অটো বারনেন, এ-কথা শুনে তাকে এক মুঠো হীরে ও ব্যাগভর্তি সোনার গুঁড়ো দিল লুসিফার। হীরে মানে নুড়ি পাথর আর সোনার গুঁড়ো মানে স্রেফ ধুলো। ও-সব দিয়ে কি আর কেনাকাটার কাজ চলে!'

'তারপর?'

'অটো বারনেন সাধারণ পদ্ধতির কথা বলল, লুসিফার সামনে মেলে ধরল ফিন্যালশিয়াল টাইমস-এর শেয়ার-প্রাইস ছাপা পাতাগুলো।' ডা. হোল্ডিং আশরাফের চেহারায় অবিশ্বাস দেখতে পাবে বলে আশা করল, তবে আগ্রহ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

'তারমানে আইডিয়াটা হলো, লুসিফারের মাধ্যমে অটো বারনেনের বৈষয়িক সাফল্য?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'আমি তিনজন আমেরিকান ব্যবসায়ীর কথা জানি, উপদেষ্টা হিসেবে সাইকোমেট্রিস্টদের রেখেছিলেন তাঁরা। এক্ষেত্রে ফলাফল কি হলো?'

'পাঁচটা শেয়ার চিহ্নিত করল লুসিফার,' কথা বলার সময় স্বস্তির পরশ অনুভব করল ডা. হোল্ডিং, সবচেয়ে বড় বাধাটা কোন বাধা নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'ঝুঁকি নিয়ে শেয়ারগুলো কিনল অটো বারনেন। একটা শেয়ার ওঠা-নামা করল না, বাকি চারটে বিভিন্ন কারণে তুঙ্গে উঠে গেল। দশ দিনে বারনেনের লাভ হলো ন'হাজার পাউন্ড।'

'আশি ভাগ নিখুঁত,' বিড়বিড় করল আশরাফ, কুঁচকে আছে ভুরু। 'এ-ধরনের ব্যাপারে চান্স-এক্সপেক্টেশন-এর মাত্রা চিহ্নিত করা কঠিন, তবে চান্স থেকে সবচেয়ে বেশি যা আশা করা যায় ফলাফলটা তারচেয়ে অনেক ওপরে।'

'আমি শুধু আপনাকে বলতে পারি বিভিন্ন ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জে গত আঠারো মাস অত্যন্ত ভাল করেছি আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা গবেষণা করিনি, ফলাফল দেখেই সন্তুষ্ট থেকেছি। এর মধ্যে অনৈতিক কিছু আছে বলেও মনে হয়নি আমাদের। আশা করি আপনিও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।'

'বেঁচে থাকার এটা কোন প্রোডাকটিভ বা ইউজফুল উপায় হলো না,' স্পষ্ট করে বলল আশরাফ। 'তবে ব্যাপারটার বিরুদ্ধে এর বেশি কিছু বলার নেই। নীতি নয়, বিস্ময়কর গুণটি সম্পর্কে আগ্রহী আমি। এক্সট্রাসেনসরি পাওয়ার আজ পর্যন্ত কেউ সরাসরি নিজের উপকারে লাগাতে পেরেছে বলে শুনিনি।'

'তাই নাকি!'

'কারণ নিজের উপকারের জন্যে আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছেন; এই চেতনা আপনার ভেতর ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টি করবে, ফলে আপনার এক্সট্রাসেনসরি পাওয়ার কোন কাজ করবে না। এটা সাধারণ নিয়ম। আমরা দেখেছি, সবচেয়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যায় সাবজেক্ট যখন নির্লিপ্ত থাকে।'

'কমপ্লিটলি রিল্যাক্সড?'

'হ্যাঁ। ওটাও একটা শর্ত।'

'আই সী। লুসিফার যে আগের মত নিখুঁত কাজ করছে না, এটাই বোধহয় তার কারণ।'

'আগের মত নিখুঁত নয়?'

'সেজন্যেই তো আপনাকে চিঠি লিখলাম, মি. চৌধুরী। এখনও ভাল ফলাফল পাচ্ছে সে, কিন্তু আগের মত ভাল নয়। তার আরও অবনতি হতে পারে ভেবে উদ্বেগের মধ্যে আছি আমরা।'

'আমি কি করব বলে আশা করেন আপনি?'

'লুসিফারকে স্টাডি করুন। পরীক্ষা করুন। জানতে চেষ্টা করুন তার

সাফল্যের হার কেন কমে যাচ্ছে।'

'শেয়ার প্রাইসের ব্যাপারে তাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না—কিংবা জন্ম, মৃত্যু বা বিয়ের ব্যাপারে। আমি শুধু কন্ট্রোলড টেস্ট করতে পারি। এ-ধরনের ব্যাপারে সাধারণ যে-সব ল্যাবরেটরি টেস্ট করা হয় আর কি।'

'কিন্তু আপনি যদি তার জেনারেল পারফরম্যান্স আরও ভাল করার কোন উপায় বের করতে পারেন, সেটা ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে না কি?'

'বোধহয়।'

'ব্যস, এইটুকুই চাই আমরা।'

'আরেকটা কথা। লুসিফার কি সহযোগিতা করবে? খোদ শয়তানকে কিভাবে আমি আমার সঙ্গে খেলার জন্যে রাজি করাব?'

'সে যাতে সহযোগিতা করে সেদিকটা আমি দেখব,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'অবশ্যই তার ওপর জোর খাটানো যাবে না। তবে কখন কি করতে চান আমাকে আপনি আগে জানাবেন, যেভাবেই হোক আমি তার ভ্রান্তির মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে দেব। যা সে করছে তা প্রিন্স অভ ডার্কনেস হিসেবে করারই কথা, এটা বিশ্বাস করানোর ব্যাপার আর কি। ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল আশরাফ, চিন্তা করছে। ডা. হোল্ডিং, অটো দম্পতি, রীড কোয়েন, কাউকেই তার বিশেষ পছন্দ হয়নি। লুসিফারকে তারা ব্যবহার করছে বুঝতে পেরে খারাপই লাগছে তার। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারছে যে ওদেরকে তার অপছন্দ হবার কারণ রুচিগত, যুক্তিসঙ্গত নয়। আরামে ও সুখে থাকা দরকার লুসিফারের, তাকে রাখাও হয়েছে সেভাবে, যদিও কোন সন্দেহ নেই যে তার স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখছে ওরা।

তবে লুসিফার সম্পর্কে ডা. হোল্ডিঙের কথা যদি সত্যি হয়, তার সাইকিক গুণটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। হাতে তার কোন কাজও নেই, কাজেই সময় দেয়া যাবে। রানাকে নিয়ে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে সোহানা। নিজেকে তার ভীষণ নিঃসঙ্গও লাগছে।

তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এডগার হোল্ডিং, প্রায় যেন রুদ্ধশ্বাসে।

'ঠিক আছে,' বলল আশরাফ। 'ছদ্মবেশী পিশাচ হিসেবে ধাতস্থ হবার জন্যে ক'টা দিন সময় দরকার আমার। যখন লুসিফারকে বুঝতে পারব, আপনাকে জানাব। তারপর যদি তার সহযোগিতা আদায় করতে পারেন, দেখব কি করা যায়।'

সাত

সোহানার লন্ডন পেন্টহাউসের চওড়া টেরেসে বসে রয়েছেন মারভিন লংফেলো, নিচে আলোকিত পার্ক। রানার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। 'সিআইএ-কে অনুরোধ করেছিলাম, রীড কোয়েনের পুরো ফাইলটা ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। পড়ে

যা বুঝলাম, ওখানকার মাফিয়ার হিট-ম্যান অর্থাৎ খুনী ছিল সে, ওদের হয়ে সাধারণত আমেরিকার বাইরে কাজ সারত—ইউরোপ, মিডিল ইস্ট, ফার ইস্ট। ঘোরার মধ্যেই থাকত সে। বছর কয়েক আগে বিরাট এক ধকল যায় মাফিয়ার ওপর দিয়ে, রীড কোয়েন তখন ইউরোপে ছিল, ওখানেই থেকে যায়। কোন ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র থেকে তার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে সে।'

'সিআইএ তাকে খুঁজছে না?' জানতে চাইল রানা, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। রাত দশটা।

'না। অফিশিয়ালি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।'

কফির কাপে চুমুক দিল রানা। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ও সতেজ লাগছে ওকে। ওর দিকে তাকিয়ে বিএসএস চীফ ভাবলেন, বিশ্বাস করা কঠিন বাহাত্তর ঘণ্টারও কম সময় আগে কিউবার এক জেল থেকে একজন বন্দীকে ছিনিয়ে এনেছেন উনি, তারপর তাকে নিরাপদে বেরও করে এনেছেন দেশটা থেকে। উনি অবশ্য একা নন, সঙ্গে সোহানাও ছিলেন। কিউবায় গিয়ে কিভাবে কি করেছেন ওঁরা, ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি তাঁকে। তিনিও কিছু জিজ্ঞেস করেননি। ওঁরা শুধু জানিয়েছেন, অগাস্টিনো আগাসী ওঁদের কাছে মুখ খুলেছে। খুন করার প্রস্তাবটা যে লোক দেয় তাকে, তার পিছনের লোকটাকে সে চিনে ফেলে।

লোকটার নাম রীড কোয়েন।

'রীড কোয়েনের একটা ফাইল রানা এজেন্সিতেও আছে,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আপনি যতটুকু বললেন, তারচেয়ে কিছু বেশি তথ্য আছে ওটায়, তবে খুব বেশি নয়। ভাল কথা, চিঠিগুলো—হুমকি আর ডেথ-লিস্ট—কোথা থেকে পোস্ট করা হয়েছে?'

'সংশ্লিষ্ট দেশের রাজধানী বা বড় শহর থেকে। ব্রিটিশ সরকারকে লেখা চিঠিগুলো পোস্ট করা হয়েছে সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে। সেই রকম ফ্রান্সের ও জার্মানীর বেলায় প্যারিস ও বন থেকে। এ-কথা কেন জানতে চাইছেন?'

'রীড কোয়েনকে খুঁজে বের করতে হবে। ওগুলো পোস্ট করার ব্যাপারে সে যদি দায়িত্ব পালন করে থাকে, তাহলে একটা ক্লু পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।'

'কিভাবে?'

'জানি, আগেও পোস্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট চেক করে দেখা হয়েছে, কোন লাভ হয়নি। কিন্তু তখন আমরা রীড কোয়েনকে খুঁজছিলাম না। চিঠিগুলো সে নিজের হাতে পোস্ট করেছে এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই, কারণ কয়েক মাস পরপর বিভিন্ন দেশে পোস্ট করা হয়েছে ওগুলো। আমি ধরে নিচ্ছি তার হয়ে কাজগুলো অন্য একদল লোক করেছে।'

'তারা জানবে। বিপজ্জনক নয়?'

'তারা লোক কেমন, তার ওপর নির্ভর করে। আমাদের ফাইল বলছে, রীড কোয়েনের স্বভাব অনেকটা নাবিকদের মত। নাবিকদের যেমন প্রতিটি বন্দরে একটা করে মেয়ে থাকে, রীড কোয়েনের সেই রকম একটা করে মেয়ে আছে প্রতিটি বড়

শহরে। তারা বেশিরভাগই সুন্দরী। খুব বেশি বুদ্ধিমতী নয়, তবে বিশ্বস্ত।'

'বলে যান।'

'বেছে বেছে এমন সব মেয়েকে পটিয়েছে রীড কোয়েন, উত্তেজনা পাবার জন্যে যারা শুধু নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর স্বভাবের পুরুষকে ভালবাসে।'

'অর্থাৎ বলতে চাইছেন সব বড় শহরে একটা করে বিশ্বস্ত মেয়ে আছে তার, সীল করা চিঠিগুলো বড় একটা এনভেলাপে ভরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় সে। মেয়েগুলো বড় এনভেলাপটা খোলার সময় হাতে দস্তানা পরে নেয়, তারপর ভেতরের চিঠিগুলো পোস্ট করে। এই তো?'

'বেশিরভাগ চিঠি এভাবেই পোস্ট করায় সে, আমার ধারণা। অন্যান্য উপায়ও থাকতে পারে।'

'কিন্তু মেয়েগুলো কৌতূহলী হবে না?'

'এরা অন্তত নয়। তাছাড়া, রীড কোয়েনের বেলায় নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মারভিন লংফেলো, তারপর জানতে চাইলেন, 'আমাকে আপনি কি করতে বলেন, মি. রানা?'

'কিছুই না। যা করার সোহানাই করছে।'

'সোহানা করছেন মানে?' বিস্মিত হলেন বিএসএস চীফ। 'মেয়েগুলোকে কিভাবে তিনি খুঁজে বের করবেন?'

'রীড কোয়েন লন্ডনে এলে যে মেয়েটির কাছে থাকে তার নাম আছে আমাদের ফাইলে,' বলল রানা। 'রোমে যে মেয়েটার কাছে ওঠে সে, তারও নাম আছে। প্রথমে লন্ডনের মেয়েটাকে পরীক্ষা করছে সোহানা। কাল রাতে তাকে দেখে এসেছে একটা নাইটক্লাবে, ওখানে সে নাচে।'

'মাই গড, এতদূর এগিয়ে গেছেন! কিন্তু সোহানা কি মেয়েটাকে কথা বলাতে পারবেন?'

'কথা বলানোর দরকার হলে পারবে। তার আগে মেয়েটার ফ্ল্যাট চেক করে দেখবে ও। এই মুহূর্তে সেই কাজই করছে বলে আমার ধারণা।'

'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল,' মুচকি হেসে বললেন মারভিন লংফেলো। টেরেস থেকে নিচের পার্ক ও রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সোহানার রোলস রয়েস পার্কের ভেতর থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

প্রৌঢ় বাটলার ফেং-ও কোথাও থেকে লক্ষ করেছে গৃহকর্ত্রীর আগমন, তাড়াতাড়ি আরেক প্রস্থ কফি দিয়ে গেল সে টেরেসে। সোহানা এল, যেন উজ্জ্বল অথচ কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়ল টেরেসে। সাধারণ কাপড় পরেছে ও, সাদা শার্ট ও সাদা ট্রাউজার, পায়ে সাদা জুতো। কোন মেকআপ ব্যবহার করেনি, না কোন অলঙ্কার, এমন কি হাতে একটা ব্যাগও নেই। 'হাই, রানা,' মৃদু হেসে বলল ও, হ্যান্ডশেক করল বিএসএস চীফের সঙ্গে। তারপর ট্রাউজারের ব্যাক পকেট থেকে বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করল, চার ভাঁজ করা। একটা মেয়ের নাম ও লন্ডনের ঠিকানা লেখা রয়েছে এনভেলাপে, স্ট্যাম্পটা জার্মানীর। এনভেলাপটা ছুরি দিয়ে কাটা।

রানার পাশে একটা চেয়ারে বসল সোহানা। 'মেয়েটার নাম ভ্যানেসা।

নাইটক্লাবে নাচতে গেছে, এই সুযোগে তার ফ্ল্যাট সার্চ করি আমি। এই এনভেলাপটা ছাড়া নেয়ার মত আর কিছু দেখলাম না।'

হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নিল রানা।

'শেষবার ওরা মুক্তিপণ সংগ্রহ করেছে নর্থ সী থেকে,' আবার বলল সোহানা। 'আর এনভেলাপের পোস্টমার্কে যে তারিখ লেখা রয়েছে, শেষ হুমকিগুলো পাঠানোর দিন কয়েক আগের তারিখ ওটা।'

রানার হাত থেকে এনভেলাপটা নিয়ে পোস্টমার্কটা দেখলেন মারভিন লংফেলো। অত্যন্ত স্পষ্ট।

সিলট।

'সিলট—ফ্রিজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটা, তাই না?' মুখ তুললেন বিএসএস চীফ।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুব ছোট। সরু আর লম্বা। ডেনমার্ক আর জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি, উপকূল থেকে অল্প খানিক দূরে। ধনী লোকেরা ওখানে ছুটি কাটাতে যায়।'

'উপকূলে কি কোন ধরনের সাবমেরিন লুকিয়ে রাখার সুবিধে আছে?'

'না,' এবারও জবাব দিল রানা। 'ওটা একেবারে সমতল। পশ্চিম উপকূলে লাল কিছু পাহাড় আছে বটে সাগরের কোল ঘেঁষে, তবে সাবমেরিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বেশিরভাগটাই সমতল সৈকত, তারপর বালিয়াড়ি। সিলট-এ গেছি আমি, ন্যুডিস্ট ক্যাম্প আছে।'

'আমরা কিছু পেলাম কি?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো। 'আমরা আসলে ওদের আস্তানা খুঁজছি, তাই না? যেখান থেকে অপারেশন পরিচালনা করে ওরা।'

'ঠিক তা নয়,' বলল সোহানা। 'আমরা আসলে রীড কোয়েনকে খুঁজছি। কিছু কিছু ওয়ার্নিং লেটার ভ্যানেসাকে দিয়ে পোস্ট করায় সে, আমাদের ধারণা। রীড কোয়েন যেখানে আছে সেখান থেকে ওগুলো ভ্যানেসার কাছে পাঠানো হয়, সম্ভবত।'

এনভেলাপটা নাড়াচাড়া করছেন মারভিন লংফেলো। চিন্তা করছেন রানা ও সোহানার প্রায় অবিশ্বাস্য থিওরি নিয়ে।

মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী।

'দুঃখের বিষয় আমরা কেউ সাইকিক নই,' অবশেষে বললেন তিনি। 'নই যখন, আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন সিলট-এ একটা চক্কর দিয়ে আসুক।'

ওয়েস্টারল্যান্ড, সাগর সৈকত।

ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে সৈকত, ঢালের মাথায় কাঠের পাটাতন। খানিক দূরে তারের বেড়া দেখা যাচ্ছে, অত্যধিক গরম পড়ায় ওদিকটায় যারা আছে তাদের কারও পরনে কোন কাপড় নেই। পাটাতনের ওপর দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে রানা।

ন্যুডিস্ট ক্যাম্পের দিকে যাবে না রানা। অন্যতম কারণ, মাস ন্যুডিটি ওর পছন্দ নয়। ওর অনুভূতি হলো, ব্যাপারটা চক্ষুপীড়াদায়ক। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থা খুব

কম লোকেরই সৌন্দর্য বাড়ায়। আদর্শ দৈহিক কাঠামো দুর্লভ বস্তু।

তবে বেড়ার ভেতর দিকে এই মুহূর্তে একটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে। মাথাভর্তি সোনালি চুল, কিশোরীই বলা চলে—এখনও বোধহয় সতেরো পেরোয়নি। বীচ বল ধরার জন্যে লাফ দিচ্ছে।

এক-আধ মিনিটের জন্যে দাঁড়াতে পারত রানা, লোভ-লালসার বশবর্তী না হয়েও দেখতে পারত মেয়েটিকে, কারণ এত অল্পবয়েসী মেয়ে ওকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু দাঁড়াল না—রুচিতে বাধল, হাতে সময়ও নেই। পা চালিয়ে সৈকতের আরেক অংশে চলে এল ও, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বালির ওপর।

তোয়ালে মোড়া ফোমের ওপর শুয়ে রয়েছে সোহানা, পাশে একটা বীচব্যাগ। পরনে এক প্রস্থ কালো সুইমস্যুট। এলো চুল, ঘাড়ের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো।

ওর পাশে বসে পড়ল রানা। পরে আছে হাতে সেলাই করা স্ল্যাকস, দামী শার্ট।

'তোমার নিশ্চই গরম লাগছে,' বলল সোহানা। 'ইচ্ছে হলে সাঁতরাতে পারো। ধরেই নিচ্ছি, এজেন্ট লোকটাকে তুমি মুগ্ধ করতে পেরেছ।'

'সাঁতরানোর সময় নেই, সোহানা,' বলল রানা। তাড়াতাড়ি উঠে বসল সোহানা, ওর দিকে তাকিয়ে। 'ভাগ্যটা আমার খুবই ভাল।'

'রীড কোয়েনকে পেয়েছ?'

'সম্ভবত। এজেন্ট লোকটা ওয়েনিংস্টেড-এর বিশাল বাড়িটা ভাড়া নেয়ার প্রস্তাব দিল আমাকে। ওটার নাম হাউস লুবিগো। মালিক এক দক্ষিণ আমেরিকান, জীবনে কখনও আসেনি এদিকে। ছ'মাস হলো একদল লোক ভাড়া আছে ওখানে। পাঁচজন পুরুষ, এক মহিলা, ঠিকা কাজ করার জন্যে একজন স্টাফ। পুরুষদের মধ্যে একজন নতুন এসেছে।'

'পুরুষদের বর্ণনা পেয়েছ? তাদের কারও চেহারা রীড কোয়েনের সঙ্গে মেলে?'

'ওদের দু'একজনকে সম্ভবত চিনি, এ-কথা বলে এজেন্টের কাছ থেকে চেহারার কিছু কিছু বর্ণনা আদায় করেছি। একজনকে রীড কোয়েন বলেই মনে হলো। তবে বাড়িটা ভাড়া করা হয়েছে অন্য এক নামে, অটো বারনেন। ওহ্, আরেকটা লোক ছিল! দুই কি এক হপ্তা আগে চলে গেছে।'

'এজেন্ট তোমাকে বাড়িটা ভাড়া নিতে বলছে?'

'ভাড়াটেরা আজই চলে যাচ্ছে, কাজেই কালই আমরা ওখানে উঠতে পারি। চিন্তা করে দেখি বলে চলে এসেছি।'

'সর্বনাশ, আজই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, হাতে সময় পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কিভাবে যাচ্ছে ওরা জানতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'মানে···

মাথা নাড়ল রানা, কি যেন চিন্তা করছে। গাড়ি করে এয়ারপোর্টে যেতে পারে দলটা, যেতে পারে রেলস্টেশনে। ট্রেনে করে গেলে হিন্ডেনবার্গ কজওয়ে ধরে নিয়েবুল-এ যাবে। কিংবা লিস্ট থেকে সী ফেরি ধরবে। 'ধরা যাক এই দলটাকেই খুঁজছি আমরা। তারমানে আবার ঘাঁটি বদল করছে ওরা। ছ'নম্বর লোকটা অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে আগেই চলে গেছে।'

'সেইরকম মনে হচ্ছে,' বলল সোহানা।

'এখন আমাদের একটাই কাজ করার আছে,' বলল রানা। 'লিস্ট রোড ধরে এগোই চলো, তারপর বালিয়াড়ির আড়াল নিয়ে বাড়িটার দিকে চোখ রাখি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

'রীড কোয়েন তোমাকে বোধহয় চেনে, রানা।'

'হ্যাঁ, চেনে, ছবি দেখেছে।'

'তাহলে আমাকেই যেতে হবে।'

'গেলে। তারপর?'

'ওদের সঙ্গে কথা বলি। সুযোগ পেলে ভেতরটা ঘুরেফিরে দেখি। ভাগ্য ভাল হলে কোথায় উঠে যাচ্ছে জানতে পারব।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তরপর বলল, 'ঠিক আছে। দূর থেকে তোমার ওপর নজর রাখব আমি। কিন্তু মনে রেখো, স্রেফ ওদের সেট-আপ সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার জন্যে যাচ্ছ তুমি। কোন ঝুঁকি নেবে না। তুমি ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়। তোমাকে আমি কতক্ষণ সময় দেব?'

'কোন অঘটন ঘটবে বলে মনে হয় না। তবু যদি এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে না আসি, ধরে নেবে বিপদে পড়েছি,' বলল সোহানা।

হাউস লুবিগো বিশাল একটা বাড়ি, ঢালু ছাদের নিচে প্রতিটি জানালা হয় বন্ধ নয়তো ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা। এক জোড়া বালিয়াড়ির মাঝখানে ইঁট-বাঁধানো রাস্তা, অলস পায়ে হাঁটছে সোহানা। গাঢ় রঙের স্ল্যাকস ও ক্রীম কালারের টিউনিক পরেছে, গলাটা গোল। টিউনিকটা ঢিলেঢালা, ওর নিতম্বের কয়েক ইঞ্চি নিচে নেমে এসেছে। ওটার নিচে লুকানো রয়েছে কোল্ট পয়েন্ট থারটি-টু। হাতে ঝুলছে একটা হ্যান্ডব্যাগ।

বাড়ির কোণটা ঘোরার পর খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দেখতে পেল ও। সিঁড়ির ধাপগুলো নেমে এসেছে বালিময় পথে, পথটা শেষ হয়েছে চওড়া একটা টেরেসে। বাড়িটা এখন ওর ডান দিকে, বাম দিকে দেখা যাচ্ছে ছোট খাঁড়ি, পাথরের নিচু স্তূপ ও বালিয়াড়ি দিয়ে ঘেরা। টেরেস থেকে সাগরে নামার জন্যে কাঠের একটা সিঁড়িও আছে।

শক্ত-সমর্থ, পেশীবহুল এক লোক হাতে একটা সুটকেস নিয়ে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির পাশে সুটকেসটা নামাল সে, ভেতরে ঢোকার জন্যে ঘুরতে যাবে, সোহানাকে দেখে থমকে গেল। ফটোটা পাঁচ বছর আগে দেখলেও, রীড কোয়েনকে চিনতে পারল সোহানা। ঘোরার সময় হাতের জ্যাকেটটা ফেলে দিচ্ছে সে, দেখে বুঝতে পারল বাঁ বগলের নিচে হোলস্টার রয়েছে।

রীড কোয়েনের গলায় রাজ্যের সন্দেহ, 'কে আপনি?'

সোহানার ঠোঁটে বিনয়ের হাসি, থামল রীড কোয়েনের সামনে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'এক্সকিউজ মি, প্লীজ। আমি এজেন্সি থেকে এসেছি।'

'এজেন্সি থেকে?' রীড কোয়েনের চোখ দুটো সামান্য সরু হলো। 'কিন্তু আমরা তো ইতিমধ্যে একটা এজেন্সিকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি।'

কৌশলটা দ্রুত বদলে ফেলল সোহানা। 'সত্যি দুঃখিত। আমি আসলে বুঝিয়ে বলতে পারিনি। এজেন্সির লোক নই। ওরাই আমাকে পাঠিয়েছে। হের বারকেইনহেইমার-এর সেক্রেটারি আমি, তাঁর তরফ থেকে দেখতে এসেছি বাড়িটা। উনি বাড়িটা ভাড়া নিতে চান। আমার নাম মিরানডা।'

সোহানার শরীরে চোখ বুলাল রীড কোয়েন। 'আমরা জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত, সুন্দরী। চলে যাচ্ছি, দেখছ না? তুমি বরং কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'হের বারকেইনহেইমার বলেছেন, অবশ্যই আজ রাতে তাঁকে আমার টেলিফোন করতে হবে।' উদ্বিগ্ন দেখাল সোহানাকে। 'বাড়িটা দেখিনি বললে তিনি আমার ওপর খেপে যাবেন।'

দাঁত বের করে হাসল রীড কোয়েন। 'ঠিক আছে…,' বলে সোহানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে, খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে ঘোরাল ওকে। 'তোমার বস্ রাগ করবেন, কেমন?' সোহানার কোমরে একটা হাত রাখল, সিঁড়ি বেয়ে কামরায় ঢোকার সময় হাতটা সরাল না।

নিজেকে সোহানা ছাড়াল না, তবে মুখে নার্ভাস হাসি ফুটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। 'হের বারকেইনহেইমার ধনী ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তিনি চান তাঁর কথা মত সব কিছু হবে। আপনি যদি দয়া করে বাড়িটা আমাকে দেখতে দেন, আপনাদের কাউকে আমি কোন ডিসটার্ব করব না।'

'তুমি আমাকে যখন খুশি ডিসটার্ব করতে পারো, সুন্দরী,' বলে হাতঘড়ির দিকে তাকাল রীড কোয়েন। রওনা হতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। কাজের মধ্যে ব্যাগগুলো শুধু নামানো। বাকি সব আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য অটো বারনেন ব্যাপারটা হয়তো পছন্দ করবে না…।

জাহান্নামে যাক বারনেন। সুন্দরী মেয়েটাকে বাড়িটা দেখানোর মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। মাত্র এক ঘণ্টার ভেতর ওকে পটিয়ে ফেলা সম্ভব বলে মনে হয় না, তবে গায়ে-গতরে হাত বুলালে আপত্তি করবে না। খানিকটা মজা পাওয়ার সুযোগ কেন সে ছাড়বে?

সোহানার দিকে তাকিয়ে থাকল রীড কোয়েন। 'তুমি তাহলে তোমার বসকে ভয় পাও?'

'উনি একটু, কি বলা যায়…সামান্য কড়া।'

'তোমার মত সুন্দরী মেয়ের জানা উচিত কিভাবে কড়া লোককে নরম করতে হয়।'

হেসে উঠে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, ভঙ্গিটার মধ্যে সূক্ষ্ম প্ররোচনা থাকল। রীড কোয়েনের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে ও। বাড়িটা ওকে দেখতে দিতে তার আপত্তি নেই, বিনিময়ে গায়ে হাত দেয়ার সুযোগ করে নিতে চেষ্টা করবে। বোঝাই যাচ্ছে, দেখার মত কিছু নেই বাড়িটায়, সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে দলের অন্যান্য লোকদের চেহারা দেখার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। আর সুযোগসন্ধানী রীড কোয়েন সঙ্গে থাকলে, কোথায় যাচ্ছে ওরা তার একটা আভাসও পেয়ে যেতে পারে ও।

অস্ত্রটা নিয়ে এসেছে বলে নিজেকে তিরস্কার করল সোহানা। সব সময় সতর্ক

থাকতে হবে, রীড কোয়েন যাতে ওটার অস্তিত্ব টের না পায়। প্রথম সুযোগেই বাথরুমে যেতে চাইবে ও, গানবেল্টটা খুলে ব্যাগে ভরে নেবে। 'খুব খুশি হই আপনি যদি বাড়িটা আমাকে একবার দেখতে দেন,' বলল ও।

'ঠিক আছে। এদিকে।' কামরার দূর প্রান্তের দরজার দিকে এগোল রীড কোয়েন। দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল আশরাফ। সামান্য কৌতূহল নিয়ে সোহানার দিকে তাকাল সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল না। তার চোখ রীড কোয়েনের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে, ঝট করে আবার ফিরে এল সোহানার ওপর। অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে।

'ওরে আমার খোদা!' বলল আশরাফ। 'সোহানা! প্রথমে তোমাকে আমি চিনতেই পারিনি। তুমি এখানে কি করছ?'

সবেগে সোহানার দিকে ফিরল রীড কোয়েন। তাকে ছাড়িয়ে আশরাফের দিকে চলে গেল সোহানার দৃষ্টি, আগের মতই সামনে বাড়ছে, ঠোঁটে ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি। 'প্লীজ, কি বললেন?' ধোঁকা দেয়ার আশাটা জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। আশরাফ ওর নাম উচ্চারণ করেছে, রীড কোয়েন তা শুনেছে। রীড কোয়েনের আর কিছু দরকার নেই, নামটাই যথেষ্ট। তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মন্থরতা বলেও কিছু নেই। হাতটা বিদ্যুৎগতিতে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে ছুটে গেল। অথচ সোহানার অস্ত্র এমন এক জায়গায় রয়েছে যে দ্রুত বের করা সম্ভব নয়।

কোয়েনের সামনে আশরাফের দিকে এখনও তাকিয়ে রয়েছে সোহানা, আরও এক পা এগোল ও, তারপর এক পায়ে ভর দিয়ে সামান্য ঘুরল, অপর পা-টা বিদ্যুৎবেগে চালাল ওপর দিকে। কোয়েনের সোলার প্লেক্সাসে ঢুকে গেল পায়ের আঙুলগুলো। দুর্বোধ্য আওয়াজ করল সে, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, হাতটা পৌঁছতে পারল না অস্ত্র পর্যন্ত।

এক হাত দিয়ে কোয়েনকে ঠেক দিল সোহানা, পতনটা যাতে নিঃশব্দে হয়; একই সময়ে অপর হাত দিয়ে তার ঘাড়ের পাশে ঘুসি মারল।

অসাড় হয়ে গেল রীড কোয়েন, মেঝেতে শুইয়ে দিল সোহানা তাকে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে আশরাফ। বিস্ময়ে ও রাগে হিসহিস করে উঠল সোহানা, 'এখানে কি ঘটছে তুমি জানো, আশরাফ?'

'ঘটছে?' একটা ঢোক গিলল আশরাফ। 'কি ঘটছে? ফর গডস সেক, কি বলতে চাও?'

ঝুঁকে রীড কোয়েনের শার্টটা সরাল সোহানা, বেরিয়ে পড়ল একটা কোল্ট কমান্ডার সেভেন শট পয়েন্ট ফরটিফাইভ আটোমেটিক সহ হোলস্টারটা। বোকার মত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল আশরাফ; আরও বিস্মিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে।

দ্রুত চিন্তা চলছে সোহানার মাথায়। আশরাফের বিস্ময় ভান, এটা বিশ্বাস করা যায় না। এখানে তার উপস্থিতির কারণ যাই হোক, এখানকার সেট-আপ সম্পর্কে কিছুই জানে না। রীড কোয়েন যে কাজে জড়িত, আশরাফ সেই একই কাজে জড়িত হতে পারে না। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত ভাবল। রীড কোয়েন জ্ঞান হারিয়েছে, অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্যে। ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির আরও একটু

ভেতরে ঢুকতে পারে ও, বিপদ এলে সামলাবে। এখানে কি ঘটছে তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। তবে আশরাফ সম্ভবত অনেক কিছু জানে। আসল সত্য জানে না, তবে এখানকার লোকজনকে চেনে, তাদের আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে, হয়তো বলতে পারবে কোথায় তারা যাচ্ছে। কোথায় ও কিভাবে।

কোয়েনের অস্ত্র দেখে মাথা নেড়েছে আশরাফ, তারপর মাত্র এক সেকেন্ড পেরিয়েছে। সিধে হলো সোহানা, বলল, 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে, আশরাফ। যে-পথে এসেছি আমি, বাড়িটার কোণ ঘুরে। বাড়ির বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত আমার ঠিক পিছনে থাকো। যদি বলি দৌড়াও, বাঁ দিকের বালিয়াড়ি লক্ষ্য করে ছুটবে, যতক্ষণ পারো।' আশরাফের চোখে অসংখ্য প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে। সোহানা তাকে মুখ খুলতে না দিয়ে আবার বলল, 'পরে সব আমি ব্যাখ্যা করব।' ঘুরল ও, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর দিকে এগোল।

মাত্র তিন পা এগিয়েছে সোহানা, এই সময় পিছন থেকে ছোট ও নরম একটা শব্দ হলো, তারপরই শোনা গেল একটা কাতর ধ্বনি। চরকির মত আধ পাক ঘুরল ও।

ওর দিকে মুখ করে মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে আশরাফ। ধীরে ধীরে একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল সে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক তরুণ, গাঢ় রঙের স্ল্যাকস ও সাদা শার্ট পরা। তার মুখ ও হাত সোনালি, ছোট করে ছাঁটা চুল চকচকে কালো। বয়স খুবই কম তার, কিশোরই বলা যায়, তবে এত সুদর্শন যে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। সুদর্শন ও সুপুরুষ।

ঠিক খোলা দরজার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, এইমাত্র ঘুসিটা মারার পর মুঠোটা এখনও আলগা করেনি। তার চেহারায় উত্তেজনা বা সতর্কতার লেশমাত্র নেই। নীল চোখ দুটো সম্পূর্ণ শান্ত।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো সোহানার, এই তরুণ বিপজ্জনক নয়। যদিও তা অসম্ভব। দোরগোড়া থেকে এগোল সে, আশরাফকে পাশ কাটাল, পাশ কাটাল রীড কোয়েনকে, এগিয়ে আসছে সোহানার দিকে। ঠোঁটে হাসি, যেন খুব মজা পাচ্ছে।

'একজন বিদ্রোহী,' সকৌতুকে বলল সে। 'আমার রাজ্যে নগণ্যদের একজন বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছে। আমার একজন ভৃত্যকে আঘাত করে ধরাশায়ী করেছে। তুমি খুব সাহসী রমণী।'

নিজেকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই নেই তার মধ্যে। সাবলীল ভঙ্গিতে এগোল সোহানা, ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল, ভান করল তলপেটে মারবে, কিন্তু মারল মুখে। মারল, কিন্তু লাগল না। মুখের সামনে লুসিফারের হাত আগেই পৌঁছে গেছে, ঠেকিয়ে দিল আঘাতটা।

সারা শরীরে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল সোহানা, বুঝতে পেরেছে তরুণ প্রতিপক্ষ অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে নড়ে ওঠেনি। সে নড়ে উঠেছে ঘুসিটা মারার আগেই। তার অপর হাতটা লম্বা হলো ওকে ধরার জন্যে। ঝট করে সহজেই নাগালের বাইরে সরে এল সোহানা, তারপর আবার আঘাত করল—চোয়ালের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাত লক্ষ্য করে।

কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে আশরাফ, চোখ দুটো খোলা। তার জ্ঞান আছে, তবে চিৎকার রত মনের নির্দেশ পেশীগুলো মানছে না। যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখছে সে। দু'বার আঘাত করেছে সোহানা, অত্যন্ত দ্রুতবেগে, কিন্তু দু'বারই আঘাতগুলো লক্ষ্যে পৌঁছুবার আগে ঠেকিয়ে দিয়েছে লুসিফার। কয়েকবারই আঘাত করার মিথ্যে ভান করল সোহানা, প্রতিবার সেগুলোকে অগ্রাহ্য করল লুসিফার। ব্যাপারটা যেন এরকম ঘটছে—লুসিফারের অনায়াস আত্মরক্ষামূলক নড়াচড়া চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে আঘাতগুলোকে, যেন কারণ সৃষ্টি হবার আগেই প্রতিক্রিয়া ঘটছে।

প্রিকগনিশন।

তৃতীয়বার আঘাত করল সোহানা, খপ করে ওর কব্জি ধরে ফেলল লুসিফার। তার হাতের ঝাঁকির সঙ্গে সামনে বাড়ল সোহানা, প্রতিপক্ষের উরুসন্ধি লক্ষ্য করে হাঁটু চালাল, খালি হাতের কিনারা দিয়ে মারল গলায়। কিন্তু পেশীবহুল একটা উরু উঠে এসে বাধা দিল সোহানার হাঁটুকে, কোপটাকেও প্রতিহত করা হলো। পরমুহূর্তে লুসিফারকে ল্যাং মারার চেষ্টা করল সোহানা, কিন্তু সরে গেল পা-টা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল ও, পা তুলে থেঁতলে দিতে চাইল লুসিফারের পায়ের আঙুলগুলো, একই সঙ্গে তার সোলার প্লেক্সাসে হাতের আঙুল বেঁধাবার চেষ্টা করল। কোনই লাভ হলো না, প্রতিটি আঘাত হয় ঠেকিয়ে দিল লুসিফার, নয়তো অনায়াসে এড়িয়ে গেল।

এখনও সেই আগের মতই হাসছে লুসিফার। খানিকটা বিস্মিত মনে হলো তাকে, নিজের নড়াচড়া সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। 'একজন বিদ্রোহী,' সকৌতুকে আবার বলল সে। বিশাল হাতটা দিয়ে সোহানার গলা ও ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে আছে, সোহানার চালানো কনুইটাকে ঠেকিয়ে দিল বাহু দিয়ে, তারপর ওর মাথার পাশে মুঠো করা হাত দিয়ে আঘাত করল।

ঘুসি মেরেই সোহানাকে ছেড়ে দিল লুসিফার, শরীরটা কাত হয়ে গিয়ে ছুটল একদিকে। আশরাফ দেখল দেয়ালে বাড়ি খেল সোহানা, ছিটকে এসে পড়ল রীড কোয়েনের কাছে। পরনের টিউনিক ভাঁজ হয়ে উঠে গেছে ওপরে, বেরিয়ে পড়েছে নগ্ন কোমর, নিতম্বের কাছে হোলস্টার সহ কোল্টটা দেখা যাচ্ছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে খানিকটা নড়ল আশরাফ, মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে, থরথর করে কাঁপছে হাত দুটো। বেসুরো গলায় বলল সে, 'লুসিফার···লুসিফার, শোনো···'

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল অটো বারনেন, পিছনে এডগার হোল্ডিং। বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

'প্রথম বিদ্রোহী,' বলল লুসিফার, তাকিয়ে আছে সোহানার দিকে, আনন্দে চকচক করছে চোখ। 'কল্পনা করো। নগণ্যদের মধ্যে প্রথম যে বিদ্রোহ করল সে একটা মেয়ে!' ইঙ্গিতে আশরাফকে দেখাল। 'এটা ওর সহকারী।' এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছে আশরাফ। এবার রীড কোয়েনের দিকে তাকাল সে। 'বিদ্রোহী মেয়েটা এমনকি আমার একজন ভৃত্যকে হারিয়েও দিয়েছে।'

চেহারা নীল হয়ে গেছে ডা: হোল্ডিঙের। এগিয়ে এসে সোহানার হোলস্টার

থেকে কোল্টটা বের করে নিল সে, সিধে হয়ে জানতে চাইল, 'কে ও?' কর্কশ গলা, তাকিয়ে আছে অটো বারনেনের দিকে।

'আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, মি. হোল্ডিং।' মৃদু খটখট আওয়াজ তুলে সামনে বাড়ল অটো বারনেন, ঝুঁকে ভাল করে তাকাল সোহানার দিকে, তাকে আগের চেয়েও হাড়সর্বস্ব দেখাচ্ছে, গাল দুটো যেন ভেঙে গেছে আরও। 'সম্ভবত মি. আশরাফ চৌধুরী বলতে পারবেন। কিংবা মি. কোয়েন, জ্ঞান ফেরার পর। অস্ত্রটা আমি ধরছি, আপনি খানিকটা ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসুন। আমি আরও প্রস্তাব করছি, সুজানিকে একটা স্মেলিং-বটল আনতে বলা হোক, তবে তাকে বলবেন সে যেন নিজেকে উদ্বিগ্ন হতে না দেয়।'

অস্ত্রটা হাতবদল করল ডা. হোল্ডিং, মাথা ঝাঁকিয়ে লুসিফারের দিকে ইঙ্গিত করল। উত্তরে মাথা ঝাঁকাল অটো বারনেনও, তারপর বলল, 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি, লুসিফার, এই বিদ্রোহী মেয়েটাকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব আমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনার আর কষ্ট করার কোন দরকার নেই। আপনি সম্ভবত···মানে, সুজানির সঙ্গে দুটো কথা বলে আরাম পেতে চাইছেন।'

'না।' শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিল লুসিফার। একটা আর্মচেয়ারে বসে হেলান দিল সে, চোখ দুটো এখনও স্থির হয়ে আছে সোহানার দিকে। অটো বারনেন বা এডগার হোল্ডিংকে এই প্রথম সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল সে।

আট

একটা কাউচে শুয়ে রয়েছে সোহানা, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। ঘাড় ও মাথা ব্যথা করছে ওর।

মনে পড়ে যাচ্ছে সব। লম্বা-চওড়া সোনালি যুবক, মাথায় কালো চুল। ধস্তাধস্তি ও মারপিটটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল, তবে বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও অনুভব করছে শরীরে। সোনালি তরুণ মারামারিতে দক্ষ নয়। গতি দ্রুতই বলা যায়, তবে খুব বেশি দ্রুত নয়। অথচ প্রতিবার ওর চেয়ে আগে নড়ে উঠেছে সে।

চোখ খুলল সোহানা। একটা আর্মচেয়ারে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আশরাফ, হাত দুটো মাথার দু'পাশে দেয়ালে ঠেকিয়ে। রীড কোয়েনের জ্ঞান ফিরে এসেছে, একটা আর্মচেয়ারের হাতলে বসে রয়েছে সে, হাতে কোল্ট কমান্ডার, অত্যন্ত সতর্ক।

কামরায় আরও দু'জন লোক রয়েছে। একজনকে প্রকাণ্ডদেহী দৈত্যই বলা যায়। অপরজন প্রৌঢ়, হাড্ডিসার, পরনে ঢোলা কালো স্যুট। দৈত্যটার হাতে ওর কোল্ট পয়েন্ট থারটিটু। ইলেকট্রিক দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকাল সোহানা। মাত্র দশ মিনিট হয়েছে বাড়িটায় ঢুকেছে ও। আরও পঞ্চাশ মিনিট পর কিছু করার কথা ভাববে রানা। মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে মন থেকে সমস্ত উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে দিল ও। এখন শান্তভাবে অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক কি ঘটে।

হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে এক করল অটো বারনেন, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সামনে-পিছনে দোল খেতে শুরু করল। অস্বস্তিবোধ করছে সে, খানিকটা উদ্বিগ্নও। সেজন্যে যতটা না সুন্দরী মেয়েটির উপস্থিতি দায়ী তারচেয়ে বেশি দায়ী লুসিফারের অপ্রত্যাশিত ও আপোষহীন প্রত্যাখ্যান।

'উনি যে সোহানা চৌধুরী, তাতে এখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই,' বলল রীড কোয়েন। 'ওঁর ছবি অনেক বছর আগে দেখেছি, তাই প্রথমে চিনতে পারিনি। তবে মি. চৌধুরী ওঁর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আমার।'

'আপনি দুর্ভাগা হলেও, স্মরণ করতে পেরেছেন বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. কোয়েন,' বলল অটো বারনেন, লুসিফারের দিকে ফিরে সবিনয়ে দাঁত উন্মুক্ত করল। 'লুসিফার স্বয়ং যেমন বলছেন, ভদ্রমহিলা একজন বিদ্রোহী। কি করা উচিত ঠিক করার আগে আমাদের জানতে হবে কেন তিনি বিদ্রোহী করলেন।' সোহানার দিকে ফিরল সে। 'কেন আপনি এখানে এসেছেন?'

উত্তর দিল না সোহানা। অদ্ভুত বা বিদঘুটে কি যেন একটা ঘটছে এখানে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বোঝা যায় দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে অটো বারনেন, অথচ লুসিফারকে সমীহ করছে সে, যেন সে তার অধস্তন।

লুসিফার? এই নামটা ব্যবহার করার মানে কি? লুসিফার তো নরকের অধিপতি। সে যাই হোক। বাকি লোকগুলোর চেয়ে আলাদা সে। মন্দ ও ভয়ঙ্কর লোক হলো অটো বারনেন। এডগার হোল্ডিং দুর্বল ও বিপজ্জনক। রীড কোয়েন শক্তিশালী ও হিংস্র। তবে ওরা যাকে লুসিফার বলছে, এই ছেলেটা···তাকে ও ছেলে বলে ভাবছে কেন? তার চেহারার প্রায় অপার্থিব সরলতা দায়ী হতে পারে। কিন্তু এই সরলতা বা নিরীহ ভাবটুকু কি নির্ভেজাল?

আর বিদ্রোহ সম্পর্কে এ-সব কথার মানে কি?

এ-সবের মধ্যে আশরাফের ভূমিকা?

'সম্ভবত ভদ্রমহিলার হয়ে আপনি উত্তর দিতে পারেন, মি. চৌধুরী,' বলল অটো বারনেন।

মাথাটা অর্ধেক ঘোরাল আশরাফ, দেয়ালে হাত দুটো রেখেই। এখনও তাকে ম্লান লাগছে, তবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে সে। 'ওর কি উত্তর দেয়ার দরকার আছে?' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'অস্ত্র বের করতে যাচ্ছিল তো মি. রীড কোয়েন। প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনি আর আপনারা বন্ধুরা, মি. বারনেন।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর ডা. হোল্ডিং বলল, 'আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।'

'ইয়ট এসে পৌঁছুবে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর, মি. হোল্ডিং। তার আগে সিদ্ধান্ত নেয়ার যথেষ্ট সময় পাব আমরা। সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং তা কার্যকরী করার। ভাল কথা, মি. চৌধুরী সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যাখ্যা করবেন কি? যদি রাখি, উনি কি আমাদের কোন কাজে আসবেন?'

'যদি সহযোগিতা করেন।'

'সহযোগিতা উনি করবেন,' এমন আশ্বাসের সুরে কথাটা বলল অটো বারনেন,

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আশরাফের, ঘাড়টা আরও খানিক বাঁকা করে সোহানার দিকে তাকাল। সোহানার চেহারায় কোন ভাব নেই।

আবার জিজ্ঞেস করল অটো বারনেন, 'কে পাঠিয়েছে আপনাকে, মিস সোহানা?'

'কেউ না।'

'তা সম্ভব নয়।'

রীড কোয়েন বলল, 'না। সম্ভব। সোহানা চৌধুরী সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, কেউ তাঁকে কোথাও পাঠায় না। একাই নিজেকে একশো বলে মনে করেন, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বেপরোয়া। তবে মাসুদ রানা আশপাশেই কোথাও থাকবেন। যদি কোন দল তৈরি হয়ে থাকে, শুধু ওঁদের দু'জনকে নিয়ে। এটাই ওঁদের নিয়ম।'

'তাহলে আপনি বলছেন—,' লুসিফারের দিকে একবার তাকাল অটো বারনেন, 'আর কিছু বিবেচনা না করে মিস চৌধুরীকে আমরা নিচের স্তরে পাঠিয়ে দিতে পারি, মি. কোয়েন?'

'অবশ্যই। তবে মাসুদ রানার জন্যে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।'

'একটু পরই চলে যাচ্ছি আমরা, কোন সূত্র না রেখে। আমার ধারণা, মিস চৌধুরীকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল কোয়েন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুসিফার, কঠিন কর্তৃত্বের সুরে বলল, 'না। ও এখানে, ওপরের স্তরেই থাকবে।'

দেঁতো হেসে, কঙ্কালসদৃশ্য হাত নেড়ে অটো বারনেন বলল, 'এটা এত ছোট ও নগণ্য একটা বিষয় যে আপনার মাথা ঘামানো সাজে না, লুসিফার। আপনার বিশ্বস্ত ও যোগ্য ভৃত্যদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন...'

'আমি আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছি, আসমোডিয়াস,' লুসিফার কথা বলছে হুকুমের সুরে। সোহানার দিকে তাকাল সে, মিষ্টি হাসি বেরিয়ে এল ঠোঁটে। 'ছোট ও নগণ্য বিষয়? আরে না। মেয়েটি প্রথম বিদ্রোহী। ওর সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে। আমিও বিদ্রোহী ছিলাম, মনে আছে?'

কারও মুখে কথা নেই।

লুসিফারের শান্ত দৃষ্টি অটো বারনেনের দিকে ফিরল। 'ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। আমাদের ভ্রমণসঙ্গিনী হবে ও, আসমোডিয়াস। আমি, লুসিফার, আমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ জারি করেছি।' দোরগোড়া পেরিয়ে চলে গেল সে।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাহুর ওপর মাথা নামিয়ে এনে কপাল ও ভুরুর ঘাম মুছল আশরাফ।

সরু, তীক্ষ্ণ গলায় অটো বারনেন নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'মিস চৌধুরীকে বিদায় করতেই হবে। আপনি লুসিফারকে যেভাবে হোক মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করুন, মি. হোল্ডিং।'

'আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়! ফর গডস সেক, কিভাবে কথা বলল আপনিও তা শুনেছেন, মি. বারনেন!'

'দয়া করে তার সামনে গডের নাম নেবেন না। ব্যাপারটা খুবই অসঙ্গত। এখন

শুনুন—আপনি আমাকে বলেছিলেন, যাই ঘটুক না কেন, ভ্রান্তির মধ্যে থেকেও নিজের নিয়মে ফেলে তা মেনে নেবে লুসিফার। কাজেই মিস চৌধুরী যদি গায়েব হয়ে যান, লুসিফার নিজেকে বোঝাবে যে সে-ই নির্দেশটা দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, বোঝাবে সে নিজেকে! এ-ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কিন্তু চাপ পড়বে প্রচণ্ড। এমনকি এতে করে তার সাইকিক পাওয়ার কিছু সময়ের জন্যে কাজ না-ও করতে পারে। তখন ভবিষ্যদ্বাণীর কি হবে?'

ভবিষ্যদ্বাণী। শব্দটা মনে গেঁথে নিল সোহানা। তারমানে ঠিক লাইনেই চিন্তা করেছে রানা। লুসিফার মতিভ্রমের শিকার, ধরনটা সম্পর্কে এখন খানিকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সাইকিক পাওয়ার রয়েছে তাহলে এই লুসিফারেরই। মারামারির সময় সে তার প্রমাণ দিয়েছে।

নতুন আরও অনেক তথ্য মনোযোগের দাবি রাখে। সে-সব মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অটো বারনেন ওকে খুন করার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয় দেখতে চাইছে সোহানা।

বাড়ির ভেতর কোন রক্তপাত ঘটতে দেবে না সে। খুন করতে হলে ওদের কাউকে ওর কাছাকাছি আসতে হবে। ওর পা দুটো এখনও মুক্ত। মুক্ত আশরাফও। পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠলে সে-ও হয়তো সাহায্য করবে। তবে রীড কোয়েনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে, দরকার হলে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না। এখন সবচেয়ে বড় ভরসা রানা···রায়টা যদি কোনভাবে দেরি করিয়ে দেয়া যায়।

'আপনি বলছেন মিস সোহানা বিদায় নিলে লুসিফারের সাইকিক পাওয়ারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে?' জানতে চাইল অটো বারনেন।

'হবেই,' ভয়ে কর্কশ শোনাল ডা. হোল্ডিঙের গলা। 'আমি জানি।'

'আমিও একটা ব্যাপার জানি,' বলল রীড কোয়েন। 'লুসিফার যা-ই চাক, মিস সোহানাকে আমরা সঙ্গে রাখতে পারি না। ভুলে যাবেন না কি ধরনের পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এমন কি ওখানে পৌঁছেও তাঁকে আমরা নিজেদের সঙ্গে রাখতে পারি না। সোহানা চৌধুরী মানে গোটা একটা গেরিলা বাহিনী। তাঁকে আপনারা কেউ চেনেন না, কিন্তু আমি চিনি। বিষধর সাপ একটা। কখন কি বিপদ ঘটিয়ে বসবেন টেরও পাবেন না।'

আধবোজা হয়ে গেল অটো বারনেনের চোখ, সামনে-পিছনে দোল খাচ্ছে। দু'চোখে ঘৃণা, সোহানার দিকে তাকাল এডগার হোল্ডিং, বলল, 'আচ্ছা, ওঁকে যদি ম্যাগনেশিয়াম ও সায়ানাইড স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হয়? তাহলে তো আর বিপদ ঘটাতে পারবেন না। মি. আশরাফ চৌধুরীকেও— সাবধানের মার নেই ভেবে।'

মট মট করে আঙুল মটকাল অটো বারনেন। 'আইডিয়াটা খুবই ভাল। কিন্তু স্ট্র্যাপ দ্রুত খুলে ফেলা যায়, যদি তার ওপর প্রতিটি সেকেন্ড নজর রাখা না হয়।' কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করল সে, জয়েন্টগুলো থেকে খটখট আওয়াজ বেরুচ্ছে। 'না, স্ট্র্যাপ বাদ। তবে আরও ভাল জিনিস আছে আমার কাছে।' ডা. হোল্ডিঙের দিকে ফিরল সে, চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'আশা করি আপনি আপনার বেসিক ট্রেনিং ভুলে যাননি, মি. হোল্ডিং। খানিকটা সার্জিক্যাল দক্ষতা দরকার হবে আমাদের।'

*

হাউস লুবিগোর উত্তরে, বালিয়াড়ির মাথায় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা, ওর সামনে বালিতে গাঁথা ধূসর রঙের পাথরের স্তূপ। গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে ও। খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। বাড়িটার পিছন দিকের পথের ওপর সোহানাকে ঠিক এক ঘণ্টা আগে দেখেছে ও। রীড কোয়েনের সঙ্গে কথা বলেছে সোহানা, তার সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে।

তারপর···কিছুই ঘটেনি। এই মাত্র দশ মিনিট আগে সত্তর ফুট লম্বা একটা ডিজেল ইয়ট নোঙর ফেলেছে ছোট্ট ল্যান্ডিং স্টেজ থেকে একশো গজ দূরে। তারপর পানিতে নামানো হয়েছে একটা আউটবোর্ড মোটর বোট। ল্যান্ডিং স্টেজ থেকে প্রথমবার ইয়টে পাঠানো হল অনেকগুলো সুটকেস, ওগুলোর সঙ্গে গেল প্রৌঢ়া এক মহিলা ও রীড কোয়েন।

মোটর বোটটা এখন ফিরে আসছে। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে গ্লাস অ্যাডজাস্ট করল রানা। বেরিয়ে এল সোহানা, দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্বস্তিবোধ করল ও। সোহানার পাশে এক সোনালি যুবক—মাথায় ছোট কালো চুল, দৈহিক কাঠামোর এক উৎকৃষ্ট নমুনা। ওদের পিছু পিছু আকেরজন লোক বেরিয়ে আসছে···।

কি! ও তো আশরাফ!

নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল রানা, ঠোঁট কামড়াল। বাড়িটার ভেতর আশরাফ ছিল? কিন্তু কেন? কিভাবে? এতদূর থেকে, চোখে বিনকিউলার থাকলেও, কারও মুখের ভাব বোঝা সম্ভব নয়; তবে আশরাফকে সাদাটে লাগছে। তার পিছু পিছু বেরিয়ে এল আরও দু'জন লোক। কালো স্যুট পরা একজন প্রৌঢ়, অসম্ভব রোগা। দ্বিতীয় লোকটার বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি, দৈত্যই বলা যায়, বগলের তলায় রয়েছে সোহানার হাতব্যাগ। লক্ষণ খারাপ।

চোখের পাতা থেকে ঘাম মুছে বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করল রানা, ছোট্ট দলটা ল্যান্ডিং স্টেজে নেমে যাচ্ছে। কেউ কথা বলছে বলে মনে হলো না। সোহানার হাত দুটো মুক্ত, কেউ ওর দিকে কোন অস্ত্রও ধরে রাখেনি।

কাতর নার্ভগুলোকে আরাম দেয়ার জন্যে বড় করে শ্বাস টানল রানা। অপেক্ষা করছে ও। ওর সাহায্য দরকার হলে সঙ্কেত দেবে সোহানা। ল্যান্ডিং স্টেজে পৌঁছে গেছে ওরা, মোটরবোট ওদের কাছাকাছি চলে আসছে। রানা যেখানে শুয়ে রয়েছে, সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সোহানা। দুটো হাতই একবার কোমরে রাখল ও, তারপর ডান হাতটা নামাল, ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল বাম দিকে, তারপর মাথাটা এমনভাবে ঝাঁকাতে শুরু করল যেন কানে পোকা ঢুকেছে। হাতটা আবার কোমরে তুলল ও, মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে। সবশেষে দুটো হাতই ভাঁজ করল বুকে।

অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকল রানা।

দু'মিনিট পর বোটে উঠে পড়ল চারজন, ইয়টের দিকে যাচ্ছে। ওরা পৌঁছুচ্ছে, পানি থেকে তুলে ফেলা হলো নোঙর। ছোট্ট গ্যাংওয়ে ধরে ওদেরকে উঠতে দেখল রানা। মোটর বোটটাও তুলে নেয়া হলো ইয়টে। ঘুরে গেল ইয়ট, সাবলীল ভঙ্গিতে রওনা হলো উত্তর দিকে।

ইয়টের গায়ে লেখা নামটা আরেকবার পড়ল রানা। সেভেন স্টার। সাগর আর

ওর মাঝখানে সারি সারি উঁচু বালিয়াড়ি রয়েছে, সেগুলোর আড়ালে পড়ল ইয়ট। চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল ও। চিৎ হলো, বাহু দিয়ে ঢাকল চোখ দুটো।

উত্তরে? অসলো? কোপেনহেগেন? নাকি ছোট্ট কোন বন্দর? বলা কঠিন। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ও রানা এজেন্সির সাহায্য নিতে হবে। বালির ওপর দাঁড়াল রানা, বালিয়াড়ির মাথা থেকে নেমে আসছে। গাড়িটা বেশ খানিক দূরে, সেদিকে দ্রুত পা চালাল। বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

সোহানাকে ওরা ওর চোখের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল। কিভাবে নিয়ে গেল জানে না ও। কিংবা কোথায় নিয়ে গেল বা কেন নিয়ে গেল। এ একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। নিজেকে অসম্ভব একা লাগছে রানার, একা ও অসহায়। সোহানা এরকম সঙ্কেত দিল কেন? স্পষ্ট সঙ্কেত, বুঝতে ভুল হবার প্রশ্ন ওঠে না। সোহানা ওকে জানিয়েছে, 'জীবনে এত বড় বিপদে আগে কখনও পড়িনি। তবে ফলাফল কি হতে যাচ্ছে নিশ্চিতভাবে না জেনে আমাকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা কোরো না, তা করলে আমাকে মেরে ফেলা হবে।'

চব্বিশ ঘণ্টা পর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার থেকে মারভিন লংফেলো স্টকহোম-এ, রানার হোটেলে ফোন করলেন। 'সেভেন স্টার নামে কোন ইয়ট আমাদের লয়েড রেজিস্টার বা বিদেশী কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিজ-এ নেই,' ভূমিকা না করে সরাসরি জানালেন তিনি। 'তারমানে বো-তে ওটা ভুয়া নাম ছিল।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'আপনি বলছেন, ওটা উত্তর দিকে গেছে?'

'কোন অর্থ বহন করে না। যে-কোন দিকে ঘুরে যেতে পারে। স্টকহোম, অসলো সহ আন্যান্য বন্দরে খোঁজ নিয়েছি আমি, কেউ দেখেনি।'

'ওরা বোধহয় অনেক দূরের কোন ঘাঁটিতে সরে যাচ্ছে, মি. রানা।'

'আমারও তাই ধারণা। রানা এজেন্সিকে সতর্ক করা হয়েছে, সম্ভাব্য সব বন্দরে নজর রাখছে ওরা। তবে ইয়টটা ওরা বোধহয় বদলে ফেলেছে, বদলাবে নিজেদের পরিচয়ও।'

'মিস সোহানার পাসপোর্ট?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'রীড কোয়েনের কাছে ডজনখানেক পাসপোর্ট তৈরি থাকে। ক্যামেরাও আছে, সোহানার জন্যে একটা তৈরি করতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না তার।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বিএসএস চীফ বললেন, 'আমার লোকদেরও সতর্ক করা হয়েছে, মি. রানা। তারা বিভিন্ন দেশের এয়ারপোর্ট ও বন্দরগুলোর ওপর কড়া নজর রাখছে।'

'বেশ, ভাল। তবে কোন সূত্র পাওয়া গেলে তারা যেন কোন অ্যাকশন না নেয়। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, আর রিপোর্ট করতে হবে।'

'ঠিক আছে। মিস সোহানাকে কিভাবে ওরা ধরে রেখেছে বলে আপনার ধারণা, মি. রানা?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না। সব কথা সঙ্কেতে বলার সময় পায়নি ও। তবে ওর দিকে শুধু যদি রিভলভার বা ছুরি তাক করা থাকত, ঝুঁকি নিয়ে পালাবার একটা চেষ্টা

অবশ্যই করত ও। কিংবা যদি জানত ইয়টে তোলার পর মেরে ফেলা হবে ওকে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ালেন মারভিন লংফেলো। 'আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে যাচ্ছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ভাবছি। সাবমেরিন পিক-আপ রহস্যটার উত্তর আমি পেয়ে যেতাম, যদি সবগুলো টুকরো জোড়া লাগাতে পারতাম। শুনুন, শেষ পিক-আপ সম্পর্কে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, মনে আছে আপনার—পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা?'

'হ্যাঁ। আপনার ধারণাই ঠিক, কন্টেইনারটা অন্য রকম। আকারে বড়, টর্পেডো টাইপ মোটর সহ একটা লম্বা সিলিন্ডার ছিল। স্টিয়ারিং নেই। সফিসটিকেটেড কোন ব্যাপার না। ছোট একটা প্রপেলারের জন্যে সহজ একটা ড্রাইভ।'

'হুম।'

'কথাটা কেন জানতে চেয়েছিলেন, মি. রানা?'

'অন্যান্যবার ছিল হীরা, ড্রাগ—ছোটখাট জিনিস। মূল্যবান, তবে হালকা। শেষ পিক-আপটা প্যাটার্নের সঙ্গে মেলে না। পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, আধ টনের বেশি ওজন হবে। পানিতে ভেসে থাকা অবস্থায় ওজন বলে কিছু থাকবে না, জানি, তবে জড়তা বা প্রতিরোধশক্তি খুব বেশি হয়ে যায়।'

'কিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো, বিস্মিত।

'জানি না। কিন্তু প্যাটার্নের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলছিল না, এখন অবশ্য মিলছে। সেজন্যেই মোটরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।'

'যুক্তিটা বুঝতে পারছি না, তবে আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। এ থেকে কোন সাহায্য পেলেন কি?'

'পেলাম। মোটরটা থাকায় টোইং পাওয়ার সমান বা একই লাগবে, আগেরগুলোয় যেমন লেগেছে।'

বিএসএস চীফ প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, 'কিসের টোইং পাওয়ার?' তবে এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন মি. রানা, নিজেকে বললেন তিনি। একটা কাগজ তুলে নিয়ে মুখ খুললেন আবার, 'নতুন ডেথ-লিস্ট বিলি করা হয়েছে, মি. রানা। প্যাটার্নটা প্রায় আগের মতই, তবে আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। তালিকাটায় আপনার পুরানো বন্ধু, ভিনসেন্ট গগল রয়েছেন।'

'মাই গড!' বলে অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না রানা। ভিনসেন্ট গগল শুধু বন্ধু নয়, উপকারী বন্ধু। জীবনে বহু বিপদ থেকে পরস্পরকে রক্ষা করেছে ওরা। সোহানাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে সে।

প্রশ্ন হলো, শত্রুরা কোন শ্রেণীতে ফেলেছে গগলকে? সে কি ওই তালিকায় আছে, যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? নাকি যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা হবে তাদের তালিকায়? 'গগল ওদেরকে টাকা দেবে না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তবে তাকে আমরা যতটা চিনি প্রতিপক্ষ ততটা চেনে না। এখানে একটা সুযোগ আছে বলে ধারণা করছে তারা, বিশেষ করে এখন যখন তাদের সামনে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে।'

'আমি একমত,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে তারা, চাপের মুখে এখন কঠিন পাত্ররাও নতি স্বীকার করবে। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুর

কোটায় যদি মি. গগল না পড়েন, আর যদি তিনি টাকা না দেন, তাহলে তাঁকে খুন করতে বারোটা বাজবে ওদের। আমি যতদূর জানি, নিজেকে রক্ষার জন্যে সব রকম সিকিউরিটির সাহায্য নেন তিনি।'

'কেন বলছেন বারোটা বাজবে। গগল তো আর খাটের তলায় বা বাথরুমে বডিগার্ড রাখবে না। তার সম্পর্কে এটুকু অন্তত জানবে রীড কোয়েন।'

'তা বটে,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন বিএসএস চীফ। 'তবে আপাতত এটা আমাদের প্রধান সমস্যা নয়।'

'না। জরুরী কিছু জানতে পারলে আমাকে ফোন করবেন, মি. লংফেলো,' বলল রানা। 'কাল পর্যন্ত এখানে আছি আমি।'

'তারপর?'

'চিন্তা-ভাবনা করে কি পাই তার ওপর নির্ভর করে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে বন্দরের দিকে তাকাল রানা। সময়টা বিকেল। জানালার পর্দা টেনে দিল ও, প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল কামরা। বিছানায় শুয়ে হাত দুটো মাথার পিছনে রাখল, বন্ধ করল চোখ।

দশ মিনিট ধরে, ধীরে ধীরে, মন থেকে সোহানাকে একেবারে মুছে ফেলল রানা। তারপর ওখানে তৈরি করল গভীর ও নিস্তব্ধ একটা গহ্বর।

প্রথমে কন্টেইনারের সোনার ইকুইপমেন্টের কথা ভাবল রানা। মাত্র আঠারো ইঞ্চি জায়গা দখল করে ওটা। বারো-ভোল্ট ব্যাটারি আট কিলোওয়াট সরবরাহ করে সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে সংক্ষিপ্ত কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে, প্রতি পাঁচ সেকেণ্ড পরপর, তিন ঘণ্টা ধরে। এই সময়সীমার শেষ দিকে মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ইনটেনসিটি কমিয়ে আনা হয়। একটা অ্যাকুসটিক ট্র্যান্সডিউসার-এ পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, যেটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে অ্যাকুসটিক এনার্জিতে রূপান্তর করে।

ইনটেনসিটি ক্রমশ কমাবার জন্যে মেকানিক্যাল ডিভাইস কেন? পালস সিগন্যালই বা এত শক্তিশালী করার দরকার কি? এমন কোন জলযান আছে কি, যেটা পানির তলা দিয়ে আসবে, এলাকায় কোন জাহাজ থাকলে টের পেয়ে যাবে, টের পেয়ে যাবে কন্টেইনারে অতিরিক্ত কিছু যদি থাকে, তারপর সব যদি অনুকূল হয় কন্টেইনারটাকে সকলের অগোচরে টেনে নিয়ে যাবে?

উত্তরটা সহজ হতে বাধ্য। রানা বিশ্বাস করে না অপরাধীদের মধ্যে এমন কোন প্রতিভা আছে যার দ্বারা আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগের মত আবিষ্কৃত হয়েছে একটা মেশিন, দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যে-ব্যাপারে এখনও অজ্ঞ।

কন্টেইনারটাকে টো করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হওয়া মাত্র ওটার ভেসে থাকার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে কেনই বা ব্যবহার করা হয়েছে লেড শট সিস্টেম?

সবগুলো প্রশ্ন সাজাল রানা, তারপর সরিয়ে রাখল একপাশে। জানা তথ্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিল ও, বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজাতে শুরু করল। প্রতিটি প্যাটার্ন হলো অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার স্থির হয়ে বসল রানা। মনের গভীরে তথ্য-ভাণ্ডার আছে, আঁতিপাতি করে খুঁজতে শুরু করল সেখানে। প্রয়োজনীয় তথ্যটা এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারলেই একটা নিখুঁত

ও অর্থবহ প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যাবে।

স্টকহোমে সকাল ছ'টা।

নিউ ইয়র্কে দুপুর। একশোতলা গগল এন্টারপ্রাইজ ভবনের টপ ফ্লোরে বোর্ড মীটিং চলছে। কেতাদুরস্ত পোশাক দেখে মনে হবে ভিনসেন্ট গগল মধ্যপ্রাচ্যের একজন রাজা। ইদানীং আরব তেলখনি মালিকদের সঙ্গে ব্যবসা করছে সে, বোধহয় তাদেরকে খুশি করার জন্যেই আরবদের প্রিয় পরিচ্ছদে নিজেকে প্রায় মুড়ে নিয়েছে। বাহুল্য বলতে তার পোশাকের সর্বত্র অসংখ্য ফিতে, রিবন ও ধাতব মেডেল ঝুলছে—ফলে একাধারে রাজকীয় ও সামরিক একটা ভাব তৈরি হয়েছে। সারা দুনিয়ার ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে পারে এমন দশ-বারোজন লোক রয়েছেন বোর্ড মীটিঙে, তবে গগলের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান লাগছে তাঁদের সবাইকে। ভাষণ দিচ্ছেন এক ভদ্রলোক, মাঝে মধ্যেই চোখ নামিয়ে দেখে নিচ্ছেন খোলা একটা ফাইল। মন দিয়ে শুনছে গগল, একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বক্তার দিকে। গভীর মনোযোগ দেয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা রয়েছে তার, ফলে অদূরে বেজে ওঠা ইন্টারকমের আওয়াজ শুনতে পেল না সে। তার সেক্রেটারি, জেসমিন রিসিভার তুলল।

ভাষণদানরত ভদ্রলোক ইতস্তত করছেন, গগলকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। এতক্ষণে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল গগলের। ঘাড় ফেরাতে যাবে, জেসমিনকে কনুইয়ের কাছে দেখতে পেল, তার দিকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিচ্ছে। বিস্মিত হলো গগল। জেসমিনকে নির্দেশ দেয়া আছে, বোর্ড মীটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। তবে আজ দশ বছর হলো তার সঙ্গে কাজ করছে জেসমিন, কারণ না থাকলে নির্দেশ অমান্য করবে না সে।

চিরকুটটা নিল গগল। মাত্র তিনটে শব্দ লেখা রয়েছে—মাসুদ রানা, জরুরী।

জেসমিন শুরু করল, 'জানি আপনি আমাকে বলে রেখেছেন...'

'ঠিক আছে, জেসমিন,' আশ্বাস দিয়ে বলল গগল। 'তুমি ঠিক করেছ।' দাঁড়াল সে, কয়েক মিনিটের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিল সবার কাছে।

জেসমিনকে সাথে নিয়ে করিডর ধরে নিজের প্রাইভেট অফিসের দিকে হাঁটছে গগল। 'ভদ্রলোককে আমি বললাম, আপনি বরং একটা মেসেজ দিন, আমি সময়মত পৌঁছে দেব। কিন্তু উনি বললেন, এখুনি ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'তাহলে সত্যি দরকার,' বলল গগল। 'ও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'এমন হতে পারে, আপনার বন্ধু হুমকিটা সম্পর্কে জানার জন্যে ফোন করেছেন?'

'হতে পারে।' অফিসে ঢুকল গগল, পিছু পিছু জেসমিন। ফোনের রিসিভার তুলল গগল। 'ভিনসেন্ট। লাইন দিন, প্লীজ।'

এক মুহূর্ত পর রানার গলা ভেসে এল, 'হ্যালো। কেমন আছ, গগল?'

'ভাল, রানা। নতুন কি?'

'লংফেলো বললেন, তোমাকেও নাকি কামড় দিয়েছে?'

'ঠিকই বলেছেন। আড়াই লাখ ডলারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ড।'

'প্রথম ওয়ার্নিঙেই এই কথা বলেছে ওরা?'

'হ্যাঁ। কামড়টা খুব বড় নয়, এ-ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন দেখা যায়। ফিল্ম স্টার আর পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ীরা বিশ মিলিয়নের কমে মানহানির মামলা করে না। কিন্তু এটা বড় অদ্ভুত একটা কেস, আমার ওপর মহলের বন্ধুরা অন্তত তাই বলছেন।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই। টাকা দিচ্ছ, গগল?'

'তুমি কি পাগল হলে, রানা?'

'তুমি দিলে আমি খুশি হই, গগল।'

'হোয়াট?'

'আমি তাহলে একটা পথ পাই। আমরা এটার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি। সোহানাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। ও এখন কোথায় আমি জানি না।'

'ধরে নিয়ে গেছে?' তলপেটে মোচড় অনুভব করল গগল, গলা ভেঙে গেল।

'হ্যাঁ,' রানার গলা ভাবলেশহীন। 'তবে ওকে তারা মেরে ফেলেনি। মেরে ফেলবে বলে মনে করলে ওদের সঙ্গে শান্তভাবে যেত না ও।'

'শান্তভাবে?'

'যাবার সময় আমি দেখেছি।'

কয়েক সেকেন্ড আচ্ছন্ন বোধ করল গগল, তারপর জোর করে জরুরী কথাগুলো গুছিয়ে নিল মনে। 'দেখেই যদি থাকো, ওদেরকে তুমি চিনতেও পেরেছ। দুনিয়া জুড়ে তোমার যা ক্ষমতা, গোটা দলকে ঘিরে ফেলতে পারছ না কেন?'

'ব্যাপারটা সেরকম নয়, গগল। কাজটা আমাকে একা করতে হবে।'

'একা? ফর গডস সেক, কেন?'

'কারণ প্রকাশ্যে কিছু করতে গেলে সোহানাকে বাঁচানো যাবে না।'

'কি করে জানলে তুমি?'

'সোহানাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, দূর থেকে বিনকিউলার দিয়ে আমি দেখেছি। ও আমাকে সঙ্কেত দিয়েছে।'

'কি সঙ্কেত?'

'ফলাফল নিশ্চিতভাবে না জেনে আমি যেন কিছু করতে না যাই। তা না হলে ওকে বাঁচানো যাবে না।'

চুপ করে থাকল গগল। জানতে চাইল না কিভাবে বা কোথা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোহানাকে। গুরুত্বপূর্ণ হলে রানা নিজেই বলত ওকে।

'লাইনে আছ, গগল?'

'ভাবছি। তুমি চাও ওদের দাবি পূরণ করি আমি?'

'হ্যাঁ। টাকাটা আমি দেব। সুইস ব্যাংকে ফোন করে বলে দিচ্ছি...'

রেগে গেল গগল। 'তুমি ভেবেছ টাকা নিয়ে মাথা ঘামাই আমি? কি করতে হবে বলো শুধু।'

আড়াই লাখ মার্কিন ডলার; খুব কম টাকা নয়, তবু ওটা নিজের পকেট থেকেই দেবে গগল, জানে রানা। 'ধন্যবাদ। প্রথম কাজ, ওরা যে বিজ্ঞাপনটা ছাপার জন্যে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছে সেটা পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দাও। ক'দিন পর ওরা

তোমাকে জানাবে কোত্থেকে ও কিভাবে একটা কন্টেইনার সংগ্রহ করতে হবে, তারপর সাগরের কোথায় ওটা ফেলতে হবে। ওদের নির্দেশ মত সব আয়োজন করো। কি করলে আমাকে জানাও। আমি ওখানে থাকব।'

'থাকব আমিও। তবে ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে আমি জানি না, গোটা ব্যাপারটায় তিন থেকে চার হপ্তা লেগে যেতে পারে।'

'জানি। সে-ক'দিন বসে বসে ঘামতে হবে। আমাকে তুমি লন্ডনে আমার ওঅর্কশপে পাবে, ফোন নম্বর তো জানোই।'

গগলের গলায় উদ্বেগ, 'ঠিক কি করার কথা ভেবেছ, রানা? এর আগেও পিক-আপ থেকে ওদেরকে ফলো করার চেষ্টা হয়েছে, জানো তো? কোন লাভ হয়নি।'

রানা বলল, 'এবারকার পরিস্থিতি অন্য রকম। কিভাবে ওরা পিক-আপ করে আমি তা জানি।'

'তুমি কি জানো?' যেন প্রথমবার শুনতে পায়নি গগল।

'এ-প্রসঙ্গ থাক, গগল। দেখা হলে বলব।'

বড় করে শ্বাস টানল গগল। 'ঠিক আছে। খেলাটা তোমার। কিন্তু ঠিক জানো তো একা খেলা উচিত হবে কিনা?'

'কেউ একা চেষ্টা করলে সোহানাকে জীবিত ফিরিয়ে আনার তবু খানিকটা সম্ভাবনা আছে।'

'বেশ। নির্দেশ পেলে জানাব তোমাকে।'

'ধন্যবাদ। সো লং, গগল।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল গগল। জেসমিন জানতে চাইল, 'সব কথা শোনা হয়নি আমার। খুব কি খারাপ?'

'হ্যাঁ, খারাপ। এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। ওরা দু'জনেই আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে বিপদটা এখনও পুরোপুরি ঘটেনি।' ডেস্ক ড্রয়ার খুলে টাইপ করা একটা কাগজ বের করল সে। 'পরে তোমাকে সব জানাব। এই বিজ্ঞাপনটা নিউ ইয়র্ক টাইমসে পাঠিয়ে দাও। মেইল কলামে, হেলপ ওয়ান্টেড শিরোনামে ছাপতে বলবে।'

'ঠিক আছে, মি.গগল।' কাগজটা এমনভাবে ধরল জেসমিন, ওটায় যেন বিষ মাখানো আছে।

'তারপর অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবসনকে বলো এক প্যাকেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ড যেন যোগাড় করে রাখে। দাম হতে হবে আড়াই লাখ মার্কিন ডলার।'

'বুঝেছি।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল জেসমিন। 'একটা জাহাজের ব্যবস্থাও করতে হবে, তাই না? মানে ফেলার জন্যে আর কি।'

'আপাতত থাক ওটা। আগে দেখি কোথায় ফেলতে বলে।'

হঠাৎ আবেগের সঙ্গে জেসমিন বলল, 'স্যার, আপনি ওদের দাবি মেনে নেয়ায় আমি খুশি। জানি ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিচ্ছেন, তবু আমি খুশি। যা ভয় পেয়েছি না!'

'জানি। দুঃখিত।' জেসমিনের দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসল গগল। 'ভয় এখন আমারও লাগছে।'

***

সাক্ষাৎ শয়তান-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

এক

আজ লাল এক সেট সিল্ক সালোয়ার-কামিজ পরেছে সোহানা। আরও দু'সেট আছে ওর, সবুজ ও সোনালি, ম্যাকাও-এ দু'ঘণ্টার যাত্রা বিরতির সময় ওকে কিনে দিয়েছে ডা. এডগার হোল্ডিং। এই মুহূর্তে পরনের কাপড়গুলো ভেজা, লেপ্টে রয়েছে শরীরে, কারণ খানিক আগে সাঁতার কাটছিল ও। রোদ খুব গরম, শুকাতে সময় নেবে না।

সাদা বালির ওপর লম্বা করা পা একটার ওপর অপরটা তুলে দিয়ে বসে রয়েছে সোহানা, ওর পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক, মাথায় সবুজ পাগড়ি, কোমরে জিনস-এর ট্রাউজার, পায়ে টায়ারের তৈরি স্যান্ডেল। তার এক কাঁধে ঝুলছে পুরানো একটা উইনচেস্টার রাইফেল।

মোরো উপজাতির লোক সে। দক্ষিণ চীন সাগরের ছোট্ট এক টুকরো এই মাটিতে ওর মত আরও ত্রিশজন মোরো পুরুষ ও বারো জন মহিলা রয়েছে।

মোরোরা হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ণ উপজাতি। কয়েক শতাব্দী আগে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ফিলিপাইনে এসেছিল ওরা, বেপরোয়া জলদস্যু হিসেবে। তারপর থেকে তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে ওরা। ওদের একটা উপদল ফিলিপাইন সরকারের ও ফিলিপাইনে মার্কিন ঘাঁটির অস্ত্র গুদাম লুঠ করে নিজেদেরকে সশস্ত্র করে নিয়েছে, এঞ্জিনচালিত জলযান নিয়ে উপকূলীয় গ্রাম ও শহরগুলোয় নিয়মিত হানা দেয়। সেই উপদলেরই একটা অংশ অটো বারনেনের নতুন আস্তানা পাহারা দিচ্ছে। বে-র লম্বা দক্ষিণ বাহুতে কাঠের একটা ল্যান্ডিং স্টেজ রয়েছে, সেখানে নোঙর ফেলেছে সাতটা মোরো বোট। সোহানার পিছনে, খানিকটা বাম দিকে, যেখানে পাহাড়-প্রাচীর ঢালু হয়ে নেমে এসে মিশে গেছে টুকরো পাথরের রাজ্যে, সেখানে সারি সারি কয়েকটা মোরো কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, পাম গাছের ডাল-পাতা দিয়ে তৈরি ছাদ।

মোরোদের সরাসরি অটো বারনেন এখানে আনেনি। বিগ থাম চাঙ-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তার, সে-ই ওদেরকে আনার ব্যবস্থা করেছে। অপরাধ জগতের কুখ্যাত এক লোক হিসেবে বিগ থাম চাঙকে চেনে সোহানা। তাই যখন শুনল যে অটো বারনেনের সোনা, ড্রাগ, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি বিক্রি করার দায়িত্ব তার ওপর, মোটেও আশ্চর্য হয়নি ও। দু'জনে মিলেছে ভাল। সাদা চামড়া দেখলেই খুন করার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে মোরোরা, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট দলটাকে খুন তো করবেই না, বরং তাদেরকে রক্ষা করছে ওরা। তার কারণ হলো বিগ থাম চাঙ। খুব কম লোককেই ভয় করে মোরোরা, যাদের করে তাদের মধ্যে একজন এই বিগ থাম চাঙ। অতীতে মোরোদের কাছে বহুবার বিগ থাম চাঙ প্রমাণ করেছে যে তার হাত খুব লম্বা। অটো বারনেনও এই অল্প ক'দিনে প্রমাণ করেছে যে

সে-ও ভয় পাবার মত একজন লোক। এমনকি টাংকি, উপদলটার নেতা, অটো বারনেনের উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করে। লোকটাকে তার গোখরার মত বিষধর বলে মনে হয়।

সোহানা জানে না এই জায়গাটা লুজন নাকি মিন্দানাও-এর মধ্যে পড়েছে। কিংবা কে জানে, এক হাজার মাইল জুড়ে বিস্তৃত সাত হাজার ফিলিপাইন দ্বীপের একটা কিনা। যাত্রার শেষ পর্বে কিছুই দেখার সুযোগ ঘটেনি ওর, রাতের অন্ধকারে একটা সী-প্লেন ওদেরকে উপসাগরে নামিয়ে দিয়ে গেছে। নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে সেটা।

ওর সামনে বে-র পানি দেখা যাচ্ছে দুটো লম্বা ও খাড়া শৈলশিরার মাঝখানে। ক্রমশ নিচে নেমে আসা পাহাড়ের গা নিরেট পাথরে ঢাকা। বে-র প্রবেশপথে কোন পাহাড় বা পাথর মাথা উঁচু করে নেই। এডগার হোল্ডিং জানিয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা বিস্ফোরকের সাহায্যে সমস্ত বাধা সরিয়ে ফেলে, কারণ এখানে তাদের একটা ছোট ঘাঁটি ছিল। কংক্রিটের গান-প্লাটফর্ম নিজের চোখেই দেখেছে সোহানা, নানা ধরনের গাছ ও ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

যেহেতু কোন বাধা নেই, বড় ঢেউগুলো অনায়াসে ঢুকে পড়ে বে-তে। ঢেউগুলো আসে কোনাকুনি, উত্তরের বাহু ধরে দ্রুত বেগে, কাস্তে আকৃতির সৈকতটাকে ডুবিয়ে দেয়, ধাক্কা খায় সৈকতের অর্ধেক জুড়ে খাড়া হয়ে থাকা পাহাড়-প্রাচীরে, তারপর গতি হারিয়ে বাঁক ঘুরে চলে যায় বে-র দক্ষিণ বাহুর শান্ত পানিতে, যেখানে মোরোদের বোটগুলো নোঙর ফেলেছে। পানি শান্ত হলে কি হবে, এদিকটায় স্রোত অত্যন্ত তীব্র। তবে খাঁড়ির মাঝখানটা, ঢেউগুলো যেখানে বাঁক নিতে শুরু করে তার ঠিক সামনেটায়, শান্ত পানি সাঁতার কাটার জন্যে নিরাপদ।

সোহানার সরাসরি পিছনে পাহাড়-প্রাচীর ত্রিশ ফুট উঁচু, প্রাচীরের কিনারা থেকে শুরু হয়েছে সমতল ভূমি—ওখানে পাথরের ওপর লেগে থাকা কাগজের মত পাতলা মাটিতে কর্কশ ঘাস অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ করছে। কিনারা থেকে দুশো ফুট পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা।

ফিলিপাইনকে তিনশো বছর শাসন করেছে স্পেনীয়রা, এই সময়ের শেষদিকে তাদেরই এক ধনী ও খেয়ালি লোক বাড়িটা তৈরি করে। দুর্গম এলাকায় স্বেচ্ছানির্বাসনে আসার ইচ্ছেটাই সম্ভবত তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর পঞ্চাশ বছরের জন্যে ফিলিপাইনে আসে আমেরিকানরা, সে-সময়ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বাড়িটা। অবশেষে এল জাপানীরা, বাড়িটা হলো সৈনিকদের আবাস। পরে ওটা কিনে নেন ধনী এক মালয়ী, তবে এক দেড় বছরের বেশি থাকেননি তিনি। বাড়িটার সর্বশেষ ভাড়াটে হিসেবে এসেছে অটো বারনেন ও তার দল।

ইংরেজি টি অক্ষরের আদলে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটা, লম্বা সম্মুখভাগটা সাগরের দিকে মুখ করে আছে। টি-র কাণ্ডটা পিছন দিকে এগিয়ে মোচা-আকৃতির পাহাড়ের একটা চওড়া ফাটলে মিশেছে, সরাসরি বাড়িটার পিছনে ঝুলে আছে পাহাড়টা।

বাড়ির দু'দিকেই পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে গভীর জঙ্গলে। জঙ্গলের পর পাথুরে জমিন, তারপর সাগর তীর। জঙ্গল ও পাহাড় বাড়ি ও খাড়িটাকে বিচ্ছিন্ন

করে রেখেছে, পৌঁছুনোর একমাত্র উপায় হলো জলপথ।

বাড়িটা দু'তলা। লম্বা সামনের অংশ পিছিয়ে গেছে চওড়া টেরেসকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। ছাদটা সমতল, পাথরের নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। প্রতিটি জানালা লোহার বার দিয়ে আটকানো যায়, মোরোরা হানা দিতে পারে এই ভয়ে আয়োজনটা করে রেখে গেছেন মালয়ী ভদ্রলোক। টি-র শাখার শেষ মাথার ছাদে রয়েছে ছোট একটা ইস্পাতের টাওয়ার, টাওয়ারের মাথায় পানির ট্যাঙ্ক।

বাড়ির ডান দিকে কোন এক সময় একটা বাগান তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে এখনও নানা রঙের অর্কিড ও ফুলগাছ ভিড় করে রয়েছে ওদিকটায়।

আজ তিন দিন হলো এখানে এসেছে দলটা। ইউরোপ ও এশিয়ার ভেতর দিয়ে আসার সময় প্রধান পথগুলো এড়াতে হয়েছে বলে সময় লেগেছে চারদিন। যাত্রাটা শুরু হয়েছিল সেভেন স্টার ইয়টে, তবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে। সোহানার ধারণা, ঘুরে পিছন দিক অর্থাৎ ওয়েসেরমুনডে-তে চলে যায় সেভেন স্টার, ওখানে ওদের জন্যে দুটো গাড়ি অপেক্ষা করছিল। একটা এয়ারফিল্ডে পৌঁছায় ওরা, উঠে বসে চার্টার করা প্লেনে।

সোহানা ভাবল, রওনা হবার সময় ওদেরকে দেখেছে বটে রানা, কিন্তু জটিল যে-পথটা ধরে ওরা এখানে এসেছে সেটা অনুসরণ করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না, এমনকি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ও রানা এজেন্সির সাহায্য নিলেও। রানা কিভাবে কি করবে ভাবতে শুরু করল ও, কয়েক মুহূর্ত পর কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো।

আপাতত ওর প্রধান উদ্বেগ হলো আশরাফ। ওদের দু'জনকে একা কথা বলার সুযোগ খুব কমই দেয়া হয়েছে, তবে অটো বারনেন কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে চোখ-ইশারায় বা দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করে আশরাফকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করছে সোহানা। তবু ওর ভয় হচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে সে।

আশরাফ মোটেও দুর্বল চিত্তের লোক নয়, এবং তাকে বোকাও বলা যাবে না। ওদের ভবিষ্যৎ কি, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। সে জানে, তাকে যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন বাঁচিয়ে রাখবে অটো বারনেন, তারপরই মেরে ফেলবে। সে আরও জানে, সোহানার প্রাণ ঝুলছে আরও বিপজ্জনকভাবে লুসিফারের সদিচ্ছার ওপর। লুসিফারের চিন্তা-ভাবনা এখনও ওর জন্যে অনুকূল, এবং এই একটি ব্যাপারে অটো বারনেন বা ডা. হোল্ডিঙের দ্বারা লুসিফার প্রভাবিত হবে বলে মনে হয় না।

আশরাফের চেহারায় উদ্বেগের গভীর ছায়া দেখেছে সোহানা। সে যতটা না নিজের জন্যে ভয় পাচ্ছে তারচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে ওর কথা ভেবে। তবে স্নায়ুতে আরও নিষ্ঠুর খোঁচা মারছে নির্মম একটা সত্য—আগে হোক পরে হোক, এদের হাতে দু'জনকেই মরতে হবে, মরতে হবে নির্ঘাত। ওরা দু'জনেই যে-যার শরীরে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বহন করছে, চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি সেকেন্ড।

অটো বারনেনের নির্দেশ ও উপস্থিতিতে ডা. এডগার হোল্ডিং ওদের শরীরে ঢুকিয়েছে ওগুলো।

সব পরিষ্কার মনে পড়ে যাচ্ছে সোহানার। সিলট-এ, হাউজ লুবিগোর একটা ছোট কামরায়, কম্বল বিছানো টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও, ওর মাথায় রিভলভার তাক করে কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রীড কোয়েন। সোহানার পিঠে কোমর পর্যন্ত কোন কাপড় নেই, বাম দিকের শোল্ডার ব্লেডের নিচে সুঁই বেঁধার ব্যথা অনুভব করল ও। ষাট সেকেন্ড পর, ওষুধের সাহায্যে অসাড় করা জায়গাটায়, একটা সার্জিক্যাল ছুরি নিয়ে নিঃশব্দে কাজ শুরু করল ডা. হোল্ডিং। একই সময়ে সোহানা ও আশরাফকে ব্যাখ্যা করে বলতে শুরু করল অটো বারনেন, ঠিক কি করা হচ্ছে।

আধ ইঞ্চি লম্বা করে কাটা হয়েছে মাংস, ভেতরে ঢোকানো হয়েছে খুদে একটা ক্যাপসুল। তুলো দিয়ে রক্ত মুছে তাড়াতাড়ি সেলাই করা হয়েছে ক্ষতটা। শুকনো ড্রেসিঙের ওপর সেঁটে দেয়া হয়েছে এক টুকরো প্লাস্টার। সব মিলিয়ে সময় লাগল ছ'মিনিট।

এরপর এল আশরাফের পালা। টেবিল থেকে নেমে টিউনিক পরার সময় সোহানা লক্ষ করল, ভয়ে ছাই হয়ে গেছে আশরাফের চেহারা, দু'চোখে আতঙ্ক। ভয় বা ভাবাবেগকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয়নি সোহানা, আশরাফের অপারেশনটা ওকে দেখতে দেয়া হচ্ছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, এই দেখাটা পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে।

অটো বারনেনের হাড়সর্বস্ব হাতে ছোট্ট একটা চিমটা, ওটার মাথায় আটকে রয়েছে দ্বিতীয় ক্যাপসুলটা। লজেন্স আকৃতির ক্যাপসুল, সাদা, চওড়ায় আধ ইঞ্চি, লম্বায় এক ইঞ্চি।

ডা. হোল্ডিং আশরাফের পিঠ চিরছে, অটো বারনেন বলল, 'আপনারা অচল হয়ে পড়বেন না, মি. চৌধুরী। এক কি দু'দিনের মধ্যে শুকিয়ে যাবে ঘা। তবে, হ্যাঁ, আমাদের অনুগত থাকতে বাধ্য হবেন। এ-ব্যাপারে আপনাদের মনে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে, কিভাবে জিনিসটা কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে বলা দরকার...'

রানা হলে বিশদ টেকনিক্যাল বর্ণনা ভালভাবে বুঝতে পারত। তবে মিনিয়েচারাইজেশন সম্পর্কে যে-টুকু জ্ঞান আছে সোহানার তাতে বুঝতে পারল অটো বারনেন কিছু বাড়িয়ে বলছে না।

প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে সাধারণ, স্ট্যান্ডার্ড উপাদান। এরিয়ালের কাজ করছে এক ইঞ্চি লম্বা একটা রড, রডটা ক্ষুদ্রাকৃতি একটা সার্কিট ডিজাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। সার্কিট ডিজাইনে একটা ট্রিগার আছে, সেটায় টান পড়বে হাই ফ্রিকোয়েন্সী সিগন্যাল পেলে, আর ট্রিগারে টান পড়লেই সার্কিট ডিজাইন থেকে বেরিয়ে আসবে ওয়েস্টকোটে ব্যবহারযোগ্য ছোট বোতাম আকৃতির একটা ম্যালরী মার্কারি সেল ব্যাটারি। সিগন্যালটা যখন আসবে, অটো বারনেনের পকেটে রাখা ট্র্যান্সমিটার থেকে, সাধারণ একটা ফ্ল্যাশ বালব-এর সাহায্যে ম্যালরী ব্যাটারি ফায়ার করবে একটা প্রাইমার। প্রাইমারটা দেশলাই কাঠির মাথার চেয়ে বড় নয়, তবে ফায়ারিঙটা ক্যাপসুলের পাতলা প্লাস্টিক আবরণ ছিঁড়ে ফেলার জন্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হবে।

তারপর অল্প কয়েক গ্রেন সায়ানাইড ছাড়া পেয়ে মিশে যাবে রক্তস্রোতে। মৃত্যু হবে তাৎক্ষণিক।

প্রতিটি ক্যাপসুলের জন্যে আলাদা ফ্রিকোয়েন্সী, ট্র্যান্সমিটারটাও এমনভাবে বানানো হয়েছে যে দু'জন বন্দীর যে-কোন একজনকে বা দু'জনকে একই সঙ্গে খুন করতে পারে অটো বারনেন—হয় একটা বোতামে চাপ দিয়ে, নয়তো দুটোতেই। এখানে আসার পুরোটা পথে কখনোই আশরাফ বা সোহানা অটো বারনেনের কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুটের বেশি দূরে ছিল না। ছোট্ট ট্র্যান্সমিটারের রেঞ্জ অবশ্য আধ মাইল। অটো বারনেনের খুব কাছাকাছি আসার কোন সুযোগ ওদেরকে দেয়া হয়নি, কাজেই অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে ট্র্যান্সমিটারটা কেড়ে নেয়ার কোন প্রশ্নও ওঠেনি। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ওদের ওপর নজর রাখা হয়েছে।

এখন অবশ্য খুব কড়া নজর রাখার দরকার নেই। বাড়ির ভেতর কোথাও আরেকটা ট্র্যান্সমিটার আছে, ওটার সাহায্যে বিগ থাম চাঙের সঙ্গে যোগাযোগ করে অটো বারনেন, ম্যাকাও-এ। ওটার যা ক্ষমতা, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে ট্রিগার টেনে দিতে পারে। গুলি ভরা রিভলভারের মত এখনও ছোট্ট ট্র্যান্সমিটারটা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অটো বারনেন। ওরকম একটা ডা. হোল্ডিঙের কাছেও আছে, আছে মিসেস সুজানির কাছেও।

ওদের অবস্থা এখন পেরেক দিয়ে মাটিতে পা গেঁথে রাখার মত।

কাঁধ দুটো নাড়ল সোহানা, পেশী টান টান করল ও ঢিল দিল। ক্যাপসুলের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। ছোট্ট ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে, সেলাইয়ের সুতো খুলে নেয়া হয়েছে তিন দিন আগে। মাংসের ভেতর ক্যাপসুল ঢোকানো সহজ একটা অপারেশন ছিল। কিন্তু বের করার জন্যে দরকার হবে চরম সতর্কতা ও স্থির একটা হাত, কারণ প্রথমেই নিখুঁতভাবে জেনে নিতে হবে পেশীর ঠিক কোনখানটায় আছে ওটা।

নিজের ক্যাপসুলটা বের করে আনা সোহানার জন্যে অসম্ভব, আর সায়ানাইড বিষক্রিয়ায় খুন না করে আশরাফের ক্যাপসুলটা বের করা অত্যন্ত কঠিন। তবে কাজটা করতে পারবে বলে নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, অপারেশনটা ডা. হোল্ডিংকে করতে দেখেছে। তবে আশরাফ ওর ক্যাপসুলটা বের করতে পারবে না। তবু হয়তো ঝুঁকিটা নিতে হতে পারে। বাথরুম থেকে একটা ব্লেড চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে স্যান্ডেলের সোল-এ। অবশ্য এখন পর্যন্ত একবারও আশরাফের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পায়নি ও।

আনমনে একটা ভেলার দিকে তাকাল সোহানা। সৈকত থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, রশির শেষ মাথায়, ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। বাঁশ দিয়ে তৈরি ওটা। গোটা পরিস্থিতির ওপর মনে মনে নজর বুলাচ্ছে ও, খেয়াল রাখছে নিজের অনুকূলে আনা যায় এমন কিছু আশপাশে আছে কিনা।

গত ক'দিনে রহস্যের বেশ ক'টা জট খুলে গেছে। লুসিফার কে জানে সোহানা, জানে নিজের সম্পর্কে তার কি বিশ্বাস। লুসিফারের ই.এস. পি.-কে মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার কাজে ব্যবহার করছে অটো বারনেন। ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে কিভাবে ব্ল্যাকমেইলিঙের কাজে লাগাচ্ছে সে, তা-ও জানে সোহানা। অপরাধী-চক্রের কাঠামো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে গেছে ও। রীড কোয়েন বা ডা. হোল্ডিঙের ভূমিকা সম্পর্কে জানে। এ-সব জানার পর রানার প্রতি

একটা শ্রদ্ধার ভাব নতুন করে জেগেছে ওর মনে। লন্ডনে বসে রানা যেরকম আন্দাজ করেছিল প্যাটার্নটা প্রায় সেরকমই।

তবে রানা সম্ভবত একটা রহস্যের সমাধান এখনও করতে পারেনি, ভাবল সোহানা। সাগরের অনেকটা নিচে ভেসে থাকা কন্টেইনার কিভাবে পিক-আপ করা হয়। মাথা খারাপ করে দেয়ার মত একটা রহস্য। এখানে আসার পর সোহানার সামনে রহস্যের জটটা খুলে গেছে। গোলগাল ও শান্ত মেজাজের ফেলসিয়া টিউরেলাসের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

একটা ব্যাপারে অটো বারনেনের প্রশংসা করতেই হবে। দুর্লভ ও অদ্ভুত মেধা সংগ্রহের কাজে তার জুড়ি নেই। শুধু তাই নয়, এই সব দুর্লভ ও অদ্ভুত মেধাকে একই রকম দুর্লভ ও অদ্ভুত কাজে ব্যবহার করতে পারে লোকটা। লুসিফার ও টিউরেলাসকে খুঁজে বের করেছে সে, তার পরিকল্পনায় ওদের দু'জনের ভূমিকা কল্পনাকেও হার মানায়।

কিন্তু এতসব জানার পরও পালানোর কোন উপায় বের করতে পারছে না সোহানা। মোরোদের একটা লঞ্চ চুরি করে কোন লাভ নেই, কারণ অটো বারনেনের নির্দেশে প্রতিটি এঞ্জিনের কিছু কিছু পার্টস খুলে রাখা হয়েছে। সড়ক পথে পালানো সম্ভব নয়, কারণ সড়ক বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাড়িটার পিছনে পাহাড় ও গভীর জঙ্গল, অচেনা এলাকা। ওদিকটা সম্ভবত লুজন-এর পুব দিক, মানচিত্রে স্থান পায়নি, জনবসতিহীন। পায়ে হেঁটে পালানো হয় অসম্ভব প্রমাণিত হবে নয়তো গতি হবে মন্থর। আশরাফকে নিয়ে এক মাইলও এগোতে পারবে না সোহানা, ওদের শরীরের ভেতর ফাটিয়ে দেয়া হবে সায়ানাইড ক্যাপসুল। তাছাড়া, অটো বারনেন মোরোদের জঙ্গলের দিকে পা বাড়াতে নিষেধ করে দিয়েছে, কারণ জাপানীদের পোঁতা মাইনগুলো এখনও রয়েছে মাটির নিচে।

টিউরেলাসের দায়িত্বে দুটো ডিঙ্গি নৌকা আছে, সেগুলোর একটা বোধহয় চুরি করা সম্ভব। পালাবার সময় উপকূল ঘেঁষে থাকতে হবে ওদেরকে, দিনের বেলা মোরোদের ভয়ে তীরে কোথাও লুকিয়ে থাকবে, এগোবে শুধু রাতের অন্ধকারে। কিন্তু দিনের বেলা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখা যদি বা সম্ভব হয়, ডিঙ্গিটাকে লুকাবে কিভাবে!

সমস্যাটা মনের একধারে সরিয়ে রাখল সোহানা, কারণ ডেথ-ক্যাপসুল থেকে মুক্ত না হয়ে পালানোর কোন চেষ্টাই করা যাবে না। এরইমধ্যে মোরোদের কাউকে ঘুষ দিয়ে সাহায্য পাবার কথা ভেবেছে সোহানা। কিন্তু দেয়ার মত ওর কাছে আছেটা কি? প্রস্তাব পেয়ে কথাটা অটো বারনেনকে বলেও দিতে পারে মোরো লোকটা। আরও অসুবিধে আছে। প্রস্তাবটা দেবে কিভাবে? ও তো ওদের আঞ্চলিক চাবাকানো ভাষা জানে না। ইঙ্গিতে একজন মোরোকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় কি করতে হবে তাকে। আর যদি সম্ভব হয়ও, সে কি ওকে খুন না করে ক্যাপসুলটা বের করে আনতে পারবে? অসম্ভব, প্রশ্নই ওঠে না।

টিউরেলাসের কাছ থেকে সাহায্য পাবার কথাটা গুরুত্বের সঙ্গে ভেবেছে সোহানা, কারণ সে ঠিক শত্রুদের একজন নয়। অন্য অর্থে হলেও, লুসিফারের মতই নিরীহ প্রকৃতির সে। নিজের বিশেষ একটা জগতে বসবাস করে টিউরেলাস। সে জগৎটার

সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে অটো বারনেনের দ্বারা, আর টিউরেলাসের একমাত্র উদ্বেগ হলো সেখানে যাতে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। সোহানার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও হাসিখুশি ব্যবহারে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল টিউরেলাস। ব্যাপারটা লক্ষ করে সতর্ক হয়ে গেছে সোহানা, ও কি বলতে চায় টিউরেলাস তা বুঝতে পারার আগেই বাদ দিয়েছে সাহায্য চাওয়ার প্ল্যানটা।

বাকি থাকল লুসিফার। সোহানার সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে মনে হয় সদয় কৌতুক করছে সে। ও যে তার আশ্রিতা, এটুকু পরিষ্কার। লুসিফারকে সম্মোহন করার পর কিছু সাজেশন দেয়ার কথা ভেবে রেখেছে সোহানা, তবে সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ও, মেয়েদের প্রসঙ্গে কোন আলাপ করতে আগ্রহ দেখায় না সে। সোহানার মনে হয়েছে, মেয়েদেরকে ভয় করে লুসিফার। ভয় করে, বোধহয় অপবিত্র বলেও মনে করে। একা শুধু ও-ই বোধহয় ব্যতিক্রম। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওকে অন্তত বিদায় করে দিতে চায়নি সে, বা গুরুতর কোন বৈরী মনোভাবও দেখায়নি। মেয়েদের সম্পর্কে তার এই ভুল ধারণার পিছনে কারণ তো একটা আছেই, সেটা ভাঙার চেষ্টা করবে সোহানা।

খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে লুসিফারকে ক্যাপসুলের কথাটা বলেছে ও। শুনে গলা ছেড়ে হেসেছে লুসিফার, মাথা নেড়ে বলেছে, 'মানুষ যে পদ্ধতিতে ধ্বংস কাণ্ড ঘটায়, আমার বা আমার ভৃত্যদের সে পদ্ধতির সাহায্য নেয়ার কোন দরকার নেই, মিস সোহানা। সমস্ত মিথ্যের জনক আমি, আর আমার কাছেই তুমি মিথ্যে বলছ!'

চোখের কোণে রঙিন কি যেন একটা ধরা পড়ল। ঘাড় ফেরাল সোহানা। শুকনো বালির ওপর দিয়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে লুসিফার। লাল ট্রাঙ্ক আর কালো শার্ট পরেছে সে।

লুসিফারকে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে বাধে না। তার প্রতি করুণাবোধ করে সোহানা। ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতে ইচ্ছে করে। কৈশোর পেরিয়ে মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে সে। অসম্ভব বাড়ন্ত শরীর। কাঠামোটা এমনই যে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অথচ খারাপ কোন ইচ্ছে জাগে না। শারীরিক কাঠামো যার এত সুন্দর ও নিখুঁত, তার মনটা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। দুঃখ হয় সোহানার।

'আমরা কি সাঁতার কাটব, সোহানা?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, লক্ষ করল এই প্রথম আদেশ না দিয়ে অনুমতি চাইল লুসিফার। ওর প্রতি তার ব্যবহার বোধহয় ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, এ তারই লক্ষণ। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে বসেই থাকল সোহানা, অপেক্ষা করছে। একটু পর একটা হাত বাড়াল লুসিফার, উঠে দাঁড়াবার জন্যে ওকে সাহায্য করার ইচ্ছে।

পাশাপাশি হেঁটে উষ্ণ পানিতে নামল ওরা, অনুভব করল ফিরতি পথের ঢেউগুলো টান দিচ্ছে। ঢেউয়ের আকর্ষণ কমে যেতে অলসভঙ্গিতে সাঁতরাতে শুরু করল সোহানা, ভেলাটার দিকে এগোচ্ছে।

সোহানাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত সামনে বাড়ল লুসিফার। অত্যন্ত দক্ষ সাঁতারু সে। ঘুরল, ডুব দিল পানির নিচে। এক মুহূর্ত পর তার একটা হাত ওর গোড়ালি

চেপে ধরল, টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পানির নিচে। পেশী ঢিল করে দিয়ে নিজেকে ডুবে যেতে দিল সোহানা, লুসিফারের মাথাটা খুঁজে নিয়ে চাপ দিল খানিকটা, তারপর ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। দু'জন একসাথে মাথা তুলল পানির ওপর, হাসছে লুসিফার।

ওঁর সঙ্গ তার ভাল লাগছে, জানে সোহানা। এ-ও জানে, এই ভাল লাগার মধ্যে যৌনাবেদন নেই। লুসিফার নিজেও জানে না এই ভাল লাগার অনুভূতিটাই মেয়েদের ওপর তার বিরূপ মনোভাব দূর করতে সাহায্য করবে। ওর প্রতি তার সদয় কৌতুকপূর্ণ আচরণের আড়ালে সূক্ষ্ম আরও একটা জিনিস রয়েছে, তা হলো শ্রদ্ধাবোধ। কারণটাও সোহানা জানে। এক ফাঁকে লুসিফারকে ও বলেছে, 'হতে পারো তুমি নরকের অধিপতি, কিন্তু ছদ্মবেশ নিয়ে আছ তরুণ যুবার—বয়েসে আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি। গোটা ব্যাপারটাই যখন ভান, দুনিয়ার রীতিনীতি মেনেই চলতে চাই আমি। কেউ যদি তোমার একান্ত সঙ্গিনী হয়, তার বয়েস হবে আমার চেয়ে অনেক কম। কাজেই আমাকে তুমি সম্মান দেখাবে।'

হেসে উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছে লুসিফার। চেহারায় সামান্য বোকা বোকা ভাব নিয়ে তাকিয়ে ছিল সোহানার দিকে।

তবে সোহানা জানে, এভাবে যদি দীর্ঘ সময় মেলামেশা করে ওরা, ওর প্রতি অন্যরকম আকর্ষণ বোধ করবে লুসিফার। সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দেবে তখন সে। বিপদ আসবে অন্য দিক থেকেও। তার প্রতি সোহানার প্রভাব দিনে দিনে বাড়ছে, এটা টের পেলেই কঠিন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অটো বারনেন।

আপাতত অবশ্য এই ঘনিষ্ঠতা খুবই দরকার, কারণ নরকের নিচের স্তরে ওকে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে লুসিফারই একমাত্র বাধা।

লুসিফারের মুখে পানি ছিটিয়ে ভেলার দিকে এগোল সোহানা। ভেলার কিনারায় বসে ভিজে ওড়নাটা বুকে জড়িয়ে কোমরে শক্ত করে বাঁধল ও, চুল নিঙড়ে পানি ঝরাল। ভেলায় ওর পাশে উঠে বসল লুসিফার।

'আমি রোদ ভালবাসি,' বলল সে। 'ভালবাসি সাঁতার কাটতে।'

'আমিও,' বলে খাঁড়ির চারদিকে চোখ বুলাল সোহানা। 'এ-সব থেকে আমি বঞ্চিত হব, অটো বারনেন যদি আমাকে নিচের স্তরে পাঠিয়ে দেয়।'

চিবুক উঁচু হলো লুসিফারের, ভুরু জোড়া সামান্য কোঁচকাল। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন ক্ষমতা নেই তার, সোহানা।'

'তবে সে তা-ই চায়।'

হাসল লুসিফার। 'তার কারণ ওর ক্ষমতা খুব সীমিত। আরেকটা কারণ, আমি যা দেখতে পাই সে তা দেখতে পায় না। সে তোমাকে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা, এখনও তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব পোষণ করছ।'

'আর তুমি, লুসিফার? তোমার কি ধারণা?'

'আমি জানি, তুমি আমার ভাল চাও,' দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে বলল লুসিফার।

'তুমি জানো, সেজন্যে আমি খুশি। আমি আরও খুশি এই জন্যে যে তুমি তোমার নতুন ভৃত্য আশরাফকে আরেকটা সুযোগ দিয়েছ। এখন সে ভালভাবে

কাজ করছে তো?'

'হ্যাঁ, করছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল লুসিফার। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু শিখতে খুব সময় নেয় সে। আজ সারাটা দুপুর তাকে শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু বারবার শুধু নতুন করে দেখিয়ে দিতে বলে।'

বাড়ির সামনের অংশে, একতলার একটা কামরায় রয়েছে এডগার হোল্ডিং, ফাইলিং কেবিনেটের দেরাজ বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। আশরাফের দিকে তাকাল একবার, তবে সিগারেট সাধল না। সোফায় বসে রয়েছে আশরাফ, হাঁটুর ওপর কনুই, হাত দুটো মরা সাপের মত ঝুলছে, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এইমাত্র কামরায় ঢুকল অটো বারনেন ও সুজানি । সুজানি তার স্বভাব মত এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছে, এগিয়ে এসে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল, ঝুঁকে খুলে ফেলল জুতো জোড়া, তারপর কপালে ঘষতে শুরু করল একটা মেনথল স্টিক।

অটো বারনেন জানতে চাইল, 'রেজাল্টটা কি সন্তোষজনক হয়েছে, মি. হোল্ডিং?'

ইঙ্গিতে আশরাফকে দেখিয়ে দিল ডা. হোল্ডিং। 'উনি এক্সপার্ট।'

অটো বারনেনের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল আশরাফ। 'এর আগে যত লোককে পরীক্ষা করেছি তাদের সবার চেয়ে লুসিফারের এক্সট্রাসেনসরি পাওয়ার অনেক বেশি। তবে রেজাল্ট খারাপই বলব, যদি আপনার দৃষ্টিতে দেখা হয়।'

'পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। কি বলতে চান ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ, মি. আশরাফ,' সবিনয়ে নির্দেশ দিল অটো বারনেন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আশরাফ। 'যে-সব লোকের ই. এস. পি. থাকে, থাকে অল্প মাত্রায়। এতই অল্প মাত্রায় যে তা শুধু স্ট্যাটিসটিক্স-এ দেখা যায়। আপনি একটা সিকি বা আধুলিকে এক হাজার বার শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন, রেজাল্ট কি হবে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে অনুরোধ করলেন সাবজেক্টকে। গোটা ব্যাপারটায় চান্স-রেজাল্টের যে হার তা থেকে শতকরা যদি বিশভাগ ভাল করে সে, উত্তেজিত হবার মত একটা ব্যাপার হবে সেটা।'

থামল আশরাফ, তাকাল সুজানির দিকে, ভাবল দু'জনের মধ্যে কাকে সে বেশি ঘৃণা করে—অটো বারনেন, নাকি সুজানিকে? কাল রাতে কুৎসিত ও অশ্লীল পুতুল-নাচ দেখার পর সুজানিকেই তার বেশি ঘৃণা করার কথা।

'কিন্তু আপনি চাইছেন সম্পূর্ণ অন্য জিনিস,' শুরু করল আবার আশরাফ। 'সাইকোমেট্রির দ্বারা লুসিফার যেন মৃত্যু সম্পর্কে শতকরা নব্বুই ভাগ নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করে। আজ বিকেলে আমরা এক হাজার এনভেলাপ নিয়ে পরীক্ষা করেছি। লুসিফার ওগুলো থেকে বাছাই করেছে তেরোটা। ওই একই পরীক্ষা আবার করা হয়। এবার পনেরোটা এনভেলাপ বাছাই করে সে। তার মধ্যে সাতটা ছিল প্রথমবার বাছাই করা এনভেলাপ।'

'ব্যাপারটা কি ইঙ্গিত করে, মি. চৌধুরী?'

'আমি এখনও অঙ্ক কষে দেখিনি, তার ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা কত ভাগ নিখুঁত

হয়েছে তা না জানা পর্যন্ত অঙ্ক কষা সম্ভবও নয়। অতীত ফলাফলের ওপর মি. হোল্ডিং যে ট্যাবুলেশন তৈরি করেছেন তা ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালাইসিস-এর জন্যে আদর্শ ছক নয়। তবে অঙ্ক না কষেও যদি আমাকে মতামত দিতে বলা হয়, আমি বলব লুসিফারের সাফল্যের হার বোধকরি কমছে।' থামল আশরাফ, আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, আশা সালোয়ার-কামিজ পরা একটা নারীমূর্তি দেখতে পাবে। এরকম আশা কেন সে করছে সঠিক বলতে পারবে না, সম্ভবত এটা জেনে আশ্বস্ত হতে চায় যে এই দুঃস্বপ্নময় জগতে সে একা নয়।

অটো বারনেন বলল, 'অঙ্কের কথা ভুলে যান। আমরা শুধু বাস্তব ফলাফলে আগ্রহী। বলুন, মি. চৌধুরী, আপনার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সাহায্যে লুসিফারের পারফরম্যান্স কি পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব?'

'বলা অসম্ভব। ফর গডস সেক, ই.এস.পি. কোন নিয়মের ধার ধারে না। আর যদি কোন অভিশপ্ত নিয়ম থাকেও, আমরা এখনও তা জানি না।'

'কথা বলার সময় মুখ দিয়ে কি বেরুচ্ছে, দয়া করে খেয়াল রাখুন, মি. চৌধুরী। এখানে একজন ভদ্রমহিলা উপস্থিত রয়েছেন,' আড়ষ্ট হয়ে গেছে অটো বারনেন, কণ্ঠস্বর বরফের মত ঠাণ্ডা। স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। তার কথায় গর্বিত হাসি ফুটল সুজানির ঠোঁটে। অসুস্থবোধ করল আশরাফ। 'আপনি নিশ্চয়ই ই.এস.পি. এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টের ওপর বাইরের প্রভাব স্টাডি করেছেন?' জানতে চাইল অটো বারনেন।

'মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আমরা কোন এক্সপেরিমেন্ট চালাইনি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল আশরাফ। 'তবে অন্যান্য এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্টের ওপর প্রভাব পড়েছে বৈকি। সাবজেক্ট যখন সচেতনভাবে কোন চেষ্টা করছে না তখন ফলাফল হয়েছে অনেক ভাল। সচেতনভাবে চেষ্টা করলে গুণটা বোধহয় কমে যায়। আমরা আরও জানতে পেরেছি, ট্রেনিং পেলে আরও ভাল রেজাল্ট করবে লুসিফার। আমরা এখানে আসার পর থেকে রাইন কার্ড ও অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক-এর সাহায্যে রোজই একবার করে লুসিফারকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। সময়টা খুব বেশি নয়, তবে আরও কিছুটা বেশি উন্নতি আশা করেছিলাম আমি।'

'আপনি হয়তো ট্রেনিং দিতে কোথাও ভুল করছেন, এমন হতে পারে?'

আশরাফের ঠোঁটে শুকনো হাসি। 'আমি ট্রেনিং বন্ধ করলে কি রেজাল্ট পান দেখুন একবার। ট্রেনিং না পেলে লুসিফারের সাফল্যের এই হার ধরে রাখা সম্ভব হত না।'

'উনি ঠিক কথাই বলছেন, মি. বারনেন,' তাড়াতাড়ি বলল ডা. হোল্ডিং। 'লুসিফার ফুরিয়ে আসছে। মি. আশরাফ যখন রেজাল্ট পরীক্ষা করছিলেন, আমি তখন লুসিফারকে লক্ষ করছিলাম। ছেলেটা সাংঘাতিক আড়ষ্ট হয়ে আছে। যেভাবে হোক তার মন ও শরীর থেকে আড়ষ্ট ভাব দূর করে শিথিল ভাব আনার ব্যবস্থা করুন, তার সঙ্গে মি. আশরাফের ট্রেনিং যোগ হলে আমার ধারণা সাফল্যের হার তুঙ্গে উঠে যাবে।'

'শিথিল ভাব আনতে হবে...,' বিড়বিড় করল অটো বারনেন। 'কাজটা তো মনে হচ্ছে আপনারই, মি. হোল্ডিং। আপনার কোন পরামর্শ নেই?'

'ট্র্যাংকুইলাইজার দিয়ে দেখেছি, লাভ হয়নি কোন।' কপালে চিন্তার রেখা, অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজল ডা. হোল্ডিং। 'মিস সোহানাকে সে খুন করতে রাজি না হওয়ায় রীতিমত ঘাবড়ে গেছি আমি। হয়তো এই ব্যাপারটার ভেতর অর্থবহ কিছু আছে। সাইকিয়াট্রিক টার্মে আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি, তবে এত থাকতে রীড কোয়েনের মত এক ব্যক্তির মুখ থেকে সবার আগে বেরিয়ে এল আইডিয়াটা। সিলট-এ কি বলেছিলেন তিনি, মনে আছে আপনার? বলেওছিল সহজ ভাষায়। লুসিফার যোয়ান একটা মর্দ, তার হয়তো একটা মেয়ে দরকার।'

খিকখিক করে চাপা হাসি হাসল সুজানি, তার বিবর্ণ মুখে খানিকটা লালচে আভা ফুটল। 'মোরো মাগীগুলোর কথা বাদ দিলে,' সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল সে, 'থাকেন শুধু মিস সোহানা।'

'আমিও তাঁর কথা ভেবেছি,' বলল ডা. হোল্ডিং।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ছুটে গিয়ে এডগার হোল্ডিঙের মুখে ঘুসি মারতে ইচ্ছে হলো, তবে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল আশরাফ। মারামারি করা তার দ্বারা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে ঢিল দিল পেশীতে।

পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো বারনেন, শরীরের ভর চাপিয়েছে আঙুলের ওপর, গভীরভাবে কি যেন বিবেচনা করার ভঙ্গিতে মাথাটা কাত করে রেখেছে একদিকে। 'ব্যাপারটা বিপজ্জনক কিনা?' জানতে চাইল সে। 'লুসিফার কি কারণে মতিভ্রমের শিকার হলো সেটা ভুলে গেলে চলবে না। একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই দায়ী ছিল।'

'ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে মিস সোহানার জন্যে,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'সেটা আমাদের মাথাব্যথার কারণ নয়, তাঁকে যখন আমরা বিদায় করতেই চাই। তবে যাই ঘটুক না কেন, ভ্রান্তি থেকে মুক্তি নেই লুসিফারের। এটা তার একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। তার হাতে মিস সোহানাকে তুলে দিলে আমি কোন ক্ষতির আশঙ্কা দেখি না। বরং মিস সোহানাকে পেলে তার ই.এস.পি. রেজাল্ট অনেক ভাল হবে বলেই আমার ধারণা। লুসিফারের স্নায়ুকে শিথিল হবার সুযোগ দিতে হবে, কাজেই আমি তার হাতে মিস সোহানাকে তুলে দেয়ার পক্ষে।'

'তাতে তার সাইকিক ক্ষমতা কমে যেতে পারে,' কর্কশ স্বরে বলল আশরাফ।

মুচকি হেসে অটো বারনেন বলল, 'এই ব্যাপারটায় আপনি নিরপেক্ষ হতে পারবেন না, মি. চৌধুরী। তাছাড়া, নারী সঙ্গ পেলে ই.এস.পি.-র অধিকারী কোন পুরুষ সাবজেক্টের সাফল্যের হার কি হতে পারে, এ-সম্পর্কে আপনার স্ট্যাটিসটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আছে বলে মনে হয় না, আছে কি?'

'আমার একটা কথা আছে, অটো...,' নাক গলাল সুজানি।

'ইয়েস, মাই ডিয়ার?'

'না, বলছিলাম কি, এটা আসলে শুধু মিস সোহানাকে লুসিফারের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপার নয়। মিস সোহানাকে যদি পছন্দ হত বা দরকার হত ওয়ান্ডার বয়ের, সে নিজেই তা মুখ ফুটে বলত, তাই না? আমি আসলে বলতে চাইছি, মিস সোহানাকে সহযোগিতা করতে হবে। মানে, লুসিফারকে প্ররোচিত করতে হবে তার, নিজের দিকে আকর্ষণ করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে...'

'আমিও তাই ভেবেছি,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'মিসেস সুজানি ঠিকই বলেছেন। লুসিফারকে বিছানায় তুলতে হলে সতর্কতার সঙ্গে লোভের ফাঁদে ফেলতে হবে তাকে। মিস সোহানা স্রেফ নিজেকে তার হাতে তুলে দিলে কোন কাজ হবে না। আমি বলি কি, মিস সোহানা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, তিনি যদি আরও ক'টা দিন বেঁচে থাকতে চান তো আমাদের পরামর্শ মেনে নেবেন—ধীরে ধীরে, কৌশলে, নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে তাঁর লুসিফারকে।'

কিছু করতে পারছে না বলে নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে আশরাফের। আবার এ-ও জানে যে কিছু করতে গেলেই মারা পড়বে সে। তৈরি হয়েই আছে অটো বারনেন, তার একটা হাত জ্যাকেটের পকেটে, ট্র্যান্সমিটারটা ধরে আছে। সুজানির একটা হাতও তার হ্যান্ডব্যাগের ভেতর।

আশরাফের দিকে চোখ, হঠাৎ করে নিঃশব্দে হাসল অটো বারনেন। 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে, ডা. হোল্ডিং। সত্যি খুব ভাল আইডিয়া। শোবার আয়োজন ঠিক কি রকম চাইছি আমরা, রীড কোয়েনকে জানিয়ে দিন আপনি। বাড়ির ভেতর মোরো গার্ড যারা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে নতুন করে সব বুঝিয়ে দেবেন তিনি। এবং আপনি, মি. চৌধুরী, মিস সোহানাকে জানিয়ে দেবেন তাঁর কাছ থেকে ঠিক কি চাইছি আমরা।'

'আমি?' বোকার মত তাকিয়ে থাকল আশরাফ।

'আমার ধারণা, পরিস্থিতিটা তাঁকে বুঝিয়ে বলার জন্যে আপনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আমার পরামর্শ, আজ রাতে ডিনারের পর পাহাড়ের মাথায় বেড়াতে যান আপনারা। অবশ্যই আপনাদের ওপর নজর থাকবে আমাদের, বলাই বাহুল্য।' অটো বারনেনের প্রায় মাংসহীন মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

মেনথল স্টিকের ছিপি বন্ধ করল সুজানি, হ্যান্ডব্যাগের ভেতর ট্র্যান্সমিটারের পাশে রেখে দিল সেটা। 'ওহ্ ডিয়ার,' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'কি দুর্ভাগ্য আমাদের, অটো, ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন ফিট করা নেই এখানে। ওরা কি করল না করল, কিছুই আমরা দেখতে পাব না!'

দুই

বড়সড় ডাইনিং রুমে দুটো আলাদা টেবিলে ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে। সোহানার সঙ্গে একটা টেবিলে বসেছে লুসিফার, ডা. এডগার হোল্ডিং ও রীড কোয়েন। আশরাফ বসেছে অটো দম্পতির সঙ্গে। রান্না করেছে সুজানি, পরিবেশন করছে একটা মোরো যুবতী।

সোহানা ভাবছে, আশরাফের জায়গায় আজ রানা থাকলে অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করার এটাই হত আদর্শ সময়। রানা ঝাঁপিয়ে পড়ত রীড কোয়েন ও এডগার হোল্ডিঙের ওপর, আর অটো বারনেন ও সুজানিকে কাবু করত ও নিজে— ট্র্যান্সমিটার বা রীড কোয়েনের রিভলভার কোন ভূমিকা রাখার আগেই। তবে, এমনকি রানার সাহায্য পেলেও, প্রাণ নিয়ে বিপজ্জনক জুয়াখেলার মত হত

ব্যাপারটা, আর ওর সাহায্য না পেলে কিছু করতে যাওয়াটা হবে নির্ঘাত মরণ।

খেতে বসার সময়টাকে ঘৃণা করে আশরাফ। অটো দম্পত্তি কাছাকাছি এলেই বমি পায় তার, মনে হয় ওদের উপস্থিতি পচা লাশের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশের টেবিলের দিকে তাকাল সে। দিব্যি শান্তভাবে বসে রয়েছে সোহানা, যেন কোন রকম উত্তেজনা বা উদ্বেগ ওকে স্পর্শ করেনি।

ডিনারের পর রোজকার মত এক ঘণ্টার জন্যে নিজের কামরায় ফিরে গেল লুসিফার, গান শুনবে। ধর্মীয় সঙ্গীতের অসংখ্য রেকর্ড আছে তার, কিন্তু কোনটাই শোনে না। তার প্রিয় শিল্পী হলো ম্যাডোনা, শুধু তার গানই পছন্দ করে।

ন্যাপকিনে মুখ মুছল অটো বারনেন, পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে সোহানাকে বলল, 'আপনার সঙ্গে এখন মি. চৌধুরী হাঁটতে বেরুবেন, মিস সোহানা। আপনাকে কিছু বলবেন তিনি।'

খিকখিক করে চাপা হাসি হাসল সুজানি, হাতের গ্লাস থেকে খানিকটা জিন ছলকে পড়ল। সোহানা কিছু বলল না, তবে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। দরজাটা খুলে একপাশে অপেক্ষা করছে আশরাফ।

গোধূলির ম্লান লালচে আলো লেগে রয়েছে দিগন্তে, পাহাড়ের কিনারা ও বাড়ির মাঝখানে চওড়া জায়গাটায় হাঁটছে ওরা। আশপাশে টহল দিচ্ছে চারজন মোরো গার্ড। পরে ওদের সংখ্যা আরও বাড়বে।

সহজ একটা কথা, কিন্তু কিভাবে বলবে বুঝতে পারছে না আশরাফ। সোহানাই মুখ খুলল প্রথমে। 'এই সুযোগে কিছু দরকারী কথা সেরে নেব আমরা। কেমন লাগছে তোমার, আশরাফ?'

কাঁধ ঝাঁকাল আশরাফ। 'বিধ্বস্ত। ভেবে আশ্চর্য লাগছে, তুমি এরকম নির্লিপ্ত থাকছ কিভাবে?'

'থাকছি না, থাকার ভান করছি। তাছাড়া, এর আগেও আমি বিপদে পড়েছি।'

'এতটা ভয়ঙ্কর?'

'এর শেষটুকু না দেখে বলা যাচ্ছে না। শোনো আশরাফ, তোমাকে পেট ভরে খেতে হবে আর নাক ডেকে ঘুমাতে হবে। যা-ই ঘটুক, কোনমতে বিচলিত হওয়া চলবে না। তোমার নার্ভ এত বেশি টান টান হয়ে আছে যে যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে। তুমি যদি ভেঙে পড়ো, অটো বারনেন তোমাকে খুন করে ঝামেলা মুক্ত হতে চাইবে, মনে রেখো।'

'বিচলিত হব না?' হাসির বেসুরো আওয়াজ বেরিয়ে এল আশরাফের গলা থেকে। 'কিভাবে তা সম্ভব, দয়া করে বলবে আমাকে?'

দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা, তার দিকে তাকানোর জন্যে ঘাড় ফেরাল। 'সহজ উপায় হলো কল্পনাকে দমিয়ে রাখো, শক্তি যোগাও মনোবলকে।'

'ভারি চমৎকার প্রেসক্রিপশন। কিন্তু বলা যতটা সহজ...'

'আমার সঙ্গে ঝগড়া কোরো না, আশরাফ। তুমি অস্থির হয়ে আছ, কারণ যে-কথাটা আমাকে বলতে এসেছ সেটা বলতে পারছ না। বেশ, আপাতত প্রসঙ্গটা ভুলে থাকো। তারচেয়ে আমি কি বলি মন দিয়ে শোনো।'

'ঠিক আছে,' বলে মুখে হাত বুলাল আশরাফ, সমস্যাটা থেকে আপাতত মুক্তি

পেয়ে স্বস্তিবোধ করছে। 'তাহলে বলো, কিভাবে তুমি কল্পনাকে দমিয়ে রেখে মনোবলকে শক্তি যোগাও।'

'কেন,' এমন ভাবে কাঁধ ও হাত নাড়ল সোহানা যেন ব্যাপারটা সবারই জানা, 'পানির মত সহজ। অটো বারনেন ও তার লোকজন আমাদের ওপর কি রকম নির্যাতন চালাবে, তারপর কিভাবে খুন করবে, এসব চিন্তা যখন মাথায় আসে তখনই তা ঝেড়ে ফেলে দিই, এক মুহূর্ত দেরি করি না। তার বদলে চিন্তা করতে শুরু করি আমরা কি করতে যাচ্ছি।'

'আমরা?' চোখে অবিশ্বাস, সোহানার দিকে তাকিয়ে থাকল আশরাফ। 'যেমন? একটা উদাহরণ দাও।'

'যেমন ধরো—আমরা যদি আধঘণ্টার জন্যে একা হতে পারি, আমার প্রথম কাজ হবে তোমার পিঠ কেটে পয়জন ক্যাপসুলটা বের করে আনা। একইভাবে আমারটাও তুমি বের করে আনতে পারো—অবশ্য কাজটা করতে গিয়ে আগেই তোমাকে যদি না আমি মেরে ফেলি। আমার কাছে একটা ব্লেড আছে।'

মুখ হাঁ হয়ে গেল আশরাফের। 'ব্লেড,' অবশেষে কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল সে। 'গোটা ব্যাপারটাই অবাস্তব ও ঠুনকো। প্রথমে বললে কল্পনাকে দমিয়ে রাখতে, তারপর কল্পনায় ইন্ধন যোগাবার জন্যে মনে ঢুকিয়ে দিলে একটা ব্লেড। সন্দেহ নেই, আজ রাতে আমি কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দেব!'

আধো আলো আধো অন্ধকারে ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা গেল সোহানার। আশরাফ ব্যঙ্গ করছে বলে মনে হলেও, তার গলার সুরে স্বস্তির ছোঁয়া লক্ষ করার মত। 'এরকম দু'একটা কথা আরও বলতে পারি তোমাকে আমি, শুনলে সত্যি ভাল ঘুম হবে তোমার। তার আগে শোনো, তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। এখানে আসার পর থেকে তোমাকে আমি একবারও হাসতে দেখিনি। হাসতে বা কৌতুক করতে। অনেকেই হাসতে জানে না, তাদের মধ্যে আমি যাদেরকে চিনি তারা হলো মড়া বা লাশ।'

আশরাফ অনুভব করল, তলপেটে যে টান টান ভাবটা ছিল তা এখন আর নেই। পেশীগুলোয় যে ব্যথা ছিল তাও অনেকটা কমে গেছে। 'এটা কি হাসার মত একটা পরিস্থিতি?'

'পরিস্থিতির কথা ভুলে যাও। নিজেকে যদি ঠিক রাখতে পারো, পরিস্থিতি তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।'

'না, এমনিতে আমি ঠিকই আছি। ভয় পাচ্ছি, এই যা। আমি বাড়ি ফিরতে চাই।'

'আমিও তাই চাই। ওরা কি সারাক্ষণ তোমার ওপর নজর রাখে?'

'ঠিক তা নয়। মানে, ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে না কেউ। তবে দৃষ্টি সীমার ভেতর কেউ না কেউ থাকেই। শুধু রাতটা বাদে। বাইরে থেকে কামরার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, প্যাসেজে ঘুমায় একজন মোরো গার্ড। জানালায় লোহার বার আটকানো আছে।'

'আমার বেলায়ও তাই। তবু চেষ্টা করলে একটা সুযোগ হয়তো পেয়ে যাব আমরা। মানে রাতে আর কি। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাও।'

'এ-সব ব্যাপারে আমার মাথা তেমন ভাল নয়, তবু তুমি যখন বলছ, চেষ্টা করতে আপত্তি নেই। ধরো, দু'জন আমরা এক হতে পারলাম, অপারেশনে সফল হয়ে ব্লেড বাবাজীকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু তারপর?'

'সে-ব্যাপারেও মাথা খাটাও। যখনই আজেবাজে কল্পনা মাথায় ঢুকবে, সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই দুটো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করো। লুসিফারের ওপর কাজ করছ তুমি, এ-ব্যাপারটা নিয়েও চিন্তা করতে পারো। যদি বেঁচে থাকতে চাও, এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

লুসিফারের নাম শুনেই আশরাফের মনে পড়ে গেল কি বলতে হবে তার সোহানাকে। তবে এখনও সোহানা কথা বলে চলেছে। 'বাঁচার দুটো সুযোগ আছে আমাদের, আশরাফ। একটা হলো নিজেদের চেষ্টায় মুক্ত হওয়া। আরেকটা হলো, রানা।'

'রানা?' আশরাফ হতভম্ব।

'হ্যাঁ। আমাদেরকে ধরে নিয়ে আসার সময় দেখেছে ও। চুপচাপ বসে থাকবে না।'

'দেখলেই বা কি, এখানে আমাদেরকে খুঁজে পাবে কিভাবে?'

'অটো বারনেনেরও বিশ্বাস, কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না। বিশেষ করে রানার ব্যাপারে এই ভুলটা অনেকেই করে, তার খেসারতও তাদেরকে দিতে হয়। আমি জানি, মঞ্চে রানা আসবেই। আর তখন পালাতে দিশে পাবে না অটো বারনেন।'

ইতিমধ্যে ধীর পায়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে সোহানা। ওর পাশেই থাকছে আশরাফ। পরিস্থিতি যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক, কিভাবে নিজেকে স্থির রাখে সোহানা, এতক্ষণে তা যেন উপলব্ধি করতে পারছে আশরাফ। খেলাটায় কিভাবে জেতা যায় শুধু সেদিকটা নিয়ে গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে ও। ভয়, উদ্বেগ আর হতাশাকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

কৌশলটা ভাল, মনে মনে স্বীকার করল আশরাফ। তবে এ-ও সত্যি যে বহু বছর ধরে শিখছে সোহানা। কল্পনাকে দমিয়ে শক্তি যোগাতে হবে মনোবলকে···।

'শোনো,' বেসুরো গলায় বলল সে, 'তোমাকে যে কথাটা বলতে হবে আমার। লুসিফারের ই.এস.পি. তেমন কাজে আসছে না। ডা. হোল্ডিঙের ধারণা, তুমি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো। ওরা বলছে, লুসিফারের সঙ্গে তোমাকে একঘরে থাকতে হবে।'

হাঁটার মধ্যে পলকের জন্যে ছন্দপতন ঘটল, তবে থামল না সোহানা। ওর দিকে তাকাতে আশরাফ দেখল, ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে আছে। 'ব্যাপারটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে,' শান্ত গলায় বলল ও, কয়েক মুহূর্ত পর।

'অবশ্যই বিপদ হয়ে দেখা দেবে,' কেঁপে গেল আশরাফের গলা। 'একটা মেয়ের সঙ্গে একঘরে থাকার ফলেই মতিভ্রমটা দেখা দেয় তার মধ্যে, সেই থেকে নিজেকে নরকের অধিপতি বলে মনে করছে সে। তুমি জানো?'

'জানি। ডা. হোল্ডিং আমাকে বলেছে। কিন্তু আমি সে-কথা বলতে চাইছি না। বিপদ হয়ে উঠতে পারে অটো বারনেন। সে যদি দেখে যে লুসিফারের ওপর

আমার প্রভাব খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, ট্র্যান্সমিটারের বোতামে চাপ দিতে দেরি করবে না। চুপচাপ কয়েক পা হাঁটল সোহানা, তারপর আবার বলল, 'তবু, এদিকটা বোধহয় আমি সামলাতে পারব।'

'আর ওদিকটা?' কর্কশস্বরে জানতে চাইল আশরাফ। 'লুসিফারকে? তাকে তুমি কিভাবে সামলাবে?'

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা, আশরাফের দিকে তাকানোর জন্যে ঘাড় ফেরাল, ধৈর্য না হারিয়ে কথা বলল শান্তভাবে, 'ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তুলো না, আশরাফ। এ-ধরনের বিপদে আসল কথা হলো আরও একটা দিন বেঁচে থাকার সুযোগ নেয়া। আমি সময় নিচ্ছি, আশরাফ। জানি, নিজেকেও আমার রক্ষা করতে হবে। নিজের ওপর আস্থা আছে আমার।'

'কিন্তু কিভাবে?' রাগে পাথুরে মাটির ওপর পা ঠুকল আশরাফ। 'ঘরটা ওরা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে। লুসিফার আর তুমি একা থাকবে ভেতরে—সারারাত।'

হেসে ফেলল সোহানা। 'তো কি হলো? থাকলাম।'

'ও!' মাথার চুলে দ্রুত আঙুল ঢোকাল আশরাফ। 'তুমি তাহলে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে চাইছ! হ্যাভ ফান!'

'অন্য কেউ হলে কষে একটা চড় মারতাম,' মৃদুকণ্ঠে বলল সোহানা। 'শোনো, লুসিফারের সঙ্গে একঘরে থাকতে যখন হবেই, থাকলাম। এ-কথাও সত্যি, গায়ের জোরে তার সঙ্গে আমি পারব না। তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি। কিন্তু গায়ের জোর ছাড়াও অন্য অস্ত্র আছে, আশরাফ। চেষ্টা করে দেখব সেটা কোন কাজে আসে কিনা।'

'জানতে পারি, কি সেটা?'

'সম্মোহন।'

'কিন্তু...'

'এই যে, শুনছ তোমরা?' বাড়ির দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল। আবছা অন্ধকারে রীড কোয়েনের কাঠামো দেখতে পেল ওরা। 'এবার ফেরো, অনেকক্ষণ তো হলো!'

'চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলে আশরাফের একটা হাত ধরে ঘুরল সোহানা, বাড়ির দিকে এগোল। বাড়ির কয়েকটা জানালায় এখন আলো দেখা যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটির কোন অভাব নেই। রিজার্ভে স্টোরেজ ব্যাটারি তো আছেই, তবে মূল সাপ্লাইটা আসে দক্ষিণ প্রান্তের পাহাড়ে বসানো জেনারেটর থেকে। সরু ও গভীর একটা ঝর্না আছে ওদিকে, তারই স্রোতে চলে ওটা। একই উৎস থেকে ছাদের ওপর বসানো বিশাল ট্যাঙ্কে পানি ভরা হয়।

ইতিমধ্যে বাড়ির ভেতর ফিরে গেছে রীড কোয়েন, ভারী দরজাটা খুলে রেখে গেছে ওদের জন্যে। দরজার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মোরো গার্ড, কাঁধ থেকে একটা রাইফেল ঝুলছে। ওপরের লম্বা ঝুল-বারান্দায় রোগা ও কালো একটা মূর্তি দেখা গেল, নিচের দিকে ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

অটো বারনেন। ওদের ওপর নজর রাখছে সে, হাতটা নিশ্চই পকেটে রাখা ট্র্যান্সমিটার ধরে আছে।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় সোহানা জানতে চাইল, 'লুসিফার সম্পর্কে…,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও। '…ব্যাপারটা কি আজ রাতেই শুরু হবে?'

'হ্যাঁ।' অকস্মাৎ ডানা মেলতে শুরু করল কল্পনা, দ্রুত ও সাবধানে সেটাকে দমন করল আশরাফ, নিজের কামরার বন্ধ জানালাগুলোর কথা ভাবল। জানালায় আটকানো লোহার বারগুলো সিকি ইঞ্চির কিছু বেশি হবে চওড়ায়… কিন্তু কতটা গভীরে গাঁথা? যদি কোন যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়…। 'হ্যাঁ,' আবার বলল সে, প্রায় অন্যমনস্কভাবে। 'ব্যাপারটা আজই শুরু হবে।'

'মিস সোহানা, আপনাকে খুব সাবধানে এগোতে হবে,' বলল ডা. হোল্ডিং। এখন তাকে খুবই নার্ভাস লাগছে। 'তাকে প্ররোচিত করার জন্যে কিভাবে এগোবেন, তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, কিছুই আমার জানা নেই। তবে আর যা-ই করুন, সরাসরি এগোবেন না।'

কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সোহানা, তারপর শান্তসুরে জানতে চাইল, 'সে কি এখন ঘুমাচ্ছে?'

'হয়তো।' লুসিফারের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ডা. হোল্ডিং, মৃদু টোকা দিল দরজায়। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 'বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।' বোল্ট দুটোর একটা সরাবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল সে।

'ওকে আপনারা তালা দিয়ে রাখেন?'

'হ্যাঁ। বাড়িতেও তা-ই রাখা হত, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওর ধারণা, ও তার নিজের ক্ষমতায় বাইরে থেকে বন্ধ করে রাখে দরজা।'

'ধরুন যদি সে বেরুতে চাইল?'

'চায় না। দরজা খোলার চেষ্টা করে যদি ব্যর্থ হয়, সিদ্ধান্ত নেবে আসলে সে দরজা খুলতে চায়নি, স্রেফ পরীক্ষা করে দেখছিল বন্ধ আছে কিনা। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে মানিয়ে নেয় সে।' ঝুঁকে দ্বিতীয় বোল্টটাও খুলে নিল ডা. হোল্ডিং। 'আপনি চান, দু'চার মিনিট ভেতরে থাকি আমি? আমার উপস্থিতি হয়তো তাকে সহজ হতে সাহায্য করবে।'

'না।'

কাঁধ ঝাঁকাল এডগার হোল্ডিং, নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজার কবাট। ভেতরে পা রাখল সোহানা, চোখ বুলাতেই দেখতে পেল বড়সড় কামরার ভেতর ডাবল খাট ও অলংকৃত আসবাবপত্র। স্বল্প ওয়াটের একটা বালব জ্বলছে লাল শেড-এর আড়ালে, বেডসাইড টেবিলের ওপর। কামরার এক প্রান্তে আরেকটা দরজা, ছোট একটা বাথরুমের দিকে চলে গেছে। বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে লুসিফার, হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো চাদরে ঢাকা। কালো শর্টস পরে আছে সে, শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। ঘুমাচ্ছে।

মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সোহানা,

তারপর সাবধানে চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা করল ওটা। বোল্টগুলো লাগিয়ে দিয়েছে ডা. হোল্ডিং, দরজা এক চুলও নড়ল না। এরকমই ধারণা করেছিল ও, সেটা সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় হতাশ হলো। কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত ক্ষীণ একটা আশা ছিল মনে, চুপিসারে বেরুতে পারবে ও, আজ রাতে হোক বা অন্য কোন রাতে, আশরাফের কামরায় ঢুকে তার পিঠ থেকে ক্যাপসুলটা বের করবে।

পায়ের স্যান্ডেল খুলে ফেলল সোহানা। বিছানার দিকে এগোবার সময় সিল্ক সালোয়ার-কামিজ থেকে খসখসে আওয়াজ হলো। অপূর্ব সুন্দর সোনালি বরণ শরীরটার দিকে ঝুঁকে তাকাতেই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করল ও। ছোট কালো চুলের নিচে মুখটা অসম্ভব কচি লাগলেও, সেখানে বেদনার ছায়া। আড়ষ্ট, টান টান হয়ে আছে শরীর। কাঁধ ও বাহুর পেশী শক্ত হয়ে রয়েছে। আরও একটু ঝুঁকল সোহানা। বন্ধ চোখের নিচে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নিচের স্তরে, নরকের গভীরে রয়েছে লুসিফার। আগুনে ভরাট খাদগুলোর ভেতর আকৃতিবিহীন আত্মারা দগ্ধ হচ্ছে, সেগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে উড়ে চলেছে সে। স্বর্গে বিদ্রোহ করার শাস্তি হিসেবে তার কাঁধে যে বোঝা চাপানো হয়েছে, শত-কোটি শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় তা আনন্দের সঙ্গেই বহন করেছে লুসিফার। কিন্তু মাঝে-মধ্যে এই বোঝা তাকে প্রায় সহ্যের বাইরে কষ্ট দেয়। তখন এই সব যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মাদের জন্যে উথলে ওঠে করুণা, যাদেরকে অনন্তকাল নরকে আটকে রাখতে হবে তার। তাদের কষ্ট হয়ে ওঠে ওর কষ্ট। এবং লুসিফার, অন্ধকারের জনক, তাদের জন্যে কাঁদে।

কি যেন এখন তাকে ওপরে তুলে আনছে। নরকের লাল আভা ছেড়ে উঠে আসছে সে। নিজ রাজ্যের ওপরের স্তরে চলে এল। কে যেন তার একটা হাত ধরে আছে।

নিজের গায়ের কুচকুচে কালো রঙ বদলে নিল লুসিফার, ফেলে দিল শিংগুলো, ধীরে ধীরে ফিরে পেল জাগতিক চেহারা। তারপর চোখ খুলল সে।

বিছানার কিনারায় বসে রয়েছে সোহানা, এক হাতে শক্ত করে ধরে আছে তার একটা কব্জি, ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মুহূর্তের জন্যে সে যা অনুভব করল, মানুষের বেলায় সেটাকে বিস্ময় বা এমনকি ভয় বলে চিহ্নিত করা যায়, তবে পরমুহূর্তে নিজেকে যুক্তি দেখাল সে চেয়েছিল ও এখানে আসুক, তাই এসেছে ও। সোনালি সিল্ক কাপড় পরেছে সোহানা, যেটা তার সবচেয়ে প্রিয়। মনে পড়ল, তার বিশাল রাজ্যে সোহানাই সবচেয়ে সুন্দর। মনে পড়ল, জাগতিক ছদ্মবেশ নিয়ে রয়েছে সে, এবং বয়েসে যেহেতু বড় সোহানা, সম্পর্কটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের।

'তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, লুসিফার,' বলল সোহানা। ওর কাঁপা গলায় ভয় ভয় ভাব, টের পেয়ে গেল লুসিফার।

'হ্যাঁ। তবে ভয় পেয়ো না।'

'ভয় না পাওয়াটা কঠিন। আমি তোমার ভৃত্যদের মত নই। আমি স্রেফ একটা মানুষ।'

সোহানার হাতে মৃদু চাপ দিল লুসিফার। 'আমি জানি। তবে আমি চাই তুমি

আমাদের সঙ্গে থাকো। চাই তুমি সুখী হও।'

সোহানার হাত একটু নরম হলো, স্বস্তির ছায়া পড়ল চেহারায়, লক্ষ করে খুশি হলো লুসিফার। সোহানা বলল, 'তুমি জানতে আমি তোমার কাছে আসতে চাই, সেজন্যেই আমাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, তাই না লুসিফার?'

'জানতাম। তবে আসার কারণটা তুমি নিজে আমাকে জানাবে।'

'তুমি তো সবই জানো, কারণটাও তোমার অজানা নেই। আমি চেয়েছিলাম···চাইছি···তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, লুসিফার। ঠিক অনুরোধ নয়, দাবি।'

'হ্যাঁ, বলো কি দাবি।'

'তুমি তো জানোই, লুসিফার।'

চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল, তারপরই হাসল লুসিফার। 'হ্যাঁ। তবে দাবিটা তোমাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, সোহানা। এটা প্রমাণ করার জন্যে যে তুমি ভয় পাওনি।'

আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল সোহানা, সামান্য মোচড় খেল শরীর, যেন মনের ভেতর দ্বিধা ও দ্বন্দের সংঘাত বেধে গেছে। 'চাই না, তবু আমি ভয় পাচ্ছি, লুসিফার। দাবিটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি, শুধু যদি তোমাকে একজন মানুষ হিসেবে চিন্তা করার অধিকার দাও আমাকে। লুসিফার হিসেবে নয়। স্রেফ একজন মানুষ, যে আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে সাঁতার কাটতে যায়, সৈকতে আমার সঙ্গে খেলে, কথা বলে···সাধারণ সব বিষয়ে···'

'আমার সম্পর্কে তুমি ও-রকম ভাবতে পারো। আমি রাগ করব না।'

চুপ করে আছে সোহানা, চোখ নিচের দিকে নামানো। এখন পর্যন্ত সব ভালই বলতে হবে। নিজের বেডরুমে ওর উপস্থিতি শান্তভাবে গ্রহণ করেছে লুসিফার। প্রথম যখন চোখ খুলল সে, ওকে চিনতে পেরে পলকের জন্যে আনন্দে ঝিক করে উঠেছিল দৃষ্টি। তবে খারাপ দিকও আছে। খারাপ মানে, বিপজ্জনক। কথা বলার সময় কখনও ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে লুসিফার, কখনও ওর শরীরের দিকে—শরীরের দিকে তাকানোর সময় চেহারায় সামান্য অস্বস্তির ছায়া পড়ছে। সোহানা জানে, এখন যদি কোন ভুল করে ও, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

অভিনয়টা কঠিন লাগছে না। লুসিফার অত্যন্ত সরল, সূক্ষ্ম কৌশলের কোন প্রয়োজন পড়ে না। তবে সঠিক শব্দ নির্বাচন একটা বিড়ম্বনা। তাড়াহুড়ো করা চলবে না, প্রতিবার এক ধাপ করে এগোতে হবে। এই বয়সের এক যুবককে শুধু ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গেই তুলনা করা যায়, সাবধান না হলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। 'তুমি যদি আমার ওপর রাগ না করো তাহলে বলি···,' মুখ তুলল সোহানা, মুখের কাঁপা কাঁপা হাসিটা দেখতে দিল তাকে। '···তুমি যদি মানুষ হতে, আমি তোমার গাইড হতে চাইতাম, লুসিফার। নারীর বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলো আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাই। তা সম্ভব হতে পারে তুমি যদি আমাকে তোমার গুরুজন বলে মেনে নিতে পারো।'

আতঙ্কের একটা ছায়া পড়ল লুসিফারের চেহারায়, পরমুহূর্তে সেটা সরেও গেল। 'আমি তোমাকে সম্মান করি, সোহানা,' দ্রুত বলল সে, কণ্ঠে জেদ। 'তুমি তা

জানো।'

'রক্ত-মাংসের একজন মানুষকে নরকের অধিপতির পক্ষে যতটা সম্মান করা সম্ভব ততটা,' বলল সোহানা। 'আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি। আমি বোঝাতে চাইছি, তুমি একজন মানুষ হিসেবে আমাকে সম্মান করতে পারো কিনা? মানে, তোমার কি মানুষ হবার ক্ষমতা আছে, লুসিফার?'

'আমাকে চিরকালই লুসিফার, অর্থাৎ নরকের অধিপতি হয়ে থাকতে হবে।' উচ্চারিত শব্দগুলো বাছাই করা, তবু কণ্ঠস্বরে অনিশ্চয়তার ছোঁয়া চাপা থাকল না।

'হ্যাঁ। লুসিফার চিরকালই লুসিফার হয়ে থাকবে।' গভীর খেদ প্রকাশ পেল সোহানার কণ্ঠে। 'তোমার ভৃত্যরা···দুনিয়ার পুরুষমানুষরা যা করতে পারে, ওরাও তা করতে পারে—কারণ, তোমার অনুমোদন ও নির্দেশ আছে।' ব্যাকুলদৃষ্টিতে লুসিফারের দিকে তাকাল ও। 'মাঝে মধ্যে সাংঘাতিক ভয় পাই আমি। ভয় পাই, একটা মেয়ের কাছ থেকে একজন পুরুষ যা চায়, ওরাও না আমার কাছে তাই চেয়ে বসে। বুঝতে পারছ, আমি কি বলছি, লুসিফার? এখানে তোমাদের সঙ্গে আছি আমি, অথচ আমার কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে আমাকে তোমার বড়বোন বলে মনে করতে, সম্ভাব্য সব বিষয়ে স্বাধীন ও মুক্ত মন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারতে, তাহলে এই নিরাপত্তাহীন অবস্থা থেকে রেহাই পেতাম আমি।'

'আমি চিরকালই নরকের অধিপতি থাকব,' আবার বলল লুসিফার। 'তবে ইচ্ছে করলে নিজেকে আমি যা খুশি তাই ভাবতে পারি, পারি যে-কোন রূপ ধারণ করতে, এমন কি নিজেকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব।'

'ধন্যবাদ, লুসিফার। আর কোন ভয় নেই আমার। মনে মনে তুমি চেয়েছ, তাই আমি চলে এসেছি তোমার কাছে। তুমি চাও, আমি তোমার সঙ্গে একঘরে থাকি, তোমার গাইড হিসেবে। কাজেই এই ঘর ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছি না। আজ রাতে বা অন্যকোন রাতে। তুমি চোখ বুজে থাকবে, ঢিল করে দেবে পেশী, আমি তোমাকে গল্প শোনাব। মেয়েদের গল্প, প্রেমের গল্প, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক···এই তো, তোমার চোখ বুজে আসছে। ঘুম পাচ্ছে তোমার···ঘুমে বুজে আসছে চোখ···তোমার সারা শরীরে শিথিল একটা ভাব চলে আসছে···মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা বের করে দিচ্ছ তুমি···।

লুসিফার যে মানুষ, শয়তান নয়, সম্মোহনের সাহায্যে এই চেতনা বা বোধ তার অবচেতন মনে ঢুকিয়ে দেবে সোহানা, তবে এখনই নয়। এ-ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে, সে-ধরনের কোন ঝুঁকি নিলে নিজের সর্বনাশ তো ডাকা হবেই, লুসিফারেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকবে। সম্মোহিত লুসিফারকে আজ প্রথম শুধু নারী সম্পর্কে সাজেশন দিল ও। নারী অপবিত্র নয়, প্রথম পাঠ। দ্বিতীয় পাঠ হবে, নারী সম্মানের পাত্রী।

মাঝরাতের আরও অনেক পরে লুসিফারকে সম্মোহিত অবস্থা থেকে জাগাল সোহানা। চোখ মেলেই সে বলল, তার ঘুম পেয়েছে। দু'জনের মাঝখানে একটা বালিশ, একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল সোহানাও।

*

প্রতি হপ্তায় দু'বার ছোট একটা সেইলিং ডিঙ্গি নিয়ে খোলা সাগরে চলে যায় টিউরেলাস, একটা হাঙর ধরে।

এই মুহূর্তে বিকেলের গরম রোদে নিজের ছোট কুঁড়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কুঁড়েটা লম্বা পাথুরে খাঁড়ির পাশেই, বে-র একশো গজ উত্তরে সাগর-তীর ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে খানিকটা। মরা হাঙরটাকে পরীক্ষা করছে টিউরেলাস। সাত ফুট লম্বা ওটা, খোলা সাগর থেকে এক দেড় মাইল দূরে গিয়ে কাল ধরেছে।

'বে-র চারদিকে ওটাকে তুমি টো করো?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'হ্যাঁ, মিস্টার। তবে তার আগে ওটা আরও একটু ভারী হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় আমাকে।'

'তারমানে পচন ধরে যতক্ষণ না ফুলে উঠবে?' দু'আঙুলে নাকের ডগা টিপে ধরল আশরাফ।

মাথা ঝাঁকাল টিউরেলাস, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'অন্যান্য হাঙরদের দূরে সরিয়ে রাখার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। প্রতি দিন চারবার টো করি আমি। তারপরেই শুধু সাঁতরানো নিরাপদ। ওদিকে বুড়ো হাঙর আছে।' খাঁড়ির মুখটার দিকে একটা হাত তুলল সে। ওদিকটায় পানির সামান্য ওপরে একটা নেট-এর ওপরের অংশটা দেখা যাচ্ছে। 'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। পচে প্রায় গলে এসেছে। কাল টো করলে খসে খসে পড়বে।'

'এরকম পচা-গলা হাঙর যদি আমার সঙ্গী-সাথীদের প্লেটে পরিবেশন করা যেত, ভারি খুশি হতাম। তারচেয়েও বেশি খুশি হতাম কালো স্যুট পরা ভাঁড়টাকে যদি টো করা সম্ভব হত—হপ্তায় মাত্র একবারের বেশি টো করার দরকার হত না তোমার।'

'মি. চৌধুরী?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল টিউরেলাস, আশরাফের কথা বুঝতে পারছে না।

'ভুলে যাও,' হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল আশরাফ, খাঁড়ির কিনারা ধরে ফিরে যাচ্ছে। সোহানার জন্যে অপেক্ষা করার সময় গল্প করছিল সে। এতক্ষণে ওকে দেখতে পেয়েছে, লাল সালোয়ার-কামিজ পরে রিজ থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। ঢালটা বাড়িটাকে দৃষ্টি পথ থেকে আড়াল করে রেখেছে। সকালে নাস্তার পর দ্রুত কয়েকটা কথা হয়েছে ওদের মধ্যে, তখনই ঠিক হয় এখানে ওরা দেখা করবে।

মোট তিনজন মোরো গার্ডকে দেখতে পেল আশরাফ। একজন রিজের ওপর, বাকি দু'জন খাঁড়ির সামনে সমতল জমিনের ওপর। তবে সোহানার সঙ্গে কেউ নেই। ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। আজকাল সোহানাকে প্রায় সারাক্ষণ নিজের পাশে রাখে লুসিফার।

লুসিফারের সঙ্গে আজ তিন হপ্তা হলো একঘরে থাকছে সোহানা। প্রথমদিকে একথা ভেবে স্বস্তিবোধ করেছিল আশরাফ যে শুরুতেই কোন বিপদ হয়নি সোহানার। তারপর ঈর্ষাবোধ করে সে, রীতিমত কাতর হয়ে পড়ে। এখন অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেয়ার পর্যায়ে উঠে এসেছে।

লুসিফার যে আগের চেয়ে অনেক সুখে আছে, সেটা কারও চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তাকে এমনকি আগের চেয়েও লম্বা দেখাচ্ছে। তার ব্যবহার ও আচরণে রাজকীয় ভাবটা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। তা-সত্ত্বেও এক্সপেরিমেন্টের অনেকগুলো অধিবেশনে সহযোগিতা করেছে সে, সোহানার অনুরোধে। তার ওপর সোহানার অসম্ভব প্রভাব। বললেই এক্সপেরিমেন্টের জন্যে ডা. হোল্ডিং ও তার সামনে হাজির হয় লুসিফার, সব সময় হাসিখুশি থাকে, পেশীতে কোন আড়ষ্ট ভাব থাকে না, সাবজেক্ট হিসেবে এখন তাকে আদর্শই বলা যায়।

এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে লুসিফারের উন্নতি হচ্ছে, তবে স্ট্যাটিসটিক-এর সাহায্যে অঙ্ক কষে ডা. হোল্ডিংকে বোকা বানিয়েছে আশরাফ। স্ট্যাটিসটিক একেবারেই বোঝে না সে; তাতে দেখা যাচ্ছে লুসিফারের আরও অনেক উন্নতি হবে। 'সময় নাও,' তাকে নির্দেশ দিয়েছে সোহানা, সে-ও ঠিক তাই করছে।

তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো, লুসিফারের ওপর ক্রমশ বাড়তে থাকা সোহানার প্রভাব অটো বারনেন একদমই পছন্দ করতে পারছে না। প্রভাবটা যে সোহানা সবাইকে দেখিয়ে প্রয়োগ করে তা নয়, তবে লুসিফারের আচরণই জিনিসটার অস্তিত্ব প্রকট করে তোলে। ইদানীং অটো বারনেন ও ডা. হোল্ডিঙের কথা কমই শোনে সে। মাঝে-মধ্যে দু'একটা কঠিন নির্দেশ দিচ্ছে, লুসিফার হিসেবে, সেগুলো অবশ্য পালনীয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতি কতক্ষণ সহ্য করবে অটো বারনেন কে জানে। সোহানার বেঁচে থাকাটা লাভজনক নয়, বরং ক্ষতিকর, এই উপসংহারে একবার পৌঁছুলে চরম সিদ্ধান্তটা নিতে দেরি করবে না সে।

তবে আপাতত কোন ভয় নেই, কারণ অটো বারনেন অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত। তার শিকারদের আরও একজন মুক্তিপণ দিতে রাজি হয়েছে। আজ রাতে পিক-আপ অপারেশন চলবে সাগরে, বিশ মাইল পশ্চিমে। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এই মুহূর্তে মীটিঙে বসেছে অটো বারনেন। শুধু পিক-আপ নিয়েই আলোচনা হবে না, মীটিঙে রীড কোয়েন তার রিপোর্টও পেশ করবে। আজ বারো দিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসেছে সে। খুন-খারাবি কোথায় ক'টা করল, খুঁটিয়ে সব জানতে চাইবে অটো বারনেন।

দাঁড়িয়ে পড়ল সোহানা, মাঝখানের দূরত্বটা আশরাফকে পেরিয়ে আসতে দিল, তারপর ঘুরল ও, দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওরা পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ার দিকে।

'তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে দেখছি না যে?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল তার গলায় তিক্ততার কোন ছোঁয়া নেই।

'ঘুমাচ্ছে,' সহজভাবেই উত্তর দিল সোহানা, ব্যঙ্গটুকু গায়ে মাখল না।

'এই বিকেলে?' একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল আশরাফ। 'এই সময় সাধারণত সে তোমার সঙ্গে সাঁতরায়।'

'হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছে, বিকেলটা শুধু সাঁতরানোর জন্যে নয়, আরও দু'একটা কাজ করা যায়। কাজটা করে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আশরাফ। 'দু'একটা কাজের মধ্যে একটা সম্ভবত স্বর্গ থেকে বেড়িয়ে আসা, কি বলো?'

'হতে পারে।' সোহানা নির্লিপ্ত।

'আচ্ছা, তাই তো বলি! সেজন্যেই তাহলে পুতুল-নাচ দেখার আর কোন আগ্রহ নেই তার। ধন্যবাদ লুসিফারকে, কুৎসিত নাচটা থেকে রেহাই পেয়েছি আমরা।'

'তবে অটো বারনেন ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।' আশরাফের দিকে তাকাল সোহানা। 'শুভ লক্ষণ, আশরাফ, অনেক পরিবর্তন হয়েছে তোমার। চেহারাই বলে দিচ্ছে, ভয়ে এখন তুমি কুঁকড়ে থাকো না।'

'তোমার লেকচারে কাজ হয়েছে। তবে ভুল কোরো না, ভীতু কাপুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখনও আমার মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।'

'সব ক'টা সাফল্যের সঙ্গে গোপন করে রাখতে পারছ, এটাও কম কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বারনেন দম্পতির ওপর তোমার নতুন টেকনিক-এর ব্যবহার আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। কাল রাতে একবার মনে হলো, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

এ-কথা সত্যি, নির্ভেজাল রসিকতা বারনেন দম্পতি বোঝে না। আসলে ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাদের লেজ ধরে মোচড়াতে শুরু করেছিল আশরাফ। আরেকটা কারণ ছিল, ওদেরকে সে ঘৃণা করে। ওদের প্রতি তার আচরণ ছিল সবিনয় ও ভদ্রোচিত, তবে কথাবার্তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল অপমান করা। বারনেন দম্পতি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।

সব কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হঠাৎ হেসে উঠল সোহানা।

কাল রাতে ডিনারের পর গান শোনার জন্যে নিজের ঘরে চলে গেল লুসিফার, তারপরই শুরু হলো ব্যাপারটা। প্রসঙ্গটা তুলল সুজানি।

'আপনার কি সত্যিকার ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে, মি. চৌধুরী?' জানতে চাইল সে, অস্থির হাতে কাপে কফি ঢালার সময় শিউরে ওঠার ভান করল।

'ভৌতিক অভিজ্ঞতা?' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করল আশরাফ, কয়েক মুহূর্ত ধরে বিবেচনা করল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে চলল, 'না, চাক্ষুষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। না, মিসেস সুজানি, লোকে যাকে ভূত বা পেত্নী বলে সে-ধরনের আমি কিছু দেখেছি বলে দাবি করব না।'

মুখ তুলে তাকাল সুজানি। 'আপনার কথার সুর শুনে মনে হচ্ছে অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা আছে আপনার, মি. চৌধুরী।'

'তা বলা যায়। তবে বিশ্বাস করানোর জন্যে জেদ ধরব না আমি।' বিরতি নিল আশরাফ। 'আমার এক খালু ছিলেন, গরীব মানুষ, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক স্কুলে দপ্তরীর কাজ করতেন...,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, তারপর অলসভঙ্গিতে চুমুক দিল কফির কাপে, যেন গল্পটা বলার তেমন উৎসাহ নেই তার।

'স্কুলে দপ্তরী ছিলেন? কি ঘটল?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল সুজানি।

'স্কুলটা আমাদের রাজধানী ঢাকা শহরে। টিপু সুলতান রোডে ওই একটাই হাইস্কুল। আমিও ওখানে পড়েছি। আমার খালু ক্লাস শুরু ও শেষ হবার সময় ঘণ্টা বাজাতেন। তাঁর ঘণ্টা বাজানোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আসলে ঘণ্টা বাজিয়ে সঙ্কেত দিতেন তিনি। সঙ্কেত দিতেন আশপাশের মুক্তিযোদ্ধাদের। সঙ্কেত অনুসারে

তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রচার-পত্র, নির্দেশাবলী সংগ্রহ করত, কিংবা এলাকা ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যেত। একদিন তিনি ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, এই সময় দখলদারবাহিনীর কিছু সদস্যকে নিয়ে রাজাকাররা হামলা করল স্কুলে। প্রচুর গ্রেনেড ফাটল ও গুলি হলো।' সুজানির দিকে তাকাল আশরাফ। 'আমরা, তাঁর আত্মীয়রা, একটা ব্যাপারে খুবই গর্বিত। ইঁট-কাঠ, জানালা-দরজা ইত্যাদি সরিয়ে লাশটা যখন বের করা হলো, দেখা গেল ঘণ্টাটা তাঁর হাতে শক্ত করে ধরা।'

সোহানা লক্ষ করল, দম বন্ধ করল ডা. হোল্ডিং। আশরাফকে এ-ধরনের গল্প বলতে শুনে খানিকটা আতঙ্কিত সে, খানিকটা পুলকিত।

কয়েক সেকেন্ড পর অটো বারনেন বলল, 'ঘণ্টাটা তিনি তখনও ধরে ছিলেন···এটা ন্যাচারাল রিয়্যাকশনই বলা যায়, কর্তব্যপরায়ণতা না-ও হতে পারে।' সোহানা ও ডা. হোল্ডিং, দু'জনের পেশীতেই ঢিল পড়ল।

'আই বেগ ইওর পার্ডন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল আশরাফ। 'আমার খালু মহান দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইদ্রিস।'

কফির কাপে চামচ নাড়ছে অটো বারনেন, ভুরু জোড়া সামান্য কোঁচকানো। 'তার নামের সঙ্গে কি সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু একটা তথ্য দেয়ার জন্যে নামটা বললাম, যেহেতু আপনার লক্ষ্মী বউ আগ্রহ দেখালেন। তবে থাক, এ-ব্যাপারে আর কিছু না বলাই ভাল।'

অটো বারনেনের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল সুজানি, তারপর আশরাফের দিকে ফিরল। 'কিন্তু ভূত···,' তার কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে নিস্তেজ হয়ে এল। 'এর মধ্যে ভৌতিক অভিজ্ঞতা কোথায়, মি. চৌধুরী?'

'ও···,' আশরাফের ভাব দেখে মনে হলো সুজানির অত্যাচার হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে সে। 'বিশ্বাস করার জন্যে আমি জেদ ধরব না, মিসেস সুজানি। তবে দশ বছর পর আমি একদিন স্কুলে খেলতে গেছি। দশ বছর পর ঠিক সেই দিন, যেদিন আমার খালু মারা গিয়েছিলেন। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক সাড়ে চারটে বাজে, যে-সময় তিনি মারা গিয়েছিলেন। পার্থক্য হলো, যেদিন তিনি মারা যান সেদিন ক্লাস হচ্ছিল, আর দশ বছর পরের সেদিনটায় কি কারণে জানি না বন্ধ ছিল স্কুল। স্কুলের বারান্দায় একেবারে একা ছিলাম আমি অথচ একটানা অনেকক্ষণ স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম ঘণ্টা বাজছে।'

সোহানা শুনতে পেল, বিড়বিড় করল ডা. হোল্ডিং, 'ওহ্ গড!'

অসম্ভব গল্পটা যে গাম্ভীর্য ও অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বলেছে আশরাফ, বিশ্বাস করার জন্যে তা যথেষ্ট।

'কানের ভুল, শোনার ভুল বা এ-ধরনের কিছু হবে,' মন্তব্য করল অটো বারনেন।

'কি জানি, বলা কঠিন, অটো।' মেনথল স্টিকটা বের করল সুজানি। 'স্কুলে পড়ার সময় একটা ঘটনার কথা এখনও আমার মনে আছে। এক মেয়ে তার খালাকে পরিষ্কার···'

এই মুহূর্তে, আশরাফের সঙ্গে হাঁটার সময়, সোহানা বলল, 'জানি, ওদেরকে

বোকা বানিয়ে মজা পাও তুমি। শরীর ও মনের জন্যে তা ভালও বটে। তবে বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, আশরাফ। বিশেষ করে ডা. হোল্ডিং যদি বিরক্ত বোধ করে, তোমার বিপদ হবে।'

'আমি সাবধানে থাকব।'

'ধন্যবাদ। পালানোর কোন বুদ্ধি এল মাথায়?'

'দশ-বারোটা। কোনটাই ভাল না। তবে আপাতত আমি শুধু অটো বারনেনের মেইন ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে পাবার কাজে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিতে চাই।'

'বাহ,' উৎসাহ দিল সোহানা। 'বলে যাও।'

'ওটা যদি অকেজো করতে পারি, আর যদি একটা ডিঙ্গি চুরি করা সম্ভব হয়, তারপর কয়েক মাইল গেলেই তো পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারের নাগালের বাইরে চলে যাব আমরা, তাই না? তীরে কোথাও নেমে শালার পয়জন ক্যাপসুলগুলো বের করব—আমারটা তুমি, তোমারটা আমি। তারপর...,' চুলে আঙুল চালাল আশরাফ, কাঁধ ঝাঁকাল। 'দুঃখিত, তারপর গোটা ব্যাপারটা খুবই অস্পষ্ট। আমি জঙ্গলে পথ হারাতে রাজি আছি, তবু অটো বারনেন কখন খুন করবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি নই।'

আরও কয়েক পা এগোল ওরা, তারপর আশরাফ আবার বলল, 'ঠিক আছে, আমি জানি আইডিয়াটা বাজে...'

'বাজে কি? আমি নিজেও তো মেইন ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজছি, ওই একই কারণে।'

বোকার মত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও হেসে উঠল আশরাফ, খুশি লাগছে তার। 'তারমানে আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখছি। আমার ধারণা, জিনিসটা অটো বারনেনের ওঅর্করুমে আছে। দু'দিন আগে সত্যিসত্যি ওখানে আমি গিয়েছিলাম—ডা. হোল্ডিংঙের পিছু পিছু। অটো বারনেনের সঙ্গে কথা ছিল তার। ওরা আমাকে বের করে দেয়নি। তবে জিনিসটা যদি ওখানে থাকেও, লুকানো আছে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমিও গিয়েছিলাম, লুসিফারের সঙ্গে। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে।'

'শিকে ছিঁড়ল না?'

'ওটা অন্তত পেলাম না।'

সোহানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আশরাফ। ইতিমধ্যে পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠে এসেছে ওরা। বসল সোহানা, ভাঁজ করা পা দুটো শরীরের নিচে চাপা পড়ল। একই ভঙ্গিতে আশরাফকেও বসতে ইঙ্গিত করল ও।

'আমার ঘরের জানালার একটা বার কেটে ফেলেছি আমি,' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা, বে-র দিকে চোখ। 'এবার তোমার পালা, আশরাফ। রোজ রাতে যদি দু'ঘণ্টা কাজ করো, দশ দিন লাগবে তোমার।'

চোখে শূন্য দৃষ্টি, সোহানার দিকে তাকিয়ে আছে আশরাফ। 'কি দিয়ে ...দাঁত?'

'মাটিতে তাকাও।'

তাকাল আশরাফ। তার হাতের কাছে একটা ফাইল পড়ে রয়েছে, চার ইঞ্চি লম্বা।

'বারনেনের ওঅর্কর্রুম থেকে পেয়েছি,' বলল সোহানা। 'শার্টের ভেতর লুকিয়ে রাখো। ঘরে ফিরে অন্য কোথাও রাখবে, প্রথম সুযোগেই।'

শান্ত ভঙ্গিতে, পিছনে মোরো গার্ডদের উপস্থিতি মনে রেখে, ফাইলটার ওপর হাতচাপা দিল আশরাফ। শার্টের ভেতর হাত গলিয়ে বগল চুলকাল সে, তারপর খালি হাতটা বের করে আনল।

'বার-এর ওপরের দিকটা কাটবে, শুরু করবে বাইরের দিক থেকে,' বলল সোহানা, চোখ এখনও সাগরে স্থির। 'কাদা ও থুতু দিয়ে কাটা অংশটা ভরে ফেলবে, প্রতি রাতে কাজ শেষ হলেই।'

'শুধু ওপরের দিকটা?'

'হ্যাঁ। ওগুলো লম্বা বার। একটা প্রান্ত কাটতে পারলে টান দিয়ে বাঁকা করা যাবে। কাজ শেষ হলে আমাকে জানাবে। তোমার ঘরে আসব আমি।'

'কিভাবে?'

'লুসিফারের বাথরুমের জানালা দিয়ে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে ছাদে উঠে যাব, নামব তোমার জানালায়। সব আমি দেখে রেখেছি।'

'আমার কি দশদিনই লাগবে?'

'লাগবে। তোমার দরজার বাইরে মোরো গার্ড শুয়ে থাকে, কাজটা নিঃশব্দে সারতে হবে। ফাইলে গ্রিজ মাখিয়ে নিলে ভাল হয়। টিউবেলাসের কুঁড়েঘরে পাবে, একটা টিনে। ফাইল চালাবার সময় বেশি চাপ দিয়ো না। বারগুলো নরম ইস্পাতের তৈরি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' আশরাফ অনুভব করল তার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। 'আমার লালা সাপ্লাই দেয়ার গ্ল্যান্ডগুলো ঠিকমত কাজ করছে বলে মনে হয় না, কাজেই থুতুর খানিকটা টান পড়তে পারে। অসুবিধে নেই, চোখের পানি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব। তাও যদি না পাই...,' হাসি চেপে কাঁধ ঝাঁকাল সে। '...চিন্তা কোরো না, উপায় তো আরও আছে, তাই না?'

তিন

কার্গো বোটের জোড়া প্রপেলার স্থির হয়ে আছে। ব্রিজ থেকে মই বেয়ে মেইন ডেকে নেমে এল ফার্স্ট মেট। অন্ধকারে রেইলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল ও মাসুদ রানা। নেভী ব্লু শার্ট আর হালকা রঙের স্ল্যাকস পরেছে গগল, মিনার আকৃতির ক্যাপটা মাথার পিছনে ঠেলে দিয়েছে। রানার কাপড় কালো। দু'জনের কারও মুখেই হাসি নেই—রানা নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা, গগলের চেহারা গম্ভীর ও কঠিন।

ফার্স্ট মেট বলল, 'স্থানীয় সময় সাড়ে একুশ ঘণ্টা, মি. গগল। নির্দিষ্ট স্পটে পৌঁছে গেছি আমরা।'

'ঠিক আছে। কাজ শুরু করুন।'

অন্ধকারে সচল হলো মূর্তিগুলো, সচল হলো ছোট একটা এঞ্জিন। কার্গো বোটের কিনারা থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে এগোল একটা ডেরিক, থামল, ওটা থেকে নোঙর আকৃতির বিরাট একটা কন্টেইনার ঝুলছে, ক্রমশ নেমে যাচ্ছে সাগরের কালো ও চকচকে পানিতে।

তাসখন্দ হাজার টন ওজনের জাহাজ, ক্রিসেন্ট লাইনের সম্পত্তি, গগল-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। এই মুহূর্তে সানফ্রান্সিসকোর পথে থাকার কথা ওটার, তবে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়ে ইওকোহামা-য় আটকে রাখা হয়েছিল। আকাশ পথে আসা কয়েকজন আরোহীকে ওখান থেকে বুকে তুলে নিয়েছে তাসখন্দ। তাদের মধ্যে একজন মাসুদ রানা। এক পাইলটও আছে, বিভার সীপ্লেন-এর জন্যে। জাহাজের মাঝখানে, মেইন ডেকের ওপর তৈরি করা হয়েছে হ্যাঙ্গারটা, প্লেনটাকে ওখানে রাখা হয়েছে। আরোহীদের মধ্যে মালিক ভিনসেন্ট গগলও রয়েছে। আর আছে দশ-বারোজন লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ কঠিন পাত্র। তাসখন্দের ক্যাপটেন অভিজ্ঞ মানুষ, তাঁর ধারণা লোকগুলো প্রাক্তন নৌ-সেনা।

আরোহীদের সঙ্গে বেশ কিছু অস্ত্রও তোলা হয়েছে জাহাজে। ক্রুদের মধ্যে নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাপটেন নিজেও উদ্বেগ ও অস্বস্তিবোধ করছেন, তবে চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দেননি, ভিনসেন্ট গগলকে কোন প্রশ্নও করেননি। সতর্ক ও কৌশলী মানুষ তিনি, তাঁর সন্দেহ এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন কোন নির্দেশ দেয়া হবে, এবং সে নির্দেশ মানতে গেলে ক্রু সহ জাহাজটাকে ফেলতে হবে বিপদের মুখে। তা যদি ঘটে, ভিনসেন্ট গগলের সঙ্গে লড়বেন তিনি, ফলাফল যা-ই হোক না কেন। তবে তার আগে পর্যন্ত শান্তি বজায় রাখার পক্ষপাতি তিনি।

অন্ধকারে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লেট গো।' ডেরিকের কেবল শিথিল হলো, বিরাট কালো কন্টেইনার তলিয়ে গেল পানির নিচে।

গগল বলল, 'স্কিপারকে আমার শুভেচ্ছা জানাও। বলো, আমি চাই দু'মাইল দক্ষিণে গিয়ে আবার থামব আমরা।'

'দক্ষিণে দু'মাইল, তারপর আবার থামতে হবে, স্যার।' অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ফার্স্ট মেট। ডেভিট থেকে ঝুলতে থাকা ছোট ও কালো ডিঙ্গিটার দিকে তাকাল গগল। মাত্র আট ফুট লম্বা ওটা, মেইনসেইল ছাড়াও ছোট একটা তেকোণা পাল আছে, খুদে মার্কারী আউটবোর্ড এঞ্জিনটার ক্ষমতা মাত্র ৩.৯ ঘোড়া, সাইলেন্সার ফিট করা। বোটে এক ক্যান অতিরিক্ত পেট্রল, দু'বোতল পানি আর কিছু শুকনো খাবার আছে। ভাঁজ করা একটা টু-সিটার ক্যানু-ও রয়েছে বোটে। ওটা নেয়ার পিছনে যুক্তি আছে রানার, গগলকে বলেছে, 'যেখানে ডিঙ্গি যেতে পারবে না, সেখানে ক্যানু কাজে লাগবে।'

রেইলিং ধরে গগলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ওর আরেক পাশে ছোট একটা কালো কিটব্যাগ। ওটা ভরার সময় উপস্থিত ছিল গগল, জানে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ও কমব্যাট ইকুইপমেন্ট আছে ভেতরে, একটা মিনিয়েচার রেডিও ট্র্যান্সসিভার সহ।

'এখনও আমি বুঝতে পারছি না কমান্ডো স্টাইলে অতর্কিতে হামলা চালাতে

অসুবিধে কোথায়!' থমথমে গলায় বলল গগল।

'সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' রানা সম্পূর্ণ শান্ত। 'আমি একা গিয়ে প্রথমে জানব ঠিক কি ধরনের বিপদে পড়েছে সোহানা। ও বলেছে, উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলে ওকে মেরে ফেলা হবে। এ-কথা বলার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তাছাড়া, এদিকের পানিতে অতর্কিতে হামলা চালাতে গেলে জাহাজটা হারাবার ঝুঁকি নিতে হবে। তোমার ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

সরু একটা সিগার ধরাল গগল, দেশলাইয়ের কাঠিটা দু'আঙুলের চাপে ভাঙল। 'সোহানাকে আটক করা হয়েছে অনেক দিন হয়ে গেল। যে-ধরনের বিপদের কথা বলেছেন তিনি, এখন হয়তো সেটার কোন অস্তিত্বই নেই।'

'হয়তো নেই। তবে নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত চুপিসারে এগোতে হবে আমাদের।

জাহাজের গতি খুব বেশি নয়। অন্ধকারে চোখ রেখে গগল বলল, 'সোহানা মারাও যেতে পারেন। হয়তো এক মাস আগেই তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'জানি, সম্ভব।'

'তা যদি হয়, তখন কি করবে?'

ঘুরল রানা, হাতের কনুই দুটো রেইলে তুলে দিল। ডেক ল্যাম্পের আলোয় ওর চেহারা আশ্চর্য শান্ত লাগছে। 'সোহানা মারা গেছে জানার পর, গগল, নিঃশব্দে পা ফেলার দরকার হবে না। যেখান থেকে সম্ভব ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি।'

'ঝাঁপিয়ে পড়ো আর খুন হয়ে যাও,' বলল গগল। 'রেডিওতে ডাকবে তুমি আমাদের, রানা। ডাকবে, এবং আমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। প্লীজ।'

'ডাকব।'

'এবং অপেক্ষাও করবে?'

'না। অপেক্ষা আমি যথেষ্ট করেছি।' গলার আওয়াজটা নরম, তবে মুহূর্তের জন্যে রানার চোখে খুনের নেশা ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখল গগল। অদ্ভুত দৃষ্টিটা অদৃশ্য হলো আবার। মৃদুকণ্ঠে রানা বলল, 'তবে সোহানা মারা গেছে এ আমি বিশ্বাস করি না, গগল। সে মারা গেলে আমি অনুভব করতে পারতাম। পরিস্থিতি যা-ই হোক, তোমাকে আমি খবর দেব। তবে ভোরের মধ্যে সাড়া না পেলে অস্থির হয়ো না। সোহানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দু'একটা দিন লেগে যেতে পারে।'

'যদি তাঁকে আদৌ পাও তুমি। যদি রীড কোয়েন ও বাকি সবাই যেখানে আছে বলে ধারণা করছ সেখানে তারা আদৌ থাকে।'

'সেখানে না হলেও, কাছাকাছি কোথাও থাকবে ওরা—পিক-আপ সম্পর্কে আমার আন্দাজ যদি ভুল না হয়।'

মাথা ঝাঁকাল গগল। প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এখন সে প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে যে রানার অনুমানে কোন ভুল নেই। ছোট কালো কিট ব্যাগটার দিকে তাকাল সে। 'প্লেনে করে তুমি ইওকোহামায় তিনটে কাঠের বাক্স আনলে অথচ সবই তো প্রায় রেখে যাচ্ছ, কিট ব্যাগে আর ক'টা জিনিস ধরেছে।'

'ছোট বোট, জায়গা কোথায়। তবে বাকি জিনিসগুলো পরে আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

'পরে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গগল, হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়েছে। 'ঠিক কি বলতে চাও, রানা? সোহানাকে জীবিত পেলে তুমি সঙ্গে করে আনবে না?'

গগলের দিকে ফিরল রানা। 'কোন সূত্র নেই, বিপদের ধরন সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। ওকে পেলেও হয়তো সঙ্গে করে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না। ব্যাপারটা যদি এতটা সহজ হত, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই বেরিয়ে আসত সোহানা। তবে কি করতে হবে জানবে ও, সেজন্যেই লাগতে পারে ভেবে ইকুইপমেন্টগুলো যোগাড় করে রাখা।'

কি যেন বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করল গগল, মাথা নাড়ল নিঃশব্দে। রানাকে ভাল করে চেনে সে, ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করে না। ওর প্রতিটি কাজে প্রধান ভূমিকা থাকে বুদ্ধি ও যুক্তির।

ইতিমধ্যে মন্থর হয়ে এসেছে জাহাজের গতি। ফার্স্ট মেট উদয় হলো আবার, বলল, 'দু'মাইল দক্ষিণে চলে এসেছি আমরা, মি. গগল।'

'ঠিক আছে। ডিঙ্গিটাকে পানিতে নামাব।' রানার দিকে তাকাল গগল। 'রঁদেভোয় তোমার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা?'

'চারদিন। যদি ফিরে না আসি বা রেডিওতে যোগাযোগ না করি, ধরে নেবে আমি কোথাও ভুল করেছি।'

ডেকের সঙ্গে একই লেভেলে ঝুলছে ছোট ডিঙ্গিটা। প্রথমে কিট ব্যাগটা তুলল রানা, তারপর রেইল টপকে নিজেও চড়ল। বোটের পিছন দিকে বসে গগলের দিকে তাকাল ও। 'সেক্ষেত্রে টাকা খরচ করে আরেকটা ড্রপ-এর আয়োজন করতে পারো তুমি। পরের বার তোমার নিজের পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারো। কোন কিছুই তোমাকে বেঁধে রাখবে না।'

মাথা ঝাঁকাল গগল। সে ভাবছে, চারটে দিন কতটা লম্বা বলে মনে হবে। উত্তেজনা ও উদ্বেগে মাথাব্যথা করছে তার। 'ঠিক আছে। তবে আমার একটা উপকার কোরো, রানা। এবার অন্তত কোথাও ভুল কোরো না।'

একটা হাত তুলে নাড়ল রানা। পুলিগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল, ছোট বোটটা নেমে যাচ্ছে নিচের পানিতে।

একটু পরই অন্ধকার ও অজানা সাগরে হারিয়ে গেল রানা। একা।

প্লুটো ও বেলিয়াল তরল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অনায়াস সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে চলেছে, মাটির বুক ওদের এক হাজার ফুট ওপরে। খেলছে ওরা, ভারি মজা পাচ্ছে। আশপাশের অন্ধকার কোন মানুষের চোখ ভেদ করতে পারবে না, তবে প্লুটো ও বেলিয়াল মানুষ নয়, আর তাছাড়া এটা তাদের নিজেদের জগৎ। একটা সময় অবশ্য ছিল বটে যখন তাদের পূর্ব-পুরুষরা মাটির বুকে বসবাস করত, তবে সেটা বহু কোটি বছর আগের কথা।

ওদের মহান ও প্রিয় প্রভু খেলাটা ওদেরকে শিখিয়েছেন। খেলা শেষে তিনি ওদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি কথা বলবেন ওদের সঙ্গে, আদর করবেন, নিজের হাতে খাওয়াবেন।

প্লুটো ও বেলিয়াল একসঙ্গে ওপরে উঠে এল, পানির পিঠ ফুঁড়ে লাফ দিল

শূন্যে, তারপর আবার দ্রুত বেগে নেমে গেল গভীর তলদেশে।

তিন মাইল দূরে ছোট ও কালো তেকোণা একটা পাল মৃদু বাতাসে ফুলে রয়েছে। ডিঙ্গিটাকে উত্তর দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা। আকাশে চওড়া কাস্তে আকৃতির চাঁদ। তাসখন্দের আলো অদৃশ্য হয়েছে প্রায় এক ঘণ্টা হলো। গম্বুজ আকৃতির আকাশ, তারকাখচিত, নিচে নিঃসঙ্গ রানা। সাগর প্রায় শান্তই বলা যায়।

এই বিশাল শূন্যতার মাঝখানে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও তাৎপর্যহীন বলে মনে করাটাই স্বাভাবিক, তবে রানা সেরকম কিছু অনুভব করছে না। বহু বছর হলো নিজের, সমাজের ও প্রকৃতির তৈরি বৈরী পরিবেশে অরক্ষিত থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে ওর। পরিবেশটা সম্পর্কে সচেতন ও, তবে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

হালটা হালকা হাতে ধরে আছে রানা, মনটা ফিরে গেছে স্টকহোমে। আইডিয়াটা ওখানেই ওর মাথায় ঢোকে। শুধুই কল্পনার ফসল নয়—বিস্মৃত-প্রায় তথ্য, টুকরো টুকরো জ্ঞান, কল্পনাশক্তি, অঙ্ক মেলানোর অসীম ধৈর্য ইত্যাদির যোগফল বলা যেতে পারে।

ঘণ্টাখানেক ধরে বহু জায়গায় ফোন করার পর ড. বয়েল-এর খোঁজ পায় ও। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন কিউরেটর তিনি, তাঁর বিষয় ন্যাচারাল হিস্ট্রি। যে-বিষয়টা এই মুহূর্তে রানার মন দখল করে রেখেছে সে-বিষয়েও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

লাইনটা ভাল ছিল, টেলিফোনেই দীর্ঘ আলাপ হয় ওদের। স্টকহোম থেকে অচেনা এক লোক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে, বিরক্ত হবারই কথা ভদ্রলোকের, কিন্তু তা তিনি হননি, বরং অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা করেছেন।

'সব কথা বিশদভাবে বলতে গেলে অনেক বেশি সময় লাগবে,' পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে জানিয়েছে তাকে রানা। 'তবে বিশ্বাস করুন, ড. বয়েল, ব্যাপারটা জরুরী। হয়তো জীবন-মরণ সমস্যা। এবার আমি প্রশ্ন করতে পারি?'

'পারলে উত্তর দেব আমি,' ভদ্রলোকের গলা শান্ত ও অনুকূল, স্বস্তিকর আস্থার ভাব এনে দেয়।

ডলফিন?

হ্যাঁ। ডলফিনের ওপর অসংখ্য পরীক্ষা চালিয়েছেন ড. বয়েল। স্বভাবতই তিমিবর্গীয় এই প্রাণীগুলোর ওপর ফ্রেজার, কেললগ, শেভিল, নোরিস, লরেন্স সহ আরও দশ-বারোজন বিশেষজ্ঞের থিসিস পাঠ করেছেন তিনি। এদের গবেষণা সম্পর্কে রানাও কিছু কিছু জানে, তবে তা প্রকাশ করল না। ডলফিন সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য ওর।

একটা ডলফিনকে কতটুকু ট্রেনিং দেয়া সম্ভব?

নির্ভর করে বিষয়ের ওপর। কোন কোন বিষয়ে অত্যন্ত উঁচু মাত্রার ট্রেনিংও নিতে পারে। ডলফিন, অন্যান্য তিমির মত, এমন একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী, প্রাগৈতিহাসিক যুগে যারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে পানিকে বেছে নেয়। ডলফিনের মগজ বিরাট, আশ্চর্য রকম কুণ্ডলী পাকানো, মানুষের মগজের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল আছে। ওয়ার্য ক্লাসিফিকেশন অনুসারে, উন্নতমানের মগজ দেখা যায় মানুষ, হাতি ও তিমির মধ্যে। তুলনায় কুকুর ও এমনকি বানরের মগজও নিচু মানের। সংক্ষেপে,

ডলফিন বুদ্ধিমান, ট্রেনিং নিতে আগ্রহী, মানুষের প্রতি তার বিশেষ স্নেহ বা ভক্তি আছে। মজার ব্যাপার হলো, খেলাধুলো খুব ভালবাসে ওরা। ওদের শেখা কোন কৌশল বা খেলা যদি দেখাবার অনুমতি না পায়, গম্ভীর ও অসন্তুষ্ট হবার প্রবণতাও লক্ষ করার মত।

ট্রেনিং পাওয়া একটা ডলফিনকে যদি তার এলাকার পানি থেকে অন্য কোন এলাকার পানিতে নিয়ে যাওয়া হয়, ধরুন ক্যারিবিয়ান থেকে নর্থ সী-তে, তার স্বাভাবিক ক্ষমতা বা গুণাবলী কি কমে যাবে?

সম্ভবত নির্ভর করবে ডলফিনটা কোন প্রজাতির তার ওপর। তবে বটলনেক ডলফিন দুনিয়ার প্রায় সব জলসীমায় দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর আটলান্টিক বলুন বা ভারত মহাসাগর, কোথাও অস্বস্তিবোধ করবে না।

ডলফিনের শ্রবণশক্তি?

দারুণ। পানির তলায় শব্দ শোনার ব্যাপারে মানুষের যে ক্ষমতা, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ডলফিনের। হিউম্যান অডিও ফ্রিকোয়েন্সী হলো প্রতি সেকেন্ডে ষোলো সাইকেল থেকে পনেরো কিলোসাইকেল। এই ফ্রিকোয়েন্সীতে ডলফিন শুনতে তো পায়ই, সে এমন কি আলট্রাসোনিক ফ্রিকোয়েন্সীতেও শুনতে পায়—একশো বিশ কিলোসাইকেল পর্যন্ত, বা তারও বেশি। এত উন্নতমানের শ্রবণশক্তি আর শুধু রয়েছে বাদুড়ের। বাদুড়ের মত ডলফিনও সোনার বা ইকোলোকেশন ব্যবহার করে। তারা লো এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সীর শব্দ করে। শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি গ্রহণ করে আশ্চর্য স্পর্শকাতর দুই কানে, এভাবে পানির তলার বস্তু কোনটা কোথায় আছে তা নির্ভুলভাবে জেনে নেয়।

কত দূর থেকে?

উত্তর দেয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ড. বয়েল। তারপর বললেন, ডলফিনের সোনার রেসপন্স সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে এখন পর্যন্ত তেমন কোন পরীক্ষা করা হয়নি।

সোনার রেসপন্স বাদ দিন, পানির তলায় কতটা দূর থেকে শুনতে পায় ডলফিন?

নির্ভর করবে শব্দের ইনটেনসিটি-র ওপর। মি. রানা কি জানেন, শব্দের গতি বাতাসের চেয়ে পানিতে চার গুণ বেশি?

সাত মিনিট ধরে ব্যাখ্যা করলেন ড. বয়েল পানি ও বাতাসে শব্দের গতির এই পার্থক্যের কি কারণ। তারপর তিনি জানালেন, পরীক্ষায় দেখা গেছে একটা পুল-এ ছোট চামচের এক চামচ পানি ফেললে দুশো মিটার দূর থেকেও তা শুনতে পায় ডলফিন। দূরত্ব খুব বেশি হলে ফলাফল কি হবে বলা কঠিন। তবে আকাশ থেকে এক ঝাঁক গ্রে হোয়েলের ওপর নজর রাখার সময় দেখা গেছে, হঠাৎ তারা দিক বদলে এক ঝাঁক কিলার হোয়েলের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যদিও কিলার হোয়েলের ঝাঁকটা রয়েছে কয়েক মাইল দূরে। ওদের সতর্ক করার কৃতিত্বটা ইকোলোকেশন পেতে পারে, কিংবা কিলার হোয়েলের তৈরি শব্দ ধরার ক্ষমতা। আহত বাচ্চাকে উদ্ধার করার জন্যে মা-তিমি অনেক মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে, এটা তো আমরা একটা রিসার্চ শিপ থেকে তোলা ছবিতেই দেখেছি। সন্দেহ নেই,

বাচ্চার পাঠানো বিপদসঙ্কেত শুনেই সাড়া দিয়েছে মা। মনে রাখতে হবে, তিমির চেয়ে ডলফিনের শ্রবণশক্তি কম নয়। এসব জেনে মি. রানার কি কোন উপকার হচ্ছে?

বিরাট উপকার হচ্ছে। আচ্ছা, এবার ধরা যাক ট্রেনিং পাওয়া এক বা একাধিক ডলফিনকে আন্ডারওয়াটার ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে ডাকা হচ্ছে, ত্রিশ মাইল দূর থেকে। ওরা কি ট্র্যান্সমিটারটা খুঁজে বের করতে পারবে?

ইনটেনসিটি ও ফ্রিকোয়েন্সী ঠিক থাকলে সম্ভব। তবে একটা অসুবিধে আছে। অতটা দূর থেকে শোনার জন্যে শব্দের যথেষ্ট ইনটেনসিটি থাকতে হবে, কাজেই যতই এগিয়ে আসবে ডলফিন ততই ব্যথা ও কষ্ট পাবে সে।

কিন্তু যদি ট্র্যান্সমিটারটা এমনভাবে তৈরি করা হয় যে শব্দের ইনটেনসিটি ধীরে ধীরে কমে যাবে?

তাহলে অসুবিধেটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। তবে ট্র্যান্সমিটারের ব্যাপারটা ভাল বোঝেন না ড. বয়েল। এ বিষয়ে জানতে হলে কোন সোনার এক্সপার্টের সঙ্গে আলাপ করতে হবে মি. রানাকে।

কন্টেইনারের ডিভাইস পরীক্ষা করেছে রানা, সে-কথা মনে রেখে বলল, মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে শব্দের ইনটেনসিটি কমানো টেকনিক্যাল কোন সমস্যা নয়। ড. বয়েল যদি কিছু মনে না করেন, ওর আর মাত্র তিনটে প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, ডাইভ দিয়ে কতটা গভীরে নামতে পারে একটা ডলফিন?

সাধারণত পানির সারফেস-এর কাছাকাছি লাফালাফি করে ওরা, চার-পাঁচটা ঢেউ-এর জায়গা জুড়ে। তারপর দশ ফ্যাদম নিচে নেমে সম্ভবত মিনিট পাঁচেক থাকে। বটলনেক ডলফিন নিচে নেমে তেরো থেকে পনেরো মিনিট থাকতে পারে। তবে দশ ফ্যাদমের বেশি নিচেও নামতে পারে ডলফিন, অন্তত নামতে না পারার বায়োলজিক্যাল কোন কারণ নেই।

বিশ? ত্রিশ ফ্যাদম?

বায়োলজিক্যালি খুবই সম্ভব। উপযুক্ত ট্রেনিং পেলে তো কথাই নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। একটা ডলফিনকে কি কিছু দিয়ে বাঁধা সম্ভব, যাতে সে কোন বস্তু টেনে আনতে পারে?

'অবশ্যই পারে, যদি সেটা খুব বেশি ভারী না হয়। চায়না লেক, ক্যালিফোর্নিয়ায়, ইউএস ন্যাভাল অর্ডন্যান্স টেস্ট স্টেশনে, ডলফিনকে হারনেস দিয়ে বেঁধে অনেক পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাণী। তবে বস্তুটিকে ভাসমান হতে হবে, কিংবা সারফেস-এর যথেষ্ট কাছাকাছি ভেসে থাকতে হবে, তা না হলে পানির ওপর মাথা তুলে শ্বাস নিতে পারবে না।

শেষ প্রশ্ন। কোন ধরনের ট্যাঙ্কে ভরে একটা ডলফিনকে আকাশ পথে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?

ট্যাঙ্কের কোন প্রয়োজন নেই। প্লেনে করে ডলফিনকে বহুবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা ফোম বেডে শুইয়ে রাখলেই চলে, গায়ে থাকবে ভিজে কম্বল।

আন্তরিক ধন্যবাদ দিল রানা ভদ্রলোককে। কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করল

না।

আজ, এক মাসেরও কিছু বেশি সময় পরে, দুনিয়ার আরেক প্রান্তের ভেলভেট সাগরে ছোট একটা ডিঙ্গি চালাচ্ছে রানা, গতি তিন কি চার নট। উত্তরের দিগন্তরেখার ওপারে মিন্দোরা, দক্ষিণে কুইও দ্বীপপুঞ্জ, সামনে প্যানায়, পশ্চিমে ক্যালামিয়ান। বিশাল ফিলিপাইন আর্কিপিলাগোয় খুদে একটা বিন্দু ও। ওর দু'দিকে পাঁচশো মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েক হাজার দ্বীপ।

ডলফিন আর কন্টেইনারের কথা ভাবছে রানা। ট্র্যান্সমিটার-এর টেকনিক্যাল তথ্য দরকার নেই ওর, কারণ আক্সব্রিজ-এর ল্যাবরেটরিতে একটা পরীক্ষা করেছে ও। কন্টেইনার ও ট্র্যান্সমিটার, দুটোই এমনভাবে তৈরি যে ওর আইডিয়ার সঙ্গে দারুণ মিলে যায়। এক বা একাধিক ডলফিন কিভাবে কন্টেইনারকে টো করে নিয়ে যায়, বিশদভাবে তা এখনও জানে না রানা। তবে এ-টুকু বুঝতে পারছে, ট্রেনিং পেলে এ-ধরনের কাজ অনায়াসে করতে পারবে ওরা।

কন্টেইনারের মাথায় ফিট করা হুকে একটা লাইন আটকালেই কাত হয়ে পড়বে ওটা, আওয়ার-গ্লাসে রাখা বালির মত বেরিয়ে আসবে লেড শট। ধীরে ধীরে সাগরে হারিয়ে যাবে লেড শট, দশ মিনিট ধরে ক্রমশ হালকা হতে শুরু করবে কন্টেইনার, তারপর এক পর্যায়ে সারফেস-এর মাত্র কয়েক ফুট নিচে ভেসে থাকবে।

গগলের ডাক আসার অপেক্ষায় থাকার সময় আরও পড়াশোনা করেছে রানা। ডলফিন সম্পর্কে নতুন যেসব তথ্য পেয়েছে, পিক-আপ প্যাটার্নের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। কন্টেইনারে গোপনে ফিট করা কোন সাধারণ ট্রেসার থাকলে সেটার অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে ডলফিন। এ-ধরনের কন্টেইনারকে এড়িয়ে যাবার ট্রেনিং দেয়া যায়।

ডলফিনের সোনার ক্ষমতা এত বেশি যে একই আকৃতির ছোট দুটো মাছকে আলাদাভাবে চিনতে পারে তারা, দুটো দুই প্রজাতির হলেও। কন্টেইনারের বাইরের দিকে কোন পরিবর্তন করা হলে সহজেই তা ধরে ফেলবে ওরা। যেমন, ঝুলন্ত ডেপথ চার্জ।

ট্রেনিং পেলে, কাজ শেষ করার আগে আশপাশের পানিতে কোন জাহাজ আছে কিনা সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারবে ডলফিন। ড্রপিং পয়েন্ট থেকে পুরো দু'মাইল দূরে রয়েছে রানার বোট, আউটবোট মোটরটা ব্যবহারও করছে না। বোটটার অস্তিত্ব হয়তো টের পাবে, তবে যেহেতু এটা হাঙরের চেয়ে বা অন্যান্য অনেক জলচর প্রাণীর চেয়ে বড় নয় আকারে, ট্রেনিং পাওয়া কোন ডলফিন পিক-আপ অপারেশনের জন্যে এটাকে কোন বাধা বলে ধরবে না।

হারনেসে বাঁধা ডলফিন একটা সাধারণ কন্টেইনারকে সম্ভবত তিন কি চার নট গতিতে টো করে নিয়ে যেতে পারবে। ভারী, স্বর্ণমুদ্রা ভরা কন্টেইনারে ফিট করা হয়েছিল খুদে একটা এঞ্জিন, নির্দিষ্ট গভীরতায় এবং কন্টেইনার যখন কাত হবে তখন কাজ করার জন্যে। সম্ভবত একাধিক ডলফিনকে পাঠানো হয়, ঘাঁটিতে ফিরে যাবার গতি তাতে বাড়বে।

সবই খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, রানা জানে ওর ধারণা নির্ভুল। বিসিআই চীফ,

ওর বস্, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। আইডিয়াটা সম্পর্কে বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোকে কিছু জানাতে অস্বীকার করে ও, খেপে গিয়ে তিনি রাহাত খানের কাছে অভিযোগ করেন। মারভিন লংফেলোকে রানা কিছু জানায়নি, কারণ ওর ভয় ছিল ওকে গোপন করে অফিশিয়ালি সোহানাকে উদ্ধার করার জন্যে নাক গলাতে পারেন ভদ্রলোক। তাঁর অভিযোগ শুনে রাহাত খানও ওর আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা পেতে চেয়েছেন। একই কারণে তাঁকেও কিছু জানায়নি রানা। তবে যেহেতু বস্‌কে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, সরাসরি না বলেনি। এড়িয়ে গেছে কৌশলে।

তবে একজন অন্তত গোটা ব্যাপারটা জানে। গগল। রানার এই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, পরে অ্যাকশন নেয়ার জন্যে একজন অন্তত মাঠে থাকবে।

কম্পাসের দিকে তাকিয়ে হালটা সামান্য ঘোরাল রানা। ড্রপিং পয়েন্টটাকে দু'মাইল পরিধির একটা বৃত্তের কেন্দ্র ধরে নিয়ে, পরিধি রেখার ওপর থাকতে চায় ও।

এক ঘণ্টা হলো থেমে গেছে শব্দটা, তবে প্লুটো ও বেলিয়াল এরইমধ্যে বড়সড় নিষ্প্রাণ বস্তুটিকে পেয়ে গেছে। ওটাকে অবশ্যই প্রভুর কাছে নিয়ে যেতে হবে তাদের। জিনিসটা থেকে কোন সন্দেহ বা বিপজ্জনক শব্দ বেরুচ্ছে না, আকৃতিটাও ঠিক আছে, কাজেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে কাছে আসার আগে বহুদূরে সরে এল তারা, চারধারের পানিতে তল্লাশী চালাল, মুখ থেকে ছুঁড়ে দিল বিভিন্ন শব্দ, কোন নিরেট বস্তু থাকলে ধাক্কা খাবে শব্দগুলো, প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে তাদের হাইপারসেনসিটিভ কানে।

দু'জনকে দুটো হারনেস পরানো হয়েছে, ওগুলোর মাঝখানে ঝুলছে বিনুনি করা কালো নাইলন রশি, ত্রিশ ফুট লম্বা। এভাবে সংযুক্ত থাকায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে হারনেস না থাকলেও পাশাপাশি সাঁতরায় তারা। এখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে পানির ওপর দিকে উঠে এল, শ্বাস নিল, তারপর লম্বা ডাইভ দেয়ার জন্যে নিচু করল মাথা। লম্বা ডাইভ দেয়ার বিশেষ ট্রেনিং নেয়া আছে তাদের।

বিভিন্ন ধরনের শব্দ করে প্রতিধ্বনিগুলো ফিরিয়ে আনল কানে, পানির নিচে ভাসমান স্থির বড়সড় জিনিসটার নিখুঁত পজিশন জেনে নিচ্ছে এভাবে। জিনিসটাকে ঘিরে চক্কর দিল তারা, ফলে দু'জনের মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে পাশ কাটাল ওটা, তারপরই তারা অকস্মাৎ একটা টান অনুভব করল শরীরে। এবার সর্বশক্তি দিয়ে সাঁতরানো যেতে পারে সামনের দিকে। সামনের দিকে, তবে টানটা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে ওপরে উঠবে তারা।

দশ মিনিট পর, প্রায় এক মাইল দূরে, পিচ্ছিল শরীর দুটো পানির ওপর মাথাচাড়া দিল। দু'জনের মাঝখানের রশিতে আটকানো বোঝাটা সাবলীল গতি পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে। লাফ দিয়ে পানির ওপর শূন্যে উঠতে পারছে না এখন প্লুটো ও বেলিয়াল, বোঝা না থাকলে যেমন পারত, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। শ্বাস নিয়ে আবার তারা ডুব দিল, দ্রুতবেগে সামনের দিকে ছুটছে, রয়েছে পানির পিঠ থেকে দুই কি এক ফ্যাদম নিচে।

*

বোটের ওপর উঠে দাঁড়াল রানা, স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে, চোখে পলক নেই। চাঁদের আলোয় সবুজ দাগটার কিনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ডিঙ্গি বোটের সামনে দাগটা ক্রমশ আরও চওড়া হচ্ছে, চলে গেছে পোর্ট সাইড অর্থাৎ ড্রপিং পয়েন্টের দিকে। দাগের মাঝখানে রঙটা গাঢ় হচ্ছে আরও, ঘন সবুজ দেখাচ্ছে সাগরের পানি।

লেড শট-এর গর্তে গুঁড়ো সবুজ রঙ রেখেছিল রানা, এখন তা বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে পানিতে। সবুজ ফিতেটার মাঝখানে চলে এল বোট, স্টারবোর্ড-এর দিকে ঘুরল; তারপর সাবধানে বিয়ারিঙ নিল রানা একটা। সবুজাভ পানি ওর সামনে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, রঙের কৌটা খালি হবার আগে বেশ কয়েক মাইল পথ দেখাবে ওকে। শান্ত সাগর, পানিতে ছড়িয়ে নিঃশেষে মিশে যেতে সময় নেবে রঙটা, ফিকে হয়ে এলে আবার একবার কোর্স পরীক্ষা করবে ও, নতুন করে নির্ণয় করবে দিক।

স্টারবোর্ড-এর দিকে ভাল বাতাস আছে, কাজেই এঞ্জিন চালু করার দরকার নেই। মেইনসেইলটা তুলল রানা, আবার বসল, হালকা হাতে ধরে থাকল হালটা। দেখা যাক সবুজ দাগটা কোথায় নিয়ে যায় ওকে।

চার

'আমি চুল খুলব, লুসিফার,' বলল সোহানা। 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

'ঠিক আছে।' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল লুসিফার, তারপর সৈকত ধরে ছুটল। শুকনো বালির বিস্তৃতিটুকু কয়েক লাফে পেরিয়ে গেল সে, তারপর ভিজে বালিতে পা দিল, আরেকটু সামনে ঢেউগুলো বাঁক নিচ্ছে, প্রতিটি ঢেউয়ের দুই প্রান্ত সশব্দে বিস্ফোরিত হচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় লেগে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে খানিক দূর এগিয়ে থামল লুসিফার, পিছন ফিরল সাগরের দিকে। বড় একটা ঢেউ গ্রাস করল তাকে, ফেরার সময় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভেলাটাকে পাশ কাটাল সে।

চুলের বেণী দুটো খুলে বড় একটা খোঁপা বানাল সোহানা, তারপর রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকাল। ও তাকিয়ে আছে ছোট বড় কয়েকটা পাথরের দিকে, মাঝখানে সামান্য একটু বালি, সাঁতার শেষে প্রায়ই যেখানে শুয়ে থাকে ওরা দু'জন।

দু'রাত আগে একটা পিক-আপ অপারেশন সফল হয়েছে। যদিও পরদিন সকালে ভাগ্যক্রমে জানতে পারে সোহানা। যে লোকটা মুক্তিপণের টাকা দিয়েছে তার নাম ভিনসেন্ট গগল।

অটো বারনেন, রীড কোয়েন ও ডা. হোল্ডিঙের আনন্দ-উল্লাস দেখে কে! খুশি হয়েছে সোহানাও। নিঃসন্দেহে জানে ও, শুধু মাত্র একটি কারণেই টাকা দিয়েছে গগল। আরও অনুমান করে নিয়েছে, কন্টেইনারটা যখন সাগরে নামানো হয়, ও যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে ত্রিশ কি চল্লিশ মাইলের মধ্যেই ছিল রানা। এরচেয়ে বেশি দূর থেকে টিউরেলাসের ডলফিনরা একটা কন্টেইনারকে টো করে

আনতে পারবে না।

আসলে সোহানার আরও অনেক কাছাকাছি রয়েছে রানা। পাথরগুলোর মাঝখানে ছোট বালিময় জমিন হাত দিয়ে সমান করা হয়েছে, তারপর দুর্বোধ্য কিছু দাগ টানা হয়েছে, যেন আঙুল দিয়ে আঁচড়েছে কেউ। ওগুলো আসলে আরবী হরফ। সোহানার ধারণা, যেভাবেই হোক কোথাও থেকে সোহানাকে কাল সৈকতে দেখেছে রানা, পিক-আপ অপারেশনের পরদিন। মেসেজ রেখে যাওয়ার জন্যে পাথর ঘেরা ছোট্ট জমিনটাই পছন্দ করেছে ও।

কাল রাত থেকে রানার সঙ্কেত পাবার জন্যে সতর্ক হয়ে আছে সোহানা। মনের আশা পূরণ হলো, সত্যি একটা মেসেজ রেখে গেছে রানা। পা লম্বা করে দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলল সোহানা, তারপর হাত দুটো খোঁপায় তুলে সঙ্কেত দিল। বলা যায় না, রানা হয়তো বে-র চূড়া আকৃতির একটা পাথুরে বাহু থেকে এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঝুঁকল সোহানা, কামিজের হেম থেকে গোল পাকানো সিগারেটের খালি প্যাকেটটা বের করল। কাল রাতে লুসিফার যখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে, কাগজটার ওপর সাবধানে লিখেছে ও।

ভেলা থেকে ডাইভ দিচ্ছে লুসিফার, মোরো গার্ড সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। বালিতে লেখা রানার মেসেজে একটা লাল পাথরের কথা বলা হয়েছে, সেটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল সোহানা। পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ার কাছে রয়েছে ওটা, ঠিক যেন ফোলা একটা ফুটবল, বেশ খানিকটা গাঁথা রয়েছে বালিতে। ঠেলে সরাল ওটা সোহানা, সিগারেটের প্যাকেটটা নিচে ঢোকাল, তারপর আবার জায়গামত বসিয়ে দিল পাথরটা। সিধে হলো ও, সৈকত ধরে ছুটল পানির দিকে।

রাত তার কালো পর্দা টেনে দিয়েছে বে-র ওপর।

অবশেষে ধীরে ধীরে দু'পায়ে ভর দিয়ে সিধে হলো রানা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে প্রথমবার যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ডিঙ্গিটা সেখান থেকে গন্তব্যে পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে ওর—তীর ধরে আসতে হয়েছে মাইলখানেক দক্ষিণে ও বাড়িটার পিছন দিকে।

আজ রাতের অভিযানটা ছিল ক্লান্তিকর। প্রথমে দুর্ভেদ্য জঙ্গল পেরুতে হয়েছে, তারপর জঙ্গলের কিনারা থেকে দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষ করতে হয়েছে টহলরত মোরো গার্ডদের পালাবদল। সবশেষে ক্রল করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে, নুড়ি পাথর আর শুকনো ঘাসের চাপড়া ছাড়া আর কোন আড়াল নেই যেখানে।

বাড়ির দক্ষিণ পাশ ও টি অক্ষরের একটা বাহু যেখানে কোণ তৈরি করেছে ঠিক সেখান দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। বাহুটা বাড়ির পিছনে খাড়া পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

কালো শার্টের নিচে লেদার চেস্ট হারনেসে দুটো ছুরি রেখেছে রানা, ট্রাউজারের থাই-পকেটে রেখেছে চ্যাপ্টা একটা ফার্স্ট এইড বক্স। সোহানার মেসেজটা সৈকত থেকে মাঝরাতে সংগ্রহ করেছে, তাতে লেখা ছিল সঙ্গে যেন বেশি কিছু না রাখে ও, তবে সম্ভব হলে সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট ও ফার্স্ট এইড বক্স

অবশ্যই যেন আনে।

খানিক চিন্তা-ভাবনা করার পর ফোর, ফোর একটা ম্যাগনামও নিয়েছে রানা, তবে কিটব্যাগটা রেখে এসেছে জঙ্গলের কিনারায়, রেখে এসেছে কমব্যাট ইকুইপমেন্টগুলোও।

রাত এখন তিনটে।

কোণ ঘুরে দেয়ালের দিকে এগোল রানা। কালো একটা নাইলনের রশি পেল, খানিক পরপর গিঁট দেয়া। নিঃশব্দে হাসল ও, দাঁত বের না করে। ওপরে বার লাগানো জানালা, রশি ধরে উঠতে শুরু করল।

জানালা ছাড়িয়ে উঠে এল রানার মাথা, বারগুলোর ভেতর সোহানার মুখ দেখা যাচ্ছে। হাত বাড়াল সোহানা, রানার ডান হাতের আঙুলগুলোকে তুলে আনল একটা লোহার বার-এর শেষ মাথায়, তারপর ভেতর থেকে চাপ দিতে শুরু করল। রানাও টানছে। ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ছে বারটা।

এক সময় নিচের দিকে ও একপাশে বাঁকা হলো ওটা। ষোলো ইঞ্চি ফাঁকটা গলে ভেতরে ঢুকতে পুরো এক মিনিট লাগল রানার, ভেতর থেকে ওর নিতম্বে হাত রেখে সাহায্য করল সোহানা।

দাঁড়িয়ে আছে রানা একটা বাথরুমে, সোহানার দিকে মুখ করে। একটা সিল্ক ড্রেসিং গাউন পরে আছে সোহানা, আকারে এত বড় যে স্পষ্ট বোঝা যায় ওটা কোন পুরুষের হবে। রানার হাত দুটো শক্ত করে ধরে আছে ও। অন্ধকারে ওর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

রানাকে ছেড়ে দিয়ে জানালার শাটার বন্ধ করল সোহানা, তারপর আলো জ্বালল। রানার চোখে শান্ত প্রশ্ন, লক্ষ করে হাসল সোহানা। 'কিছু আসে যায় না, রানা,' নরম সুরে বলল ও, 'রোজ রাতেই বারবার আলো জ্বালি আমি, মোরোরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শাটারটা বন্ধ করলাম শুধু বাঁকা বারটা ওরা দেখে ফেলবে বলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরের দরজার দিকে আঙুল তুলল রানা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে উঠল ভুরু দুটো। দরজাটা খুলে উঁকি দেয়ার জন্যে ইঙ্গিত করল সোহানা। বেডসাইড ল্যাম্পের ম্লান লালচে আলোয় বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে লুসিফার।

ঘুমন্ত লুসিফারের দিক থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে কাঁধের কাছে সোহানার দিকে তাকাল রানা। সোহানার ঠোঁট দুটো পরস্পরকে চেপে ধরল, গম্ভীর হলো চেহারা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল মৃদু। দরজা বন্ধ করে বলল, 'ভূমিকম্প না হলে সকালের আগে ওর ঘুম ভাঙবে না।' একটা টুলের ওপর বসল ও, ইঙ্গিতে পাশে বসতে বলল রানাকে। 'সরল ও ছেলেমানুষ। আমাকে ওর গাইড, অভিভাবক, যা খুশি বলতে পারো।'

সোহানার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে রানা। 'এখানকার পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করো।'

'আগে তোমার দিকটা শোনাও আমাকে। আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।'

কি ভেবেছে রানা, কতটুকু আন্দাজে ধরে নিয়েছে, তারপর সিলট্-এ

সোহানাকে শেষবার দেখার পর কি করেছে, সবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। কোমল দৃষ্টিতে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর সোহানা বলল, 'তোমার কাছ থেকে এর কম কিছু আসা করিনি আমি। তুমি যে চুপ করে বসে নেই, আশরাফকেও তা বলেছি। ডলফিন সম্পর্কে গগল জানে, রানা?'

'আমার অনুমানের কথা জানে। তাছাড়া, ডলফিন সম্পর্কে নিজেও তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। এ-ব্যাপারটা হজম করতে পারলেও, মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।'

'অথচ ব্যাপারটা সত্যি। ভবিষ্যদ্বাণীটা লুসিফার করে।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সোহানা। 'কাজটা কি করছে, নিজেও সে জানে না। নাটের গুরু হলো অটো বারনেন। অপরাধ জগতে নতুন সে, কিন্তু আমি তাকে রীতিমত একটা প্রতিভাই বলব। তার কাজের পদ্ধতি কারও সঙ্গে মেলে না। লোকটার অসীম ধৈর্য। দু'বছর ধরে লুসিফারকে শুধু পরীক্ষাই করছে সে, আর সেই ফাঁকে কন্টেইনারগুলো বানিয়ে সারা দুনিয়ার ওয়্যারহাউসে জমা করেছে। তুমি যেমন আন্দাজ করেছিলে ব্যাপারটা প্রায় সেরকমই। স্বাভাবিক মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে লুসিফার। ডেথ লিস্ট-এ নাম নেই এমন একটা তালিকা থেকে ধনীলোকদের বাছাই করে অটো বারনেন, টাকা দেয়ার জন্যে চাপ দেয় তাদেরকে। লুসিফার তার ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন ভুল করলে রীড কোয়েন তা সংশোধন করে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট লোকগুলোকে খুন করে। ধনী শিকার, যারা টাকা দেয় না, তাদেরও। এখান থেকে বেরুনোর ভাগ্য আমার হয়তো না-ও হতে পারে, তাই সব কথা জানা দরকার তোমার...'

চোখ সামান্য কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'বেরুতে পারবে না? মানে?'

'সে অনেক কথা,' বলল সোহানা, রানার একটা হাত ধরল দু'হাতে। 'ধীরে ধীরে বলছি।'

একটানা পাঁচমিনিট কথা বলল সোহানা। বাধা না দিয়ে শুনে গেল রানা। লুসিফারের প্রিকগনিশন সম্পর্কে বলল সোহানা, বলল সিলট-এর বাড়িতে তার সঙ্গে মারামারিতে কিভাবে হেরে গেল ও। শুনে বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চোখে। তবে সোহানা ও আশরাফের পিঠে সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে শুনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল ও। শুরুতেই কথাটা জানিয়ে দিল সোহানা, অথচ সব কথা শেষ হবার পরও রানা অনুভব করল ওর গোটা শরীর প্রকাণ্ড এক স্প্রিঙের মত শক্ত হয়ে আছে, মুখের চেহারা হয়েছে বিবর্ণ হলুদ।

'গড অলমাইটি!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করল রানা। 'বেজন্মাদের আমি...ওদেরকে আমি...,' ভাষা হারিয়ে চুপ করে গেল ও। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরিয়ে এসেছে।

'ওদের ব্যবস্থা পরে হবে, রানা। তোমার হাত দুটো এখন যেন না কাঁপে।'

ধীরে ধীরে সোহানার মুঠো থেকে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল রানা, ঢিল দিল পেশীতে। বড় করে বার কয়েক শ্বাস টানল ও, তারপর ফার্স্ট এইড বক্সটা বের করে খুলল। 'আমার কাছে শুধু মরফিন আছে, সোহানা।'

'কিছুরই দরকার হবে না, রানা। আমি নিজেই জ্ঞান হারাব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। স্ক্যালপেল্-ও নেই। আছে শুধু সিজার ও ট্যুইজার।

আমাকে ছুরি ব্যবহার করতে হবে।'

'রেজর ব্লেড ব্যবহার করাটা সহজ। একটা লুকিয়ে রেখেছি, যদিও সেটা পুরানো হয়ে গেছে। তুমি লুসিফারের ব্লেড ব্যবহার করতে পারো।' বাথরুম কেবিনটা খুলল সোহানা, সেফটি রেজর থেকে ব্লেডটা বের করে নিল।

প্লাস্টিকের ছোট্ট শিশি থেকে তরল অ্যান্টিসেপটিক ঢেলে ব্লেডটা ধুলো রানা। সিজার ও ট্যুইজারটাও ধুলো। ছোট একটা ট্রেতে তুলো, সুতো পরানো সুঁই আর ছোট্ট একটা শিশি সাজালো ও। শিশিটায় তরল রাসায়নিক ক্ষার আছে, বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জমাট বাঁধবে, পরিণত হবে ট্র্যান্সপারেন্ট স্কিন-এ।

সমস্ত উত্তেজনা দূর হয়ে গেছে, রানা এখন সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত। কয়েক মিনিট ধরে বেসিনে হাত ধুলো ও, তারপর আঙুলগুলো ভিজিয়ে নিল অ্যান্টিসেপটিকে।

'কেটেছিল সামান্য একটু,' বলল সোহানা। 'কোন দাগ আছে বলে মনে হয় না। তবে কোথায় কাটতে হবে দেখিয়ে দিতে পারব তোমাকে।'

বাথ টুলটা নিজের সামনে রাখল সোহানা, মেঝেতে হাঁটু গাড়ল, গা থেকে খসে পড়তে দিল ড্রেসিং গাউনটা, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে টুলের ওপর বুক ঠেকাল। পিঠে কোন কাপড় নেই, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বাম হাতটা তুলল সেখানে। তারপর বাম শোল্ডার ব্লেডের এক পাশে একটা নখ চেপে ধরল। 'এখানে, রানা। কাটাটা এখান থেকে বাম দিকে লম্বা।'

জায়গাটা অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ভেজালো রানা, আঙুলের হালকা চাপ দিয়ে অনুভব করল ভেতরটা। কয়েক মহূর্ত পর বলল, 'আঙুলে লাগছে। কি বলছিলে, সাদা?'

'হ্যাঁ, সাদা ক্যাপসুল।' সিধে হয়ে বসল সোহানা, হাত দুটো রাখল কোলের ওপর। 'তিন মিনিট সময় দাও আমাকে, কেমন?'

বন্ধ কমোডের ঢাকনির ওপর, কিনারায় বসল রানা; সাবধানে নিজের কাপড়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে পরিষ্কার হাত দুটো। ধীরে ধীরে সোহানার বুকের ওঠা-নামার গতি কমে এল। দূরে কোন এক বিন্দুতে যেন স্থির হয়ে আছে ওর দৃষ্টি। দু'মিনিট পর শ্বাস-প্রশ্বাস এতটা মন্থর হয়ে এল যে বুকের ওঠা-নামা প্রায় ধরাই যায় না। তিন মিনিট পুরো হতে যখন আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বাকি, সোহানা হয়ে উঠল যেন খোদাই করা কাঠের একটা মূর্তি, অথচ সিধে হয়ে থাকা শরীরের কোথাও এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নেই। প্রতিটি পেশী ঘুমাচ্ছে, সম্পূর্ণ স্থির।

সোহানার একটা চোখ দেখার জন্যে ঝুঁকল রানা। চোখের পাতা পুরোপুরি খোলা। একটা হাত তুলে আলোটাকে আটকাল ও, ছায়া পড়ল চোখটায়, তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সন্তুষ্ট হয়ে সোহানার শরীরটা দু'হাতে ধরল, ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝোঁকাল, যতক্ষণ না আবার টুলের ওপর স্থির হলো বুক। রেজর ব্লেডটা তুলে নিল রানা, সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে হাত দিল কাজে।

ব্লেডটার প্রথম হালকা স্পর্শ সোহানার পিঠে লাল একটা সরুরেখা তৈরি করল। রেখাটা আরও গভীর করল রানা, অপর হাতে রক্ত মুছল তুলো দিয়ে, তারপর আবার কাটল—এবার ত্বকের নিচে চামড়া দু'ভাগ করল। ওর কাটাটা মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা। রক্ত খুব সামান্যই বেরুচ্ছে, গতিও খুব মন্থর—কারণ কোমা-য়

রয়েছে সোহানা, ওর হার্টবিট স্বাভাবিক মাত্রার এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে।

কাটার সময় ভেতরটা তত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবার দরকার হয়নি, তবে ক্যাপসুলটা বের করার সময় দৃষ্টি পথে কোন বাধা থাকলে চলবে না। ছোট্ট ট্রের ওপর রেজর ব্লেডটা রেখে দিল রানা, তারপর দু'টুকরো প্লাস্টারের সাহায্যে ক্ষতটার দু'ধারের মাংস টান টান করল, ফলে খোলা অবস্থায় থাকল ক্ষতটা।

এতক্ষণে মাসল ফাইবার দেখতে পাচ্ছে রানা। ফাইবারগুলোর স্তর বা ভাঁজ সহজেই আলাদা করা যাবে, তবে প্রথমে রানাকে ঠিক জায়গাটা পেতে হবে। বগলের নিচে ঘাম গড়াচ্ছে, সিজার তুলে নিয়ে সাবধানে খোঁচাতে শুরু করল—ব্লেডের চেয়ে ওটার ডগাগুলো ভোঁতা।

সামান্য বাম দিকে ক্যাপসুলের অস্তিত্ব অনুভব করা গেল। সিজার তুলে নিল রানা, তুলো দিয়ে রক্ত মুছল, গোলাপী ফাইবারে আবার ডগাগুলোর চাপ দিল, তারপর ফাঁক করল ওগুলো। দু'ভাগ হয়ে যাওয়া ফাইবারের মাঝখানে সাদা কি একটার কিনারা দেখা যাচ্ছে। স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। ফাঁকটা আরও একটু বড় করল ও, খোলা সিজারটাকে ধরে থাকল এক হাতে, অপর হাতে তুলে নিল ট্যুইজারটা।

এবার মারাত্মক ক্যাপসুলটাকে না ফাটিয়ে বা না ফুটো করে বের করে আনতে হবে। ওর মনে হলো, এই মুহূর্তে ভাল এক জোড়া ফরসেপ-এর বিনিময়ে একটা চোখ হারাতেও দ্বিধা করবে না।

দু'বার কামড় দিতে ব্যর্থ হয়ে পিছলে গেল ট্যুইজার। বেশি চাপ দেয়ার ঝুঁকি কোনমতেই নিতে পারে না রানা। আবারও পিছলাল ট্যুইজার, তবে এবার ক্যাপসুল নড়ল। পরের বার কামড়টা ভালভাবেই বসাল···

অবশেষে কাজটা শেষ হলো। সোহানার রোদে পোড়া পিঠের চামড়ায় ছোট্ট সাদা ক্যাপসুলটা পড়ে রয়েছে। দু'আঙুলে ধরে তুলল রানা, ফেলে দিল বেসিনে, তারপর ক্ষতটার দু'ধার থেকে তুলে নিল প্লাস্টারের টুকরো দুটো।

ক্ষতের ওপর অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্টিসেপটিক পাউডার ছড়িয়ে দিল রানা। নাইলনের সুতো দিয়ে সেলাই করল দুটো। প্লাস্টিক স্কিন-এর প্রলেপ দিল সেলাইয়ের ওপর। কোন ড্রেসিং দরকার হবে না।

তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছল রানা। তুলো ও প্লাস্টারের টুকরোগুলো টয়লেট পেপারে মুড়ল, তারপর কমোডের ঢাকনি খুলে ফেলে দিল ভেতরে। আবার হাত দুটো ধুলো ও, দ্রুত হাতে সাজিয়ে নিল ফার্স্ট এইড বক্সটা।

অপারেশনটা এত ছোট যে অপারেশন বলা যায় কিনা সন্দেহ, স্বাভাবিক সব কাজই অনায়াসে সারতে পারবে সোহানা। ওর ঊরু থেকে একবার একটা বুলেট বের করেছিল রানা, মাংসের গভীরে ঢুকে গিয়েছিল সেটা, বের করতে সময় লেগেছিল প্রায় এক ঘণ্টা। এটায় সময় লেগেছে মাত্র দশ মিনিট, কিন্তু তুলনায় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে একশো গুণ বেশি। চোখে ঘৃণা, বেসিনে পড়ে থাকা ক্যাপসুলটার দিকে একবার তাকাল রানা।

এখনও মেঝেতে হাঁটু গেড়ে রয়েছে সোহানা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীর, টুলের ওপর বুক, মাথাটা একদিকে ফেরানো। খোলা চোখ দুটোয় কোন দৃষ্টি

বা ভাষা নেই। ধীরে ধীরে ওকে তুলল রানা, যতক্ষণ না হাঁটুর ওপর খাড়া হলো। ওর পিঠে একটা হাত আর একটা হাঁটু ঠেকাল, তারপর অপর হাতের তালু দিয়ে বিশেষ এক ছন্দে ম্যাসেজ শুরু করল ঠিক হৃৎপিণ্ডের নিচে। একটু পরই শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বাড়ল, দ্রুত হলো হার্টবিট।

তিন মিনিট পর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সোহানাকে, ড্রেসিং-গাউনটা পরে আছে, তাকিয়ে আছে বেসিনের পড়ে থাকা ক্যাপসুলটার দিকে। শিউরে উঠে রানার দিকে ফিরল ও। দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানা ওকে, ধরে থাকল যতক্ষণ না কাঁপুনিটা থামল।

খানিক পর, এখনও রানার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, ফিসফিস করে বলল, 'জানো, আমার গলা না শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

সোহানা দেখতে পেল না, মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ভাল বিপদেই ফেললে দেখছি। অধর সুধা ছাড়া আর কি-ই বা তোমাকে আমি পান করতে দিই এখানে, বলো তো?'

রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলল সোহানা। 'এটাকে কি ধরনের ভুল বলে? অধর পান করার ব্যাপারটা, আমার জানা মতে, পুরুষদের একচেটিয়া...'

একজোড়া ঠোঁট আরেক জোড়া ঠোঁটকে চেপে ধরল, ফলে কিছুক্ষণ ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

তারপর একসময় সোহানা বলল, 'তুমি তো নিরাপদেই কাজটা সারলে। আমার বেলা আমি কি করব কে জানে।'

'তোমার বেলা মানে?'

'আশরাফের কথা ভুলে যাচ্ছ? তার ক্যাপসুলটা বের না করা পর্যন্ত কোথাও আমি যেতে পারব না। আজ রাতে তার কাছে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। তাছাড়া, সময়ও ফুরিয়ে এসেছে, ভোর হবার আগে শুধু পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে তুমি।'

'সর্বনাশ, কি বলছ!' আঁতকে উঠল রানা। 'তারমানে তুমি এখানে থেকে যাবে?'

'তাছাড়া কি করব, তুমিই বলো? একটা বোতামে চাপ দিলেই মরে যাবে আশরাফ। আর একবার যদি গায়েব হয়ে যাই, আবার ফিরে এসে আশরাফের ক্যাপসুল বের করা দশ গুণ কঠিন হয়ে উঠবে।' বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছে রানা, ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারল সোহানা। 'বোটটা যেখানে লুকিয়ে রেখেছ সেখানে ফিরে যাও তুমি, রানা। গা ঢাকা দিয়ে থাকো, সৈকতের ওই লাল পাথরটা প্রতি রাতে চেক করবে। আশরাফ তার জানালার একটা বার কাটতে পারলেই তার কাছে যেতে পারব আমি। তাকে বলব, সে যেন তাড়াতাড়ি শেষ করে কাজটা। তুমি বরং গগলকে সব জানাও। তবে বেশিক্ষণ ট্র্যান্সমিট কোরো না।'

সোহানার কথায় যুক্তি আছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো রানা। 'ঠিক আছে। তুমি চাও ম্যাগনামটা রেখে যাই?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহানা। 'লোভ হচ্ছে, তবে না। বারনেন দম্পতি ও ডা. হোল্ডিং সারাক্ষণ ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে কাভার দিচ্ছে আমাদের দু'জনকে,

এমনকি খাবার সময় যখন একসঙ্গে থাকি তখনও। আর রীড কোয়েনের হাত পিস্তলে খুব ভাল। একসঙ্গে চারজনকে কাবু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, লুসিফারও আছে। সঠিক জানি না ব্যক্তিগতভাবে সে যখন আক্রান্ত নয় তখনও তার প্রিকগনিশন আমাকে হারিয়ে দেবে কিনা, তবে ঝুঁকিটা আমি নিতে পারি না। ম্যাগনামটা রাখবই বা কোথায়?' ঠোঁটে আঙুল, চিন্তা করছে সোহানা। 'তবে ফার্স্ট এইড বক্সটা রেখে যাও।'

'পিঠটা এখন কেমন?'

কাঁধ নাড়ল সোহানা। 'সামান্য একটু ব্যথা করছে, ও কিছু না। এবার তোমাকে যেতে হয়, রানা।'

দু'মিনিট পর জানালা গলে বেরিয়ে এল রানা। বারটা বাঁকা করার চেয়ে সোজা করা কঠিন বলে মনে হলো। নিচের জমিনে নেমে রশিতে তিনবার টান দিল ও। টিউরেলাসের কুঁড়ে থেকে চুরি করা রশিটা টেনে নিল সোহানা, লুকিয়ে রাখল বেডরূমের অলংকৃত ওয়ারড্রোবে, ফার্স্ট এইড বক্স সহ।

বাথরূমে ফিরে এল ও, বেসিন থেকে ক্যাপসুলটা তুলে কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করল। রানা কোন ছাপ বা চিহ্ন রেখে গেছে কিনা পরীক্ষা করল, তারপর ফিরে এল বেডরূমে। লুসিফার এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ড্রেসিং গাউনের বদলে সালোয়ার-কামিজ পরল সোহানা, পিঠের দাগটা লুকাবার জন্যে।

জঙ্গলে ঢুকে দুশো গজ এগিয়েছে রানা। একটু পরই দক্ষিণ অর্থাৎ তীরের দিকে বাঁক নেবে ও, তারপর পাথুরে সৈকত ধরে খুদে খাঁড়িতে পৌঁছুবে। খাঁড়িটা বড় আকারের একটা গুহার মত, ওখানেই ডিঙ্গিটাকে লুকিয়ে রেখেছে ও।

কয়েকটা ঝোপ পেরিয়ে একটা অকৃত্রিম ঢিবির সামনে চলে এল ও। পাঁচ ফুট উঁচু ওটা, গাছপালার ভেতর দিয়ে সরল একটা রেখা তৈরি করে তীর পর্যন্ত চলে গেছে। ঢিবিটা এখানেই পার হওয়া যায়, ভাবল ও, তারপর ওটাকে পাশে রেখে নেমে যেতে পারে তীরের দিকে। জঙ্গলের কিনারা থেকে কিটব্যাগটা নিয়ে এসেছে, সেটা ঢিবির মাথায় রেখে ঠেলা দিতেই গড়িয়ে নামতে শুরু করল অপরদিকে। ঢিবির ঢালু গা ভেজা ভেজা, চারপাশের লতাপাতা পচে গেছে। কিট ব্যাগটার নামা শেষ হয়নি, অকস্মাৎ ঢিবির একটা অংশ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো, মারাত্মক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল রানা। প্রায় চল্লিশ বছর পর জাপানীদের রেখে যাওয়া মাইন একটা শিকার পেয়ে গেছে।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনিগুলো শুনতে পেল না রানা।

পাঁচ

হাড়ের ওপর গজানো দাড়ি নিখুঁতভাবে কামিয়েছে অটো বারনেন। তার পছন্দের পোশাক কালো স্যুট পরেছে। বড় একটা রঙ-চঙে ছবির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, লম্বা কামরার এক প্রান্তের দেয়ালে ঝুলছে সেটা। তার কাছাকাছি একটা

চেয়ারে বসেছে সুজানি, পরনে ঢোলা ড্রেস, তবে মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তার বিবর্ণ দু'গালে লালচে দু'টুকরো আভা ফুটেছে, উত্তেজনার ছাপ ওগুলো।

কামরার আরেক প্রান্তে একটা আর্মচেয়ারে এলিয়ে রয়েছে রানার শরীর। ওর ছেড়া শার্ট খুলে নেয়া হয়েছে গা থেকে। বুকের পাশে দুটো খাপের ভেতর ছিল এক জোড়া ছুরি, আর বেল্টের সঙ্গে ছিল ম্যাগনামটা, সবগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

রানার পিছনে দু'জন মোরো দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন টাংকি, মোরোদের লিডার। লোকটা প্রকাণ্ড, চোয়াল উঁচু হলেও মুখটাকে চ্যাপ্টাই বলতে হবে। তার কোমরে ঝুলছে একটা তলোয়ার। তলোয়ারের হাতলে এক গাছি লাল চুল, তাকে লিডার হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

অচেতন রানার ওপর ঝুঁকে রয়েছে ডা. এডগার হোল্ডিং। সিধে হয়ে বলল, 'ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরে আসছে। সামান্য কাটাছেঁড়া ছাড়া গুরুতর কোন জখম আমি দেখছি না।'

রীড কোয়েনের দিকে একবার তাকাল অটো বারনেন, রানার দিকে রিভলভার তাক করে রেখেছে কিনা নিশ্চিত হতে চায়। তার সন্দেহ, এই কামরায় তুলে আনার আগেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে রানা, পড়ে আছে ভান করে; আশা, পালাবার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে।

ধীরে ধীরে খুলে গেল মায়াভরা চোখ দুটো। কামরার চারদিকে তাকাল রানা। পরিস্থিতি বোঝার জন্যে পুরো এক মিনিট সময় দিল ওকে অটো বারনেন, তারপর বলল, 'মি. রীড কোয়েন আপনার পরিচয় জানিয়েছে। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, প্রতিটির সঠিক উত্তর দিলে নিজের উপকার করবেন। প্রথম প্রশ্ন, এখানে আমাদেরকে আপনি পেলেন কিভাবে, মি. মাসুদ রানা?'

এক হাতে চোখ রগড়াল রানা, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'আমি আমার বান্ধবীকে খুঁজছিলাম,' ম্লান গলায় জবাব দিল ও।

'মিস সোহানা চৌধুরীকে। হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করেছি, কিভাবে আমাদেরকে পেলেন।'

কয়েক মিনিট আগে, জ্ঞান না ফেরার ভান করার সময়, জেরার উত্তরে কি বলবে ঠিক করে রেখেছে রানা। দুটো তথ্য গোপন রাখতে হবে ওকে। কাছাকাছি গগল আছে এটা জানতে দেয়া চলবে না। আর বিশ্বাস করাতে হবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নয়, বাড়ির দিকে আসার সময় জাপানীদের মাইন বিস্ফোরণে আহত হয়েছে ও। 'বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য সাজিয়ে ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলি,' বলল রানা, আধ বোজা চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে রাখল। 'আপনারা ড্রাগ নিচ্ছিলেন, পাথর নিচ্ছিলেন, তারপর নিলেন স্বর্ণমুদ্রা। সব ধরনের অপ্রীতিকর কাজ করার জন্যে আপনার একজন প্রতিনিধি না থেকে পারে না। বড় মাপের আয়োজনে-এ ধরনের কাজ করার লোক খুব বেশি নেই। কাজেই আমি আন্দাজ করলাম, আপনার প্রতিনিধি হতে পারেন ম্যাকাও-এর মি. বিগ থাম চাঙ।'

সশব্দে দম বন্ধ করল ডা. হোল্ডিং। হতভম্ব দেখাল রীড কোয়েনকে।

'আপনি মি. বিগ থাম চাঙের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে

চাইল অটো বারনেন।

'বোকার মত কথা বলবেন না,' চোখ মিট মিট করল রানা। 'ম্যাকাও-এ আমি তার এক শিষ্যকে কাবু করি। মি. বিগ থামের বোটে ছিল সে। তাকে ধরে মোচড় দিতেই লোকেশনটা বলে দিল। তারপর আমি প্লেনে করে ম্যানিলায় চলে যাই, ছোট একটা বোট নিয়ে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে খুঁজতে থাকি।'

'আপনার সন্দেহ বা আন্দাজের কথা কাকে আপনি বলেছেন?'

'কি? কাউকে না...'

টাংকি বলল, 'ছোট বোটের কথাটা ঠিকই বলছেন উনি। তীরের কাছাকাছি ওটা আমরা পেয়েছি।'

তার দিকে তাকালই না অটো বারনেন, রানার ওপর স্থির হয়ে থাকল কঠিন দৃষ্টি। 'আপনি কি জানেন তা কাউকে না বলেই এখানে চলে এসেছেন?' তার গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'আপনি সত্যি বোকা নাকি?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কাউকে বলি, আর দশ-বারোটা আনাড়ি দল আশপাশে ঘুরঘুর করুক। আমার ধারণা ছিল বেঁচে আছে ও। এ-ও ধারণা করি, ওকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ এসেছে জানা মাত্র আপনি ওকে খুন করবেন।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। তারপর মুখ খুলল রীড কোয়েন। 'ব্যাপারটা মেলে, মি. বারনেন। এটাই ওদের কাজের পদ্ধতি। তাছাড়া, উনি যদি কাউকে কিছু জানিয়ে আসতেন, এতক্ষণে আমরা তা বুঝতে পারতাম।'

'আমারও তাই ধারণা, মি. কোয়েন,' বলল অটো বারনেন, অন্যমনস্ক। খানিক পর আবার মুখ খুলল সে, 'মি. রানার কাছে ছুরি পাওয়া গেছে, তাই না? ধরে নিতে পারি, ছুরি ছোড়ায় ওস্তাদ তিনি?'

নিঃশব্দে হাসল রীড কোয়েন। 'ওস্তাদ মানে! বলা হয়, ওর কোন জুড়ি নেই।'

'আচ্ছা। ভেরি গুড। ডা. হোল্ডিং, দয়া করে আপনি একটু যাবেন? লুসিফার আর মিস সোহানাকে এখানে ডেকে আনুন, প্লীজ, আর হ্যাঁ, মি. আশরাফ চৌধুরীকে সঙ্গে আনতে ভুলবেন না।'

আকস্মিক আগ্রহে সামনের দিকে ঝট করে ঝুঁকল রানা। 'সোহানা এখানে? বেঁচে আছে?'

'আপাতত, মি. রানা, আপাতত। তাঁর বেঁচে থাকাটা এখন নির্ভর করে সম্পূর্ণ আপনার ওপর।' সাদা, গোলাপী ও সোনালি হাসি দেখা গেল অটো বারনেনের মুখে।

বিস্ফোরণের শব্দটা শুনেছে সোহানা। কি ঘটেছে তা-ও বুঝে নিয়েছে পরিষ্কার। শরবিদ্ধ পাখির মত যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ব্যথাটা আরও বাড়িয়ে তুলল নিজেকে অপরাধী মনে করে। জঙ্গলে মাইন আছে, অথচ রানাকে সাবধান করে দেয়ার কথা মনে ছিল না ওর। রানা মারা গেছে, ভীতিকর এই বাস্তবতা এক ঘণ্টা চেষ্টা করার পরও মেনে নিতে পারল না ও।

প্রথম দিকে, বিস্ফোরণের পর পরই, বাড়ির সবাই জেগে ওঠার শব্দ পেয়েছে

সোহানা। তদন্তের জন্যে মোরোদের জঙ্গলে পাঠানো সহজ কাজ হবে না, তবে অটো বারনেন ঠিকই তাদেরকে বাধ্য করবে যেতে। তারপর, যেন এক যুগ পরে, মোরোদের ফিরে আসার আওয়াজ পেল ও। রীড কোয়েনের গলা শুনতে পেল, বুঝল অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে রানা।

এত কিছু ঘটে গেল অথচ লুসিফারের ঘুম ভাঙেনি। তার ঘুম ভাঙল ডা. হোল্ডিং ঘরের দরজা খোলার সময়।

লুসিফারকে নিয়ে নিচের বড় কামরাটায় ঢোকার সময় দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নিল সোহানা। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো বারনেন, পকেটের ভেতর ট্র্যান্সমিটার ধরে আছে এক হাতে। সুজানির একটা হাত হ্যান্ড ব্যাগের ভেতর লুকানো। রীড কোয়েনের হাতে রিভলভার, তার দু'পাশে দু'জন মোরো গার্ড। এই পরিস্থিতিতে লড়তে যাওয়া মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা। প্রথম দফা চোখ বুলাবার সময়ই আশরাফকে দেখে নিয়েছে সোহানা। দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, চেহারায় কোন ভাব নেই, মুখের রঙ ছাই। সবশেষে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

'সোহানা, তুমি বেঁচে আছ!' বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল রানা। মোরোদের লিডার ধাক্কা দিয়ে আবার ওকে বসিয়ে দিল।

রানাকে দেখে চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল সোহানা। 'তুমি!' হাঁ হয়ে গেল ও।

লুসিফারের দিকে তাকিয়ে সরু গলায় অটো বারনেন বলল, 'বড়ই মধুর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, লুসিফার। আমাদের মাঝখানে একজন বিদ্রোহী রয়েছেন, মিস সোহানার এক বন্ধু। উনি আপনার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করছেন।'

রানার দিকে তাকাল লুসিফার, তেমন আগ্রহের সঙ্গে নয়। 'পরিস্থিতিটাকে মধুর বলছ কেন, আসমোডিয়াস?'

অটো বারনেনের হাড়সর্বস্ব মুখে ধৈর্যের হাসি। 'আমাদের, আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের, মনে বেশ কিছুদিন থেকে ক্ষীণ একটা সন্দেহ জেগেছে। তা হলো, আপনার প্রতি মিস সোহানার বিশ্বস্ততা নির্ভেজাল নয়। আমরা এখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার একটা সুযোগ পেয়েছি। মিস সোহানার কাছ থেকে একটা আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে, তাই ধরে নিতে পারি উনি গুলি ছুঁড়তে খুব দক্ষ। আর বিদ্রোহী মাসুদ রানার কাছে পেয়েছি দুটো ছুরি, কাজেই ধরে নিতে পারি উনি ছুরি ছোঁড়ায় ভারি ওস্তাদ। আসুন, ওদেরকে আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়তে বলি। মিস সোহানা যদি সত্যি বিশ্বস্ত হন, আপনার ক্ষমতা ওকে বিজয় এনে দেবে। কিন্তু উনি যদি রাজি না হন বা হেরে যান, প্রমাণ হয়ে যাবে আপনার অনুগত ভৃত্যদের সন্দেহই সত্যি।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। স্বামীর প্রশংসায় ও অপার আনন্দে হাসছে সুজানি। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মোরো লিডার টাংকিরও, ভাল ইংরেজি না জানলেও সারমর্মটুকু নিশ্চই বুঝে নিয়েছে। হাসছে রীড কোয়েনও। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে আশরাফ যেন একটা পাথুরে মূর্তি, নিঃশ্বাস ফেলছে না, প্রার্থনা করছে লুসিফার যেন বিকৃত প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে অথচ মনের গভীরে

নিশ্চিতভাবে জানে সোহানাকে নিয়ে ছেলেটা এতই গর্বিত যে বিনাদ্বিধায় রাজি হয়ে যাবে।

অপরাধ জগতে নতুন হলে কি হবে, কোন সন্দেহ নেই, সর্বশেষ চালটা দিয়ে অটো বারনেন তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। তার ঠাণ্ডা মাথা কাজ করে অতি দ্রুত, একসঙ্গে অনেক কিছু দেখতে পায়। রানা যদি মারা যায়, কিছুই হারাবার নেই। সোহানা যদি মারা যায়, ওর মৃত্যুটা হবে লুসিফারের অনুমোদিত। রানাকে তারপরই মেরে ফেলা যাবে। লুসিফারের শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে সোহানার অনুপস্থিতি খানিকটা অসুবিধের সৃষ্টি করবে, তা ঠিক, তবে নিষিদ্ধ বস্তু নারীর স্বাদ একবার যখন সানন্দে গ্রহণ করেছে সে, তাকে খুশি রাখার জন্যে স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়েকে ম্যাকাও থেকে আনা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। অন্তত অটো বারনেন সেরকমই ভাবছে।

রানার দিকে তাকাতে নিজেকে বাধ্য করল আশরাফ। সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে বসে আছে ও, অস্বাভাবিক গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সোহানার দিকে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল আশরাফ। ভয়ানক ধাক্কা খেয়েছে সোহানা, নিজের কাহিল অবস্থা গোপন রাখার চেষ্টা করছে লুসিফারের কাছে, কিন্তু ওর আঙুলগুলো কাঁপছে. কাঁপা হাত তুলে চোখ দুটোর ওপর আঙুল বুলাল।

লুসিফারের চিন্তিত চেহারা বদলে গেল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠল হাসিতে। 'হ্যাঁ, আসমোডিয়াস। কাজটা করবে সোহানা, তখন সবাই তোমরা দেখতে পাবে।'

'উনি কি রাজি আছেন?' জিজ্ঞেস করল অটো বারনেন। কামরায় উপস্থিত সবাই একযোগে সোহানার দিকে তাকাল।

মুখে আঙুল বুলিয়ে হাতটা শরীরের পাশে সিধে করল সোহানা। স্থির দাঁড়িয়ে আছে ও, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে। আশরাফ দেখল, ওর ঠোঁট দুটো জোড়া লেগে সরল একটা রেখা তৈরি করেছে। মনের ভাব প্রকাশ করছে আসলে চোখ দুটো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, তিক্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ও। দশ সেকেন্ড সময়সীমার ভেতর পরিস্থিতির সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখেছে ও, পৌঁছে গেছে নিষ্ঠুর উপসংহারে।

'খুবই দুঃখজনক,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সোহানা। 'তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করো, রানা।'

'তুমি আর আমি?' রানার চেহারায় চরম অবিশ্বাস। 'এখানে আসলে কি ঘটছে? কে ও?' লুসিফারের দিকে একটা হাত ঝাঁকাল ও।

'কে কি, ও-সব বাদ দাও,' বিষণ্ণ সুরে বলল সোহানা। 'এখন হয় তুমি, নয়তো আমি, কিংবা দু'জনেই···মারা যাব। বাস্তবকে আমাদের মেনে নিতে হবে, রানা। অন্যকোন উপায় নেই, আমি কোন সুবিধেও চাই না। কাজেই মহত্ত্ব দেখানোর চেষ্টা কোরো না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে ওটার কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়।'

অসম্ভব ভারি ত্রিশটা সেকেন্ড নিস্তব্ধতার ভেতর কেটে গেল। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। অবিশ্বাসের জায়গায় ফুটে উঠল তিক্ততা, তারপর ক্রোধ। 'চুপচাপ ঘরে বসে থাকাই উচিত ছিল আমার,' অবশেষে বলল রানা, গলায় ঘৃণা। 'যাকে ভালবাসি, প্রাণের মায়া তুচ্ছ জ্ঞান করে যাকে উদ্ধার করতে এসেছি,

সে-ই আমার সঙ্গে লড়তে চায়!' ধীরে ধীরে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল ও। তারপর আবার সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা কিছু একটা করতে পারতাম, তুমি আর আমি। নিজেরাও হয়তো মরতাম, তবে ওদের দু'চারটেকে নিয়ে মরতাম। কিন্তু···বেশ, ঠিক আছে। এটাই যদি তোমার মনের কথা হয়, ঠিক আছে।'

ভোরের কুয়াশা কোথাও কোথাও জমাট বেঁধেছে, উড়ে যাচ্ছে বে-র ওপর দিয়ে।

ঘাসমোড়া পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নতুন সূর্যের দিকে তাকাল রানা। 'চোখে রোদ লাগাতে রাজি নই,' বলল ও, ঘুরে হাঁটা ধরল উল্টো দিকে। তারপর আবার ঘুরল ও, বাড়িটার দিকে মুখ করে, চূড়ার কিনারা ওর পিছনে মাত্র পাঁচ-সাত হাত দূরে।

মোরো লিডার টাংকি তার দলের লোকদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে ডেকে নিয়েছে। সবাই এত উত্তেজিত ও খুশি, যেন কোন উৎসব করছে তারা। ইতিমধ্যে বাজি ধরা শুরু হয়েছে। সোহানার কোল্ট পয়েন্ট থ্রি টু, বেল্ট ও হোলস্টার সহ, নিয়ে এল রীড কোয়েন, সিলট-এর বাড়িতে এটা ওর কাছ থেকে পেয়েছিল তারা। চেম্বারে এখন একটিমাত্র বুলেট রাখা হয়েছে।

কোমরে বেল্টটা পরল সোহানা, সালোয়ার-কামিজের ওপর। অস্ত্রটা চেক করে দেখছে ও, ওর পিঠে একটা ব্রাউনিং রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাংকি। সোহানার পিছনে ও একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো বারনেন, সুজানি ও ডা. হোল্ডিং, লুসিফারের সঙ্গে। মোরোরা ওর দু'পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছে।

রানা দাঁড়িয়ে আছে একা, সোহানার কাছ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে, ওর দিকে মুখ করে। একটা থ্রোয়িং নাইফ নিয়ে এগিয়ে এল রীড কোয়েন, ধরে আছে হাড়ের তৈরি হাতলটা। কোমর থেকে ওপর পর্যন্ত খালি রানার, শুধু স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ছুরির একজোড়া খাপ। তারই একটায় লম্বা অস্ত্রটা ঢুকিয়ে দিল রীড কোয়েন। 'সাংঘাতিক ধার, মি. মাসুদ রানা। ভারীও। ভাল কথা, আমার ধারণা, আপনি মারা গেলে এসপিওনাজ জগতে একটা যুগের সমাপ্তি ঘটবে। কোথায় কি অবস্থায় মারা যাচ্ছেন তা হয়তো কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। আপনার শত্রু ও মিত্রদের মনে দীর্ঘদিন একটা কৌতূহল ও প্রশ্ন থেকে যাবে। আপনি কি এই শেষ মুহূর্তে কারও উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান?'

'না।'

সামান্য হতাশ দেখাল রীড কোয়েনকে। তবে কর্তব্য পালনে দেরি করল না সে। হাত তুলে ইঙ্গিতে দূরে সরে যেতে বলল টাংকিকে, নিজেও পিছু হটছে। এক সময় সোহানা ও রানার মাঝখানে, দু'জনের কাছ থেকে সমান দূরত্বে চলে এল। তারপর থামল। তার এক হাতে ভারী কোল্ট কমান্ডারটা রয়েছে। অপর হাতে একটা রুমাল। পালা করে সোহানা ও রানার দিকে তাকাল সে, দু'জনের পজিশন দেখে নিল ভাল করে। তারপর লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে এল এক পাশে।

'নজর রাখুন। দু'জনকেই বলছি, নজর রাখুন,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'আমি রুমালটা ফেলে দিলেই আপনারা শুরু করবেন।'

বারনেন ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছে আশরাফ, এক মোরো তার দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে অদূরেই। ফিসফিস করে নিজেকে অশ্রাব্য গাল দিচ্ছে আশরাফ। তার হাত ও মুখের পেশী জ্যান্ত প্রাণীর মত মাঝে মধ্যেই লাফাচ্ছে।

রুমালটা পড়ে গেল। বিদ্যুৎ খেলে গেল দটো হাতে, দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। রানার হাত ছুরিটা ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি বোঝা গেল না অথচ ওটা ওর মুঠোয় চলে এল, ধরে আছে ধারাল ফলা, ছুঁড়তে যাচ্ছে। গুলি করেই মাথা নামিয়ে নিল সোহানা। ওর মাথার ওপর ঝিক করে উঠল ইস্পাতের ফলা, বেরিয়ে গেল ছুরিটা।

আশরাফ দেখল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রানা যেন হোঁচট খাচ্ছে। উদোম পেটটা এক হাতে চেপে ধরেছে ও। তারপর স্থির হলো, খানিকটা নুয়ে আছে সামনের দিকে, মাথা তুলল সোহানার দিকে তাকানোর জন্যে। যে-ভঙ্গিতে গুলি করেছে ঠিক সেই ভঙ্গিতেই স্থির হয়ে রয়েছে সোহানা এখনও, কোমর সমান উঁচুতে ধরা কোল্টটা ওর সামনে। সামান্য বাতাসে ওর কামিজের কিনারা ফুলে উঠল একটু।

আবার রানার দিকে তাকাল আশরাফ। দেখল পেট চেপে ধরা হাতটা ভিজে গেছে রক্তে। আঙুলগুলোর ফাঁক গলে এখনও বেরিয়ে আসছে কয়েকটা ধারা। এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে প্রায় একযোগে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল মোরোরা, তবে এই মুহূর্তে কেউ কোন শব্দ করছে না, নেমে এসেছে গভীর নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা এতই গভীর যে চল্লিশ ফুট দূর থেকে আশরাফ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে গুরুতর আহত রানার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ।

এখনও রানা পড়ছে না। ওর কণ্ঠস্বর, ব্যথায় কাতর, এত দূর থেকেও পরিষ্কার শোনা গেল। 'একটু একটু করে না মারলেও পারো তুমি···!' ওর তীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রায় হাস্যকর অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ পেল।

সিধে হতে চাইল রানা, তারপরই প্রচণ্ড ব্যথায় আবার হোঁচট খেতে শুরু করল, এলোমেলো পা ফেলে পিছিয়ে ও ঘুরে যাচ্ছে, চোখ দুটো বন্ধ। কোমরটা ভাঁজ হয়ে গেল, মাটির দিকে মুখ। কেউ নড়ল না, কারও মুখে শব্দ নেই। চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রানা, কিনারায় পা বাধল, এক পলক ইতস্তত করল শরীরটা, তারপর নিচের দিকে মাথা দিয়ে পড়ে গেল।

সোহানার অস্ত্র ধরা হাতটা মরা সাপের মত ঝুলে পড়ল শরীরের পাশে। ধীর পায়ে সামনের দিকে এগোল ও। অটো বারনেন, সুজানি, সবাই এখন সামনে বাড়ছে।

বমি করল আশরাফ, আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল, তারপর সে-ও সবার সঙ্গে এগোল।

নিচের ভিজে বালিতে মুখ, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে রানা। পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা অনেকগুলো ছোট বোল্ডারের একটার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে ওর শরীর। বোল্ডার ও ওর মুখের একপাশে রক্ত লেগে রয়েছে।

লুসিফারের কণ্ঠে রাজকীয় গাম্ভীর্য, বলল, 'এখন তো তোমরা দেখলে, আসমোডিয়াস। তোমরা সবাই এখন দেখলে।'

বে-র বাঁক ঘুরে ছুটে এল একটা ঢেউ, ডুবিয়ে দিল রানার শরীরটা। ঘুরল সোহানা, ঘুরতেই চোখাচোখি হয়ে গেল আশরাফের সঙ্গে। 'শরীরে গুলি না করে উপায় ছিল না আমার,' বলল ও, গলায় চাপা উত্তেজনা। 'মাথায় গুলি করার ঝুঁকিটা নিতে পারিনি··· নিতে পারিনি!'

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল আশরাফ, আবার নিচে পড়ে থাকা রানার দিকে তাকাল। ছুটে আসছে বড় একটা ঢেউ। পানির ধাক্কায় পাথরে বাড়ি খেল অসাড় শরীরটা, তারপর ভেসে গেল ভেলাটাকে ছাড়িয়ে, হাত ও পাগুলো যেন ভাঙা একটা পুতুলের।

এরপর বে-র দক্ষিণ বাহুর জোরাল স্রোত নাগাল পেয়ে গেল শরীরটার। আশরাফ দেখল বড় একটা ঢেউ ছুটে এসে মাথায় তুলে নিল রানাকে, পাক খাওয়াল কয়েকবার, তারপর টেনে নিয়ে গেল মোরোদের বোটগুলোকে পাশ কাটিয়ে।

সোহানার সামনে এসে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়াল লুসিফার। 'তুমি অবশ্যই মন খারাপ করবে না,' বলল সে। 'ওই লোকটার নিচের স্তরে যাবার সময় হয়েছিল। ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত আমার, সোহানা, তোমার নয়। আমি শুধু তোমাকে আমার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছি, আসমোডিয়াসকে সন্তুষ্ট করার জন্যে।'

বিস্ফারিত চোখে এখনও বে-র দিকে তাকিয়ে আছে আশরাফ, দেখল ভোরের ঘন কুয়াশা গ্রাস করে ফেলল রানাকে।

ছয়

দিনটা যেন আশরাফের শেষ হতে চাইছে না। নাস্তা খায়নি সে, দীর্ঘ পুরোটা সকাল লুসিফার ও ডা. হোল্ডিঙের সঙ্গে বসে নিষ্ফল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে। তার ভেতরটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সে জানে, সোহানার সামনে কোন বিকল্প ছিল না, জানে বাস্তবধর্মী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না ওর সিদ্ধান্তটাকে। নিষ্ঠুর বাস্তবধর্মী বলে কোন লাভ নেই। এখানে, হত্যা আর উন্মত্ততার এই পরিবেশে, বাস্তবতার সংজ্ঞাই হলো নিষ্ঠুরতা।

না। সোহানার সামনে কোন বিকল্প ছিল না। কিংবা হয়তো একটিমাত্র আত্মধ্বংসী বিকল্প ছিল, নিজেদের সঙ্গে অপরাধীদের কয়েকজনকে নিতে পারত। এ-ধরনের একটা বিকল্প সোহানা গ্রহণ না করায় হতভম্ব হওয়া চলে না। অথচ তবু সাংঘাতিক দিশেহারা বোধ করছে আশরাফ, প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়েছে আঘাতটা।

লাঞ্চে বসে খাওয়ার ভান করল আশরাফ, অটো বারনেন ও সুজানির হাস্যমুখর আলোচনায় মন দিল না। লাঞ্চের পর সোহানাকে নিয়ে চলে গেল লুসিফার—সন্দেহ নেই, বেডরুমে। ওঅর্করুম থেকে আশরাফকে ডেকে পাঠাল অটো বারনেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ডের প্যাকেটটা দেখানোর জন্যে। প্লুটো ও বেলিয়াল যে কন্টেইনারটা এনেছে, তা থেকে বের করা হয়েছে ওটা।

'আমরা উন্নতি করছি, মি. চৌধুরী,' অমায়িক হেসে বলল অটো বারনেন। 'এই উন্নতি বজায় থাকবে, আমরা সবাই যদি আন্তরিকভাবে কাজ করি। মাঝে

মধ্যে দু'একটা সমস্যা অবশ্য দেখা দেবে, জানা কথা। আমার ধারণা, দু'দিন আগে বা পরে, কেউ হয়তো একটা কন্টেইনারের ভেতর এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ঢুকিয়ে দেবে, এবং বিস্ফোরণের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের দুই বন্ধু প্লুটো ও বেলিয়াল। তবে বিস্ফোরণটা কোন ক্লু বা প্রমাণ রাখবে না। এখানে বলে রাখা ভাল, দুটো অতিরিক্ত ডলফিনকে ট্রেনিং দিচ্ছেন মি. টিউরেলাস, সর্বশেষ রিপোর্টে জানিয়েছেন যে কাজ চালাবার মত দক্ষতা এরই মধ্যে অর্জন করেছে তারা।' অয়েলস্কিন-এ মোড়া হীরাগুলো দেখাল সে। 'এটা দেখে আপনার নিজের কাজের গুরুত্ব বুঝে নিন, মি. চৌধুরী। লুসিফারের সাফল্যের হার যত বাড়বে, একগুঁয়ে মক্কেলের সংখ্যা ততই কমবে আমাদের।'

আরও অনেক পরে, সন্ধের আধ ঘণ্টা আগে, সোহানার সঙ্গে আবার দেখা হলো আশরাফের। সৈকত থেকে পাহাড়ী পথ ধরে উঠছে সে, ডিনারের অত্যাচার সওয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি করছে নিজেকে। পথটা ধরে নেমে আসতে দেখা গেল সোহানাকে, ওর অনেকটা পিছু পিছু আসছে এক মোরো গার্ড। দাঁড়িয়ে পড়ল আশরাফ, কি বলবে বুঝতে পারছে না।

মুখ তুলে আশরাফের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, মুখে হাসি নেই। 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি, আশরাফ। শোনো, যা-ই ঘটুক না কেন, তোমার কাজ হলো বেঁচে থাকা।'

'তুমি যেভাবে বেঁচে আছ?' নির্দয় হতে চায়নি আশরাফ, নিজেকে সাবধান করার আগেই কথাগুলো বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

গম্ভীর চেহারা, কঠিন দৃষ্টি, সোহানা বলল, 'না, আমি যেভাবে বেঁচে আছি সেভাবে নয়। সে-ধরনের সমস্যায় তোমাকে পড়তে হবে না। তবে বোকার মত কিছু কোরো না। আসল কথা হলো, কখনও আশা ছাড়বে না। স্রেফ আর ক'টা দিন বেঁচে থাকো।' আশরাফের চোখে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল সৈকতের দিকে।

এই ঘটনার প্রায় চল্লিশ মিনিট পর, আশরাফ তখন বাড়িতে, গুলির শব্দ হলো। নিজের ওঅর্করুম থেকে বেরিয়ে এল অটো বারনেন। ডা. হোল্ডিং ও রীড কোয়েন ছুটে বেরিয়ে গেল কারণটা কি জানার জন্যে। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল তারা টাংকি ও একজন মোরো গার্ডকে নিয়ে, এই লোকটাই নজর রাখছিল সোহানার ওপর।

গার্ডই কথা বলল, নিজের ভাষায়। টাংকি অনুবাদ করল।

সোহানা সাঁতরাচ্ছিল, একা। এটা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়, আগেও একা পানিতে নেমেছে ও। চারদিকে দ্রুত অন্ধকার হয়ে এল। মোরো গার্ড তাকিয়ে দেখে ভেলাটার কাছে সোহানা নেই। ওকে দেখা গেল বে-র দক্ষিণ বাহুর স্রোতের মধ্যে। স্রোতের সঙ্গে সাঁতরাচ্ছিল সোহানা, সাঁতরাচ্ছিল প্রাণপণে। একটা গুলি করেছে গার্ড, তবে আলো প্রায় ছিল না বললেই চলে। তার ধারণা, গুলিটা লাগেনি। এরপর সোহানাকে নোঙর করা বোটগুলোর কাছাকাছি দেখেছে সে, সেই শেষ বার।

'বোটগুলো আছে? মি. রানার ডিঙ্গিটা?' জিজ্ঞেস করল অটো বারনেন।

মাথা ঝাঁকাল টাংকি।

পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে আশরাফ, সারা শরীর অসাড় লাগছে তার। 'তোমার কাজ বেঁচে থাকা...,' বলল সোহানা, তারপরই একি কাণ্ড করল।

কুৎসিত শব্দে হেসে উঠল রীড কোয়েন। 'উনি ভড়কে গেছেন।' বিস্ময় ও কৌতুক মিলে ভাঁড়সুলভ হয়ে উঠল তার চেহারা। 'চিন্তা করুন ব্যাপারটা। মিস সোহানা ভড়কে গেছেন।'

'মি. রানাকে খুন করার পর ধাক্কাটা সামলাতে পারেননি,' চিন্তিত সুরে বিড়বিড় করল ডা. হোল্ডিং। 'খুনটা করেছেন বটে, তবে হজম করতে পারেননি।'

'আপনি আসলে এটাকে আত্মহত্যা বলছেন, মি. হোল্ডিং?' জানতে চাইল অটো বারনেন।

'একটা পরিস্থিতি থেকে পালানোর ঝোঁক। এমন হতে পারে, ওঁর মনের কোণে হয়তো ক্ষীণ আশা ছিল যে তীর ঘুরে সরে যেতে পারবেন, তবে সেটা আসল কারণ নয়।'

'উনি ভড়কে গেছেন,' আবার বলল রীড কোয়েন। 'ঘাবড়ে গিয়ে কি করছেন নিজেও জানেন না।'

দাঁড়াল অটো বারনেন, বেরিয়ে এল কামরা ছেড়ে। করিডর হয়ে ওঅর্করুমে ঢুকল সে, একটা বেঞ্চের পিছনে দাঁড়াল, ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল একটা প্যানেল। প্যানেলের পিছনে ট্র্যান্সমিটারটা রয়েছে, হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সে। প্যানেল বন্ধ করে আবার কামরাটায় ফিরে এল।

'চলে যাবার কারণ যা-ই হোক,' বলল সে, 'মিস সোহানা মারা গেছেন নিশ্চিত। লুসিফারকে আমাদের বলতে হবে, আপাতত তাঁকে নিচের স্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। হ্যাঁ, তারই নির্দেশে।' কামরার আরেক প্রান্তে তাকাল সে। 'সাবধান হয়ে যান, মি. চৌধুরী।'

আশরাফের বিধ্বস্ত মনে এতক্ষণে ধরা পড়ল কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কি করে এসেছে অটো বারনেন।

মাঝরাত হতে পনেরো মিনিট বাকি, পানি কেটে খুদে খাঁড়িটার ভেতর ঢুকে পড়ল সোহানা। বড় একটা কামরা বা গুহা আকৃতির খাঁড়িটা, এখানেই প্রথমে তীরে উঠেছিল রানা, লুকিয়ে রেখেছিল ডিঙ্গিটা। এদিকে বনভূমি সোজা নেমে এসেছে পাথরবিছানো তীরে। এটাই যে সে-ই জায়গা, সোহানার মনে কোন সন্দেহ নেই, কারণ রানার দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

চার ঘণ্টা আগে, তীব্র স্রোত যখন ওকে বে থেকে বের করে আনল, স্রোতটার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দক্ষিণ দিকে ঘুরে একটানা সাঁতরেছে সোহানা। স্রোতটা ওকে এক মাইলেরও বেশি পশ্চিম দিকে টেনে আনে, মুক্তি পেয়ে অন্ধকারের ভেতর পুব দিকে ঘুরে যায় ও। চওড়া একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে সাঁতরাতে শুরু করে, উদ্দেশ্য আবার বে-র দক্ষিণ বাহুতে পৌঁছুনো, তবে এবার আলিঙ্গন-এর বাইরের দিকটায়, যেখানে কোন স্রোত নেই এবং ওর আর বে-র মাঝখানে থাকবে ভাঙা-চোরা আকৃতির লম্বা পাথুরে রিজ।

আকাশে চাঁদ উঠেছে আগেই, রিজ ঘেঁষে আরও এক মাইল এগোল সোহানা। পাহাড়ের একটা কাঁধকে পাশ কাটাল। এদিকটায় তীরের লাভা পাথর পানিতে নেমে এসেছে, তারপর তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরেছে আবার, আর তাতেই সৃষ্টি হয়েছে খুদে খাঁড়িটা।

তীরে উঠতে যাচ্ছে সোহানা, ওকে সাহায্য করার জন্যে একটা হাত বাড়াল রানা। 'হাই, সোহানা! তোমার কথাই ভাবছিলাম।' পথ দেখিয়ে সোহানাকে একটা অগভীর ও মসৃণ গর্তের ভেতর নিয়ে এল ও। 'ভয় হচ্ছিল, না জানি ক'দিন অপেক্ষা করতে হয়।'

'এখনই ভাল সময়, রানা।' দিনের উত্তাপে এখনও গরম হয়ে রয়েছে পাথর। শুয়ে পড়ল সোহানা, হাঁপাচ্ছে। 'গগলকে ডেকেছ?'

'না।' সোহানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। 'রেডিওটা আর সব কিছুর সঙ্গে কিটব্যাগে ছিল, বিস্ফোরণের সময়।'

'যাকগে। তোমার কিছু হয়নি, তাতেই আমি খুশি।'

'বেঁচে গেছি ভাগ্যের জোরে,' কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বলল রানা, তারপর হাত বাড়িয়ে টান দিল ওকে উপুড় করার জন্যে। শরীরটা একবার গড়াল সোহানা। বোতামগুলো খুলল রানা, পিঠটা পরীক্ষা করার জন্যে কোমরের কাছে নামিয়ে আনল কামিজটা। ওয়াটারপ্রুফ স্কিন এখনও জায়গামত রয়েছে। 'সাঁতরাতে কোন অসুবিধে হয়েছে, সোহানা?'

'না। প্রথম আধ ঘণ্টা টন টন করছিল পেশী, পরে আর কিছু অনুভব করিনি। তুমি কিভাবে সামলালে, রানা?'

'চোখের আড়ালে সরে আসার পর আর কোন অসুবিধে হয়নি। হাত-পাও নাড়া গেছে, বুক ভরে বাতাসও নিতে পেরেছি। উপকারে লেগেছে কুয়াশাটা। কোণটা ঘুরে এদিকে ফিরে আসছি যখন, মোরোরা তখনও টহলে বেরোয়নি।'

বসল সোহানা, পিঠে হাত নিয়ে গিয়ে বোতাম লাগাল। খুবই দক্ষ সাঁতারু রানা, ও যে তারচেয়ে সহজে স্রোতের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, তা আগেই আন্দাজ করেছিল সে। 'রক্ত দেখিয়ে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে,' বলল সে। 'এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো, গুলিটা বোধহয় লাগিয়েছি।'

চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল রানার দাঁত। 'পাহাড়ের চূড়ায় যে নাটকটা আজ অভিনীত হলো, আমাদের অস্কার পাওয়া উচিত। খাপ থেকে ছুরিটা বের করার সময় হাতটা খানিক চিরে দিই। সামান্য রক্তও অনেক দূর গড়ায়।'

'হাতটা এখন কেমন আছে?'

'ভাল।'

বড় করে শ্বাস টানল সোহানা। 'অটো বারনেন প্রস্তাবটা দেয়ার পরপরই আমি বুঝতে পারি, ডুয়েলটা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। তুমি আমার সঙ্কেত বুঝতে পেরেছিলে, সেজন্যে আমি খুশি। সবাই তাকিয়ে আছে, বেশি ইঙ্গিত করার সুযোগ পাইনি আমি।'

'ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানো কিনা জানতাম না যে কয়েক সেকেন্ড পর পর একটা

করে বড় ঢেউ আসবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।'

'আমি জানতাম।' হাসল রানা। 'সৈকতে আগেও তো গেছি, তোমার জন্যে মেসেজ রেখে আসার জন্যে।'

'খসে পড়াটা কি রকম হলো?'

'প্যারাস্যুট নিয়ে এরচেয়ে জোরে ল্যান্ড করেছি। ভিজে বালি, বুঝতে পারছ না? পড়ার আগেই ঠিক করে নিই কোথায় পড়ব, পড়ার পর গড়িয়ে উঠে যাই পাথরে।'

'ওপর থেকে দেখে মনে হয়নি ব্যাপারটা সাজানো।' দাঁড়াল সোহানা। 'আর তো সময় নেই, রানা। ক্যানূটা ওরা পায়নি তো?'

'না। আগেরবার রাতে এখানে এসেই ওটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।' ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল রানা। ফিরল বেশ কয়েক মিনিট পর। খাঁড়ির যেখানে ডিঙ্গিটা ছিল সেখান থেকে অনেকটা দূরে ক্যানূটাকে লুকিয়ে রেখেছিল, সাবধানের মার নেই ভেবে। কথা না বলে লম্বা একটা ক্যানভাস ব্যাগ আর একটা রাকস্যাক রাখল গর্তের মেঝেতে। স্ট্র্যাপ খোলায় সাহায্য করার জন্যে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সোহানা। দু'জন মিলে ক্যানূর ফ্রেমটা জোড়া লাগাল, তারপর ক্যানভাস স্কিন বসিয়ে দিল জায়গামত।

পাঁচ মিনিট পর পানিতে ভাসল ওরা। সোহানাকে ককপিটের সামনের সীটটায় বসতে দিয়েছে রানা, নিজে বসেছে ওর পিছনে। দু'জন একযোগে বৈঠা চালাচ্ছে, সোহানা বলল, 'তুমি আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

'পারব। একটা প্রবালদ্বীপের কাছাকাছি নোঙর ফেলেছে গগল, এখান থেকে বিয়ারিংটাও আমি জানি। এখানে প্রথমবার এসেই চার্ট পরীক্ষা করেছি।'

'কমপাস?'

'পঁয়ত্রিশ মাইল, এক মাইল কমবেশি হতে পারে। বে থেকে দূরে থাকার জন্যে একটু ঘুরে যেতে হবে আমাদের, এই ধরো চল্লিশ মাইল। বলতে পারো আমাদের ভাগ্য। দূরত্বটা আশি মাইল হতে পারত, গগল আর আমি যদি ড্রপিং পয়েন্ট থেকে পশ্চিমে দেখা করার ব্যবস্থা করতাম।'

'তারমানে প্রায় ছ'ঘণ্টা।'

'হ্যাঁ, বৈঠা আরও জোরে চালাতে হবে।' শান্ত সাগর, তরতর করে এগোচ্ছে ক্যানূ।

'ওখানে পৌঁছে,' বলল সোহানা, 'টিউরেলাসকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে হবে। আমরা যে পালিয়ে আসতে পেরেছি, কৃতিত্বটা তার পাওনা।'

'টিউরেলাস?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'যে লোকটা ডলফিনকে ট্রেনিং দেয়?'

'অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মাছ। ওর গায়ে আঁশ থাকলেও আমি আশ্চর্য হব না। যা বলছিলাম, এলাকা থেকে হাঙর তাড়াবার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে তার। রক্ত হাঙরদের টেনে আনে, তোমার হাত থেকে ঝরেছেও অনেকটা।'

তিন কি চার সেকেন্ড কেউ কথা বলল না। তারপর আঁতকে উঠল রানা। 'সর্বনাশ! হাঙর! কথাটা আমার মনেই পড়েনি। মনে পড়লে চূড়া থেকে খসে

পড়তে চাইতাম কিনা সন্দেহ।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল সোহানা। 'তুমি হাঙরের কথা ভাবোনি, আর আমি তোমাকে মাইনের কথা মনে করিয়ে দিইনি। এত সব সিরিয়াস ভুল করার পরও আমরা বেঁচে আছি, আশ্চর্য না, রানা?'

রানার ঘুম ভাঙালো গগল, ওর উঠে বসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কোলের ওপর রাখল ভারী একটা ট্রে। ছোট কেবিনে দুটো মাত্র চেয়ার, তার একটায় বসল সে। সময়টা শেষ বিকেল, নোঙর করা তাসখন্দে রানা ও সোহানার পৌঁছুবার পর এগারো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, দশ ঘণ্টা পেরিয়েছে ওরা ঘুমিয়ে পড়ার পর।

প্রকাণ্ড স্টেকটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা, স্টেকের ওপর ভাজা ডিম। কফি পট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। গগলের দিকে মুখ তুলে হাসল ও। 'হ্যালো, ব্লাডি ওল্ড বিলিওনেয়ার। জীবনটা দারুণ উপভোগ্য, তাই না?'

সরু একটা সিগার ধরাল গগল। 'এখন পর্যন্ত,' বলল সে। 'কিন্তু উপভোগ্য আর রাখতে দিচ্ছ কই! আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি, সোহানার ফিরে যাওয়াটা বন্ধ করা যায়?'

'না।' ছুরি দিয়ে স্টেক কাটছে রানা, মাথা নাড়ল। 'তুমি বৃথা চেষ্টা করছ, গগল। তোমার এক্স-মেরিনদের নিয়ে আমরা যদি একযোগে হামলা করি, আশরাফ চৌধুরী মারা পড়বে। আমাদের প্রথম কাজ তাকে উদ্ধার করা।'

'এই অপারেশনে এরইমধ্যে অনেক লোক মারা গেছে,' শান্ত গলায় বলল গগল। 'আশরাফ হবে সর্বশেষ—তা-ও অটো বারনেন যদি বোতামে চাপ দেয়। একজনের জন্যে তোমরা দু'জন ঝুঁকি নেবে?'

'আশরাফ আমাদের বন্ধু, গগল।'

'তোমার?'

'আমার এবং সোহানার—সোহানার সঙ্গে রক্তের সম্পর্কও আছে।'

'আই সী।' সিগারে টান দিল গগল। 'আমার হিরো-রেটিং এ-প্লাস নয়, তবু আশরাফের মত বিপদে পড়লে সোহানাকে ঝুঁকি নিতে না দিয়ে নিজেই উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতাম আমি সোহানাকে বা তোমাকে।'

'এ-সব কথা বলে কোন লাভ নেই।' খেতে শুরু করেছে রানা। 'দু'জনেই আমরা ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। অটো বারনেন জানে আমরা মারা গেছি, কাজেই পরিস্থিতিটা আমাদের এতটাই অনুকূল যে মনে করো চিহ্নিত তাস দিয়ে খেলছি। তাছাড়া, লুসিফারকেও উদ্ধার করে আনতে হবে আমাদের।'

'হোয়াট!' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গগল।

'ও ঠিকই বলছে,' দোরগোড়া থেকে জবাব দিল সোহানা। 'কেমন আছেন, মি. গগল?'

পুরুষদের পা'জামা পরেছে সোহানা, এত ঢিলে যে ভেতরে আরেকজনের জায়গা হবে। বেণী দুটো গালের দু'পাশ থেকে নেমে এসেছে বুকে। কোন মেকআপ ব্যবহার করেনি, শুধু ধুয়ে আসায় তাজা লাগছে মুখ। চোখ দুটো উজ্জ্বল ও

প্রাণবন্ত। পিঠের ওপর একটা হাত তুলে কি যেন অনুভব করল আঙুল দিয়ে, লক্ষ করল রানা।

'তোমার পিঠ কেমন আছে, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জাহাজের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন, কোন সমস্যা নেই।' বাঙ্কে বসল সোহানা, মুখ ভার করে তাকাল গগলের দিকে। 'এই বৈষম্যের কারণ কি? রানাকে ব্রেকফাস্ট দেয়া হবে, আমাকে কেন দেয়া হবে না?'

ঠোঁটে ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি, গগল বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন। দাঁড়ান, কাউকে ডাকি।'

দরজার দিকে এগোল গগল, সোহানা বাধা দিল। 'খিদেটা আমি পাঁচ মিনিট সহ্য করতে পারব। লুসিফারের কথা কি যেন বলছিলেন আপনারা?'

ফিরে এল গগল, নতুন একটা সিগার ধরিয়ে বসল আবার। 'এটা আসলে কনফিউজ করার একটা কৌশল আপনার, সোহানা,' অভিযোগের সুরে বলল সে। 'আমার অভিজ্ঞতা আছে, নিজেও ব্যবহার করি কিনা। পিঠ, ব্রেকফাস্ট, লুসিফার...'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল সোহানা। 'অনেস্টলি, মি. গগল, আপনাকে আমি বোকা বানাতে চাইনি...'

সোহানার হাসি গগলকে স্পর্শ করল না। 'শুনুন,' তার গলায় রাগ ও গাম্ভীর্য, 'একটা লেকচার দিই। বিষয়: আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি বিপদে পড়ে ডাকলে সব সময় আমাকে আপনারা সাহায্য করেছেন। আপনাদের বেলায়ও আমার ভূমিকা সবসময় ওইরকম। এখন, আপনাদের এই ব্যাপারটায় আমি যেহেতু জড়িয়ে পড়েছি, আমার যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এবার আসুন, লুসিফারের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। তাকে উদ্ধার করতে যাওয়া মানে ঝুঁকির ওপর ঝুঁকি নেয়া। একটা পাগলের জন্যে কেন তা আপনারা নিতে যাবেন? তার সঙ্গে একঘরে দিন কয়েক আপনি ছিলেন, এটাই কি কারণ?'

মুহূর্তের জন্যে স্থির পাথর হয়ে গেল সোহানা, তারপর ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'আপনি আসলে ভুয়া ঝগড়াটে সেজে আমাকে রাগিয়ে দিতে চাইছেন। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আপনি খেপে গিয়ে বেরিয়ে যাবেন, তারপর আপনার এক্স-মেরিনদের নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে হামলা চালাবেন অটো বারনেনের ঘাঁটিতে। কিন্তু তা হবে না, মি. গগল। আপনি যদি আমাদের বাধা দিতে চান, অনেক কিছু হারাবার ঝুঁকি নিতে হবে আপনাকে।'

'এবং?'

'আমরা চিরকাল আপনার বন্ধু থাকতে চাই,' বলল সোহানা, গলার স্বরে কোন হুমকি নেই, শুধুই আন্তরিকতা।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে পেশীতে ঢিল দিল গগল। 'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল সে। 'যে প্রশ্নটা করলাম...ভাষাটার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি...তবে ওটা একটা প্রশ্নই।'

'হ্যাঁ, লুসিফার একটা পাগল,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'কিন্তু আমার কোন ক্ষতি করেনি সে। তার ব্যবহার অত্যন্ত মধুর। তাছাড়া, বেচারা সত্যি ভুগছে।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আমি বলব, লুসিফার যদি নরকের অধিপতি হয়, শেষ আশ্রয় হিসেবে জায়গাটাকে মন্দ বলা যায় না। তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিলে অটো বারনেন তাকে মেরে ফেলবে—কারণ, অনেক বেশি জানে সে। যেমন প্রয়োজন ফুরালে আশরাফকেও মেরে ফেলা হবে।'

'ছেলেটা পাগল, তার রোগটা সারবে বলেও মনে হয় না,' ধীরে ধীরে বলল গগল। 'আপনি বলছেন, সে ভুগছে। তাহলে বলুন, বেঁচে থাকাটা তার জন্যে কোন্ অর্থে ভাল?'

'রোগটা সারবে কিনা তা বলতে পারবেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা,' বলল রানা, ওদের আলোচনায় ইচ্ছে করেই এতক্ষণ অংশগ্রহণ করেনি। 'সম্মোহিত অবস্থায় সাজেশন গ্রহণ করার ক্ষমতা অল্প হলেও আছে তার, সোহানার অন্তত তাই ধারণা। ও অবশ্য তার মতিভ্রম বা ভ্রান্তি দূর করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজেশন দিতে সাহস ও সুযোগ কোনটাই পায়নি। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এ-ধরনের রোগীও ভাল হয় বলে শুনেছি আমি। সময় হয়তো একটু বেশি লাগবে—দুই কি তিন বছর।'

'রানা ভাল একটা উত্তর দিয়েছে,' অন্যমনস্কভাবে বলল সোহানা। 'তাতেই আপনার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তবে আমার অন্য রকম একটা উত্তর আছে। সেটা হলো, রোগটা যদি না-ও সারে, তবু আমি লুসিফারকে উদ্ধার করতে চাইব। তার সঙ্গে আমার একটা মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আসল কারণ হলো, লুসিফার ভাল ছেলে। একটা অদ্ভুত সরল অসুস্থ ছেলেকে একদল অপরাধী ব্যবহার করছে, এটা মেনে নেয়া যায় না। আমরা যদি তার নিরাপত্তার কথা না ভেবে হামলা চালাই, তাকে তাহলে অপরাধীদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে ফেলা হয়। অথচ তার তো কোন দোষ নেই, সে তো কোন অপরাধ করেনি।'

কয়েক হপ্তা অপেক্ষা করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গগল, সেটা গোপন করে দাঁড়াল সে, বলল, 'ঠিক আছে, বুঝলাম। আশরাফকে আপনারা উদ্ধার করবেন, কারণ সে আপনাদের বন্ধু। লুসিফারকেও উদ্ধার করবেন, কারণ সে ভাল ছেলে।' জোর করে হাসল সে। 'তবে তাই হোক।'

দু'ঘণ্টা পর মেইন ডেকে রানার সঙ্গে আনআর্মড কমব্যাট শুরু হলো সোহানার, উদ্দেশ্য কাঁধটা পরীক্ষা করা। দর্শকদের মধ্যে দশবারোজন দক্ষ পেশাদার রয়েছে, খালি হাতের লড়াইয়ে ওদের নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হলো তারা।

ইতিমধ্যে তিন বার সোহানাকে ডেকে ফেলে দিয়েছে রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, রানা,' অবশেষে বলল সোহানা, খানিকটা হাঁপিয়ে গেছে। ডেক থেকে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় দিল রানাকে, তারপর আবার বলল, 'আজ রাতেই রওনা হব আমরা।'

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা অত্যন্ত ব্যস্ততার ভেতর কাটল। মাঝরাতে একটা ডেরিকে তোলা হলো সী প্লেন, তারপর নামানো হলো পানিতে।

এই মুহূর্তে ওরা আকাশে রয়েছে।

কন্ট্রোল কলামের গ্রিপ হ্যান্ডেল সাবধানে সামনের দিকে ঠেলে দিল পাইলট, পনেরো হাজার ফুটে সিধে হলো সীপ্লেন। সিধে হবার সঙ্গে সঙ্গে চার শো পঞ্চাশ

হর্স পাওয়ারের প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি এঞ্জিনগুলোর শব্দ খানিকটা কমল। ঘণ্টায় একশো ত্রিশ মাইল গতিতে উড়ছে ওরা।

এটা একটা বিভার সী-প্লেন, কেবিনের দু'পাশে একটা করে দরজা। স্টারবোর্ড সাইডে, কো-পাইলটের সীটে বসেছে সোহানা। রানার মত ওর পরনেও কালো কমব্যাট ড্রেস, মুখে ক্যামোফ্লেজ ক্রীম মেখেছে। কোমরের হোলস্টারে রয়েছে থারটিটু কোল্টটা।

খোলা দরজা দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সোহানা, প্যাসেঞ্জার কেবিনে গগলের সঙ্গে বসে রয়েছে রানা। 'আর দশ মিনিট, রানা,' বলল ও।

'রাইট।' দাঁড়াল রানা, কোন ব্যস্ততা নেই, কালো একটা প্যারাস্যুট প্যাক স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধতে শুরু করল পিঠে।

তাকিয়ে আছে গগল, অনুভব করল উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে নার্ভগুলো। পিঠে প্যারাস্যুট বেঁধে কালো একটা ক্যানভাস কিটব্যাগ তুলে নিল রানা, প্রায় তিন ফুট লম্বা। ব্যাগের গলায় রশি বাঁধা রয়েছে, মুক্ত প্রান্তটা বেঁধে নিল উরুর সঙ্গে, তারপর আবার সীটের কিনারায় বসল। 'আকাশে মেঘ নেই,' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। 'চাঁদ আলো খুব কম দিচ্ছে। কোন অসুবিধে হবে না।'

'যদি না মোরোরা ওপর দিকে তাকায়,' বলল গগল।

'তাকালেও। তবে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকবে ওরা, ওপর দিকে নয়।'

'প্লেনের শব্দ শুনলে? প্লেনের আলোও ওরা দেখতে পাবে।'

'আশা করি যেন দেখতে পায়,' বলল রানা। 'আমাদের প্যারাস্যুট যখন খুলবে, প্লেনের কাছ থেকে আমরা তখন আধ মাইল দক্ষিণ আর দু'মাইলের মত নিচে থাকব। আমাদের দেখার জন্যে দশ সেকেন্ডের মত সময় পাবে মোরোরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল গগল। 'থাক। তর্ক করার সাধ আমার মিটে গেছে।'

সামনের দিকে তাকাল রানা। সামনে ও নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে সোহানা। নিচে সাগর যেন বিশাল অন্ধকার একটা প্রান্তর, ক্ষীণ চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কালো প্রান্তরে আরও ঘন বিন্দু দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, ওগুলো একেকটা খুদে দ্বীপ।

পাইলট বলল, 'প্রথমে আমাকে একবার চক্কর দিয়ে নিচেটা দেখে নিতে হবে। আপনাদেরকে যদি সাগরে বা ভুল কোন জয়গায় নামাই, ঈশ্বর আমাকে আস্ত রাখবেন না।' মাথা ঝাঁকিয়ে পিছন দিকটা অর্থাৎ গগলকে দেখাল সে।

'না,' চিৎকার করল রানা। 'ওকে বুঝিয়ে বলো, সোহানা।'

'চক্কর দেয়ার ঝুঁকি নেয়া যাবে না,' পাইলটকে বলল সোহানা। 'একবারই সোজা যাবেন আপনি। ড্রপ-এর পর কোর্স বজায় রাখবেন, বিশ মাইল না এগিয়ে জাহাজের দিকে বাঁক নেবেন না। কোথায় নামি না নামি আমাদের চিন্তা।'

মুখ ভার করে মাথা ঝাঁকাল পাইলট।

সামনে তিনটে বিন্দু অর্থাৎ দ্বীপ দেখতে পেল সোহানা, ওগুলোই খুঁজছিল মনে মনে। শেষ দুটো দ্বীপ থেকে সোজা এগোলে বে-র উত্তরে পৌঁছে যাবে প্লেন, যেখানে বাড়িটা রয়েছে এবং টহল দিচ্ছে মোরোরা। 'স্টারবোর্ড-এর দিকে সামান্য একটু

ঘুরুন। ফাইন। বিয়ারিংটা বজায় রাখুন। আলোর কয়েকটা বিন্দু দেখতে পাবেন একটু পরই, ওগুলোই আমাদের টার্গেট।'

সীট ছেড়ে প্যাসেঞ্জার কেবিনে চলে এল সোহানা। প্যারাস্যুটটা ওর পিঠে বাঁধতে সাহায্য করল রানা, তারপর উরুতে বেঁধে দিল দ্বিতীয় কালো কিটব্যাগের রশি, ঝুলে থাকা রশি ছ'ফুট লম্বা। ব্যাগটা তুলল রানা, নিজের বুকের ওপর সেটা চেপে ধরল সোহানা। ছোট আরেক প্রস্থ রশি দিয়ে আরেকবার ওটাকে বাঁধল রানা।

পরস্পরের বাঁধন ইত্যাদি পরীক্ষা করছে ওরা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গগল। দু'জনের কেউই অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিচ্ছে না, দেখে খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে সে।

তার দিকে তাকাল রানা। 'দরজাগুলো খুলবে, গগল?'

বিভার-এর দরজা সাধারণত বাইরের দিকে খোলে, তবে এগুলোর কবাট খুলে নতুন করে ফিট করা হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, যাতে ভেতর দিকে খোলে। পালা করে দুটো দরজার দিকে এগোল গগল, কবাট খোলার পর আটকে দিল হুকের সঙ্গে। খোলা দুটো দরজা দিয়ে প্রচণ্ড বাতাস ঢুকছে ভেতরে। বুকে হারনেস পরে রয়েছে সে, ডেকে গাঁথা একটা আঙটার সঙ্গে সেফটি লাইনটা হারনেসে বাঁধা। লাইন থাকায় শুধু দরজা পর্যন্ত যেতে পারবে সে।

একটা হাত নেড়ে চিৎকার করল পাইলট।

'আলো দেখতে পেয়েছে ও,' বলল গগল, বাতাস আর এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা। মাথা ঝাঁকিয়ে হেলমেটটা পরে নিল সোহানা, নিজেরটা আগেই পরে নিয়েছে রানা। দুটো দরজার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল ওরা, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

রানার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে অন্ধকার জমিনের বিশাল বিস্তৃতি দেখতে পেল গগল, লম্বাটে একটা অংশ দু'ভাগ হয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে বে। বাড়িটা থেকে অস্পষ্ট আলোর আভা বেরিয়ে আসছে। বে-র উত্তর বাহুর সঙ্গে সমান্তরাল একটা রেখা ধরে উড়ে যাবে ওরা, তীর থেকে আধ মাইল দূরে থাকবে।

'শক্ত হও, গগল,' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'আমরা লাফ দেয়ার সময় প্লেন ঝাঁকি খাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেকে হাঁটু গাড়ল গগল, একটা সীটের পায়া ধরল।

রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোহানা। রানা তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। ধীরে ধীরে হাত তুলল ও। গগল আশা করল বিদায় জানানোর জন্যে তার দিকে তাকাবে সোহানা, তবে আশাটা পূরণ হলো না। হতাশ হলেও উপলব্ধি করতে পারল যে এই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় ওরা—না রানা, না সোহানা।

তোলা হাতটা হঠাৎ নিচে নামাল রানা।

সী-প্লেন ঝাঁকি খেল। লাফ দিয়েছে দু'জন একসঙ্গে।

দরজাগুলো বন্ধ করা দরকার, যদি সম্ভব হয়। সে-কথা ভুলে গিয়ে অন্ধকার বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গগল। সে ভাবছে, এত শক্তি ওরা পায় কোত্থেকে? বিশেষ করে সোহানা? রানাকে চেনে ও, জানে কতটা ধকল ওর সয়। কিন্তু

সোহানা একটা মেয়ে হয়ে…

গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি কি ঘটেছে, সব একে একে মনে পড়ে গেল গগলের। ওঁর শরীর থেকে একটা পয়জন ক্যাপসুল বের করা হয়েছে; ভেবেছিল মারা গেছে রানা, আবিষ্কার করল বেঁচে আছে, তারপর ডুয়েল লড়তে হলো রানার সঙ্গে; চার ঘণ্টা সাঁতরেছে, ক্যানুতে বসে বৈঠা চালিয়েছে ছ'ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে, রানার সঙ্গে লড়ে পরীক্ষা করেছে কাঁধ, তারপর তৈরি করেছে জটিল একটা প্ল্যান, প্রস্তুতি নিয়েছে সাবধানে।

এখন আবার…

সাত

শুয়ে উপুড় হয়ে থাকার ভঙ্গিতে শূন্যে ভাসছে সোহানা, হাত ও পা যতদূর সম্ভব ছড়ানো। ওগুলো টেনে শরীরের আকৃতি করল ঠিক যেন একটা ব্যাঙ, তারপর ১৮০ ডিগ্রি কোণ তৈরি করে বাঁক নিল। এখন রানার মতই উপকূলের দিকে মুখ করে রয়েছে ও। সামনেই রয়েছে রানা, কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

নির্বিঘ্ন পতনের মধ্যে রয়েছে ওরা, সরাসরি খাড়া নয়, খানিকটা সামনের দিকেও এগোচ্ছে। গতি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের মত।

সামনে বাড়ার গতি খানিকটা কমাল রানা, পাশে চলে আসার সুযোগ দিল সোহানাকে, তারপর দু'জন একই গতিতে এগোল। সাগরের ওপরে রয়েছে ওরা। সামনে তীর, পাহাড় ও জঙ্গল ওদের বাম দিকে, আর বে-র উত্তর বাহুর লম্বা রিজ বিস্তৃত হয়েছে ডান দিকে।

পজিশন খানিকটা বদলে পিছিয়ে পড়ল সোহানা, রানার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখায় মন দিল। প্রায় বিশ সেকেন্ড হলো পতনের মধ্যে রয়েছে ওরা—পতনের মধ্যেই সামনে এগোচ্ছে, আগের চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে তীর। বারবার তীর ও বাহুতে ফিট করা অলটিমিটার দেখার ঝোঁকটা প্রবল; উচ্চতা, গতি ও লক্ষবস্তু সম্পর্কে ধারণা পেতে ইচ্ছে করে। তবে কাজটা রানার, কারণ ওর অভিজ্ঞতা সোহানার চেয়ে বেশি। সোহানা দেখল, বাম হাতটা লম্বা করল রানা, ফলে ডান দিকে খানিক ঘুরে গেল শরীরটা। অনুকরণ করল ও।

রানার সরাসরি পিছনে, প্রায় একশো গজ দূরে রয়েছে সোহানা। উপকূল রেখার দিকে এক জোড়া তীরের মত ছুটছে ওরা। এখনও নিচের তীর বা আরও সামনের বাড়িটার অস্পষ্ট আলোর দিকে তাকাচ্ছে না সোহানা। একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ও, রানাকে মনে হচ্ছে শূন্যে ভাসমান স্থির একটা কাঠামো। সোহানার মাথার ভেতর টাইম মেকানিজম নিজে থেকেই কাজ করছে। জাম্প করার পর পঞ্চাশ সেকেন্ড পেরিয়েছে।

আর বেশি দেরি নেই। রানাকে ব্যাঙ-এর আকৃতি নিতে দেখল সোহানা, সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করল ও, হাত দিয়ে রিপকর্ডের রিঙ খুঁজছে।

সঙ্কেত দেয়ার জন্যে বাম হাতটা ঝাঁকাল রানা। রিপকর্ডে হ্যাঁচকা টান দিল

সোহানা, একই সময়ে দেখল রানার প্যাক থেকে মুক্ত হলো প্যারাস্যুট।

তারপর অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল সোহানা, ওর প্যারাস্যুটও খুলে গেছে—মাথার ওপর কালো একটা ব্যাঙের ছাতা। চট করে একবার ওপর দিকে তাকাল ও, দেখে নিল ঠিকমত খুলেছে কিনা। ত্রুটি থাকার কোন কারণ নেই, অত্যন্ত সাবধানে রানা নিজে চেক করার পর প্যাক করেছে প্যারাস্যুট দুটো।

রানার দেখাদেখি প্যারাস্যুট অ্যাডজাস্ট করল সোহানা, সামনে বাড়ার ভঙ্গিটা এখন কোণাকুণি, গতিও আগের চেয়ে বেশি। সরাসরি না তাকিয়েও সোহানা বুঝতে পারছে, ওরা এখন জমিনের ওপর রয়েছে, ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা পাহাড় ওদের বাম দিকে। বাড়িটা ওদের সরাসরি সামনে।

রানার কিটব্যাগ খসে পড়ল, ঝুলে থাকল উরুতে বাঁধা রশির সঙ্গে। নিজের কিটব্যাগটা মুক্ত করল সোহানা। এখন সব কিছু খুব দ্রুত ঘটবে, নিচে পা ফেলতে আর বেশি দেরি নেই।

রানার সামনে ইংরেজি টি হরফের আকৃতি, বাড়িটার ছাদ। মাঝে মধ্যে স্টিয়ারিং লাইন টান দিয়ে কোর্স ঠিক রাখছে ও, প্রতি মুহূর্তে ওকে অনুকরণ করছে সোহানা।

ছাদে কি যেন একটা নড়ে উঠল। একজন মোরো।

যেন চাঁদের আলোয় আলোকিত একটা মঞ্চে ফুটে উঠল দৃশ্যটা। দূরপ্রান্তের নিচু পাঁচিলে রাইফেল ঠেকিয়ে, অলস ভঙ্গিতে নিচে তাকাল মোরো গার্ড। তার মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না সোহানা, তবে লক্ষ করল হঠাৎ সতর্ক একটা ভাব এসে গেল তার মধ্যে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।

ছাদ থেকে মাত্র পনেরো ফুট ওপরে রানা, কাছাকাছি নিচু পাঁচিলটার ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। সোহানা দেখল, ওর একটা হাত ঝাঁকি খেল, সেই সঙ্গে ঝিক করে উঠল ইস্পাত। কেঁপে উঠল মোরো গার্ড, ধীরে ধীরে ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু দুটো, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে। উরুর রশি ধরে টান দিল রানা, তিন ফুট ওপর থেকে ছাদে পড়ল কিটব্যাগ। এক সেকেন্ড পর ছাদে পড়ল ও, গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্যারাস্যুট, রিলিজ বাক্‌ল্‌-এ টান দিতেই নেতিয়ে পড়ল সেটা।

এবার ছাদে নামবে সোহানা। কিন্তু ছাদ থেকে অনেক ওপরে রয়েছে ও।

আত্মধিক্কারে জ্বালা করে উঠল শরীর, মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই নিজেকে শান্ত করল ও। পতনের শেষ পর্বে নিজের হালকা ওজনের কথা মনে রাখা উচিত ছিল। এখন ওকে বাতাস বের করে দিয়ে নিচে নামতে হবে। ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে মুখের চামড়া। ওর মাথার ওপর চলে এসেছে সোহানা, দ্রুত সামনে বাড়ছে এখনও।

সামনের একটা লাইন টেনে ফুলে থাকা ছাতা থেকে বাতাস ছাড়ল সোহানা। ঝুলন্ত কিটব্যাগটা মুক্ত করার সময় নেই হাতে। পতপত করে নেতিয়ে পড়ছে ছাতা। সামনের নিচু পাঁচিলের একেবারে কাছে নামল ও, নেমেই রিলিজ বাক্‌ল্‌-এ টান দিল, কারণ ওর সামনে এখনও ফুলে রয়েছে ছাতাটা, ভেতরে প্রচুর বাতাস—টান দিয়ে ওকে পাঁচিলের কিনারা থেকে ফেলে দিতে চাইছে।

মুক্ত হলো সোহানা, গড়াতে শুরু করে ধাক্কা খেল নিচু পাঁচিলে, কিটব্যাগটা টান দিচ্ছে পায়ে। চোখের পলকে ওর পাশে চলে এসেছে রানা, হারনেসটা মুঠোয় ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিনারা থেকে খসে পড়ল সেটা। হাঁটুর ওপর উঁচু হলো সোহানা, দেখল কালো নাইলন দোতলার টেরেসকে পাশ কাটিয়ে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। ফুলে ফুলে উঠছে ছাতাটা, বিদঘুটে আকৃতির একটা দৈত্যের মত নিচের খোলা জমিনে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তারপর স্থির হলো ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা ঝোপের ওপর।

পেরিয়ে গেল একটা মিনিট।

ডান দিক থেকে হেঁটে এল দু'জন লোক, ছায়া থেকে বেরুবার পর আকৃতি পেল ধীরে ধীরে। দু'জন মোরো, কাঁধের স্লিং-এর সঙ্গে সাব-মেশিনগান। থামল তারা, বাড়ির সামনেটা খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ঘুরে সাগরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। আবার টহল শুরু করল তারা, ঝোপগুলোকে পাশ কাটাল বিশ ফুট দূর থেকে, যেগুলোর ওপর পড়ে রয়েছে কালো প্যারাস্যুটটা। আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল তারা।

'যাক বাবা!' হিসহিস করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল রানা।

'পরের বার হয়তো দেখতে পাবে,' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'দুঃখিত, রানা। আমি যে তোমার চেয়ে হালকা, কথাটা মনে ছিল না।'

'এখন আর দুঃখ করে লাভ কি, যা হবার তা তো হয়েছেই।' নিঃশব্দে হাসল রানা।

নিজেদের জাম্প হেলমেট খুলে ফেলল ওরা। মোরো গার্ডের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, ঝুঁকে পরীক্ষা করল, তারপর মাথা ঝাঁকাল সোহানার উদ্দেশ্যে। লোকটা মারা গেছে। তিন ইঞ্চি ইস্পাত কোণাকুণিভাবে ঘাড়ের গোড়া পর্যন্ত ঢুকে গেলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তবু মাসুদ রানা একজন সতর্ক মানুষ। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুরিটা বের করে নিল ও, লোকটার শার্টে রক্ত মুছল, ঢুকিয়ে রাখল নিজের খোলা শার্টের নিচে খাপের ভেতর।

সযত্নে নিজের কিটব্যাগটা খালি করছে সোহানা। ভেতরে ফোম রাবারে প্যাক করা রয়েছে একটা কোল্ট এআর-ফিফটিন সারভাইভাল রাইফেল ও দুশো রাউন্ড ৫.৫৬ এমএম অ্যামুনিশন; রাইফেল ও বিশ রাউন্ডের দশটা ম্যাগাজিনের ওজন ত্রিশ পাউন্ডের কিছু কম। ভেতরে আরও রয়েছে ছ'টা হ্যান্ড গ্রেনেড, চারটে টিয়ার-গ্যাস বোমা, দুটো গ্যাসমাস্ক, একটা নাইলন কর্ডের তৈরি মই, একটা লেদার ওয়ালেট—ওষুধ ইত্যাদি আছে। ওর কোল্ট-এর জন্যে এক বাক্স স্পেয়ার অ্যামুনিশন আছে। আরও আছে সরু একটা কেস, ভেতরে ধনুক ও ইস্পাতের তীর।

তীর-ধনুক বাদে রানার কিটব্যাগেও প্রায় একই রকম অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, তবে অতিরিক্ত হিসেবে যোগ হয়েছে এক জোড়া ছুরি, চারটে ম্যাগাজিন, আর দুটো ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা কালো মেটাল টিউব।

পাঁচিল ঘেঁষে ইকুইপমেন্টগুলো সাজিয়ে রাখল রানা, ছুরি দুটো ভরল বেল্টের খাপে। ফার্স্ট এইড ওয়ালেট-এর ভাঁজ খুলল সোহানা, ভেতর থেকে চ্যাপ্টা একটা

বাক্স বের করল, থাই পকেটে রেখে তাকাল রানার দিকে। 'ভাল হত আমি একা গেলে, রানা। তোমাকে দেখলে বিগড়ে যেতে পারে লুসিফার।'

'যদি দেখেই ফেলে, তুমি তাকে মানিয়ে নিতে পারবে,' বলল রানা। 'তোমাকে একা আমি ছেড়ে দিতে পারি না। ঠিক জানো, অটো বারনেনকে তার কামরাতেই ধরা সম্ভব নয়?'

'না। দরজায় বোল্ট লাগানো। জানালায় বার ও শাটার।' মাথা নিচু করে ছাদের আরেক দিকে এগোল ও। টি-র দুটো বাহু যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে একটা বাল্কহেড রয়েছে, ছাদের দরজাটা ওই বাল্কহেড-এর গায়ে। সিঁড়ির ধাপগুলো সোজা নেমে গেছে নিচের একটা করিডরে।

দরজার দিকে এগোচ্ছে সোহানা, দ্রুত হাতে একটা কালো টিউব তুলে নিল রানা। নিচু পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরল, কিনারার ঠিক নিচেই রয়েছে মাথার পিছনটা। টিউবটা এমনভাবে উঁচু করল ও, পাঁচিলের মাথা ছুঁয়ে পিছন দিকে যাতে সামান্য কাত হয়ে থাকে। রাবার দিয়ে কিনারা মোড়া আইপীস-এ চোখ রাখল, টিউবের নিচের প্রান্ত থেকে এক কি দু'ইঞ্চি ওপরে ওটা। তারপর চাপ দিল একটা বোতামে। মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। খোলা জমিনটা দেখতে পেল রানা, বাড়ি থেকে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত।

টিউবটা একটা পেরিস্কাপকে হার মানাবে। এটা একটা ন্যকটোস্কোপও বটে, সেই সঙ্গে ইমেজ ইনটেনসিফায়ার, দুর্বল আলোকে উজ্জ্বল করে তোলে, ফলে কয়েক শো গজ দূরের জিনিসও রাতের বেলা প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়।

দুটো মূর্তি টহল দিচ্ছে, এবার অন্য প্রান্তে। ঝোপগুলোর অনেকটা দূর দিয়ে হেঁটে গেল তারা। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমিন, খাঁড়ি ও বে-র দিকে চলে গেছে, লোক দু'জন সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'প্যারাস্যুটটা না দেখতে পেলে বাঁচি...,' আপনমনে বিড় বিড় করল রানা, মাথা নিচু করে পিছু নিল সোহানার।

করিডরে আলো খুব কম, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। ওর বাম হাতে রবার দিয়ে মোড়া লোহার একটা ছোট চেইন, প্রয়োজনে কোল্টটা বের করার জন্যে ডান হাতটাকে খালি রেখেছে। বাড়ির ভেতর মানুষজনের কোন শব্দ নেই, তবে পুরানো বাড়ির নিজস্ব কিছু বিদঘুটে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আছে, বাতাসে নড়াচড়া করে কাঠের সিঁড়ি, দরজা, ফ্রেম ও রেইলিং—স্নায়ুর জন্যে পীড়াদায়ক।

সিঁড়িতে রানার পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ, সেদিকে না তাকিয়ে দেয়াল ঘেঁষে সামনে বাড়ল সোহানা, পাশ কাটাল অটো বারনেনের বেডরুমকে। লোকটাকে খুন করারই ইচ্ছে ওর, সম্ভবত রানার পদ্ধতিটা কাজে লাগানো উচিত ছিল। রানার প্রস্তাব ছিল, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে দরজা উড়িয়ে দেবে, তারপর ভেতরে ছুঁড়ে দেবে একটা গ্রেনেড। বিস্ফোরণটা ভাগাভাগি করে নেবে অটো দম্পতি।

কিন্তু প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারেনি সোহানা। কারণ পিঠে ক্যাপসুল নিয়ে আশরাফ রয়েছে, সেটা ফাটিয়ে দেয়ার জন্যে ডা. এডগার হোল্ডিঙের কাছে একটা ট্র্যান্সমিটারও আছে। আরও রয়েছে লুসিফার, যে তার মনের অদ্ভুত এক কারাগারে বাস করে, কিন্তু সজ্ঞানে কখনও কারও ক্ষতি করে না। তাছাড়া, ভুলে গেলে চলবে

না যে ত্রিশজনের বেশি হিংস্র মোরো রয়েছে, খুন করার জন্যে ব্যাকুল। খুন-খারাপি শুরু হবার আগে আশরাফ ও লুসিফারকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে চায় ও।

এক হাত কোল্টে, প্যাসেজের কোণ থেকে উঁকি দিল সোহানা। বাঁক ঘুরে ওদিকে গেলে আশরাফের কামরা। দরজার সামনে একজন মোরো ঘুমাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সোহানা, পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ওর হাতে ফার্স্ট এইড ওয়ালেটটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'মোরো গার্ডকে টপকে দরজা খুলতে হবে। তুমি যাও, আমি কাভার দিচ্ছি। ভেতরে ঢুকেছ দেখলে আমি লুসিফারের কাছে যাব।'

সোহানাকে পাশ কাটাল রানা; হাতে বেরিয়ে এসেছে প্লাস্টিক টিউবে ভরা অ্যানেসথেটিক নোজ-প্লাগ। গার্ডের পাশে নিঃশব্দে একটা হাঁটু গাড়ল ও, অপর হাতে ভারি ছুরিটা উল্টো করে ধরা। হাত নেড়ে একটা নোজ-প্লাগ বের করল, লোকটার নাক থেকে এক ইঞ্চি দূরে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। ধীরে ধীরে ভারী হলো লোকটার নিঃশ্বাস। নোজ-প্লাগটা আরও কাছে, তারপর নাকের একটা ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল। তবু নড়ল না মোরো গার্ড। ঢিল পড়ল রানার পেশীতে, হাতের ছুরিটা রেখে দিল খাপে।

মোরোকে টপকে দরজার ওপর ও নিচে থেকে বোল্ট দুটো সরাল রানা, কবাট খুলল ধীরে ধীরে। প্যাসেজ থেকে আলোর একটা ফালি ঢুকেছে ঘরের ভেতর, দেখা গেল বিছানায় শুয়ে রয়েছে আশরাফ, পা থেকে কোমর পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, বুকটা খালি।

সামনে কোন বাধা নেই দেখে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল ঘর, বার লাগানো জানালা দিয়ে শুধু তারার ক্ষীণ আলো ঢুকছে। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে বিছানার দিকে এগোল ও, বসল কিনারায়। অন্ধকারে হাতড়ে আশরাফের কানের লতিটা খুঁজে নিল, চিমটি দিল মৃদু।

'আমি, আশরাফ,' ফিসফিস করল রানা। 'কোন শব্দ কোরো না, আমি রানা...'

এবার আরও জোরে চিমটি দিল ও। ফিসফিস করছে এখনও। হঠাৎ মৃদু একটা ঝাঁকি খেল আশরাফ, তারপরই আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'কোন শব্দ কোরো না, আশরাফ। এখুনি মুখ খুলো না। আমি রানা।' এক সেকেন্ডের জন্যে তার মুখে টর্চের আলো ফেলল।

দীর্ঘ দশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, তারপর চাপাস্বরে আশরাফ বলল, 'কি সব আশা করছিলাম বলে নিজেকে আমার বোকার হদ্দ বলে মনে হচ্ছিল...'

'কেন, সোহানা তোমাকে বলেনি, কখনও আশা ছাড়তে নেই? যাবার সময় সোহানা তোমাকে কোন আভাস দেয়নি, কারণ তুমি কিছু না বললেও তোমার চেহারা ও আচরণ দেখে যা বোঝার বুঝে নিত অটো বারনেন। অভিনেতা হিসেবে তুমি ভাল নও, আশরাফ।'

'ও, আচ্ছা, তাহলে এইজন্যেই এসেছ! আমার সমালোচনা...'

'তর্ক থাক,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'উপুড় হও, শালার ক্যাপসুলটা বের করে ফেলি।'

শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল আশরাফের, তারপর ঢিল পড়ল পেশীতে। ধীরে

ধীরে উপুড় হলো সে। পকেট থেকে চওড়া একটা ইলাস্টিক হেডব্যান্ড বের করল রানা, মাঝখানে একটা সিলিন্ডার ফিট করা—ছোট্ট একটা ল্যাম্প। মাথা নিচু করে ব্যান্ডটা অ্যাডজাস্ট করল, তারপর চাপ দিল পাতামে। আশরাফের পিঠে আলোর একটা ছ'ইঞ্চি বৃত্ত তৈরি হলো।

ফার্স্ট এইড ওয়ালেটটা খুলে বিছানার ওপর রাখল রানা। পাতলা রাবারের দস্তানা পরল হাতে। 'সামান্য মরফিন দিচ্ছি তোমাকে।' খুদে হাইপডারমিক সিরিঞ্জটা, সুই সহ, তুলে নিল রানা।

'সোহানার ক্যাপসুল?' ফিসফিস করে জানতে চাইল আশরাফ। 'নিশ্চয়ই বের করা হয়েছে···কারণ, অটো বারনেন মেইন ট্র্যান্সমিটার থেকে সিগন্যাল পাঠিয়েছে, অথচ তোমার কথা থেকে বুঝতে পারছি···'

'হ্যাঁ, আমি ওদের হাতে ধরা পড়ার আগেই ওর ক্যাপসুলটা বের করে ফেলি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মাইন বিস্ফোরণে আহত হই, আসার সময় নয়।' ইঞ্জেকশন দিয়ে সিধে হয়ে বসল রানা, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। 'তোমাদের উদ্ধার করার জন্যে দু'জনেই এসেছি আমরা।'

'কিন্তু রানা···,' ইতস্তত করছে আশরাফ। '···তুমি···কিভাবে?'

'আমার তো মনে হয় বেঁচেই আছি আমি,' হেসে উঠতে যাচ্ছিল, সামলে নিল সময়মত। 'ত্রিশ ফুট ওপর থেকে ভিজে বালিতে পড়ে মারা যাবার বান্দা মাসুদ রানা নয়।'

'তারমানে সোহানা তোমার দিকে গুলি ছোঁড়েনি?'

'আমার দিকেই ছুঁড়েছিল, তবে একটু পাশে।'

'বাট ফর গডস সেক, কি করতে হবে তুমি জানলে কিভাবে?'

'আমরা তখন কামরায় ছিলাম, সোহানা আমাকে ডাইভ দেয়ার সঙ্কেত দেয়। বাকিটা আমাকে অনুমান করে নিতে হয়েছে। তুমি জানো, আমি যথেষ্ট বুদ্ধি রাখি—শুধু সাহসী নই।' কৌতুক করলেও সোহানার কথা ভেবে চিন্তা হচ্ছে রানার। লুসিফারকে যদি ঠিকমত সামলাতে না পারে···

এক মুহূর্ত পর আশরাফ বলল, 'বিশেষ করে এই কেসটায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তোমরা দু'জন জানো কার মাথায় কি চিন্তা চলছে···।' রানা হাসতে পারে ভেবে চুপ করে গেল সে। 'দুঃখিত। বিশ্লেষণের আরও অনেক সময় পাওয়া যাবে, যদি বেঁচে থাকি। ভাবছি, তোমরা এখানে ঢুকলে কিভাবে?'

'প্যারাস্যুট। ছাদে ল্যান্ড করেছি। ব্যস, আর কোন কথা নয়।' ছোট একটা স্ক্যালপেল তুলে নিল রানা।

ভাঁজ করা কনুইয়ে মাথা রেখে শরীরের সমস্ত পেশী ঢিল করে দিল আশরাফ। শোল্ডার ব্লেডের নিচেটা অসাড় লাগছে তার। ধীর ও নিয়মিত একটা ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলছে রানা, সেই ছন্দের সঙ্গে নিজের নিঃশ্বাসটাও মেলাতে চেষ্টা করল সে। রানা এখন কাটছে। আশরাফ সচেতন, যদিও কোন ব্যথা অনুভব করছে না। চর্বির স্তর কেটে পৌঁছুতে হবে মাসল ফাইবারের স্তরে, তারপরই শুধু জানতে পারবে রানা ঠিক কোথায় আছে ক্যাপসুলটা। খোঁচা দেয়ার সময় সামান্য একটু ভুল হয়ে গেলে···

নিজের ওপর রেগে গেল আশরাফ, মনে মনে একটা অঙ্ক কষতে শুরু করল। একটা সংখ্যা ধরা যাক। যেমন, ৫৬৩৪২১০৯৮৭। তিন দিয়ে গুণ করে যোগ করো···

সময় বয়ে চলেছে।

'সব ঠিক হ্যায়,' ফিসফিস করল রানা, ছোট্ট চৌকো অয়েলস্কিনে কি যেন রাখল। চোখের কোণ দিয়ে আশরাফ সাদা ক্যাপসুল আর ওটার পাশে রানার নামিয়ে রাখা ফরসেপটা দেখতে পেল। ভাল করে দেখার জন্যে মাথাটা সামান্য উঁচু করল সে।

'গড!' গলা কেঁপে গেল তার। 'ওটাকে আমি ঘৃণা করি!'

'জানি কি বলতে চাও। নড়ো না, সেলাই বাকি আছে। সেলাই না করলেও চলে, তবে আগামী কয়েক ঘন্টা অনেক ছুটোছুটি করতে হবে তোমাকে।'

'অভিনয়ে যতটা ভাল, তার চেয়ে অনেক কম ভাল আমি মারামারি বা ফালাফালিতে। তবে যদি সুযোগ দাও আর দেখিয়ে দাও, গুলি করে দু'একটা কুকুরকে মারতে এক পায়ে খাড়া।'

'দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।' সেলাই শেষ করতে দু'মিনিট লাগল রানার, ক্ষতটা ঢেকে দিল প্লাস্টার দিয়ে। 'এবার তুমি দাঁড়াতে পারো।' হেডব্যান্ডটা খুলে ফেলল ও, নিচের দিকে তাক করল ল্যাম্পের আলো।

বিছানা থেকে নামল আশরাফ, দেখল সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে ওয়ালেটে ভরে রাখছে রানা। 'এখন কি?' জানতে চাইল সে।

'তাড়াতাড়ি কাপড় পরো। ছাদে উঠব আমরা। বাইরে মোরো গার্ডের ঘুম ভাঙবে না।'

'সোহানা ছাদে?' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'লুসিফারের কামরায় গেছে, তাকে নিয়ে এতক্ষণে বোধহয় ফিরে গেছে ছাদে।'

'লুসিফারকে নিয়ে?' হাঁ হয়ে গেল আশরাফ, তারপর চাপা গলায় বলল, 'সোহানার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তাকে কেন ছাদে নিয়ে যাবে ও? লুসিফার কথা বলবে, চিৎকার করবে···তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়···'

'আমাদের কাজ আমাদেরকে করতে দাও, আশরাফ। লুসিফার যদি কোন সমস্যা সৃষ্টি করে, সেটা আমাদের মাথাব্যথা। এখন তুমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরো তো।'

মুখ হাঁড়ি করে থাকল আশরাফ, তবে কাপড় পরতে দেরি করল না। একটু পরই রানার পিছু পিছু করিডরে বেরিয়ে এল সে, অজ্ঞান মোরো গার্ডকে টপকে। করিডরে বাঁক নিল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছাদে।

ছাদে কেউ নেই দেখে রানার উদ্বেগ আরও বাড়ল। একবার ভাবল, সোহানার সাহায্য দরকার হতে পারে, নিচে আরেকবার যায়। তারপর অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। লুসিফার ও সোহানা যখন প্রথম কথা বলবে, ওদের মাঝখানে তৃতীয় কারও না থাকাই উচিত। একবার তাকে মানিয়ে নিতে পারলে, পরে আর অসুবিধে হবে না।

চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে আশরাফ দেখল, হাতছানি দিল রানা, তারপর ক্রল করে সামনের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগোল। হামাগুড়ি দিয়ে ওকে অনুসরণ

করল সে। বাল্কহেড-এর পাশে একজন মোরোর লাশ দেখল, গলায় গভীর ক্ষত।

নিচু পাঁচিলের কাছে এসে একটা টিউব তুলে চোখে ঠেকাল রানা, চাপ দিল বোতামে, তারপর এমনভাবে ঘোরাল ওটা যেন একটা পেরিস্কাপ। সুইচ অন করে চোখ থেকে নামাল, তাকাল আশরাফের দিকে।

রানার আগে আশরাফই মুখ খুলল, 'লুসিফারকে কিভাবে আনবে সোহানা? গায়ের জোরে? একবার তো চেষ্টা করে শিক্ষা হয়ে গেছে, বলেনি তোমাকে? আত্মরক্ষার সময় দু'সেকেন্ড এগিয়ে থাকে সে।'

'বলেছে। গায়ের জোরে নয়, বুঝিয়ে-শুনিয়ে আনবে সোহানা। ওকে বিশ্বাস করে লুসিফার।'

'তবু আমি বলব, এটা স্রেফ সোহানার পাগলামি। কেন, কি কারণে লুসিফারকে উদ্ধার করা হবে?'

'কেন হবে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'তোমাকে আমরা উদ্ধার করতে আসিনি?'

'মানলাম, আমাকে উদ্ধার করতে আসাটাও তোমাদের পাগলামি হয়েছে। তবে আমার আর লুসিফারের মধ্যে পার্থক্য আছে।'

'কি রকম?'

এরকম একটা সহজ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না দেখে নিজের ওপর রেগে গেল আশরাফ, তারপর বলল, 'যেমন—আমাকে যা করতে বলা হবে আমি তা করব। লুসিফার তা করবে না। কাজেই সে বিপজ্জনক।'

'আমরা এখানে ফুল সাজাবার জন্যে আসিনি,' হালকা সুরে বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'আগে কখনও এআর-ফিফটিন চালিয়েছ? বা গ্রেনেড ছুঁড়েছ?'

মাথা নাড়ল আশরাফ। 'আমি এমনকি এআর-ফিফটন কাকে বলে তাই জানি না। সেজন্যে আমি লজ্জিতও নই!'

রানার কালো রঙ করা মুখে নিঃশব্দ হাসি, একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার অনুভূতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। তবে দ্রুত শিখে নেয়ার এখনই ভাল সময়। এসো, দেখিয়ে দিই—পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠলে কাজে লাগবে আর কি।'

ফুটন্ত ও সগর্জন একটা সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে লুসিফার, গনগনে আগুনে মোড়া লাল একটা পাহাড়ের চূড়াকে পিছনে ফেলে এল সে, ওখানে পাপ কর্মের স্বীকারোক্তি দেয়ার পর সাদা আত্মারা চিরকালের জন্যে আটকা পড়েছে।

তবে এখন কে যেন তার মনোযোগ দাবি করছে। কোমল একটা কণ্ঠস্বর ডাকছে, অদৃশ্য একটা হাত স্পর্শ করছে তাকে। ওপরের স্তরে ওঠার একটা তাগাদা অনুভব করল লুসিফার। শয়তানের চেহারা বদলে নিল সে, ওপর স্তরের লুসিফারে অর্থাৎ সোনালি যুবকে পরিণত হলো।

চোখ মেলল সোনালি যুবক। সোহানাকে দেখে স্বস্তি, ভাললাগা ও নিরাপত্তার একটা অনুভূতি হলো তার। মুখটা কালো, যেন নরকের নিচের স্তরে ছিল সোহানা, তারপরও ভারি সুন্দর।

সোহানা ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে তার। কিছু সময়ের জন্যে চলে গিয়েছিল সে। আর আসমোডিয়াস বলল···কি যেন বলল আসমোডিয়াস? যাই বলুক, কিছু আসে যায় না।

সোহানা তাহলে ফিরে এসেছে। সে খুশি, দেখতে তাকে অন্য রকম লাগলেও। তার পরনের কালো কাপড়ও নিচের স্তরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে কি নিচে ছিল? কিন্তু সোহানা তার মুখে একটা হাত চেপে রেখেছে কেন? চুপ থাকতে বলার কি কারণ?

মায়াভরা সরল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে সোহানা ভাবছে, মেরামতের অযোগ্য ওর বিধ্বস্ত মনে কি ধরনের চিন্তা-ভাবনা চলছে এই মুহূর্তে? সত্যি কি মেরামতের অযোগ্য? এত ভাল একটা ছেলে, এত সুন্দর, কোন দিনই কি সুস্থ হবে না? একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সোহানা, বলল, 'আস্তে, নিচু গলায় কথা বলো, লুসিফার।'

মৃদু হাসল লুসিফার, তারপর জানতে চাইল, 'এ-কথা বলছ কেন?'

'কারণ নরকে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।'

অভয় দিয়ে হাসল লুসিফার। 'না, সোহানা। তুমি ভয় পেয়ো না। ক্ষুদ্র মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে না।'

'ক্ষুদ্র মানুষ নয়। তোমার নিজের ভৃত্যরা। আসমোডিয়াস ষড়যন্ত্র করেছে, দুনিয়া থেকে তোমাকে উৎখাত করবে, তোমাকে চিরকাল বেঁধে রাখবে নিচের স্তরে। প্লীজ, লুসিফার, আমার কথা বিশ্বাস করো।'

'জানি, যা বলছ তা তুমি বিশ্বাস করো,' বলল লুসিফার, সোহানার একটা হাত ধরল সে। 'তবে ভুল করছ তুমি, সোহানা। আসমোডিয়াস বা অন্যান্যরা আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ তাহলে আমার স্বর্গীয় বন্ধুর দ্বারা রচিত শাশ্বত আইন ও নিয়ম ভাঙা হবে—যে আইন সে রচনা করেছিল আমাকে তার রাজ্য থেকে বের করে দেয়ার সময়।'

লুসিফারের ভ্রান্তিময় জগতের সঙ্গে মানানসই যুক্তি দিয়ে তর্ক করতে হবে সোহানাকে, কাজেই কি বলবে গভীরভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। 'অবশ্যই ওরা তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে না, লুসিফার। তবে ওরা এখানে, ওপরের স্তরে তোমার উপস্থিতি অসম্ভব করে তুলতে পারে। ওরা আমাকে ওদের নিজেদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেছে। সেজন্যেই আমি চলে যাই। ওরা বিদ্রোহ করতে চায়, ঠিক তুমি এক সময় যেরকম বিদ্রোহ করেছিলে। এমন হতে পারে, তোমার স্বর্গীয় বন্ধু হয়তো এই ফাঁদের আয়োজন একেবারে শুরুতেই করে রেখেছিলেন।'

প্রায় অর্থহীন একটা কথা, ব্যাখ্যা দেয়ার কোন চেষ্টা নেই সোহানার; লুসিফার বিশ্বাস করলে নিজেই যুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে নেবে।

বিছানায় উঠে বসল লুসিফার, পা থাকল মেঝেতে। পাশে বসে, তার দিকে ঝুঁকে রয়েছে সোহানা। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল লুসিফার, চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ। তারপর বলল, 'তা হতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি না, সোহানা। তুমি ভুল করছ। এখন আমি মীটিং ডেকে ব্যাপারটা আসলে কি জানার চেষ্টা করব। এ-ব্যাপারে সময় নষ্ট করা যায় না।'

বিছানা থেকে নেমে ওয়ারড্রোবের দিকে এগোল সে। সোহানাও নামল, দরজা ও লুসিফারের মাঝখানে চলে এল তাড়াতাড়ি। গাঢ় নেভী শার্ট, কালো জিনস ও স্যান্ডেল পরল লুসিফার। সোহানার দিকে হেঁটে আসার সময় আবার তার মুখে হাসি দেখা গেল। 'আমার ভৃত্যরা সবাই বিশ্বস্ত, সোহানা। তুমি নিজেই দেখতে পাবে।'

লুসিফারের হাত নড়ে উঠল, তার ঘাড় লক্ষ করে মারা সোহানার ডান হাতের প্রচণ্ড কোপ অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই। ওর কব্জিটা ধরে ফেলল সে, এতক্ষণে তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল—তার মন পেশীর প্রিকগনিটিভ রিয়্যাকশন উপলব্ধি করতে পারায়।

'তুমি এমন করলে কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লুসিফার।

'কারণ তোমাকে আমার প্রমাণ দিতে হবে যে আমি ভুল করছি না।' কব্জিটা ছাড়াবার কোন চেষ্টা নেই সোহানার। 'মনে আছে, আমাকে যখন প্রথম দেখলে তুমি? তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করি আমি? তোমার সামনে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অসহায়।'

'কেন মনে থাকবে না।' সোহানার কব্জিটা ছেড়ে দিল লুসিফার। তার চেহারায় কৌতূহল, দ্বিধা বা অস্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই। 'তুমি কোনদিনই আমার ক্ষতি করতে পারবে না, সোহানা।'

'আসমোডিয়াস আমাকে নতুন একটা ক্ষমতা দিয়েছে।' এক পা পিছিয়ে এল সোহানা। স্ল্যাকস-এর পকেটে হাত ভরে রাবার দিয়ে মোড়া লোহার চেইনটা বের করল। 'এটা দিয়ে আমি তোমাকে আঘাত করতে পারব, লুসিফার। এটাই চায় ওরা। তারপর ওরা তোমাকে নিচের স্তরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখবে চিরকালের জন্যে, আসমোডিয়াস আর তার বন্ধুরা যাতে এখানে রাজত্ব করতে পারে। তবে আমি এটা ব্যবহার করব শুধু ক্ষমতাটা দেখানোর জন্যে। তোমাকে দেখাতে চাই যে এই স্তরে আমি এমনকি লুসিফারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারি।'

চেহারা দেখে মনে হলো লুসিফার ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'এরকম একটা ছোট জিনিস দিয়ে কি করতে চাও তুমি?'

'তোমাকে আঘাত করব, লুসিফার। তোমার বোধশক্তি কেড়ে নেব। আমি যে সত্যি কথা বলছি, তা প্রমাণের এটাই একমাত্র উপায়। তুমি জানবে নরকে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।'

'কিন্তু আমাকে তুমি আঘাত করতে পারবে না,' শান্ত গলায় বলল লুসিফার।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। ওর প্রথম আশাটা পূরণ হয়নি, কথা দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারেনি লুসিফারকে। ঘুম না ভাঙিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে বা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করতে পারত, কিন্তু সে-কথা এখন ভেবে আর লাভ কি। 'আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করো,' বলল ও। 'চেষ্টা করো প্রাণপণ, লুসিফার। চিন্তা করো গভীরভাবে। কিভাবে আমি আঘাত করব? কোথায়? বাধা দেয়ার জন্যে কি করবে তুমি?' তির্যকভঙ্গিতে এগোচ্ছে সোহানা, লুসিফারকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করছে। ওর সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে লুসিফারও। সোহানা তার চোখে গভীর মনোযোগের ছাপ দেখতে পেল। এরইমধ্যে আত্মরক্ষার একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছে তার শরীর, টান

পড়েছে স্নায়ুতে।

'চিন্তা করো, লুসিফার,' আবার ফিসফিস করল সোহানা। 'তৈরি থাকো। তোমার মনের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করো...'

আত্মরক্ষার চেষ্টায় অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত দুটো নিজের সামনে তুলল লুসিফার, ভঙ্গিটা আনাড়ি ও আড়ষ্ট। অকস্মাৎ সোহানার চেইন ধরা হাতটা সাপের মত ছোবল মারল। নাগালের বাইরে রয়েছে চেইন, তবু রিয়্যাক্ট করল লুসিফার, পিছন দিকে ঝাঁকি খেল মাথা, আক্রমণের ভঙ্গিটাকে ঠেকানোর জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিল হাত দুটো। সোহানা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। দ্রুত সামনে বাড়ল ও, হাতড়াতে থাকা আনাড়ি একটা হাতকে অনায়াসে পাশ কাটাল। প্রায় অলস ভঙ্গিতে ওর ডান হাতটা লুসিফারের তলপেটের দিকে এগোল। শেষ মুহূর্তে হাতটাকে বাধা দিল লুসিফার, এক সেকেন্ড লোফালুফি করল, তারপর দু'হাতে ধরে ফেলল কব্জিটা। চেইনটা সজোরে আঘাত করল তার বাইসেপে। একটা হাত খসে পড়ল অসাড় ভঙ্গিতে, তারপর দ্বিতীয় হাতটাও—আবার চেইনের বাড়ি খেয়ে।

কাত হয়ে সরে যাচ্ছে সোহানা একপাশে, বিস্ময়ের আঘাতে বিস্ফারিত হয়ে গেছে লুসিফারের চোখ। সোহানা যেন নাচছে, তারপর আবার হঠাৎই আঘাত করল ও, এবার লুসিফারের কানের নিচে। আঘাতটা তখনও লাগেনি, কাছে সরে এল সোহানা, দু'হাত জড়িয়ে ধরল লুসিফারের বুক—হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে লুসিফার, ভারটা নিজের ওপর তুলে নিল ও।

জ্ঞান হারিয়েছে লুসিফার, এখন সোহানার প্রধান উদ্বেগ তাকে খাড়া অবস্থায় ধরে রাখা। ওর কাঁধে বুক ঠেকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে রয়েছে লুসিফার। ধীরে ধীরে নিচু হলো সোহানা, লুসিফারের দুই পায়ের ভেতর একটা হাত গলিয়ে দিল, সে যাতে সামনের দিকে আরও ঝুঁকে ওর পিঠে চলে আসে। উরু ও তলপেটের পেশীতে যেন আগুন ধরে গেছে, কাঁধে ভারী শরীরটা নিয়ে ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে সোহানা।

সিধে হবার পর ভার বহনের ক্ষমতা যেন বেড়ে গেল। দরজার দিকে এগোল সোহানা। শান্ত ও নিয়মিত ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করছে। করিডর ধরে এগোচ্ছে, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করছে বাড়িটা।

অটো বারনেনের বেডরুম ওর ডান দিকে এখন। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁক ঘুরতে হবে ওকে, তারপর আর মাত্র এক প্রস্থ করিডর।

বাঁক ঘুরছে সোহানা, হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। বাড়ির বাইরে কোথাও থেকে গুলি হলো। পরপর তিনটে। তারপরই কানে এল হৈ-চৈ ও চেঁচামেচির আওয়াজ।

আট

যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে সোহানা, যতই এগোচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে করিডরটা।

অবশেষে সিঁড়িতে পা দিল। প্রতিটি ধাপ পেরোতে দরকার হলো বিপুল ইচ্ছাশক্তির। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, বাড়ির নিচে কোথাও সশব্দে খুলে যাচ্ছে দরজাগুলো।

আরেকটা ধাপ উঠল সোহানা, থামল, তারপর আবার পা তুলল।

ওর কাঁধ থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নেয়া হলো লুসিফারকে। নেতিয়ে পড়ল সোহানা, ছাদের দরজা থেকে অর্ধেক বেরিয়ে রয়েছে শরীরটা। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও, আরামদায়ক ঢিল পড়ছে পেশীতে। মুখ তুলে দেখল ক্রল করে পিছু হটছে রানা, টেনে নিয়ে চলেছে লুসিফারকে নিচু পাঁচিলের দিকে। আশরাফকেও দেখতে পেল, চোখে ন্যকটোস্কোপ।

শক্তি ফিরে আসছে শরীরে। দাঁড়াল, ধীর পায়ে এগোল পাঁচিলের দিকে, নিচু করে আছে মাথা। নিহত মোরো গার্ডের রাইফেলটা এখন অন্যান্য ইকুইপমেন্টের সঙ্গে সযত্নে সাজানো। ওটা একটা মারলিন ·৩০-৩০, লিভার-অ্যাকশন, সাথে খোলা বাকহর্ন সাইট। অচেতন লুসিফার এখন রানার পাশে পড়ে আছে। 'ওরা কি জানে, রানা, আমরা এখানে আছি?' জিজ্ঞেস করল সোহানা, এখনও সামান্য হাঁপাচ্ছে।

'এখনও জানে না। দু'জন গার্ড প্যারাস্যুটটা দেখে অ্যালার্ম সিগন্যাল দিয়েছে। তবে লুসিফার ও আশরাফকে না পেলে এখানে ওরা খুঁজতে আসবে।'

'আমি এখন ওদের দশ-বারোজনকে দেখতে পাচ্ছি,' বলল আশরাফ, চোখে টিউব। 'ক্যাম্প থেকে আরও আসছে। গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে, বেশ কয়েকটা জানালায় আলো দেখছি।'

'টেরেস বা খোলা জায়গায় বেজন্মা বারনেন বেরিয়ে এলে জানাবে আমাকে,' বলল রানা। 'ওই ব্যাটাকে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই ভাল।'

'বলব। তবে এখান থেকে আমি শুধু সামনের দিকটা কাভার করতে পারছি। বাড়ির উত্তর প্রান্ত ও পিছন দিকে একটা করে দরজা আছে।'

'আমরা এখানে আছি তা ওরা না জানা পর্যন্ত সামনের দিকটায় নজর রাখলেই চলবে,' বলল রানা। 'সোহানা, আমি সিঁড়ির ওপর নজর রাখি।' দুটো গ্রেনেড, একটা টিয়ার গ্যাস বোমা, অয়েলস্কিনে মোড়া লম্বা একটা প্যাকেট তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল ও।

হাঁটুর ওপর একটা এআর-ফিফটিন সারভাইভাল রাইফেল রেখে সেমি-অটোমেটিকে সেট করল সোহানা। সেটা পাশে নামিয়ে রেখে ধনুকে ছিলা পরাতে শুরু করল।

এখনও নজর রাখছে আশরাফ, চাপা গলায় বলল, 'রানার কাছ থেকে তোমাদের প্ল্যানটা শুনলাম। ছোট্ট একটা খাঁড়িতে আমাকে আর লুসিফারকে রেখে আসবে, তারপর তোমরা দু'জন ফিরে এসে অটো বারনেন আর রীড কোয়েনের খেলা শেষ করবে।'

'এডগার হোল্ডিঙের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন!'

'হ্যাঁ, তার খেলাও শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে, ভেস্তে গেছে তোমাদের প্ল্যান।'

'বাধাবিঘ্নের কথা মনে রেখেই করা হয়েছে প্ল্যানটা।'

'এখন তাহলে কি করা হবে?'

'লড়ব আমরা। হয়তো জিতব। তবে আসল লক্ষ্য হবে না হারা। ভোরে একটা জাহাজ আসছে।'

'তোমাদের বন্ধু ভিনসেন্ট গগল—সুযোগের সন্ধানে থাকে, কখন উপকার ফিরিয়ে দিতে পারবে। তারপর?'

'তখনও যে-সব মোরো দাঁড়িয়ে থাকবে, বে-তে দশ হাজার টন একটা জাহাজকে দেখে নিজেদের বোটের দিকে পালাতে দিশে পাবে না।'

'অটো বারনেন ও তার সঙ্গীরা সহ?'

'আমরা আশা করছি তখনও যারা দাঁড়িয়ে থাকবে তাদের মধ্যে ওরা থাকবে না।'

টিউব থেকে চোখ সরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল আশরাফ। 'নিজেদে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত, এ-ধরনের মেয়েদের পছন্দ করা আমার স্বভাব নয়,' তার গলায় বিনয়। 'তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বভাবটা আমি বদলাচ্ছি। আমার জন্যে স্বস্তির একটা বিরাট উৎস হয়ে উঠছ তুমি।'

'ধন্যবাদ, আশরাফ। তবে ছাদে বসে আমরা বাতাস খাব না। আমাদের সামনে লম্বা ও কঠিন একটা লড়াই রয়েছে। আর লম্বা লড়াইগুলোই ভোগায়। কাজেই কোন রকম এনার্জিই খরচ কোরো না—ফিজিক্যাল অর মেন্টাল। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'থিওরিটা ধরতে পারছি।'

'আমাদের পজিশনটা ভাল, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি করতে পারব। খেলার আয়োজনটা করেছি আমরা, তবে শুরু করতে হবে অটো বারনেনকে।'

নিচে, বাড়ির সামনে, হৈ-চৈ বাড়ছে। চোখে আবার টিউব লাগিয়ে বোতামে চাপ দিল আশরাফ। এক মুহূর্ত পর বলল, 'রীড কোয়েনকে দেখতে পাচ্ছি, টাংকির সঙ্গে কথা বলছে।'

'ওদের কেউ ওপর দিকে তাকিয়ে আছে?'

'না।'

ঘুরল সোহানা, ধীরে ধীরে পাঁচিলের কিনারা ছাড়িয়ে মাথা তুলল। ছড়িয়ে পড়ছে মোরোরা, খোলা জমিন সার্চ করছে। ওদের মধ্যে দু'একজন বাড়ির পিছন দিকেও আসবে। তবে এখনও সেটা উদ্বেগের কোন ব্যাপার না। শক্ত-সমর্থ ও পেশীবহুল রীড কোয়েনকে দেখল, শার্ট ও ট্রাউজার পরে মোরোদের লীডার টাংকির সঙ্গে কথা বলছে ঘন ঘন হাত নেড়ে। প্যারাস্যুটটা ধরে আছে দু'জন মোরো।

রীড কোয়েনকে খুন করার সুযোগটা নেবে, নাকি নিজেদের অবস্থান আরও কিছুক্ষণ গোপন রাখাটাই বেশি লাভ, দ্রুত চিন্তা করছে সোহানা। না, থাক—ধাঁধা ও উদ্বেগ আরও কিছুক্ষণ দুর্বল করুক ওদের নার্ভকে। তাছাড়া, রীড কোয়েন ওর বা রানার আসল টার্গেট নয়। ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে আশরাফকে বলল, 'নজর রাখো তুমি। অটো বারনেনকে দেখতে পেলে বলবে। লড়াই শুরু হলে অংশগ্রহণ করবে রীড কোয়েন, কিন্তু বারনেন থাকবে নিরাপদ আড়ালে।'

এক টুকরো ফোম রাবারে ধনুকটা নামিয়ে রাখল সোহানা, টেনে নিয়ে খুলল মেডিকেল কিটটা। টিউব থেকে একবার চোখ সরিয়ে আশরাফ দেখল, লুসিফারের বাহুতে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে সোহানা।

'কি ওটা?'

'স্কোপোলামাইন। জ্ঞান ফিরবে, তবে থাকবে একটা ঘোরের ভেতর। সামলানো সহজ হবে। কাজটা তোমার, আশরাফ, খানিক পরপর যখনই সময় পাও।'

'আমার কাজ?'

'হ্যাঁ। ওকে আমি বলেছি নরকে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। নেতৃত্ব দিচ্ছে আসমোডিয়াস। এবার কথাটা বিশ্বাস করবে ও। জ্ঞান ফিরলে আবার তাকে মনে করিয়ে দিয়ো। বোঝাতে হবে, এখানে তাকে ধ্বংস করা সম্ভব—ওপরের স্তরে। বোঝাবে, ওর পক্ষেই যুদ্ধ করছি আমরা।'

'গড অলমাইটি!' ক্লান্তস্বরে বলল আশরাফ। 'এখনও ওর সঙ্গে খেলতে হবে নাকি?'

'সহযোগিতা পাবার এটাই একমাত্র উপায়। ওকে তুমি আগেও সামলে রেখেছ, কাজেই টেকনিকটা জানো···!' হঠাৎ থামল সোহানা, আশরাফকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল দৃষ্টি, কুঁচকে উঠল চোখ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল আশরাফ, দেখল একজন মোরো সিঁড়ির দরজা দিয়ে ছাদে উঠে এল, হাতে বাগিয়ে ধরা একটা রাইফেল।

নড়ে উঠল একটা ছায়া, মুহূর্তের জন্যে মিশে গেল মোরো লোকটার সঙ্গে। কোন শব্দ হলো না। খসে পড়া রাইফেলটা মেঝেতে পড়ার আগেই ধরে ফেলল রানা, অসাড় মোরোর কাঠামো ধীরে ধীরে সীসার পাতলা পাত দিয়ে মোড়া ছাদে নামিয়ে রাখল।

'এক,' বলল সোহানা।

তলপেটে আকস্মিক একটা আলোড়ন অনুভব করল আশরাফ, উপলব্ধি করল এই মাত্র একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখল সে। যেন তার অনুভূতি বুঝতে পেরেই সোহানা বলল, 'না, এটা নিয়ে দুই। আমরা ল্যান্ড করার সময় আরেকজনকে খতম করেছে রানা। দরকার ছিল, তা না হলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে তুমি। বোঝার চেষ্টা করো, আশরাফ। বোঝার চেষ্টা করো, সবাই আমরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে খেলছি এখানে। দেখামাত্র আমাদের খুন করবে ওরা। কাজেই মনস্থির করে ফেলো, বেঁচে থাকতে চাও কিনা। যদি চাও, সময় এলে ট্রিগার টানতে দ্বিতীয়বার চিন্তা কোরো না।'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখে আবার টিউব তুলল আশরাফ।

নিচে থেকে চিৎকার করছে রীড কোয়েন, বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এক তলার একটা জানালা থেকে জবাব দিচ্ছে ডা. হোল্ডিং।

ছাদের ওপর দিয়ে রানা যেন নিঃশব্দে উড়ে চলে এল। 'জাপানী রাইফেল,' ফিসফিস করল ও, নিজেদের ইকুইপমেন্টের সঙ্গে রেখে দিল ওটা, সঙ্গে এক বান্ডিল অ্যামুনিশন। 'আরিসাকা। ছাদ সার্চ করার জন্যে মাত্র একজনকে

পাঠিয়েছিল ওরা। আরও দশ মিনিট পর খোঁজ পড়বে তার।'

'এরপর হয়তো দু'জন আসবে বা পুরো একটা দল।'

'দু'জন হলে চেষ্টা করব যাতে কোন শব্দ না হয়,' বলল রানা, হাতে ধরা ছুরিটা নাড়ল। এখন সেটায় গাঢ় দাগ লেগে রয়েছে। 'এদিক থেকে তোমরাও চেষ্টা করো ওরা যাতে টের না পায় আমরা এখানে আছি।'

'ঠিক আছে, রানা।'

ঘুরল রানা, বাল্কহেড সিঁড়ির দিকে চলে গেল আবার।

নড়ে উঠল লুসিফার, শব্দ করল অস্পষ্ট। তার মাথার পিছনে এক টুকরো ফোম রাবার ঢুকিয়ে দিল সোহানা, তারপর মুখটার দিকে ঝুঁকল, ঠোঁটের কাছে তৈরি রাখল একটা হাত। চোখ মেলল লুসিফার, ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফুটল সেখানে। 'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, লুসিফার,' বিড়বিড় করল সোহানা। 'নরকে বিদ্রোহ। আসমোডিয়াস ও তার বন্ধুরা তোমাকে খুঁজছে, নিচের স্তরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে আটকে রাখবে বলে। তবে ভয় নেই, আমার সঙ্গে আশরাফ ও আরেকজন বন্ধু আছে। আমরা তিনজন তোমার প্রতি অনুগত, লুসিফার। শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমাদের সবাইকে কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ থাকতে হবে।'

তাকিয়ে আছে লুসিফার, কথা বলছে না।

নরম সুরে কথা বলছে সোহানা, এক কথা বারবার বলছে। 'একটু পরই একটা লড়াই শুরু হবে, লুসিফার। গোলাগুলি হবে, বোমা ফাটবে। কাজেই শুয়ে থাকতে হবে তোমাকে, বুঝতে পারছ তো?'

লুসিফারের ঠোঁট নড়ে উঠল। 'অ্যারম্যাগেডন—সৎ বনাম অসৎ-এর চূড়ান্ত সংঘর্ষ?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল সে, ওষুধের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা ফুটে উঠল তার চোখে।

ইতস্তত করল সোহানা, তারপর বলল, 'না। এখনই অ্যারম্যাগেডন শুরু হচ্ছে না। বিদ্রোহ করেছে তোমার নিজের ভৃত্যরা, লুসিফার। তবে আমরা ওদেরকে পরাজিত করব।'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে উঠে বসল লুসিফার, নিজের চারদিকে তাকাল, কথা বলল নিচু স্বরে। 'হ্যাঁ। প্রবল শক্তি অবশ্যই সব সময় দুর্বল শক্তিকে পরাজিত করবে।' কথাগুলো যেন অনেক কষ্টে বলছে সে, শব্দগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে সামান্য। 'ওদেরকে বিতাড়িত করা হবে, ঠিক আমাকে যেমন স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল সময়ের সূচনা ঘটার আগে,' থামল সে, তারপর আবার বলল, 'ওদের জন্যে আমাকে নতুন ও গভীর একটা নরক তৈরি করতে হবে।'

'হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল সোহানা। 'এটা খুবই জরুরী, লুসিফার। এ-ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করা দরকার তোমার।' একটা কাজ গছিয়ে দিতে চাইছে ও, নিজেকে নিয়ে যাতে ব্যস্ত থাকতে পারে।

পা টেনে পদ্মাসনে বসল লুসিফার, নত করল মাথা, চোখ বন্ধ। কয়েক মুহূর্ত পর নিঃশব্দে আশরাফের পাশে চলে এল সোহানা। টিউব থেকে একটি বার চোখ সরিয়ে আশরাফ বলল, 'দারুণ, আমার কাজটা তুমিই করে ফেলেছ।'

'সবটুকু নয়। সামনের রাত অনেক লম্বা। লড়াই শুরু হলে ওর দিকে একটা

চোখ রাখতে হবে তোমার। প্রয়োজন হলে গানবাট দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে রাখবে।'

'আমি? আমি এখনও ভাবছি, ওকে তুমি অজ্ঞান করলে কি ভাবে? শেষবার যখন ওর সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে, তোমার চেয়ে প্রায় এক সেকেন্ড এগিয়ে ছিল ও। কিংবা দু'সেকেন্ডও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, ছিল। তবে তখন ইন্সটিংক্ট-এর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল ও। ঠিক আছে, বলতে চাইছি প্রিকগনিশন-এর দ্বারা। এবার ওকে আমি চিন্তা করিয়েছি, আমার চেয়ে এগিয়ে থাকার দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্যে।'

'আচ্ছা!' আবার টিউবে চোখ রাখল আশরাফ। সোহানা তাহলে আসল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। লুসিফারের প্রিকগনিটিভ ক্ষমতাকে বাধা দেয়ার নিশ্চিত উপায় হলো ওকে সচেতনভাবে পরিচালিত হতে দেয়া।

আশরাফ সচেতন ও খুশি এই জন্যে যে এই মুহূর্তে ওর মনে ভয় বলে কিছু নেই। অবশ্য এর মধ্যে নিজের কোন কৃতিত্ব দেখতে পাচ্ছে না সে। ভয় না পাবার আংশিক কারণ, প্যারিসের সেই রাতটার মতই আজ রাতেও গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নের ভেতর ঘটছে বলে মনে হচ্ছে। আরেকটা কারণ, তাকে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, কোন দায়িত্বও পালন করতে হবে না, শুধু ওরা যা বলবে তা-ই করলেই চলবে—ওরা, যারা নিজেদের কাজ খুব ভাল বোঝে। আর সবচেয়ে বড় কারণটা হলো, এ-কথা জেনে বিরাট একটা স্বস্তিবোধ করছে যে এখন আর সে তার শরীরে আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক মৃত্যু বহন করছে না। উফ্, যতক্ষণ ওটা শরীরের ভেতর ছিল, দিনের পর দিন প্রতিটি মুহূর্ত, মৃত্যুর ভয়ে মৃত্যুকেই কামনা করেছে সে—এরচেয়ে বোধহয় নরকভোগ করাও ভাল। অটো বারনেন এখন, সে সিদ্ধান্ত নিল, সবগুলো ট্র্যান্সমিটার তার পায়ুপথে ঢুকিয়ে রাখতে পারে।

সোহানা জানতে চাইল, ছাদের দিকে কেউ তাকিয়ে আছে কিনা। ভাল করে দেখে নিয়ে ওকে নিশ্চিত করল আশরাফ। নিচু পাঁচিলের কিনারা থেকে আবার মাথা তুলল সোহানা। এবার ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল ও, এক চুল নড়ছে না, বুকের কাছে ধরে আছে এআর-ফিফটিন। ন্যকটোস্কোপ অফ করে নামাল আশরাফ। দ্বিতীয় সারভাইভাল রাইফেলটা তার পাশে পড়ে রয়েছে। কিভাবে ওটা চালাতে হয় শিখিয়ে দিয়েছে রানা, শিখিয়েছে গ্রেনেড ছোঁড়ার কৌশলটাও। তবে ব্যবহার করার সময় হলে জানাবে রানা, তার আগে বারণ আছে।

বাল্কহেড-এর নিচ থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে এল, তারপরই শোনা গেল ভারী কি যেন পতনের শব্দ, শুরু হতে না হতে থেমে গেল একটা চিৎকার। তারপর, চমকে দিল একটা গুলি। গুলির শব্দে লাফ দিচ্ছে আশরাফ, শব্দটা চাপা পড়ে গেল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে। একই সঙ্গে আগুনের একটা উজ্জ্বল আভা ঝলসে উঠল, বাল্কহেডের নিচে কি যেন একটা উথলে উঠেছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে, সাপোর্টিং বাহুর কনুই নিচু পাঁচিলে, দ্রুত নিচের দিকে গুলি করছে সোহানা। ঘুরে ওর পাশে হাঁটুর ওপর সিধে হলো আশরাফ, ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়েছে দ্বিতীয় এআর-ফিফটিন।

চোখে টিউব লাগিয়ে আশরাফ দেখল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকজন আড়াল

পাবার জন্যে ছুটছে। তিনজন পড়ে আছে খোলা জমিনের ওপর। আবার গর্জে উঠল সোহানার রাইফেল, পরপর তিনবার। একসঙ্গে ছুটছিল দু'জন মোরো, একসঙ্গেই পড়ে গেল। আরেক লোককে অনুসরণ করল একটা বুলেট, বাম দিকে লাফ দিয়ে একটা গাছের আড়ালে চলে যেতে চেষ্টা করছিল। তারপরই বাড়ির সামনে পুরোটা খোলা জায়গা খালি হয়ে গেল। বামদিকে নিচু গাছগুলো পর্যন্ত, ডান দিকে রিজ পর্যন্ত, আর সামনে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা পর্যন্ত।

আশরাফের মাথা থেকে হাতখানেক দূরে চাবুকের মত কি যেন সপাং করে উঠল।

শব্দটা বিস্মিত করল তাকে। তার ধারণা ছিল বাতাস কেটে ছুটে যাবার সময় শিস দেয়ার মত আওয়াজ করে বুলেট। তারপর ভাবল, বুলেটের ফেলে যাওয়া পথে বাতাস আবার মিলিত হবার সময় যে শব্দটা হবে সেটা চাবুকের মতই তো শোনাবে।

বিশ্লেষণটা সন্তুষ্ট করে তুলল তাকে। দেখল সিঁড়ির বাল্কহেড থেকে ছুটে আসছে রানা, ওর বেল্টের দুটো খাপই খালি, একটা ছুরিও নেই।

'পনেরো সেকেন্ড, সোহানা। সবাই শুয়ে পড়ো।' দ্রুত বলল রানা, সবার আগে নিজেই শুয়ে পড়ল, শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলেছে গ্রেনেড ও প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের প্যাকেট। ব্যাপার কি, চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়ল আশরাফও।

সোহানা বলল, 'প্লীজ, লুসিফার।'

মাথা ঘুরিয়ে আশরাফ দেখল, এখনও পদ্মাসনে বসে রয়েছে লুসিফার, মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ। বিড়বিড় করছে সোহানা, আদর করার ভঙ্গিতে টানছে তাকে। চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল লুসিফার, তারপর শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণে ব্যাখ্যা দিল রানা, 'তিনজন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। দু'জনকে ছুরি মেরে ফেলে দিই অপর লোকটা গুলি ছোঁড়ে। তাকে একটা গ্রেনেড খাইয়েছি।'

'আর গ্যাস?'

'গ্রেনেড ফাটার পর নিচে নেমে যাই আমি, প্যাসেজে একটা বোমা গড়িয়ে দিই। ছোট দুটো পি. ই. চার্জ দুই থামের মাঝখানের দেয়ালে ফিট করে এসেছি, বিশ সেকেন্ডের ডিটোনেটর...'

তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণে চাপা পড়ে গেল রানার গলা, আকস্মিক একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল ছাদে। বাল্কহেডের ঢালু মাথা লাফ দিল, ওটার অবলম্বন তেকোণা একজোড়া দেয়াল ধসে পড়ল ভেতর দিকে। কয়েক টুকরো আবর্জনা ছিটকে পড়ল ছাদের মেঝেতে।

ধোঁয়া সরে যাবার পর আশরাফ দেখল, বাল্কহেড অদৃশ্য হয়েছে, ভেতর দিকে ধসে গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সিঁড়ি।

'সহজে পালানোর পথ বন্ধ হয়ে গেল,' বলল রানা। 'তবে সুখের কথা, ওদের নয় বা দশজনকে ঘায়েল করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। আশরাফ, নিচেটা একবার দেখো। সাবধান, টিউবটা ধীরে ধীরে উঁচু করো।'

বসল আশরাফ, ন্যকটোস্কোপ তুলল। নিচের জমিন এখনও খালি। কর্কশ কণ্ঠে কোথাও থেকে চিৎকার করছে রীড কোয়েন। নিচের কোন একটা জানালা

থেকে জবাব দিচ্ছে এডগার হোল্ডিং। 'কোথাও কেউ নেই,' বলল আশরাফ। খুব বেশি উত্তেজনায় মাথার ভেতরটা খালি খালি লাগছে তার। 'আমার ধারণা, এখন ওরা খুব গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। বন্ধু হোল্ডিং সম্পর্কে যতটুকু জানি, সে সম্ভবত চিন্তা করছে প্যান্ট ভিজে যাওয়ার ব্যাপারটা কিভাবে গোপন রাখা যায়।'

রানার সকৌতুক হাসি ও সোহানার সপ্রশংস দৃষ্টি অপ্রত্যাশিত উপহার বলে মনে হলো আশরাফের।

'একটু পরই পিছন দিক থেকে কিছু একটা করবে ওরা,' বলল রানা, শুনে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। বাড়ির পিছন দিক থেকে ছাদে ওঠার চেষ্টা করবে মোরোরা, কিংবা হয়তো পাহাড়ের ঢালু গায়ে চড়বে—ছাদে গুলি করার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। তবে চাঁদের আলোয় পাহাড়ের গায়ে সহজ টার্গেটে পরিণত হবে তারা। সবচেয়ে ভাল করবে তারা যদি বাড়িটার দেয়াল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে, তাহলে নিচে গুলি করার জন্যে পাঁচিলের কিনারা থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকতে হবে ওদেরকে।

দ্বিতীয় ন্যকটোস্কোপটা সোহানার কাছ থেকে চেয়ে নিল রানা। পরিস্থিতি এখনও ভাল। কোন দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ হবার লক্ষণ নেই। ইংরেজি টি আকৃতির ছাদের সবটুকুর ওপর নজর রাখা কঠিন নয়, যতক্ষণ টিউবগুলো আছে। অবশ্য ওগুলো নষ্ট হবার আশঙ্কা বাড়ছে; তা যদি হয়, কঠিন হয়ে উঠবে পরিস্থিতি।

'কোল্ট অটোটা আশরাফ নিতে পারে,' বলল রানা, তুলে নিল আরিসাকা ও মারলিন। 'এগুলো আমার কাছে থাক। ছাদের ওপর দিয়ে ক্রল করে এগোল আবার, পজিশন নিল টি-র দুই বাহু যেখানে এক হয়েছে তার কাছাকাছি। ওপরের বাহুর একাংশের নিচের জমিন পরীক্ষা করল, তারপর সরে এসে দ্বিতীয় অংশের।

'টিউবটাকে খাড়া না রেখে শুইয়ে দাও, আশরাফ,' বলল সোহানা। 'তাহলে টেরেসটা দেখতে পাবে। ওপরে ওঠার ওটাই ওদের সহজ পথ।'

নির্দেশ পালন করল আশরাফ, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'ওখানে একজন মোরো রয়েছে,' ফিসফিস করল সে। 'ওটা বোধহয় সাব-মেশিনগান। তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।'

'আমাকে দেখিয়ে দাও।'

'আমার দশ গজ ডানে। কয়েকটা পিলার আর পাঁচিলের মাঝখানে। স্থির দাঁড়িয়ে···না, নড়ছে এখন। শেষ মাথার ড্রেন পাইপের দিকে যাচ্ছে, বোধহয়। সাবধান, ফর গডস সেক···'

তার পাশে সোহানা সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে, অনুভব করে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল আশরাফের। কোন শব্দ হলো না, তবে টিউবের ভেতর দিয়ে সে দেখল, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল মোরো। সাব-মেশিনগানটা পড়ে গেল, শুয়ে পড়ল লোকটা। তার দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে লম্বা কি যেন একটা বেরিয়ে রয়েছে।

এক মুহূর্ত পর গাছগুলোর সারি থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল, উড়ে গেল নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে। তবে তার আগেই মাথা নামিয়ে নিয়েছে সোহানা। টিউব থেকে চোখ সরিয়ে আশরাফ দেখল তীরগুলোর পাশে ধনুকটা নামিয়ে রাখছে ও।

'শর্ট রেঞ্জের জন্যে তীর-ধনুকের কোন তুলনা হয় না,' বলল সোহানা 'নিঃশব্দে

কাজ সারে। ওদের সঙ্গে জিততে হলে বুঝেশুনে অ্যামুনিশন খরচ করতে হবে।'

নয়

ওঅর্কবেঞ্চের পিছনের প্যানেল সরিয়ে ট্র্যান্সমিটারের বোতামে চাপ দিল অটো বারনেন। সাদা শার্ট ও কালো স্যুট পরে রয়েছে সে। হাড় বেরিয়ে থাকা চামড়ায় না কামানো একদিনের দাড়ি।

পুরোদস্তুর পোশাক পরে আছে সুজানিও। তার মোজা কুঁচকে আছে, চুলে ভাল করে চিরুনি চালায়নি, অবশ্য এভাবে থাকতেই অভ্যস্ত সে। মুখে দুর্লভ লালচে আভা দেখা যাচ্ছে, তবে আচরণে আড়ষ্ট ভাবটুকু আগের মতই আছে। চুলে একটা ক্লিপ আটকে বলল, 'ট্র্যান্সমিটারের বোতামে চাপ দিলে এখন আর মি. চৌধুরী মারা যাবেন বলে মনে হয় না, অটো।'

মাথা ঝাঁকাল অটো বারনেন। 'জানি, সুজানি। তবু ক্যাপসুলটা ফাটিয়ে দিলাম।'

'ভালই করেছ,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সুজানি। 'তোমার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে গো। এত দিন ধরে কি কঠিন পরিশ্রম করে একটা জিনিস দাঁড় করালে...'

সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন অটো বারনেন। 'এরকম যে একদিন ঘটবে, তা তো জানতামই, সুজানি। এখন আমাদের দেখতে হবে কতটুকু কি রক্ষা করা যায়।' এক সারি হুকে ঝুলছে পুতুলগুলো, সেগুলো নামিয়ে একটা সুটকেসে ভরছে সে। 'দুর্ভাগ্য হলো, পরিস্থিতিটা এখনও পরিষ্কার নয়, কাজেই আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তবে একটা ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত, আমাদের এই ব্যবসাটা বাদ দিতে হবে।'

'বাদ দিতে হবে মানে...সবটুকু?' চোখ ভরা পানি কাঁপতে লাগল, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে।

'আমার তাই ধারণা, মাই ডিয়ার। প্রায় পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, মিস সোহানা বেঁচে আছেন, এবং সঙ্গী বা সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এসেছেন। এবং শুধু মি. আশরাফ চৌধুরীকেই নিয়ে যাননি, লুসিফারকেও নিয়ে গেছেন। পরিস্থিতি সামলানোর সময় মি. কোয়েন বা মোরোরা বাছ বিচার করার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। তবু যদি লুসিফার বেঁচে থাকে, আমার ধারণী আগের মত তাকে আর কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।'

'তাহলে আমাদের কি হবে গো!'

'শান্ত হও, শান্ত হও, সুজানি। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের কাছে এখন প্রচুর টাকা আছে। আর তাছাড়া, আমি যে একটা প্রতিভা তোমার চেয়ে ভাল আর কে জানে। ক'টা দিন যেতে দাও, তারপরই দেখবে তোমার অটো এমন নতুন ও অবিশ্বাস্য একটা কৌশল বের করেছে যা কেউ চিন্তাও করতে পারবে না।'

'তা আমি জানি, অটো। তোমার মাথা আর কারও সঙ্গে মেলে না। পঞ্চাশ বা একশো বছর আগে জন্মালে যুদ্ধ না করে শুধু কৌশল খাটিয়ে সাধারণ অবস্থা থেকে

রাজা হতে পারতে, তারপর একের পর এক রাজ্য জয় করে দখল করতে গোটা ইউরোপ আর এশিয়া। আরেকটা দুর্ভাগ্য আমাদের, পনেরো বা বিশ বছর আগে নিজেকে তুমি চিনতে পারোনি, পারলে এ-যুগেও তোমার দ্বারা অসম্ভব কিছু হত। এখন ভাবছি, এত পরিশ্রম, এত মেধা সব বৃথা গেল...'

'নিজেকে কষ্ট দিয়ো না, সুজানি,' বলল অটো বারনেন, স্ত্রীর বাহুতে মৃদু চাপড় দিয়ে আদর করল। 'ভেবে দেখো, কিছুই বৃথা যায়নি। খুব বেশি হলে এক বছর চুপচাপ থাকব আমরা, তারপর আবার শুরু করব।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে, তুমি যেভাবে বলছ সেভাবেই চিন্তা করব আমি।'

'গুড। এখন শোনো, তৈরি থাকতে হবে আমাদের। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠলে আজ রাতেই সরে যাব। ভাগ্য ভাল, ট্র্যান্সপোর্ট-এর জন্যে টাংকির ওপর নির্ভর করতে পারি আমরা। আমাদেরকে ফেলে গেলে মি. বিগ থাম চাঙ তাকে আস্ত রাখবেন না, জানে সে। তবে মনে রেখো, ডা. হোল্ডিং বা মি. কোয়েনকে আমাদের সরে যাবার কথাটা বলা যাবে না, অন্তত এই পর্যায়ে নয়, লক্ষ্মী সোনা আমার।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডা. হোল্ডিং। তার লাল চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, খক খক করে কাশছে আর খিস্তি করছে।

'আমার স্ত্রী রয়েছেন এখানে, ভদ্রভাবে কথা বলুন, মি. হোল্ডিং, সবিনয়ে বলল অটো বারনেন।

'ছাদে ওঠার পথ ওরা বন্ধ করে দিয়েছে,' বলল ডা. হোল্ডিং। 'সিঁড়ি বেয়ে ওদের কাছে যেতে পারছি না আমরা। বাল্কহেড উড়িয়ে দেয়ার আগে প্যাসেজে টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। তবে ওপরতলার সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছি আমি, বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে গ্যাস।' একটা বেঞ্চের কিনারায় বসল সে, কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল। 'গড, এত কিছু মিস সোহানা করলেন কিভাবে, মি. বারনেন?'

'মিস সোহানা? আপনি ঠিক জানেন?'

'তিনি নন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ডা. হোল্ডিং।

'আমার তাই ধারণা। তবে বৃথা জল্পনাকল্পনায় সময় নষ্ট করতে আমি ইচ্ছুক নই, ডা. হোল্ডিং। কঠিন বাস্তব হলো, উনি ছাদে আছেন, সঙ্গে আছে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তিনি একাও ফেরেননি।'

'না। মি. কোয়েন বলছেন, তাঁর সঙ্গে মি. মাসুদ রানাও আছেন।'

'মাসুদ রানা?' এই প্রথম একটা ধাক্কা খেল অটো বারনেন।

'হ্যাঁ।'

'তাঁর এরকম ধারণার কারণ কি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওপরদিকটা দেখাল এডগার হোল্ডিং। 'সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে যা দেখে এসেছি ফিরে এসে বললাম তাঁকে। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। একটা গ্রেনেড যে কি করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। লাশগুলোর মধ্যে দু'জনকে দেখলাম, শরীরে ছুরি গাঁথা। দুটো ছুরিই হার্ট ভেদ করেছে। শুনে মি. কোয়েন বললেন, এ কাজ মি. রানার না হয়েই যায় না। আপনার সাজানো ডুয়েলে মিস সোহানা তাঁকে খুন করেননি।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না অটো বারনেন। অবশেষে যখন মুখ খুলল,

তার সরু গলা কেঁপে গেল। 'দেখা যাচ্ছে অসম্ভব চালাক ওঁরা।' ঘুরল সে, হাত দুটো পিছনে বেঁধে পায়চারি শুরু করল, হাড়ের জয়েন্টগুলো থেকে মটমট আওয়াজ বেরুচ্ছে। 'মি. কোয়েন এখনও বাইরে, মোরোদের পরিচালনা করছেন?'

'হ্যাঁ।' হাত দিয়ে চোখ রগড়ে সিগারেটে টান দিল ডা. হোল্ডিং।

'আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন কিভাবে?'

'প্রথম দিকে জানালা থেকে চিৎকার করছিলাম। ওই খোলা জমিন পেরুবার ঝুঁকি কেউ নিতে পারে না। তবে এখন আমরা একজন রানারকে কাজে লাগাচ্ছি। চওড়া ফাটলের কিনারা পর্যন্ত আসে সে, তারপর পাহাড়-প্রাচীরের গোড়া ঘেঁষে এগোয়, সবশেষে এক ছুটে দশ গজ পেরিয়ে নর্থ উইং-এর শেষ মাথার দরজায় পৌঁছায়।'

'ওটাই কি আমাদের বেরিয়ে যাবার একমাত্র পথ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডা. হোল্ডিং। 'ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ। মাত্র দশ গজ খোলা জায়গা; রিজ-এর পাশ থেকে গুলি করে কাভারও দিতে পারছে মোরোরা, আমরা সঙ্কেত দিলে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল অটো বারনেন। 'আপনার কি মনে হয়, মোরোরা ব্যাপারটার দ্রুত সমাপ্তি টানতে পারবে?'

'ফর গডস সেক, আমি কি করে বলব!' হঠাৎ চিৎকার করল ডা. হোল্ডিং। 'আর দ্রুত মানেটা কি? কাল? পরশু? আমি যতটুকু বুঝি, অনির্দিষ্টকাল ওদেরকে ওখানে আটকে রাখতে পারলে, ওরা খাবার না পেলে, বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা আছে, তার আগে নয়। শালার এমন পরিস্থিতি হবে জানলে...'

'দয়া করে শান্ত হোন, মি. হোল্ডিং। আপনার আচরণে আমি খুবই অসন্তুষ্ট বোধ করছি।' অটো বারনেনের হাড্ডিসার মুখ কুৎসিত চেহারা পেয়েছে, তবে তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও স্থির। 'আমি আবারও আপনাকে সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, আমার স্ত্রীর সামনে এ-ধরনের ভাষা ব্যবহার করবেন না।'

বিস্ময়ে হাঁ করে থাকল ডা. হোল্ডিং, তারপর কাতরকণ্ঠে বলল, 'উফ! জেসাস!'

'কাল অনেক দেরি হয়ে যাবে।' আবার পায়চারি শুরু করল অটো বারনেন। 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি মিস সোহানা ও মি. রানা এই কৌশলটা বেছে নিয়েছেন মি. চৌধুরী ও লুসিফার যাতে খুন হয়ে না যায়। মনে রাখবেন, এটা ওদের সময় নেয়ার কৌশল। তারমানে ভোরের দিকে সাহায্য আসবে বলে আশা করছেন ওঁরা। সে ব্যবস্থা নির্ঘাত করা আছে।'

হাতের তালু দিয়ে ঠোঁট মুছল ডা. হোল্ডিং। সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে সে। 'আমাদের তাহলে সরে পড়া দরকার।'

'ছাদে যারা আছে তাদের একটা ব্যবস্থা না করেই? ওদের শুধু শেষ করলেই চলবে না, ওরা যে এখানে এসেছিল তার কোন প্রমাণও রাখা যাবে না। আমাদের সম্পর্কে প্রায় সব কথা জানে ওরা, ডা. হোল্ডিং। আমরা সারাটা জীবন পালিয়ে বেড়াতে চাই না, চাই কি? ব্যাপারটা সুজানির জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর হবে।'

সুজানি সম্পর্কে একটা মন্তব্য লাফ দিয়ে ডা. হোল্ডিঙের ঠোঁটে চলে এল, তবে

ঢোক গিলে আবার নিচে পাঠিয়ে দিল সেটাকে। 'মি. কোয়েনকে আমি খবর পাঠাচ্ছি। জানাই, ওদেরকে যেন তাড়াতাড়ি খতম করে।'

'তাঁকে আরও বলবেন যে বাড়ির ভেতর কয়েক ড্রাম পেট্রল চাই আমি।'

'পেট্রল?'

'হ্যাঁ, পেট্রল, ডা. হোল্ডিং। আগুন জ্বালিয়ে ওদেরকে আমরা পুড়িয়ে মারব। প্রয়োজনীয় কাভারিং ফায়ারের সাহায্যে এখানে পেট্রল আনা আপনার জন্যে কোন সমস্যা হবে না।'

মাথা ঝাঁকাল ডা. হোল্ডিং। অটো বারনেনের শীতল আশ্বাসে তার ভয় খানিকটা দূর হয়েছে। পুড়িয়ে মারা হবে। ছাদে থাকে থাকুক, গোটা বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। হ্যাঁ, এটা দারুণ একটা আইডিয়া। 'যাই, মি. কোয়েনকে এখুনি আমি জানাচ্ছি।'

চোখ থেকে ন্যকটোস্কোপ নামাল রানা, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর ঝট করে মাথা তুলে তাক করল আরিসাকা রাইফেল। বাড়ির পিছন দিকে, পাহাড়ের ঢালে পজিশন নিচ্ছে এক মোরো, জমিন থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট ওপরে। গুলি করল রানা, লোকটাকে পড়ে যেতে দেখল, তারপর দ্রুত মাথা নামাল নিচু পাঁচিলের আড়ালে। ওর মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেল, কয়েকটা আঘাত করল পাঁচিলের মাথায়, পাথরের গুঁড়ো ছড়াল চারদিকে। পাঁচিল ঘেঁষে নতুন একটা পজিশনের দিকে চলে গেল রানা, ধীরে ধীরে টিউবটা তুলল আবার।

সামনের পাঁচিলের কাছাকাছি এখনও পদ্মাসনে বসে রয়েছে লুসিফার, মুখে গ্যাসমাস্ক। দোতলার জানালা দিয়ে টিয়ার গ্যাস উঠে আসছিল, দশ মিনিটের জন্যে ওদের সবাইকে গ্যাসমাস্ক পরতে হয়েছে। বাতাস এখন আবার নির্মল হয়ে উঠলেও নিজের গ্যাসমাস্ক খুলতে রাজি হচ্ছে না সে। পরলে কেমন দেখায় লক্ষ করেছে, শুঁড়ের মত নাক বেরিয়ে থাকা কালো মুখ, চোখগুলো গোল ও প্রকাণ্ড মনে হয়। তার আসল চেহারার কাছাকাছি, নিচের স্তরের লুসিফার যেমন দেখতে। কাজেই গ্যাসমাস্ক খুলতে রাজি নয় সে।

সীসার ছাদ গরম হয়ে উঠেছে। বাতাস খুব ভারী লাগছে, পরিবেশে গুমোট একটা ভাব। ভুরু থেকে ঘাম মুছে আবার টিউবে চোখ রাখল আশরাফ। 'টেরেস খালি,' বলল সে। 'বাড়ির সামনের জমিনও খালি।'

'আবার আমরা নর্থ উইংটা দেখব,' বলল সোহানা। টিউবটা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিয়ে সোহানাকে অনুসরণ করল আশরাফ। কয়েক মিনিট পর পর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে গেল ওরা, বাড়ির সামনের অংশের তিনটে দিকে নজর রাখছে।

বাড়ির পিছনের দিক ও টি-র কাণ্ডের দু'ধারে নজর রাখছে রানা। খানিক আগে একটা গ্রেনেড ব্যবহার করেছে ও, তারপর কিছুক্ষণ নিচের জমিন থেকে ভেসে এসেছে আহত কোন লোকের গোঙানির আওয়াজ। আশরাফ ধরে নিয়েছে, পাঁচিল বেয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছিল একটা দল। তা না হলে গ্রেনেড ছুঁড়ত না রানা। ধারণাটা সোহানাকে জানিয়েছে সে, জবাবে তেমন আগ্রহ দেখায়নি ও, মৃদু কাঁধ

ঝাঁকিয়েছে শুধু। তার আগে, গ্রেনেডটা ফাটার সময় সেদিকে তাকায়ওনি। ভাবটা যেন, পিছনে কি ঘটছে না ঘটছে তা রানার উদ্বেগ। কোন পরামর্শ দরকার নেই, রানা একাই ওদিকটা সামলাতে পারবে।

নিজে সোহানা তিনবার গুলি করল, আশরাফ ওকে টার্গেট দেখিয়ে দেয়ার পর। বাড়ির সামনের দিকে আরও দু'জন লোক মরে পড়ে আছে অথবা গুরুতর আহত হয়েছে। তৃতীয় লোকটাকে আশরাফ দেখাল পাঁচিলের উত্তর কিনারা থেকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কাছাকাছি ঝুলে থাকা পাহাড়ের গায়ের আড়ালে। গুলি করতে দেরি করে ফেলল সোহানা।

টিউবটাকে কাত করে নিচের সরু জমিনটুকু পরীক্ষা করল আশরাফ। 'কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' বলল সে। 'তবে দরজার ঠিক ভেতরে দাঁড়িয়ে কে যেন একটা মশাল না কি যেন নাড়ছে...'

নিচু পাঁচিলের মাথায় কয়েকটা বুলেট লাগল, কয়েকটা উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। টিউবটা ঝাঁকি খেল আশরাফের হাতে। নামাবার পর দেখল, তুবড়ে গেছে ওটা, আবরণ ফেটে গেছে। 'এটা আর কোন কাজেই লাগবে না,' সখেদে বলল সে।

'জানি।' সোহানার কালো মুখ কঠিন হয়ে উঠল। 'আমি একটা বোকা। এদিকের কিনারায় কিছুক্ষণ পরপর গুলি করছে ওরা। তুমি যে আলোটা দেখলে ওটা আসলে একটা সঙ্কেত। আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' জানতে চাইল আশরাফ।

'ঝট করে মাথা তুলেই নামিয়ে নিতে হবে। আর একই...'

নিচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে কি যেন ছুটে এল বাঁকা পথ ধরে, পিছনে আগুনের ফুলকি। সীসা মোড়া ছাদের মেঝেতে পড়ে ড্রপ খেলো। ওটা আকাশে থাকতেই নড়ে উঠেছে সোহানা। তিনটে লম্বা লাফ দিল ও, হাতের রাইফেল আগেই খসে পড়েছে। শেষ লাফটা ডাইভের ভঙ্গিতে দিল। মিসাইলটা হলো বড় আকারের সুপ ক্যান, তার দিয়ে জড়ানো। একবার ড্রপ খেতেই খপ করে ধরে ফেলল সোহানা, ঠিক যখন জ্বলন্ত ফিউজ ক্যানের গায়ে ছোট্ট গর্তের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে।

স্তম্ভিত আশরাফ দেখল একটা গড়ান দিয়ে, ক্ষিপ্রতায় কোন বিরতি নেই, ক্যানটা ছুঁড়ে দিল সোহানা। পাঁচিল টপকাল ওটা, চোখের আড়ালে নেমে যাবার এক মুহূর্ত পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ও টুকরো লোহা সবেগে আঘাত করার আওয়াজ শোনা গেল।

আবার ওর পাশে চলে এসেছে সোহানা, নিঃশ্বাস ফেলছে সামান্য দ্রুত। 'আর একই জায়গায় দু'বার মাথা তুলো না।'

বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল আশরাফের, অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করল সোহানা। তবে এরইমধ্যে আবার দূরে সরে গেছে ও। আশরাফ দেখল সামনের পাঁচিলের গা ঘেঁষে হাঁটুর ওপর সিধে হয়েছে সোহানা, একটা গ্রেনেডের পিন খুলছে। মাথাটা উঁচু করল, নিচেটা দেখে নিল এক সেকেন্ড, তারপর মাথা নামিয়ে দ্রুত সরে গেল কয়েক গজ। আবার হাঁটুর ওপর সিধে হল সোহানা, এবার পাঁচিলের মাথা থেকে ঝুঁকল যাতে সরাসরি নিচে দোতলার টেরেসটা দেখতে পায়। কিনারা থেকে

সরে আসছে সোহানা, একটা গুলির শব্দ হলো, তারপরই একজন মোরোর চিৎকার শোনা গেল।

গ্রেনেডটা সোহানাকে ছুঁড়তে দেখেছে আশরাফ। টেরেসে পড়ে লাফ দিল সেটা, আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল সে। বিস্ফোরণ ঘটল পরমুহূর্তে, পলকের জন্যে ঝলসে উঠল উজ্জ্বল আলো। পাঁচিলের মাথা থেকে আবার নিচের দিকে ঝুঁকল সোহানা। ওখানে স্থির হয়ে রয়েছে দেখে, মোচড় খেলো আশরাফের তলপেট। পিছন দিকে গুলি করছে রানা, অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল সে।

আবার কিনারা থেকে নিচু হলো সোহানা, হাতছানি দিয়ে ডাকল আশরাফকে। ক্রল করে এগোল আশরাফ, বাতাস না থাকায় তার সারা শরীর দরদর করে ঘামছে।

'উত্তরের পাঁচিল টপকে বোমা ফেলার প্ল্যান করেছিল ওরা,' বলল সোহানা। 'একই সঙ্গে টেরেস থেকে একটা দল উঠে আসবে ছাদে। তবে প্ল্যানটা কাজে লাগেনি, মাশুল হিসেবে কয়েকজন লোককে হারাতে হয়েছে। পরিবেশটা কিছুক্ষণ শান্ত থাকবে বলে মনে হয়।'

'আমারও তাই ধারণা। তোমার কারণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে ওরা।' হাতের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। 'বোমাটা কি ওরা নিজেরা বানিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কার্তুজ থেকে ব্ল্যাক পাউডার বের করে ক্যানটা ভরেছে, সাথে এক মুঠো ইস্পাতের বোল্ট। তারপর ক্যানটাকে তার দিয়ে শক্ত করে জড়িয়েছে, ভেতরে ঢুকিয়েছে একটা ছোট ফিউজ।'

'ব্যাপারটা বোধহয় বেআইনি,' বলল আশরাফ, অনুভব করল মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। 'আমি ভাবিনি বোমা বা গ্রেনেড মারা হবে।'

'ওদের কাছে গ্রেনেড নেই। কি আছে আমি জানি। ওদের সঙ্গে চার হপ্তা ছিলাম, ভুলে গেছ?'

তারমানে সম্ভাব্য সব কিছু লক্ষ করেছে সোহানা। এখানে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারা হলে কেউ ওরা বাঁচবে না, তবে ওদের কাছে গ্রেনেড নেই জানত ও। নেই, তবু একটা বোমা বানিয়েছে ওরা। হয়তো আরও দু'একটা বানাবে। আইডিয়াটা নির্ঘাৎ অটো বারনেনের। মনে অস্বস্তি, নিচু পাঁচিলের ওপর চোখ বুলাল আশরাফ।

যেন আশরাফের মনের কথা বুঝতে পেরেই সোহানা বলল, 'আরেকটা বোমা বানাবে বলে মনে হয়। বোমা বানানো শুধু বিপজ্জনক নয়, সময়সাপেক্ষ ও ধৈর্যের ব্যাপার। অন্তত এক-ঘণ্টা তো লাগবেই।'

'এক ঘণ্টা?' চোখের সামনে তুলে হাতঘড়িটা দেখল আশরাফ। তার ধারণা ছিল, ছাদে অন্তত তিন ঘণ্টা হলো আছে ওরা। এই তিন ঘণ্টাকেই মনে হচ্ছে সারাজীবন। কিন্তু ঘড়িতে এখন মাত্র আড়াইটা বাজে। এখানে ওরা উঠেছে দেড় ঘণ্টার বেশি হবে না। এত কম সময়ে এত কিছু ঘটল কিভাবে? তারপর ভাবল, রাত শেষ হবার পর তার বয়স হবে কত? ততোক্ষণ যদি সে বেঁচে থাকে?

ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রানা। এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে টিউব মারলিনটা কাঁধে ঝুলছে। কাছে এসে বলল, 'পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত আমাদের অনুকূলে। এদিকের খবর কি?'

'আমাদের টিউবটা ভেঙে গেছে,' বলল সোহানা।

'আমারটা নাও তোমরা।' আশরাফের হাতে নিজের টিউবটা ধরিয়ে দিল রানা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিল আশরাফ, কথা বলার সময় গলা থেকে ক্ষোভ ঝরে পড়ল। 'নজর রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। জানতে পারি, এআর-ফিফটিন দিয়ে কখন আমাকে গুলি করতে দেয়া হবে?'

হেসে উঠে রানা বলল, 'সোহানা, তোমার ভাইটি দেখছি কেঁদে ফেলবে!'

'আপাতত শুধু নজরই রাখো, আশরাফ,' বলল সোহানা। 'যুদ্ধ শেষ হবার আগে ঠিকই সুযোগ পাবে তুমি। রাত শেষ হতে অনেক দেরি আছে এখনও।'

'তোমাদের মধ্যে কে বস্ জানতে চাই আমি,' মুখ ভার করে বলল আশরাফ। 'কেউ একজন লীডার, কে সে? কে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক?'

হেসে উঠল রানা। 'আমরা দু'জন যখন কোন অপারেশনে থাকি, কারও নির্দেশ মেনে চলার কোন দরকার হয় না আমাদের। কাজেই কেউ আমরা লীডার নই।'

তার অভিজ্ঞতাও তাই বলে, কাজেই আর কোন প্রশ্ন না করে টিউবটা চোখে তুলল আশরাফ। বাড়ির সামনে কোন রকম তৎপরতা নেই। 'ভাল কথা, মিখায়েল কে?' জানতে চাইল সে।

'মিখায়েল?' সোহানা বিস্মিত।

'হ্যাঁ। গ্যাসমাস্ক পরতে রাজি করানোর সময় লুসিফার বলল নামটা। তুমি তখন গুলি করছিলে। তোমার দিকে একটা হাত তুলে বলল—ও আমার মিখায়েল।'

'মাইরি...'

টিউব থেকে চোখ সরিয়ে আশরাফ দেখল, মেঝেতে কনুইয়ের ভর দিয়ে হাসছে রানা।

'আমাদেরও হাসাও, রানা,' আবদার করল সোহানা। 'কি ব্যাপার?'

'সেইন্ট মিখায়েল।' গলার আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে এনে বলল রানা। 'লুসিফার বিদ্রোহ করায় স্বর্গ থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এখন তুমি, সোহানা, লুসিফারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদেরকে আঘাত করছ।'

সোহানার চেহারায় মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় ভাব দেখে মনে মনে দারুণ সন্তুষ্টবোধ করল আশরাফ। তারপর সে পদ্মাসনে বসা লুসিফারের দিকে তাকাল। ওদের কাছ থেকে দশ গজ দূরে, পাঁচিলের কাছাকাছি বসে আছে সে, মুখে এখনও গ্যাসমাস্ক। 'তবে ভাগ্যই বলতে হবে, ও কোন ঝামেলা করেনি।'

'দেখে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে ও,' বলল সোহানা। 'কারণটা ডা. হোল্ডিং ভাল ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

'এ-ধরনের একটা পরিস্থিতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাটা যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ আমাকে বলে দিতে হবে না।' টিউবে চোখ রেখে দেখে নিল আশরাফ, তারপর আবার বলল, 'মজার ব্যাপার কি জানো? আমি দূরে সরতে চাইছি না। ভাবছি, কেন চাইছি না?'

'তোমার ভয় করছে না?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

চিন্তা করল আশরাফ, তারপর সত্যি কথাটাই বলল, 'এই মুহূর্তে নয়।

ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু সত্যি আমি ভয় পাচ্ছি না। সেই সিলট থেকে ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন নয়।'

মেডিকেল কিট থেকে চ্যাপ্টা বাক্সটা বের করল সোহানা, খুলল, পেন্সিল টর্চের আলো ফেলে বলল, 'দেখো, আশরাফ।'

সোহানার দিকে ঝুঁকল আশরাফ। খুদে বাক্সটার এক কোণে ছোট্ট অয়েলস্কিন দেখা গেল, গুটানো। টর্চের খোঁচা দিয়ে সাবধানে ভাঁজ খুলল সোহানা। ক্যাপসুলটা দেখল আশরাফ। এখন জিনিসটা অন্যরকম দেখতে হয়েছে। বোতামে চাপ দিয়েছে অটো বারনেন। ক্যাপসুলের এক কোণে ছোট ও কর্কশ একটা গর্ত, গর্তের কিনারা আংশিক গলে গেছে, যেন ভেতর দিক থেকে উথলে উঠেছিল। ক্যাপসুলটার গায়ে মৃদু খোঁচা দিল সোহানা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মিহি সাদা পাউডার, টর্চের আলোয় চকচক করছে।

টর্চ নিভিয়ে বাক্সটা বন্ধ করল সোহানা। 'ওটা তোমার শরীরে ছিল, আশরাফ—অনেকগুলো দিন। কাজেই তুমি যে ভয় পাবার ঊর্ধ্বে উঠে গেছ তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। রানার দিকে তাকাল সে। ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল তার হৃদয়। হঠাৎ একটা কথা ভেবে লজ্জা পেল সে। 'ভীষণ দুঃখিত, রানা। তোমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিইনি আমি।'

'দিয়ো, তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দেয়ার পর,' বলল রানা।

রানা থামতে নরম সুরে ব্যাখ্যা করল সোহানা, শুধু আশরাফ ও লুসিফারকে নিরাপদে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে এই অপারেশনের প্ল্যান করা হয়েছে। তারা দু'জন এখানে না থাকলে ওদের রণকৌশল হত সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেক্ষেত্রে নিজেদের নিরাপত্তাকে ততোটা গুরুত্ব দেয়া হত না, মূল উদ্দেশ্য হত অপরাধীদের শায়েস্তা করা।

ভাল লাগার অনুভূতি নিয়ে টিউবে চোখ রাখল আশরাফ, বিড়বিড় করে বলল, 'এ-ধরনের ঋণ কোনদিনই আমার দ্বারা শোধ করা সম্ভব হবে না—আমি জানি।'

'ভালবাসাকে ঋণ বললে যে ভালবাসে তাকে অপমান করা হয়,' শুধরে দেয়ার সুরে বলল সোহানা।

'ভাইবোনে আবার তোমরা লাগবে বলে মনে হচ্ছে, আমি গেলাম।' গ্রেনেড ভরা থলিটা নেড়েচেড়ে ভাল করে বসিয়ে নিল নিতম্বে, তারপর ক্রল করে চলে গেল রানা।

'আমরা দুটো উইংই চেক করব, আশরাফ,' বলল সোহানা।

বাড়ির দু'দিকে কোথাও কিছু নড়ছে না, তিন মিনিট পর ফিরে এসে আবার সামনের দিকে বসল ওরা। 'আমার ধারণা, প্রতিপক্ষদের অর্ধেক লোককে খতম করেছি আমরা। তুমি কি বলো, সোহানা? আমরা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি তোমরা।'

'অনেকেই শুধু আহত হয়েছে, তাও হয়তো গুরুতর নয়।'

'ঠিক। তাহলে বলা চলে এক তৃতীয়াংশ অচল হয়ে পড়েছে?'

'তা হতে পারে।'

'আচ্ছা, কয়েকটা গ্রেনেড ছুঁড়ে পথ করে নেয়া যায় না? তারপর আমাকে ও লুসিফারকে যে খাঁড়িতে রেখে আসার কথা ছিল সেখানে লুকিয়ে থাকলাম সবাই, ভিনসেন্ট গগল না আসা পর্যন্ত?'

'না। এখানে আমরা ভাল পজিশনে রয়েছি। এখান থেকে যথেষ্ট ক্ষতি করেছি ওদের, আমাদের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করলে আরও অনেক ক্ষতি করব। খাঁড়িতে যাওয়া মানে নিজেদেরকে বাইরে বের করা হবে। ভাল একটা ঘাঁটি রয়েছে যখন, কেন আমরা ছোটার মধ্যে লড়তে যাব?'

'তা যাওয়া উচিত নয়। দুঃখিত। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আর্মিতে ছিলে?'

'থাকতেও তো পারি।'

'কিন্তু সবাই জানে বাংলাদেশ আর্মিতে মেয়েদের নেয়া হয় না।'

'সবাই যদি সব কথা জানে তাহলে একটা আর্মি বা সরকারের গোপনীয়তা বলে থাকবে কিছু?'

এ-প্রসঙ্গে সোহানা আর কিছু বলবে না বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ বদল করল আশরাফ। 'এরপর ওরা কি করবে বলে মনে করো?'

'জানি না, আশরাফ।'

পাঁচিলের ওপর দিয়ে আবার তিনদিকে চোখ বুলাল ওরা। উত্তর দিকে, যেখানে কাভারিং ফায়ারের গুলিতে প্রথম টিউবটা নষ্ট হয়েছে, ধীরে ধীরে দ্বিতীয় টিউবটা আড়াআড়িভাবে উঁচু করল আশরাফ। নিজের ছোট্ট খোলা জায়গাটা সম্পূর্ণ শান্ত।

কিছুই ঘটছে না বলে আশরাফের অস্থিরতা আরও বাড়ছে। নিজেকে মনে মনে ভেঙচাল সে, আবার বলে কিনা ভয় লাগছে না।

লুসিফারকে একবার দেখে এল সোহানা। ফিরে আসতেই আশরাফ জিজ্ঞেস করল, 'অটো বারনেনকে তোমরা খুন করতে চাও?'

'হ্যাঁ, কোথায় সে?'

মাথা নাড়ল আশরাফ। 'না, এমনি জানতে চাইছি। প্রতিশোধ?'

ভেতরে বাতাস ঢোকার সুবিধে হবে, শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে ফেলল সোহানা। 'না। সে এতটাই মন্দ লোক যে তাকে বাঁচতে দেয়া যায় না।'

কথাটা সত্যি, ভাবল আশরাফ। অটো বারনেন এমন একটা চরিত্র, যেন লুসিফারের নরক থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'আর রীড কোয়েন ও ডা. হোল্ডিঙের ব্যাপারে?'

'ওরাও ভাল লোক নয়। একটু হয়তো আলাদা, তবে ক্যানসারের মতই বিপজ্জনক।'

'আর সুজানি? তাকেও কি তোমরা মেরে ফেলবে?'

উত্তর দিতে দু'এক মুহূর্ত সময় নিল সোহানা। 'সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। এভাবে বলা যায়, যখন তার সঙ্গে দেখা হবে আমার তখন যদি তার হাতে একটা অস্ত্র থাকে, আমি খুশি হব।'

'সুজানি একটা পাগল, বুঝলে,' বলল আশরাফ। 'পাগল বারনেনও। লুসিফারের মতই উন্মাদ ওরা, অন্য অর্থে।'

'বোকার মত কথা বোলো না তো!' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল সোহানা।

সোহানার আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ করে হতভম্ব হয়ে গেছে আশরাফ। 'আমি বোকার মত কথা বলছি? মানে?'

'লুসিফার যদি কখনও কাউকে খুন করে, যা সে এখনও করেনি, কাজটা যে অন্যায় তা না জেনেই খুনটা করবে সে। তুমি তার মাথায় পিস্তল চেপে ধরো, তারপরও কাজটা করবে। ডাক্তারদের ভাষায় অটো বারনেন পাগল হতে পারে, কিন্তু কি করছে তা সে ভাল করেই বোঝে, কাজগুলো করে আনন্দও পায়। সাদামাঠা ভাষায় স্রেফ একটা শয়তান।'

'হঠাৎ তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।'

'হব না! শয়তান যে আমি অনেক দেখেছি। ওদেরকে দেখলেই আমি চিনতে পারি। অসুস্থ নয়, শয়তান। আরেকটা কথা...,' হঠাৎ চুপ করে গেল সোহানা।

'বলো, থামলে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা, চোখ নামিয়ে তাকিয়ে আছে হাতের অস্ত্রটার দিকে। 'আমরা শুধু দেশী-বিদেশী ক্রিমিন্যাল নয়, আন্তর্জাতিক ও দেশী-বিদেশী পুলিশ বাহিনী সম্পর্কেও জানি। কাজেই কথাটা বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারো। কোন পুলিশই অটো বারনেনকে ধরতে পারবে না বা ধরবে না। রানা এজেন্সি তদন্ত করে জানতে পেরেছে, যখনই কোন দেশের একজন সরকারী কর্মকর্তাকে বা ধনী ব্যক্তিত্বকে খুন করার হুমকি দেয়া হয়, দেখা যায় সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে অন্তত দু'জন প্রভাবশালী অফিসার হুমকিটা সম্পর্কে তদন্তে পরোক্ষভাবে বাধা দিচ্ছে। এর কারণ হলো, যেভাবেই হোক তাদেরকে ঘুষ দিচ্ছে অটো বারনেন।'

'মাই গড!'

'খুব বেশি চাপ পড়লে তাকে হয়তো গ্রেফতার করা হতে পারে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। দেখা যাবে সাক্ষী প্রমাণের অভাবে পুলিস তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।'

'তাহলে এর শেষ কোথায়?'

'বারনেন বেঁচে থাকলে আরও অনেক খুন করবে। এটা তার পেশা ও নেশা। এখন প্রশ্ন হলো, কেন তাকে আমরা আরও খুন করতে দেব—আমরা, রানা এজেন্সির এজেন্টরা?'

'আমি তর্ক করছি না, স্রেফ জানতে চাইছি। অকুণ্ঠচিত্তে বলতে চাই, তোমাদের ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে আমার।'

'ধন্যবাদ। তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা যায় না। আরেকবার দেখো, আশরাফ।'

পাঁচিলের মাথায় টিউব তুলল আশরাফ, যা দেখল তাতে তার নার্ভগুলো মোচড় খেলো হঠাৎ। দশ গজ ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে দু'জন মোরো প্রায় হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে উত্তর দরজার দিকে, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ত্রিশ গ্যালন পেট্রলের একটা ড্রাম। 'টার্গেট!' বিড়বিড় করল সে। 'ওরা পেট্রল নিয়ে যাচ্ছে।'

তার শেষ কথাটা ঝাঁকি দিল সোহানাকে, এক লাফে সিধে হলো ও, এআর-ফিফটিন উঠে এসেছে কাঁধে। আশরাফের চোখে আতঙ্ক, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা। একবার গর্জে উঠল রাইফেল, ধরাশায়ী হলো একটা লোক।

প্রতিধ্বনির সঙ্গে পাল্টা গুলির শব্দ শোনা গেল। একটা নিচু রিজ থেকে গুলি করছে মোরোরা, বাঁক নিতে শুরু করা পাহাড়ের মুখ থেকে একশো গজ দূরে একটা ঢালের মাথায় রয়েছে রিজটা।

মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। পাঁচিলের মাথায়ও লাগছে। টিউবটা ঝট করে নামিয়ে নিল আশরাফ, দেখল হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল সোহানা। সারভাইভাল রাইফেল খসে পড়ল হাত থেকে, কাত হয়ে পড়ে গেল সোহানাও।

আশরাফ দেখল, সোহানার মাথার এক পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। তারপর, যেন কোন সচেতন চেষ্টা ছাড়াই, সিধে হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতে অপর এআর-ফিফটিন, অটোমেটিক-এ সেট করা। রিজ বরাবর ঘন ঘন ঝলসে উঠছে ছোট ছোট আগুন, সেদিকে রাইফেল তাক করে ট্রিগার টেনে ধরল সে। ধ্বংস করার একটা উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে তাকে, নিজের চারদিকে সপাং সপাং আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছে বুলেটগুলো অথচ সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

হাতে ধরা রাইফেল হঠাৎ ঝাঁকি খাওয়া বন্ধ করে দিল। শালার রাইফেলে গুলি নেই, ভাবল আশরাফ। তারমানে ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেছে। স্পেয়ারগুলো কোথায়...

তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কেউ। ভারী বস্তার মত ছাদের মেঝেতে পড়ল আশরাফ। রানার কঠিন একটা হাত আঙটার মত জড়িয়ে ধরল তার বুক। 'নড়বে না,' হিসহিস করল রানা। 'এক ঘুসিতে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। পাগলামি ও রাগটা এখন নেই। অসুস্থবোধ করছে। সোহানার কথা ভেবে এতক্ষণে ভয় পেল সে, শুরু হলো কাঁপুনি। তাকে ছেড়ে দিল রানা, বলল, 'কাঁপুনি থামাও। টিউবে চোখ রাখো। ওরা কিছু করতে যাচ্ছে দেখলে আমাকে বলবে।' ঘুরল রানা, সোহানার পাশে এসে বসল। ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে পালস পরীক্ষা করল প্রথমে। খানিকটা ঢিল পড়ল পেশীতে। সাবধানে সোহানার শরীরটা পরীক্ষা করল ও, তারপর মনোযোগ দিল মাথায়।

কালো ক্রীম লাগানো গালের একটা পাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পকেট থেকে ফিল্ড ড্রেসিং বের করে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ল রানা, তারপর রক্ত মুছতে শুরু করল।

'আমাকে গোপন কোরো না, রানা। অবস্থা খারাপ?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'এখুনি বলতে পারছি না।' মুখ তুলল রানা, চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'ফর গডস সেক, টিউব তুলে নিচেটা দেখো!'

দশ

'একটা মশালের মত জ্বলার কথা,' বলল এডগার হোল্ডিং। 'ওপরতলার পুরোটা ভিজিয়েছে ওরা।'

প্যাড লগানো সুটকেসটা বন্ধ করল অটো বারনেন, ভেতরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল

ডায়মন্ডের প্যাকেট, অনেকগুলো পুতুল ও বিভিন্ন দেশের পুলিস অফিসারদের ডোশিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন পেশায় ভাল করতে হলে ডকুমেন্টগুলো অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে, জানে সে। ডা. হোল্ডিঙের দিকে মনোযোগ দেয়ার আগে সুটকেসে তালা লাগাল। তারপর বলল, 'আমি স্পষ্ট একটা রিপোর্ট চাই, মি. হোল্ডিং, ইফ ইউ প্লীজ। আমাদের কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, এমনকি কঠিন অসুবিধের মধ্যেও।'

নোংরা চেহারা হয়েছে ডা. হোল্ডিঙের। শার্টটা তার গায়ে লেপ্টে রয়েছে, গা থেকে বেরুচ্ছে পেট্রলের গন্ধ। আতঙ্ক বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে, মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে নার্ভগুলো। তার মুখ থেকে ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এল বাক্যগুলো, ঘন ঘন কাঁপছে চর্বিবহুল থুতনি। 'ওপরতলা পেট্রল ঢেলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওপরতলা থেকে নিচের জমিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে অনেকগুলো চাদর, পেট্রলে ভিজিয়ে। মোরোরা সবাই নেমে এসেছে নিচে, মি. কোয়েনের নির্দেশে গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে তারা। কাভারিং ফায়ারের জন্যে সংকেত দেব আমরা, চাদরে আগুন ধরাব, তারপর কেটে পড়ব।'

'বেশ সন্তোষজনক আয়োজন।' একটা দেরাজ খুলে দুটো ব্রাউনিং .৩৮০ অটোমেটিক বের করল অটো বারনেন।

'মি. হোল্ডিঙকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, অটো ডার্লিং?' অনুমতি চাইল সুজানি।

'অবশ্যই, মাই ডিয়ার, অবশ্যই।'

ডা. হোল্ডিঙের দিকে তাকাল সুজানি। 'ভাবছিলাম আপনি ওপরতলার সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছেন কিনা। বাতাস ঢুকতে হবে, তবেই না ওরা সবাই পুড়ে মরবে।'

'না। ওগুলো আমি বন্ধ করে দিয়েছি!' প্রায় চিৎকার শুরু করল এডগার হোল্ডিং। 'শুকনো খটখটে একটা বাড়িকে পোড়াতে ষাট গ্যালন পেট্রলই যথেষ্ট, বাতাসের কোন দরকার নেই, ফর গডস সেক! তাছাড়া বাতাস পেলেই ধোঁয়া হবে, আর ধোঁয়া হলে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার একটা সুযোগ পাবে ওরা। আইডিয়াটা হলো, আগুন থেকে বাঁচার জন্যে ছাদ থেকে নামতে চেষ্টা করবে ওরা, পাখি শিকারের মত মারব আমরা। আপনি একটা বুড়ি মেয়েমানুষ, এ-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, বুঝলেন?' চিৎকার নয়, প্রায় আর্তনাদ করছে সে।

শান্ত একটা হাত উঁচু করল অটো বারনেন, ঝগড়া করতে নিষেধ করছে। 'আমার ধারণা, মাই ডিয়ার,' বলল সে, 'মি. হোল্ডিং ঠিক কাজটিই করেছেন। যদিও তিনি কি করেছেন তা জানতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে, আমার সহধর্মিনী হিসেবে।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সোনালি হাসি হাসল সে, দুটো ব্রাউনিঙের একটা তুলল, পরপর দু'বার গুলি করল এডগার হোল্ডিঙের বুকে।

ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে খাড়া পড়ে গেল ডা. হোল্ডিং। অলসভঙ্গিতে মেঝে খামচাল তার আঙুলগুলো, তারপর স্থির হয়ে গেল গোটা শরীর।

'মোটকা ভূত, কুৎসিত কুমীর, বদমাশ!' লাশটার দিকে তাকিয়ে গাল দিচ্ছে সুজানি। 'আমাকে কি বলে গেল, শুনলে, অটো?'

'প্লীজ, ভুলে যাও, সুজানি,' সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল অটো বারনেন। 'লোক যেমনই হোক, বিশেষ গুণ থাকলে তাদেরকে আমরা কাজে লাগাব। তোমাকে অপমান করায় আমি তাঁর নিন্দা করি, তবে স্বীকার করতে হবে যে দীর্ঘদিন তিনি আমাদের উপকার করেছেন। যাই হোক, উপকার করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর, কাজেই অপারেশন বন্ধ করার সময় আলগা কোন সুতো রেখে যাওয়াটা ঠিক হত না।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছ, অটো। আলগা সুতো আরও দু'একটা আছে নাকি?'

টাইটা যত্নের সঙ্গে গলায় বাঁধল অটো বারনেন, তারপর বলল, 'আমার ধারণা, মি. রীড কোয়েন আরও কিছুদিন উপকারে আসবেন। তাঁর প্রাণশক্তি খুব বেশি, অভিজ্ঞতাও কম নয়। তবে মিস সোহানা আর তার সঙ্গীর ব্যবস্থা করার পর...'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল অটো বারনেন, কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করার পর আবার বলল, 'না, মোরোদের নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। টাংকি আমার নির্দেশ মেনে চলবে, কারণ মি. বিগ থাম চাঙ তাকে সে কথাই বলে দিয়েছেন। মি. থাম চাইবেন আমাদের শেষ পিক-আপ থেকে পাওয়া মাল তার মাধ্যমেই বিক্রি হোক। তবে আমি বুঝতে পারছি, মি. রীড কোয়েনকে আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। সম্পূর্ণ নতুন করে শুরু করব আমরা, চাইব না এত দিনে যে পুঁজি যোগাড় হয়েছে তার ভাগ কাউকে দিতে হোক।'

হাতের অস্ত্রটা পকেটে রাখল অটো বারনেন, অপর ব্রাউনিংটা চেক করল, তারপর সেটা হাতে নিয়েই এগোল সুজানির দিকে।

স্বামীর দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সুজানি, চোখে প্রত্যাশা।

'বাইরে বেরুবার পর মি. রীড কোয়েনের কাছাকাছি থাকতে হবে আমাকে,' বলল অটো বারনেন। 'সেজন্যেই বাধ্য হয়ে তোমাকে আমার বলতে হচ্ছে কথাটা। তুমি যদি মি. টিউরেলাসের ব্যবস্থা করতে পারো তাহলে খুব ভাল হয়।'

'ওরে আমার যীশু, ওরে আমার মেরী!' বিস্ময়ে গালে একটা হাত রাখল সুজানি। 'তার কথা তো আমার মনেই ছিল না।'

'সে-ও একটা আলগা সুতো, কেটে ফেলতে হবে,' বলল অটো বারনেন। 'কোন সন্দেহ নেই, ডলফিনগুলোর সঙ্গে খাঁড়িতে পাওয়া যাবে তাকে, সব সময় যেমন পাওয়া যায়। তাকে সামলানো যে পানির মত সহজ, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তোমাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে বলে সত্যি আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সুজানি, মাই ডিয়ার...'

'ওমা, কি বলো, এর মধ্যে কষ্ট কি দেখলে!' হাসল সুজানি, স্বামীর প্রতি আদর উপচে পড়ল। হাত বাড়িয়ে ব্রাউনিংটা নিল সে, ভরে রাখল বেঞ্চে পড়ে থাকা ঢাউস হ্যান্ডব্যাগে। 'মি. টিউরেলাসকে গুলি করার পর আমি কি তোমার জন্যে ডলফিন পুলের কাছে অপেক্ষা করব, অটো?' জানতে চাইল সে।

'আমার ধারণা সেটাই ভাল হবে।' সুটকেস তুলে নিয়ে ওঅর্করুম থেকে বেরিয়ে এল অটো বারনেন, তার পিছু নিল সুজানি। প্যাসেজ ধরে সিঁড়ির গোড়ায়

চলে এল ওরা। মোচড়ানো একটা চাদর, পেট্রলে ভেজা, ওপরতলা থেকে ঝুলছে। অন্যান্য চাদরগুলো ওটার সঙ্গে বাঁধা হয়েছে, প্যাসেজ ধরে চলে গেছে উত্তর প্রান্তের খোলা দরজার দিকে।

দরজার পাশে কার্নিসে একটা মশাল রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে বাইরে, চাঁদের আলোর দিকে তাক করল অটো বারনেন। বলল, 'তোমার কাছে দেশলাই আছে, সুজানি, বের করো।'

'এই যে, অটো।' দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে জ্বালল সুজানি।

জ্বলন্ত মশাল তিনবার নেড়ে সঙ্কেত দিল অটো বারনেন। একসঙ্গে গর্জে উঠল অনেকগুলো রাইফেল, ওদের সরাসরি ওপরে ছাদের পাঁচিল লক্ষ্য করে ছুটছে বুলেটগুলো। সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল বারনেন। তার হাত থেকে মশালটা নিয়ে মোচড়ানো চাদরের দিকে ছুঁড়ে দিল সুজানি। গোটা প্যাসেজে লাফ দিয়ে উঠল আগুন।

একযোগে চৌকাঠ পেরুলো তারা, ছোট্ট খোলা জায়গাটার ওপর দিয়ে ছুটল, বারনেনের হাড়গুলো মটমট আওয়াজ করছে। সামনেই ফুলে আছে পাহাড়ের গা, নিরাপদ আড়াল। ছোটার সময় অদ্ভুত আওয়াজ করছে সুজানি, যেন ফোঁপাচ্ছে—ভয়ে না কি উত্তেজনায় বোঝা গেল না।

মোচড় দিয়ে মাথাটা একপাশে সরাতে চেষ্টা করল সোহানা, কিন্তু অসহ্য ব্যথাটা তবু কমল না। অবাস্তব একটা স্তর থেকে ওপরে উঠে আসার জন্যে যুঝছে ও। ওর মুখ ভেজা। একটা হাত চিবুক ধরে আছে, ব্যথা থেকে মুখ ফেরাতে বাধা দিচ্ছে ওকে। ব্যথাটা ওর চোখ ও মুখে। নরম একটা গলা শুনতে পেল ও, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, 'লক্ষ্মী···লক্ষ্মী সোহানা···চোখ মেলো···কথা বলো···'

প্রথমে সামান্য একটু নড়ে উঠল সোহানার একটা হাত, তারপর ঝাপটা দিল। ঝাপটা লাগায় ওর মুখ থেকে সরে গেল ছোট শিশি ধরা রানার হাতটা। শিশিটায় কড়া স্মেলিং সল্ট রয়েছে। চোখ মেলল সোহানা।

'এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে!' রানার গলায় পরম স্বস্তি।

এতক্ষণে গলাটা চিনতে পারল সোহানা। তারপর ওর চেহারাও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো, উল্টো হয়ে রয়েছে। উপলব্ধি করল, ওর পিছনে হাঁটু গেড়ে বসেছে রানা, কোলে মাথা নিয়ে। শিশিটা এখনও বাগিয়ে ধরে আছে, ও জ্ঞান হারাচ্ছে দেখলেই আবার নাকের সামনে ধরবে।

স্থির হয়ে শুয়ে থাকল সোহানা, চোখ খোলা, বড় করে শ্বাস নিচ্ছে। মনোবলের চেয়ে বড় কিছু নেই, ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে মাথা। 'কেমন আছি আমি, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল এক সময়।

'মরতে মরতে বেঁচে গেছ,' জোর করে হাসল রানা। 'বুলেট নয়, মাথার পাশে পাঁচিলের ভাঙা টুকরো লেগেছে।' প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা পাথরের একটা টুকরো দেখাল সোহানাকে। 'ভাগ্যটা নেহাতই ভাল আমাদের, আরও খানিক গভীরে ঢুকলে কি হত বলা যায় না।'

মাথার পাশে একটা হাত তুলল সোহানা। ডান দিকের কপাল যেখানে শেষ

হয়েছে, তার ঠিক পিছন থেকে শুরু হয়েছে ক্ষতটা। যথেষ্ট লম্বা, তবে ততটা গভীর নয়, প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে আন্দাজ করল ও। ক্ষতের পাশেই অসম্ভব ফুলে আছে খুলি। আঘাত একটা নয়, দুটো। ফোলাটার ওপরও প্লাস্টার লাগিয়েছে রানা।

মাথাটা দপদপ করছে ওর। ধীরে ধীরে ব্যথাটাকে পাত্তা না দেয়ার একটা মনোবল তৈরি করল নিজের ভেতর, তারপর জানতে চাইল, 'কি ঘটছে এখন?'

'টিউব নিয়ে ছুটোছুটি করছে আশরাফ। তবে প্রতিপক্ষরা কেউ আড়াল থেকে বেরুচ্ছে না। লুসিফার এখনও সেই ভঙ্গিতে বসে আছে, বোধহয় চিন্তা-ভাবনা করছে। মাত্র চার মিনিট অজ্ঞান ছিলে তুমি।'

রানার কোল থেকে মাথা তুলে একটা গড়ান দিল সোহানা, হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে মুখ তুলল।

'সাবধান, সোহানা!'

'কোন অসুবিধে হচ্ছে না। একটু ভয় ভয় আর আড়ষ্ট লাগছে, তাও কেটে যাবে।' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল সোহানা, হাত দিয়ে অনুভব করল সীসার আবরণে মোড়া ছাদের মেঝে। 'রানা, ছাদটা গরম!'

সীসায় হাত রাখল রানা। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে দু'জন, পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে, অনুভব করছে প্রতি মুহূর্তে গরম হয়ে উঠছে নরম ধাতু।

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর দু'জনে ক্রল করে সামনের পাঁচিলের দিকে এগোল, প্রথম যেখানটায় ওদের ইকুইপমেন্ট সাজানো হয়েছিল।

পিছন থেকে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে চলে এল আশরাফ। সোহানার দিকে তাকাল একবার। 'থ্যাঙ্ক গড।' তারপর দ্রুত বলল, 'ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাল্কহেড ছিল, তার চারপাশের ছাদ প্রায় গলে যাচ্ছে...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জানি।'

কোণটার দিকে তাকাল সোহানা, লুসিফার ওখানে পদ্মাসনে স্থির বসে আছে। 'ওদিকের খবর কি, আশরাফ?' জানতে চাইল ও।

'এখনও তেমন খারাপ বলা চলে না।'

'ঠিক আছে। আপাতত ওকে ওভাবেই থাকতে দাও।' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'আগুন। এখন আমার মনে পড়ছে। ওরা পেট্রল ভরা ড্রাম নিয়ে এসেছে বাড়ির ভেতর। সেজন্যেই আমাকে ঝুঁকিটা নিতে হয়েছিল।'

এআর-ফিফটিনে নতুন ম্যাগাজিন ভরছে রানা। ম্যাগাজিনটায় লাল রঙ দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা রয়েছে। 'হুম।'

আশরাফের টিউব পাঁচিলের কিনারা ছাড়িয়ে উঁচু হলো, নিচের টেরেসটা দেখতে চায়। 'সর্বনাশ, দেখে মনে হচ্ছে জানালাগুলোর ভেতর একটা তন্দুর রয়েছে। আগুনটাকে আটকে রাখার জন্যে প্রতিটি জানালার কাচ বন্ধ করে রেখেছে। সোহানা, ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে চায়!' চোখ থেকে টিউব নামিয়ে ছাদের চারদিকে তাকাল সে। পোড়া গন্ধটা এখন ভালভাবেই পাচ্ছে ওরা। সিঁড়ির বাল্কহেডটা যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে, তার আশপাশের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ধোঁয়াও উঠছে সামান্য। 'যদি এখানে থাকি, পুড়ে মরব! যদি মুখ বের করি, গুলি খাব—শিকার করার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে ওরা। এমনকি যথেষ্ট ধোঁয়া পর্যন্ত

নেই যে তার আড়াল পাব।'

'মাথা ঠাণ্ডা করো, আশরাফ,' নির্দেশের সুরে বলল সোহানা। 'রানা ওদের কিছু লোককে সরিয়ে দিচ্ছে।'

"সরিয়ে দিচ্ছে? কিভাবে?'

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে তাকাতে বলল সোহানা।

পাঁচিল থেকে পিছিয়ে গেছে রানা। ছাদের মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়েছে, উঁচু হাঁটুর ওপর কনুই রেখে লক্ষ্যস্থির করল। বুলেটগুলো নিচু পাঁচিল ও পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে যাবে। নিচে লুকিয়ে থাকা স্নাইপাররা ওকে দেখতে পাচ্ছে না। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে ছ'টা গুলি করল ও, তারপর নামিয়ে নিল রাইফেল।

'দেখো, আশরাফ,' বলল সোহানা। 'মোরোদের বোটগুলোর দিকে তাকাও।'

টিউব উঁচু করে আই পীসে চোখ রাখল আশরাফ। পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে দুশো গজ সামনে, বে-র দক্ষিণ বাহুর উল্টোদিকে, কাঠের ল্যান্ডিং স্টেজের কাছে ভিড় করে রয়েছে মোরোদের বোট ও লঞ্চগুলো। জেটি ও লঞ্চগুলোয় আলোর বিন্দু দেখা গেল। বিন্দুগুলো দ্রুত বড় হচ্ছে আকারে।

'ইনসেনডিয়ারি কার্টিজ,' বলল সোহানা। 'বোটগুলো মোরোদের লাইফলাইন। লাইফলাইন অটোদেরও। শোনো।'

নিচে থেকে এখন অগ্নিশিখার ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে, সেটাকে ছাপিয়ে উঠল একটা হৈ-চৈ। ডান দিকে, রিজ-এর সামনে কোথাও থেকে চেঁচামেচি করছে লোকজন।

'কাজটা আমরা আগে করিনি কেন?' জানতে চাইল আশরাফ, তার গলায় প্রচণ্ড ঝাঁঝ।

'আমরা চেয়েছিলাম আগে ওরা আমাদের কাছে আসুক।' স্পেয়ার ম্যাগাজিন ও গ্রেনেডগুলোর দিকে তাকাল সোহানা। 'তাপ পেলে এগুলো কি ফেটে যাবে, রানা?'

'ওগুলোর গরম সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি,' বলল রানা।

আশরাফ বলল, 'ওগুলো ফাটার আগেই মারা যাব আমরা, এ-কথা জেনে বিরাট স্বস্তিবোধ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

সীসার আবরণ এখন এত বেশি গরম হয়ে উঠেছে যে চামড়া ঠেকানো যাচ্ছে না। ছাদের বাতাসও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

'আরও ধোঁয়া না পেলে এখান থেকে নড়া যাবে না,' বলল রানা। 'বোটগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সব ক'জন মোরোকে পাঠাবে না রীড কোয়েন। সে হয়তো অর্ধেক লোককে পাঠাবে, আর পাঠাবে মেয়েদেরকে। পেরিমিটারের সামনে ধোঁয়া এখনও খুব কম। এসো দেখা যাক একটা গ্রেনেড কি করতে পারে।'

'জানালার লেভেলে ফাটতে হবে ওটাকে,' বলল আশরাফ। 'সময়ের মাপটা কি অতটা নিখুঁত হবে তোমার?'

'এটা কোন সমস্যা নাকি? সুতোয় বাঁধা থাকবে, পিন খুলে সুতো ছাড়ব...'

সোহানা জানতে চাইল, 'কোন দিক দিয়ে বেরুব আমরা, রানা?'

'পিছন দিয়ে। ওদিকে ফাঁকা জায়গা কম, টিয়ার গ্যাস ভাল কাজ দেবে। তারপর বাড়ির কোণে একটা মই নামাব।'

'আশরাফ, যাও, লুসিফারের সঙ্গে কথা বলো তুমি,' নির্দেশ দিল সোহানা। 'তোমার কথা শুনবে কিনা জানি না, তবে তুমি ওকে আইডিয়াটা বোঝাবার চেষ্টা করো—রশির মই দিয়ে নামতে হবে। আর ওর বসার জন্যে রানার প্যারাস্যুটটা নিয়ে যাও, তা না হলে একটু পরই ফোস্কা পড়বে চামড়ায়।'

কালো নাইলন গুছিয়ে নিল আশরাফ। উত্তপ্ত বাতাস এখন কাঁপছে, অথচ এখনও মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না আগুন। ছোট একটা পাউচে নাইলন কর্ড বাঁধছে রানা, হাতে গ্রেনেড নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে সোহানা।

'বাড়িটার সমস্ত কাঠ বোধহয় শুকনো খটখটে, সোহানা,' বলল রানা। 'বাতাস ঢোকার পরও খুব বেশি ধোঁয়া হবে বলে মনে হয় না।'

'না।' ক্রল করে আশরাফকে সরে যেতে দেখল সোহানা, তারপর রানার দিকে ফিরে, ওর পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'তবে অন্য ব্যবস্থা করা যায়।'

ঢালের নিচে পাথুরে জমিনের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে সুজানি। পা দুটো ব্যথায় টন টন করছে তার, ঘন ঘন নাক টানার আওয়াজ শুনে মনে হতে পারে ফোঁপাচ্ছে সে। একবার থামল, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। বাড়ির শুধু ওপরতলাটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পিছন দিকটায় কি যেন বিস্ফোরিত হলো, পরমুহূর্তে আগুনের প্রকাণ্ড একটা জিভ লকলকিয়ে উঠল। সামনের একটা জানালা বিস্ফোরিত হলো, ভেতরে গাঢ় লাল আভা দেখতে পেল সে। সম্পূর্ণ দোতলায় আগুন ধরে গেছে।

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল সুজানি। ফুহ্, ছুঁড়ী জোয়ান অব আর্ক সেজেছে! বোঝো এবার কত ধানে কত চাল। বন্ধুদের নিয়ে এখন তো তোমাকে নিচে নামতেই হবে। আর নামতে গেলেই মারা পড়বে। উপযুক্ত শাস্তি।

হ্যান্ডব্যাগটা আঁকড়ে ধরে আবার এগোল সুজানি। ফুলে থাকা পাহাড়ের গা পাশ কাটিয়ে একটা লম্বা খাঁড়ির সামনে বেরিয়ে এল সে। এখানেই সাঁতার কাটে ডলফিনগুলো। প্লুটো ও বেলিয়াল তো আছেই, আরও এক জোড়া ডলফিনকে ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে। ফেলসিয়া টিউরেলাসের কুঁড়েটা খাঁড়ির একেবারে শেষ মাথায়। খোলা দরজা দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছে, ভেতরে কোন ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পেল না সে। তাহলে হয়তো ডলফিন দুটোকে ট্রেনিং দিতে বেরিয়ে গেছে টিউরেলাস। সেক্ষেত্রে ওকে পেতে হলে খাঁড়ির অপর প্রান্তে যেতে হবে তাকে।

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে আবার হাঁটতে শুরু করল সুজানি।

ট্রাউজার ঢাকা পা পানিতে ডুবিয়ে কিনারায় বসে রয়েছে টিউরেলাস, পাশে পড়ে রয়েছে খালি একটা বাস্কেট। বেশিরভাগ সময় পানিতেই থাকতে হয় তাকে, কাপড় খোলার ঝামেলায় যেতে চায় না। আজ তার মন ভাল নেই, মন ভাল নেই প্লুটো আর বেলিয়ালেরও। ওদের অনুভূতি ভালই বোঝে সে, ঠিক যেমন নিজেরটা বোঝে। বাস্কেটের মাছগুলো অবশ্য খেয়ে শেষ করেছে, তবু এখনও নার্ভাস হয়ে আছে ওরা,

এখনও চাইছে পানিতে নেমে ওদের সঙ্গে খেলা করুক সে। এখন তার মনে হচ্ছে, অপর জোড়াটাকে সোনার রিকল টেস্ট-এর জন্যে দশ মাইল দূরে না পাঠালেই ভাল হত।

রিজটার দিকে তাকাল টিউরেলাস, বাড়িটাকে ওটা আড়াল করে রেখেছে। গোলাগুলি। চেঁচামেচি। বিপদ আর হৈ-চৈ। এখন আবার লাল আভা। তারমানে আগুন জ্বলছে। কেন এ-সব করে ওরা? কি লাভ তাতে? দাঙ্গা-হাঙ্গামা একদমই সহ্য করতে পারে না সে, এ-সব হলে প্লুটো ও বেলিয়ালও সাংঘাতিক ঘাবড়ে যায়। পাথরের ওপর থেকে হড়কে পানিতে নামল টিউরেলাস, বুক পর্যন্ত ডুবে গেল। প্লুটো ও বেলিয়াল ছুটে এসে নাক ঘষল তার গায়ে। ওদেরকে আদর করার সময় বিড়বিড় করছে সে।

কিছু একটা দিয়ে ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারলে মন্দ হয় না। একটা আইডিয়া ঢুকল টিউরেলাসের মাথায়। বে-র বাইরে থেকে এক ঘণ্টা ঘুরে আসতে পারে ওরা, টো করে নিয়ে যাবে মরা হাঙরটাকে। চারদিন আগে হারপুন দিয়ে ওটাকে মেরেছে সে, ইতিমধ্যে যথেষ্ট পচে গেছে। কাজটা পছন্দই হবে প্লুটো ও বেলিয়ালের। খেলার মত মজা হয়তো পাবে না, তবে অস্থিরতা খানিকটা কমবে।

প্লুটোকে দু'হাতে আলিঙ্গন করল টিউরেলাস, পানিতে গড়ান দিল একটা, তারপব উঠে এলো তীরে। তার হাঁটার পথটা ভিজে গেল পানিতে। একটা ছাউনি তৈরি করেছে সে, মরা হাঙর রাখার জন্যে, তা না হলে শকুনগুলো বড় বিরক্ত করে। সেই ছাউনির তলায় এসে দাঁড়াল। কাঠের একটা তক্তা সরিয়ে জোড়া হারনেস বের করল, সঙ্গে রশি রয়েছে—চল্লিশ ফুট লম্বা, মাঝখানে একটা হুক। হারনেস নিয়ে আবার পানির কিনারায় ফিরে এল সে। রশির মাঝখানটা নিজের পাশে কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় রেখে উবু হয়ে বসল টিউরেলাস, ডাকল বেলিয়ালকে। উল্লাসে অধীর, পানি থেকে শূন্যে লাফ দিল ডলফিনটা, ঝপাৎ করে পড়ল, তারপর আবার উদয় হলো, ব্যাকুল আগ্রহে মাথাটা উঁচু করে রেখেছে পানির ওপর। হারনেসটা পরিয়ে দিল টিউরেলাস। এরইমধ্যে হারনেস পরার জন্যে লাফালাফি শুরু করেছে প্লুটো।

'ধীরে, সোনা, ধীরে,' আদরমাখা গলায় বলল টিউরেলাস, দ্বিতীয় স্ট্র্যাপটা আটকে দিল। 'হয়েছে। এবার…' উঠে দাঁড়াল সে, মরা হাঙরটা আনতে যাবে। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, এই সময় কে যেন ডাকল তাকে।

'মি. টিউরেলাস। আপনি কি এদিকে?'

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সুজানি, পঞ্চাশ ফুট দূরে। তার দিকে হেঁটে আসছে। কুঁচকে উঠল টিউরেলাসের নাক। পকেট থেকে চিবানো একটা দেশলাইয়ের কাঠি বের করে ঠোঁটে গুঁজল সে, দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে। এই মহিলাকে পছন্দ করে না টিউরেলাস। বাড়ির কাউকেই পছন্দ করে না, শুধু বোধহয় একজনকে বাদে। তার নামটা যেন কি…হ্যাঁ, আশরাফ চৌধুরী। বেশ মজার লোক উনি। আর ওই মেয়েটাকেও তার ভাল লাগে। ভদ্র, শান্ত, মার্জিত। তবে কোথায় যেন চলে গেছেন তিনি।

'এই যে, মি. টিউরেলাস, আপনি এখানে।' খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল

সুজানি, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। টিউরেলাস দেখল, কুণ্ডলী পাকানো রশিটা পা দিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছে মহিলা, তবে কিছু বলল না। বাড়ির লোকজন তার কাজ একদমই বোঝে না। ইতিমধ্যে ওদের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। অভিযোগ করে কোন লাভ নেই, কারণ তাহলে হয়তো অটো বারনেন নামে অদ্ভুত লোকটা তাকে বিদায় করে দেবে—অর্থাৎ একা হয়ে যাবে প্লুটো ও বেলিয়াল। শুধু তাই না, ওরা মারাও যেতে পারে। অশুভ চিন্তাটা মাথায় আসতেই চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল তার।

আনাড়ি মহিলা হ্যান্ডব্যাগের ভেতরটা হাতড়াচ্ছে, কথা বলছে অনর্গল, 'মাগো মা, কি বিচ্ছিরী একটা রাত! একটা কাজে হাত দিয়ে যদি শান্তি পাই। কি করবি জানা আছে, একটা চুলও তো ছিঁড়তে পারবি না। তা, মি. টিউরেলাস, এদিকে সব ঠিক আছে তো?'

'তা আছে।' টিউরেলাস বলতে যাচ্ছিল প্লুটো ও বেলিয়াল ঘণ্টাখানেকের জন্যে বে-র বাইরে যাবে, কিন্তু মুখ খোলার আগেই হ্যান্ডব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল সুজানির হাত, পরমুহূর্তে বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সে। তীক্ষ্ণ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হলো।

টিউরেলাস টলছে। তাল সামলাবার চেষ্টা করছে সে, বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটল। এমনভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাল সুজানি যেন ভেঙচাচ্ছে, তারপর সাবধানে লক্ষ্যস্থির করে আবার গুলি করল। দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে খানিকটা ঘুরে গেল টিউরেলাস, ধীরে ধীরে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু। তারপর পানিতে পড়ে গেল সে। আলো খুব কম হলেও সুজানি পরিষ্কার দেখতে পেল, টিউরেলাসের ঠোঁটে এখনও গোঁজা রয়েছে দেশলাইয়ের কাঠিটা।

কিনারার কাছ থেকে তীরবেগে ছুটল প্লুটো ও বেলিয়াল, ওদের পিছনে তীব্র ঝাঁকি খেয়ে টান টান হলো রশিটা।

এগারো

ছাদ এখন এত গরম যে আতঙ্কবোধ করছে ওরা। বাড়ির পিছন ও সামনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের শিখা, তবে ধোঁয়া খুব কম। আগুনটা শুধু গোটা দৃশ্যটাকে আলোকিত করে তুলেছে।

টি আকৃতির একটা কোণে লুসিফারের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে আশরাফ। এখনও গ্যাসমাস্ক পরে রয়েছে লুসিফার। ইতিমধ্যে অবশ্য উবু হয়ে বসেছে সে, গরম সহ্য করতে পারেনি। হাঁটু দুটো দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে সে, নিচু করে আছে মাথা। আশরাফ দেখল, শক্তিশালী হাত দুটো কাঁপছে। কর্কশকণ্ঠে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল সে, 'কোন ভয় নেই, লুসিফার। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বেশি দেরি নেই।'

সব ঠিক হয়ে যাবে, নিজেকে ভেঙচাল আশরাফ। তবে এখানে থাকলে পুড়ে ছাই হব, আর নামতে চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে পটল তুলব। আল্লাহকে ডাকা

উচিত, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল সে। আল্লাহ, আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে আমাকে জানার সুযোগ দাও।

কোণ ঘুরে ক্রল করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল রানা ও সোহানাকে। টি আকৃতির লম্বা কাণ্ডটার শেষ মাথায়, অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিকে গিয়েছিল ওরা। ওদিকটায় পাহাড়ের ঢাল প্রায় খাড়া। কেন গিয়েছিল ওরা কে জানে।

'মাথা নিচু করো,' নির্দেশ দিল সোহানা। 'মাস্কটাও পরে নাও, আশরাফ।'

আশরাফ দেখল, রানা ও সোহানাও মাস্ক পরছে। টিয়ার গ্যাস বোমাগুলো আগেই সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল ওরা, ছোঁ দিয়ে সেগুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে দ্রুত ও ঘন ঘন। বাড়ির পিছনের অংশ ও পাহাড়ের গা বিরাট একটা পাঁচিল তৈরি করেছে, সেদিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ওগুলো।

মাস্ক পরা মুখ সোহানার কানের কাছে সরিয়ে এনে চিৎকার করল আশরাফ, 'আমরা কি এখন নিচে নামব?'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'না। প্রথমে ধোঁয়া তৈরি করব।' তারপর পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল আশরাফকে। পিছন ও ওপর দিকটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আশরাফ। সে জানে, রানা ও সোহানা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কারণটা জানে না। হাত তুলে যেদিকটা দেখাল সোহানা, সেদিকে দেখার মত কিছুই নেই, শুধু ইস্পাতের একটা লম্বা কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড পানির ট্যাঙ্ক···

পানির ট্যাঙ্ক!

কয়েক ঘণ্টা হলো চোখ ছিল শুধু নিচের দিকে, ট্যাঙ্কটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। পানি···মনে পড়তেই শুকনো গলা জ্বালা করে উঠল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ তেমন জোরাল হলো না দেখে বিস্ময়বোধ করল আশরাফ। ইস্পাতের কাঠামো নুয়ে পড়ল রাজকীয় ভঙ্গিতে, সামনের পায়া দুটো এমনভাবে ভাঁজ হয়ে গেল যেন কুর্নিশ করতে যাচ্ছে। তারপর খসে পড়ল ট্যাঙ্ক, স্নায়ুবিদারক ঝাঁকি দিল ছাদে। যেখানটায় বাল্কহেড ছিল ঠিক সেখানটাতেই, যেন খাপে খাপে পড়ল ওটা। আবর্জনা ও আশপাশের সীসা ভেদ করে ঢুকে গেল ভেতরে, কয়লা হয়ে যাওয়া কাঠ ও প্লাস্টার চুরমার করে দিয়ে। পানির একটা স্রোত ছুটে এল ছাদের ওপর দিয়ে, কড়াইয়ে মাছ ভাজার মত চচ্চড় শব্দ উঠল, কিছু বাষ্পও উঠল। নিচু পাঁচিলে ধাক্কা খেল স্রোতটা, ফিরে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগভীর হচ্ছে দ্রুত।

দু'হাতে গরম পানি নিয়ে চোখমুখ আর ঘাড় ভেজাল আশরাফ। দ্রুত কমে যাচ্ছে পানি; বাষ্প হয়ে তো উড়ছেই, পিছনের নালি দিয়ে বেরিয়েও যাচ্ছে। তবে ট্যাঙ্কের বেশিরভাগ পানি, প্রায় পাঁচশো গ্যালন, বাল্কহেড দিয়ে নেমে গেছে নিচের আগুনে।

মাস্কের পিছন থেকে চিৎকার করে কি যেন বলল রানা। শুধু একটা শব্দ ধরতে পারল আশরাফ। নিজের চারদিকে তাকাল সে। জানালাগুলো থেকে এখন ঘন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, মেঘের মত উড়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টিসীমা কমে গেল, এক দেড় গজের ওদিকে কি আছে

দেখতে পাচ্ছে না সে।

'চলো!' শক্ত একটা হাত আশরাফের কব্জি চেপে ধরে টান দিল। পাঁচিলের কাছে এসে হাতড়াতে শুরু করল সে, তারপর পেয়ে গেল রশির মইটা। এরইমধ্যে সেটা নিচে নামিয়ে দিয়েছে সোহানা। পাঁচিল টপকাল আশরাফ, পা দিয়ে মইয়ের একটা ধাপ খুঁজে নিল, তারপর নামতে শুরু করল।

অর্ধেকটা নেমে আসার পর ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। এআর-ফিফটিনটা সঙ্গে নিতে বলেছিল সোহানা, ভুলে গেছে সে। এখন আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। সে অনুভব করতে পারছে তার ওপর মইয়ে সোহানা বা রানা রয়েছে। নিজেকে তিরস্কার করল আশরাফ, আবার নামতে শুরু করল। মইটা ফেলা হয়েছে বাড়ির উত্তর কোণের দেয়ালের গায়ে, এদিকে কোন জানালা না থাকায় আগুন ওদের নাগাল পাবে না। হারানো শক্তি ফিরে পাবার জন্যে এখনও চেষ্টা করছে শিখাগুলো।

আশরাফের পা মাটি স্পর্শ করল। তাকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। কয়েক সেকেন্ড পর আবার একটা শক্ত হাত তার কব্জি চেপে ধরল। প্রথমে মনে হলো রানার হাত, তারপর অনুভব করল সোহানার। দস্যি মেয়ে, মুঠোটা লোহার মত শক্ত। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে। কিন্তু রানা আর লুসিফার কোথায়? ওদের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল না কি?

পাহাড়টার নিচের পাথুরে মুখের কাছে চলে এসেছে ওরা, মুক্ত হাতটায় স্পর্শ পাচ্ছে আশরাফ। সামান্য হালকা হয়েছে ধোঁয়া। টান দিয়ে ওকে শুইয়ে দিল সোহানা, ক্রল করে এগোল ওরা।

দমকা বাতাসে উড়ে গেল ধোঁয়া, সোহানার ধাক্কা খেয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল আশরাফের মাথা। গ্যাসমাস্কের ভেতর দিকটা ভেজা ভেজা হয়ে উঠেছে, তবু সামনের মোরো লোকটাকে স্পষ্টই দেখতে পেল সে। কোমর ভাঁজ করে, সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে ভারী একটা রিভলভার, নাক ও মুখে একটা রুমাল জড়ানো। নিজেকে আশ্বাস দিল আশরাফ, বাতাসে এখনও প্রচুর পরিমাণে টিয়ার গ্যাস আছে, ফলে লোকটা তার সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এই সময় গর্জে উঠল তার হাতের রিভলভার। পাথরে লাগল গুলিটা, আশরাফের মাথা থেকে ফুটখানেক দূরে। পাথরের ছোট একটা টুকরো আঘাত করল কপালের পাশে, তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল সে। পরমুহূর্তে পুড়ে গেল লোকটা, অদ্ভুতভাবে মোচড় খেল শরীরটা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

টান দিয়ে তোলা হলো আশরাফকে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। থামল সোহানা, ঝুঁকল, লোকটার গলা থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল একটা ছুরি, তারপর কুড়িয়ে নিল ওয়েবলি রিভলভারটা।

দু'মিনিট পর, শুকনো একটা নালার ভেতর দিয়ে হাঁটছে ওরা। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে নালাটা সাগরের দিকে। থামল সোহানা, মাস্কের ভেতর একটা আঙুল ঢোকাল, সাবধানে স্বাদ নিল বাতাসের। মাস্কটা খুলে ফেলে বলল, 'এদিক গ্যাস নেই। বাতাস উল্টোদিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।'

স্বস্তিবোধ করল আশরাফ, মাস্কটা খুলে ফেলল। পাথরের টুকরো আঘাত করায় তার কপালের পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কর্কশ, শুকনো ঘাসে ছুরির ফলাটা

মুছল সোহানা। মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্কেত দিল, তারপর সামনে বাড়ল আবার। ওকে অনুসরণ করল আশরাফ।

সাগরের কাছেই হঠাৎ শেষ হয়েছে জঙ্গলটা, তবে জঙ্গল থেকে তখুনি বেরুলো না ওরা, জঙ্গলের ভেতর দিকের কিনারায় থাকল। সিকি মাইল এগোবার পর গাছপালা কমে গেল, এদিকটায় শুধু ঝোপ। তারপর ঝোপ-ঝাড়ের সংখ্যাও কমে এল। এরপর শুধু পাথর। লম্বা ও খাড়া রিজটার বাইরের দিকে চলে এসেছে ওরা, এই রিজটাই বে-র দক্ষিণ বাহু তৈরি করেছে।

পিছন দিকে তাকাল আশরাফ। বাড়িটাকে আড়াল করে রেখেছে রিজ, তবে একসঙ্গে নৃত্যরত আগুনের শিখাগুলোকে দেখতে পেল, যেন প্রকাণ্ড একটা মশাল জ্বলছে ওদিকে, অন্ধকারকে পিছু হটিয়ে দিয়ে। ধোঁয়া এখন বলতে গেলে নেই-ই। অবশিষ্ট পানিটুকুও খেয়ে ফেলেছে আগুন।

এগিয়ে চলেছে সোহানা, রিজ-এর নিচু ঢাল ছেড়ে ওপরে উঠছে না। দুশো গজ এগোবার পর ঘুরে একটা ফাটলে ঢুকল, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে চূড়ার দিক। দৃঢ় পায়ে এগোল ও, যেন পথটা ওর চেনা। চূড়া থেকে ছ'ফুট নিচে পৌঁছে শুয়ে পড়ল, এখান থেকে উঠতে শুরু করল ক্রল করে। দেখাদেখি আশরাফও। দশ সেকেন্ড পর রিজ-এর চূড়ায় অগভীর একটা গর্তে পৌঁছুল ওরা, ওদের সামনে বিছিয়ে রয়েছে বে।

জ্বলন্ত বাড়িটায় চোখ পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল আশরাফের। দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়বে এবার। তার ডান দিকে বে-র বাঁক, জ্বলন্ত চিতা ওখান থেকে অনেকটা দূরে। সরাসরি সামনে, দূর প্রান্তে, বে-র উত্তর বাহু; ডলফিন খাঁড়িটা ওটার সামনে আড়ালে পড়ে আছে। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, ঢালের নিচে, কাঠের ল্যান্ডিং স্টেজটাকে দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে সরু একটা পথ, চলে গেছে মোরোদের ক্যাম্প ও বাড়িটার দিকে।

মোরোদের একটা বোট দাউদাউ করে জ্বলছে, নোঙর ছিঁড়ে সরে গেছে ল্যান্ডিং স্টেজের কাছ থেকে। পুরুষ ও মেয়েলোক মিলে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন হবে, মরিয়া হয়ে এক বোট থেকে আরেক বোটে লাফ দিচ্ছে, পৌঁছুতে চাইছে লঞ্চ দুটোয়। ওগুলোয় আগুন যদি লেগেও থাকে, ইতিমধ্যে তা নিভে গেছে।

উপুড় হয়ে শুলো সোহানা, গর্তের কিনারায় গুলতি আকৃতির ফাঁকে চোখ রেখে দৃশ্যগুলো দেখছে। 'ঠিক আছে,' বলল ও, গলায় সন্তুষ্টির ভাব। এখন আমরা অপেক্ষা করব, দেখা যাক কি ঘটে। আশরাফ, রাইফেলটা এবার দাও দেখি।'

মুখে বাহু ঘষে ঘাম মুছল আশরাফ, বিড়বিড় করে বলল, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, সোহানা। রাইফেলটা আমি নিয়ে আসতে ভুলে গেছি।'

সোহানা তাকাল না, হঠাৎ কিছু বললও না, চুপচাপ শুয়ে তাকিয়ে আছে ঢালের নিচে। কয়েক মুহূর্ত পর শুধু বলল, 'কি আর করা যাবে, ভুল তো হতেই পারে। তবে রানা যদি জানতে পারে, তোমার হয়তো ছদ্মবেশ দরকার হবে।' হাসছে ও।

'ওটা কি খুবই দরকার ছিল?' জানতে চাইল আশরাফ। 'মানে বলতে চাইছি এখানে তো আমরা বেশ নিরাপদেই আছি বলে মনে হচ্ছে।'

'নিরাপদ আছি, হ্যাঁ। তবে শুধু নিরাপত্তার জন্যে এখানে আমাকে পাঠায়নি রানা। বোটগুলোর দিকে এই পথ দিয়েই সম্ভবত যাবে অটো বারনেন। বাকি

সবাইও, যদি এখনও তারা বেঁচে থাকে। রাইফেলটা আমাকে রাখতে বলেছিল রানা, নিরাপদ আড়াল থেকে ওদেরকে যাতে গুলি করতে পারি।'

'তাহলে তো অনেক বড় ক্ষতিই করে ফেলেছি। আচ্ছা, মোরো লোকটার কাছ থেকে যে পিস্তলটা পেলে, ওটা দিয়ে কাজ হবে না?'

'হবে, তবে খানিকটা ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য অটো বারনেন। সে আসছে দেখলে এখন আমাকে ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে যেতে হবে, পিস্তলের নাগালে পাবার জন্যে। রীড কোয়েনকেও বাঁচিয়ে রাখতে চাই না, দু'জনকে যদি একসঙ্গে পাই। ওরা মারা গেলে মোরোরা আমাদের ওপর হামলা করবে বলে মনে হয় না। অন্তত আশা করতে দোষ কি।'

হাতের উল্টাপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল আশরাফ। সোহানার বিপদ বাড়িয়ে তুলেছে সে। 'আমাদের কাছে এক-আধটা গ্রেনেড নেই, সোহানা?'

'আর দুটো মাত্র ছিল, রানা নিয়ে গেছে। ওগুলো ওরই বেশি দরকার।'

মাথাটা ঝাঁকাল আশরাফ, যেন পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। 'ঠিকমত চিন্তা করতে পারছি না। রানা এখন কোথায়? আর লুসিফার?'

'রানা গেছে আরেকদিকে, ডলফিন পুল-এ, টিউরেলাসকে খুঁজতে।'

'টিউরেলাসকে খুঁজতে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল আশরাফ। 'কিন্তু টিউরেলাস তো ভালমানুষ! এমনকি এখানে কি ঘটছে তা-ও সে জানে না! ডলফিন ছাড়া আর কিছু বোঝে না লোকটা!'

'জানি। রানা তাকে উদ্ধার করতে চাইছে। ওর ধারণা, অটো বারনেন ডলফিন পুলে যাবে টিউরেলাসকে খুন করার জন্যে, কারণ কেটে পড়ার আগে কোন সাক্ষী-প্রমাণ রাখতে চাইবে না সে।'

'আজ তাহলে অটো বারনেনের রক্ষা নেই। ওদিকে গেলে রানা পাবে, এদিকে এলে তুমি। কিন্তু লুসিফার? সে কোথায়?'

'ছাদ থেকে মই বেয়ে নামার সময় একটা শর্ত দেয় লুসিফার। প্রধান ভৃত্য আসমোডিয়াসের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে তাকে, তা না হলে ছাদ থেকে নামবে না। আমি যখন রানার সঙ্গে পরামর্শ করছিলাম তখন সে শুনে ফেলে অটো বারনেন টিউরেলাসকে মারার জন্যে ডলফিন পুলে যেতে পারে। লুসিফার জেদ ধরল, সে-ও ডলফিন পুলে যাবে। রানা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

'পাগলটাকে রানা সামলাতে পারলে হয়!'

খানিকটা হাঁপিয়ে গেছে অটো বারনেন। অন্ধকারের ভেতর পাথুরে জমিনের ওপর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার, ব্যথা করছে পা দুটো। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে হাতের সুটকেসটা যেন আরও বেশি ভারী লাগছে। পাশেই রয়েছে রীড কোয়েন, তার বগলের নিচে হোলস্টারে রয়েছে কোল্ট কমান্ডার। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে সে।

'এটা খুবই খারাপ যে মিস সোহানা ও মি. রানা মারা গেলেন কিনা জানা গেল না,' বলল অটো বারনেন, হাঁপাচ্ছে। 'খুবই খারাপ, মি. রীড কোয়েন। আমি সাংঘাতিক অসন্তুষ্ট বোধ করছি।'

'কারও কিছু করার নেই,' ঠাণ্ডা সুর রীড কোয়েনের, খানিকটা তাচ্ছিল্য বা বেপরোয়া ভাবও যেন আছে। 'আপনাকে মেনে নিতে হবে। টাংকিকে বলেছি, সে তার নিজের লোকজনকে জড়ো করে বোটে উঠে পড়ুক। আহত যারা হাঁটতে পারে তাদেরকে সঙ্গে নেবে, যারা হাঁটতে পারবে না তাদেরকে মেরে রেখে যাবে—যাতে কোন সাক্ষী না থাকে।'

কথা বলার চেষ্টা করল অটো বারনেন, কিন্তু রীড কোয়েন থামছে না।

'মিস সোহানা ও তার বন্ধুরা যদি মারা গিয়ে থাকেন, খুবই ভাল কথা। কিন্তু যদি পালিয়ে গিয়ে থাকেন, ঘেরাও করতে কয়েকটা দিন লেগে যাবে। অত সময় আমাদের হাতে নেই। কাজেই যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায় ততই ভাল।'

দাঁড়িয়ে পড়ল অটো বারনেন, সুটকেসটা নামাল। তীক্ষ্ণ, সরু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'এ-সব সিদ্ধান্ত আপনি আমার নির্দেশ ছাড়াই নিয়ে ফেললেন, মি. কোয়েন?'

'হ্যাঁ, আপনার নির্দেশ ছাড়াই। এটা আমার লাইনের কাজ, কাজেই নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছুনো পর্যন্ত আপনি আমার কথায় চলবেন। তারপর আবার আমি আপনার নির্দেশ মানব।' ভারী কোল্টটা চোখের পলকে রীড কোয়েনের হাতে বেরিয়ে এল। অটো বারনেন তাকে এমনকি নড়তেও দেখেনি। কালো গোল মাজলটা ভীতিকর লাগল তার।

'আপনার অস্ত্রটা আমার পকেটে রাখব, মি. বারনেন। আপনার দ্বারা একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'সত্যি আপনি দেখছি, মি. কোয়েন…'

'কোন তর্ক নয়, কেমন? আপনি সব কিছু নিখুঁত করতে চান, একটু বেশি নিখুঁত করে ফেলাটাও আপনার দ্বারা সম্ভব।' হাত বাড়াল রীড কোয়েন, অটো বারনেনের পকেট থেকে ব্রাউনিংটা বের করে নিল। সেফটি ক্যাচ চেক করল, তারপর গুঁজে রাখল স্ল্যাকস-এর ওয়েস্ট ব্যান্ডে। 'হতাশ হবেন না, মি. বারনেন। আপনার আছে ব্রেন, আর আমার আছে কনট্যাক্ট। এখনও আমরা চমৎকার একটা টিম। এখন আমি চাই না আপনি কোন ভুল করে ফেলেন।'

ধীরে ধীরে সুটকেসটা তুলে নিল অটো বারনেন। সে লক্ষ করল, কোল্ট কমান্ডারটা আবার হোলস্টারে রেখে দিল রীড কোয়েন। মনে মনে ভাবছে, ভাগ্য ভাল যে সুজানির কাছে একটা রিভলভার আছে। আশা করা যায়, সে বলা মাত্র গুলি করবে সুজানি, দ্বিধায় ভুগবে না। না, বিপদটা বুঝতে পারলে অবশ্যই দ্বিধা করবে না সুজানি। খুবই বিশ্বস্ত সে…

চওড়া একটা পাথরের খাঁজে ঘাসগুলোয় পচন ধরেছে, কালচে সবুজ চাদরের মত লাগছে দেখতে, সেটার ওপর শুয়ে রয়েছে লুসিফার। তার মাটির শরীরে ব্যথা, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। খুবই খুশির কথা, নতুন ভৃত্য মাসুদ রানা একটা বোতল থেকে তরল পদার্থ ঢেলে রুমালটা ভিজিয়ে নিয়েছে, তারপর সেই ভিজে রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে তার মুখ। ওর সেবাপরায়ণতা পরীক্ষা করার জন্যেই গ্যাসমাস্কটা খুলতে বাধা দেয়নি সে।

চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকাল লুসিফার। বিদ্রোহ দমনের যুদ্ধটা প্রায় শেষ হতে চলেছে। রানা তাকে তাই বলল। ভিতটা যদিও নড়ে গেছে, তবু এখনও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে নরক। শত্রুরা ব্যর্থ হয়েছে। ফলাফল অন্যরকম হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবে যুদ্ধটা তার প্রায় সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। মানসিক সব ক্ষমতা এক করে বিশেষ একটা দিকে ঢেলে দিতে হয়েছে তাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোহানা ও অন্যান্য ভৃত্য যারা তার পক্ষে লড়ছে তাদের শক্তি যোগাবার জন্যে।

এই মুহূর্তে তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা, কালি মাখা ভূত একটা। রানার কপালে এক টুকরো প্লাস্টার দেখে লুসিফার বলল, 'ক্ষতটা আমি শিগ্‌গিরই সারিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।' লুসিফারের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'শুনুন, লুসিফার। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এটাই আপনার জায়গা। কেন বুঝতে পারছেন তো?'

'এখানে আমি বিশ্রাম নেব আর মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করব যাতে শত্রুপক্ষের পরাজয়টা চূড়ান্ত হয়,' রানার শেখানো কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল লুসিফার।

'হ্যাঁ।' নিতম্ব থেকে পানির বোতলটা নামাল রানা। আর মাত্র একটা গ্রেনেড আছে ওর কাছে, প্রথমটা কাজে লেগেছে বাড়ি থেকে এদিকে আসার পথটা পরিষ্কার করতে। শেষ পাঁচ মিনিট গাছপালার ভেতর দিয়ে হেঁটে এসেছে ওরা, এখন ফাঁকা জায়গায় রয়েছে, চারদিকে কোথাও মোরোদের দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা ফাঁকা হলেও, পাথরের খাঁজে শুয়ে থাকলে লুসিফারকে কেউ দেখতে পাবে না।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ফুলকি দিয়ে তৈরি বিশাল একটা মোচড়রত স্তম্ভকে সগর্জনে আকাশের দিকে খাড়া হতে দেখেছে রানা, বাড়িটা ধরাশায়ী হবার সময়। মোরোরা এখন আহতদের খোঁজ করবে, তারপর ছুটে যাবে বোটগুলোর দিকে। অটো বারনেন আর তার সহকারীরাও তাই যাবে। সম্ভবত। অবশ্য যদি তারা টিউরেলাসের কথা ভুলে গিয়ে থাকে। তবে সোহানা ওদের পথের পাশে অপেক্ষা করছে।

দাঁড়াল রানা। ওর এআর-ফিফটিন, নতুন ম্যাগাজিন সহ, বাম হাতে রয়েছে। ডান হাত দিয়ে কোল্ট ৩২-টা হোলস্টারে ভরল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে লুসিফার। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, আলোর ক্ষীণ আভা দেখা যাচ্ছে পুবাকাশে। নিঃশব্দে পা ফেলে খাঁড়িটার দিকে এগোল রানা। দু'মিনিট পর এসে দাঁড়াল লম্বা, অকৃত্রিম পুলটার ভেতর দিকের প্রান্তে। ডলফিনগুলো সাঁতরাচ্ছে। ওগুলো কাছে আসার শব্দ পেল ও। তারপর ঘুরে গিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করল, কে কার আগে দূর প্রান্তের নেট-এর কাছে পৌঁছুতে পারে। খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবার পথে নেটটা একটা বাধা।

খাঁড়িটা ক্রমশ বাঁকা হয়ে গেছে, কিনারা ধরে নিঃশব্দে এগোল রানা। এখন ও দেখতে পাচ্ছে ডলফিনগুলো পানির ওপর মুখ তুলছে, তারপর আবার ডুব দিচ্ছে। ওর মনে হলো, কি যেন একটা টো করে আনছে তারা।

টিউরেলাসকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে তার ছোট্ট কুঁড়ের দিকে হাঁটছে রানা। খোলা দরজার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। কুঁড়েটা খালি।

আবার খোলা পুলের দিকে ফিরল রানা। ও-ও ফিরল, কুঁড়ের অপর দিক থেকে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এল দুটো মূর্তি। অটো বারনেনের গলা ঢুকল রানার কানে।

'সত্যি আমি বুঝতে পারছি না কোথায় যেতে পারে সুজানি…'

চরকির মত আধপাক বাম দিকে ঘুরল রানা। পনেরো ফুট দূরে, ওর দিকে মুখ করে রয়েছে অটো বারনেন। ওর হাতের রাইফেল পথের দিকে তাক করা, কোন কাজেই আসবে না। চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না, এত দ্রুত নড়ে উঠল রীড কোয়েনের হাত। কোল্ট কমান্ডার বের হয়ে আসছে হোলস্টার থেকে।

মনে হলো বের করেই কোল্ট কমান্ডারটা ফেলে দিল রীড কোয়েন। লেদার হোলস্টার থেকে রানার নিজের রিভলভারও বেরিয়ে এসেছে, ও গুলি করেছে নিতম্ব থেকে। '৩২ গুলি সরাসরি ঢুকে গেছে রীড কোয়েনের হৃৎপিণ্ডে। অটো বারনেন রানার উপস্থিতি ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

শক্ত-সমর্থ, পেশীবহুল শরীরটাকে সশব্দে পাথুরে জমিনের ওপর পড়তে দেখল রানা। হাতের রিভলভার এক ইঞ্চি ঘুরল, স্থির হলো অটো বারনেনের দিকে। ইঙ্গিতে নিজের খালি হাতটা দেখাল অটো বারনেন, তীক্ষ্ণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'আমি সুজানিকে খুঁজছি। আপনি তাকে দেখেছেন? এখানেই তার থাকার কথা। ব্যাপারটা সত্যিই অস্বাভাবিক…'

কি যেন নড়ে উঠল পানিতে। রানার হাতে রিভলভারটা বিদ্যুৎবেগে ঘুরল, তবে গুলি করল না। কিনারার দিকে এগিয়ে আসছে ডলফিনগুলো। ওগুলোর গাঢ়, ঢেউ খেলানো আকৃতি মোচড় খাচ্ছে, পানি ছিটাচ্ছে চারদিকে।

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, হারনেস দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ওগুলো, কি যেন একটা টো করে আনছে…মোটাসোটা একটা পা, মোজায় ঢাকা, আকৃতিবিহীন কাপড়ের পোটলার ভেতর হারিয়ে গেল। পা-টা সুজানির, রশির একটা ফাঁস শক্তভাবে জড়িয়ে রয়েছে গোড়ালির সঙ্গে। তার পরনের কাপড় মুহূর্তের জন্যে ফুলে উঠল, বেরিয়ে পড়ল মোমের মত সাদাটে মুখ আর বাতাস লাগা পতাকার মত ঢেউ খেলানো লম্বা চুল।

আর্তনাদ করে উঠল অটো বারনেন, ঘোড়ার ডাকের মত চিঁহি-চিঁহি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। আলোড়িত হলো পানি, ডলফিনগুলো ঘুরছে। আবার টান পড়ল রশিতে, ডলফিনদের পিছু পিছু সবেগে ছুটল সুজানি।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে অটো বারনেন। 'সুজানি…!' তার গলায় অবিশ্বাস।

কোল্টটা কক করল রানা, খুন করবে তাকে। ওর পিছনে একটা শব্দ হলো, শরীর বাঁকা করে পিছন ফিরল ও, সরে গেল এক পাশে, ট্রিগারে শেষ চাপটা দিতে আর মাত্র এক মিলিসিকেন্ড বাকি।

লুসিফার।

চোখাচোখি হতে মিষ্টি করে হাসল সে, তারপর রানাকে ছাড়িয়ে সামনে দাঁড়ানো অটো বারনেনের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি, হাঁটার গতি কমল না। এখন আর গুলি করা সম্ভব নয়, লুসিফারের গায়ে লেগে যেতে পারে। ডাকল রানা, মনে হলো ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না লুসিফার। চেষ্টা করলে তাকে পাশ কাটিয়ে

এগিয়ে যেতে পারে রানা, কিন্তু অদ্ভুত একটা অনুভূতি ঠেকিয়ে রাখল ওকে।

ধীরে ধীরে একটা হাত লম্বা করল লুসিফার। তার শক্তিশালী হাতটা চেপে ধরল অটো বারনেনের সরু গলা। পালাবার বা ধস্তাধস্তি করার কোন চেষ্টাই করল না অটো বারনেন।

'তোমার জন্যে আমি একটা নতুন নরক তৈরি করেছি, আসমোডিয়াস,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল লুসিফার। 'তোমার জন্যে নতুন একটা নরক···এবং এখন তোমাকে আমি সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, চিরকালের জন্যে।'

সামান্য একটু ঝুঁকল লুসিফার, মুক্ত হাতটা দিয়ে অটো বারনেনের হাড়সর্বস্ব উরু আঁকড়ে ধরল, তারপর হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে নিল মাথার ওপর। 'চিরকালের জন্যে,' আবার বলল সে।

চিঁচিঁ করছে অটো বারনেন, হাত ও পা ছুঁড়ছে। হাসিমুখে তাকে নিজের পায়ের কাছে পাথরের ওপর আছাড় মারল লুসিফার।

ঢালের ওপর থেকে বে-র দিকে তাকাল সোহানা। খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল বোটগুলো; একটা বড় লঞ্চ, দুটো ছোট বোট। তৈরি হবার পর প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করছে ওগুলো, সম্ভবত অটো বারনেনের জন্যে। বোঝা গেল, টাংকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর দেরি করতে রাজি নয় সে।

অটো বারনেন বা তার সঙ্গী-সাথীরা কেউই এদিকে আসছে না। টাংকিকে মেরে ফেলার কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করছে সোহানা, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঝুঁকি না নেয়ার। রানার হয়তো ওকে আরও অনেক গরুত্বপূর্ণ কাজে দরকার হতে পারে। মিনিট দশেক আগে গুলির একটা শব্দ হয়েছে।

'তোমার ধারণা ওটা রানার অস্ত্র?' জানতে চাইল আশরাফ, এবার নিয়ে তৃতীয়বার।

'শুনে তাই মনে হয়েছে আমার,' বলল সোহানা, ধৈর্য হারায়নি। 'তাছাড়া, আমার জানামতে মোরোদের কাছে '৩২-এর মত ছোট কোন অস্ত্র নেই।'

পাহাড়চূড়ার মাথায় ভোরের ক্ষীণ আলো। পোড়া বাড়িটার লালচে আভা আগের চেয়ে একটু যেন ম্লান হয়ে এসেছে। 'গগলের জাহাজ আসার সময় হয়েছে,' বলল সোহানা।

'তার আগে পর্যন্ত কি করব আমরা?'

'অপেক্ষা।'

'কিন্তু অটো বারনেন ও তার লোকজন রানাকে বিপদে ফেলতে পারে।'

'তা ফেললে আমরা শুনতে পাব।'

'আমাদের উচিত নয় ওকে সাহায্য করতে যাওয়া?'

'না। আলো না ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। অটো বারনেন বা তার লোকজন কেউ যদি বেঁচে থাকে, তারা হয়তো আমাদের জন্যে কোথাও ওত পেতে বসে আছে। পরিস্থিতি বুঝতে না পারা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছি না। আমার জায়গায় রানা হলেও ঠিক তাই করত।'

'তুমি কি করে জানো রানা হলে···।'

তর্কটা বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলল, তারপর ভোরের প্রথম আলোয় রানা ও লুসিফারকে দেখতে পেল ওরা—চার শো গজ দূরে, বে যেখানে কোণ সৃষ্টি করেছে, পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় সাদা বালির ওপর। আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল আশরাফের।

নিঃশব্দে হাসল সোহানা, সামান্য একটু সামনে বাড়ল, তারপর হাতটা তুলে বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করল বাতাসে। এক কি দু'মুহূর্ত পর সাড়া দিল রানা। আশরাফ বুঝল, রানা সঙ্কেত দিচ্ছে।

'অটো বারনেন মারা গেছে,' বলল সোহানা। 'মারা গেছে রীড কোয়েন ও সুজানিও।'

'তারমানে ব্যস্ত ছিল রানা।'

'এডগার হোল্ডিংকে কোথাও দেখেনি ও, তবে বলছে কোন চিন্তা নেই।'

'ঠিকই বলছে,' সমর্থন করল আশরাফ। 'ডা. হোল্ডিং যদি বেঁচেও থাকে, নিধিরাম সর্দার হবার কোন খায়েশ তার হবে না। চেষ্টা করবে আপোস করার।'

আশরাফকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সোহানা। ল্যান্ডিং স্টেজটাকে পাশ কাটাবার সময় পিছন দিকে একবার তাকাল ও, দেখাদেখি আশরাফও। বে-র চোয়াল থেকে আধ মাইল দূরে সাদা একটা কার্গো বোটকে দেখা গেল, অলস ভঙ্গিতে স্থির হচ্ছে, এরই মধ্যে পানিতে নামার জন্যে ছোট দুটো লঞ্চকে তোলা হয়েছে ডেভিট-এ।

'ইনি ড. অ্যাশটন, আপনার ব্যক্তিগত সচিব, লুসিফার,' বলল আশরাফ। 'উনি আপনাকে জাহাজে নিয়ে যাবার জন্যে একটা বোট রেডি রেখেছেন।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল লুসিফার। তার নড়াচড়ায় আড়ষ্ট ভাব, গতি মন্থর—আরেকটা ইঞ্জেকশন দেয়ার ফল।

'আগামী কয়েকটা শতাব্দী গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে আপনাকে,' বলে চলেছে আশরাফ, তার ক্লান্ত মাথা কোনরকমে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছে। 'এই বিরাট যুদ্ধের পর নরককে আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের সামনেও অনেক কাজ, সারা দুনিয়া জুড়ে—ওপরের স্তরে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু…,' লুসিফারের গলা অত্যন্ত ভারী, '…কিন্তু সোহানা…'

'আপনি তাকে অমরত্ব এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দান করার পর, সবার চেয়ে ওর কাজ অনেক বেড়ে গেছে। তবে সন্দেহ নেই আবার তাকে আপনি কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই দেখতে পাবেন।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল লুসিফার। 'অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত আমি। তাকে বলে দিয়ো, আমি তার পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি। তার বুদ্ধির ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। আরও বলে দিয়ো, তার ভাল-মন্দের ওপর আমার কড়া নজর থাকবে।'

কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালালেন ডা. অ্যাশটন, আশরাফের দিকে তাকাতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। লুসিফারের বাহু ধরে তাকে পাহাড়ীপথের দিকে হাঁটতে সাহায্য করলেন ডাক্তার ভদ্রলোক।

আড়মোড়া ভাঙল আশরাফ, হাই তুলল, তারপর পাথুরে জমিনের ওপর বসল। ডাক্তার অ্যাশটন ও লুসিফারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভিনসেন্ট গগল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'জেসাস…'

'জানি কি বলতে চান,' ম্লান হেসে বলল আশরাফ। 'ব্যাপারটা ক্লান্তিকর। শুনুন, মি. ভিনসেন্ট গগল, আপনার লঞ্চগুলো ল্যান্ডিং স্টেজে ভেড়ার পর থেকে ভয়ালদর্শন কিছু সশস্ত্র লোক গোটা এলাকা চষে ফেলছে। আপনি যদি ইন্সপেকশনে বেরোন, দয়া করে তাদের বলে দেবেন কি যে রানা ও সোহানার দলে আছি আমি? এত কিছুর পর এখন গুলি খেতে আমি মোটেই ইচ্ছুক নই।'

'ওরা আপনাকে গুলি করবে না, মি. চৌধুরী।' বাঙালী যুবককে খুঁটিয়ে দেখল গগল। 'আপনাকে সাংঘাতিক বিধ্বস্ত লাগছে। আপনার জন্যে কিছু আনতে হলে বলুন।'

'কিছুই আনতে হবে না, কারণ আপনার নিতম্বের কাছে একটা ফ্লাস্ক দেখতে পাচ্ছি।'

হেসে উঠে ফ্লাস্কটা আশরাফের হাতে ধরিয়ে দিল গগল।

এক ঢোক ব্র্যান্ডি খেয়ে বার দুয়েক কাশল আশরাফ, তারপর বলল, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিল রাতটা।' ফ্লাস্কটা ফিরিয়ে দিল সে।

'কোন সন্দেহ নেই। একদিন, সময় করে, পুরো গল্পটা আপনার মুখে শুনব আমি। রানা বা মিস সোহানা গল্প বলিয়ে হিসেবে একদম বাজে।'

'নিজেদের কথা তো, বোর ফিল করে। চলুন না দেখে আসি কি করছে ওরা।'

নিচু রিজ বরাবর, যেখান থেকে ঢাল হয়ে নেমে গেছে জমিন, মোরোদের লাশ পড়ে রয়েছে চারটে। 'সবগুলো আমার কাজ,' বলল আশরাফ। 'ওই ওপর থেকে গুলি করেছিলাম, এক সময় ওখানে একটা ছাদ ছিল—রাইফেলের নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গগল। 'আপনার হাত তো ভারি চমৎকার!'

'সে-সময় একটু উদভ্রান্ত ছিলাম আমি, বলা যায়। সোহানা বলেছে, এ কাজ আমার দ্বারা দ্বিতীয়বার দশ লক্ষ বছরেও আর সম্ভব হবে না। আমিও চাই কাছাকাছি ওই সময়েই আরেকটা সুযোগ সৃষ্টি হোক।'

খাঁড়ির কাছে পৌঁছুল ওরা। মসৃণ একটা পাথরের ওপর চারটে লাশ সাজানো রয়েছে পাশাপাশি। সবাইকে চিনতে পারল আশরাফ— টিউরেলাস, সুজানি, অটো বারনেন ও রীড কোয়েন। 'বর্ণনার প্রতিটি খুঁটিনাটি হয়তো মিলবে না, তবে এখানে ঠিক কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছি আমি। পেত্নীটা এখানে এসে খুন করেছে টিউরেলাসকে,' ইঙ্গিতে সুজানি ও টিউরেলাসকে দেখাল সে। 'আর সুজানির পায়ে নিশ্চয়ই ডলফিনগুলোর টোইং লাইন জড়িয়ে গিয়েছিল। ওরা তাকে পানিতে টেনে নেয়। অটো বারনেনের মৃত্যুটা হয়েছে নাটকীয়, আমি বলব। চেহারা কেমন ভর্তা মেরে গেছে, লক্ষ করেছেন? মাথার ওপর তুলে নির্ঘাৎ ওকে আছাড় মেরেছে লুসিফার। আর রীড কোয়েনের ব্যাপারটা হলো, যেভাবেই হোক খেপিয়ে দিয়েছিল অটো বারনেনকে, মাসুল দিয়েছে বুকে গুলি খেয়ে। কিন্তু ওরা গেল কোথায়…রানা আর সোহানা?'

'মিস সোহানা ওদিকে···।' পুল-এর খোলা প্রান্তটার দিকে ইঙ্গিত করল গগল। জালটা নেই, কেটে ফেলা হয়েছে। নিচু পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোহানা, পরনে শুধু কালো ব্রা আর প্যান্ট; বাতাসে উড়ছে এলো চুল। কোমর সামান্য ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে ও, কাঁপছে, তাকিয়ে আছে পানির দিকে।

মুহূর্তের জন্যে আতঙ্ক বোধ করল আশরাফ, তারপরই সে বুঝতে পারল সোহানা হাসছে।

পানির ওপর মাথা তুলল রানা, ধস্তাধস্তি করছে। একটা ডলফিনকে জড়িয়ে ধরে আছে ও, আশরাফ ও গগল এগোবার সময় ওর গলা শুনতে পেল।

'মোচড় দিবি না, পাজি মেয়ে! কি আশ্চর্য, বোঝে না কেন আমি ওকে সাহায্য করতে চাইছি!'

আরেকটা ডলফিনের মাথা উঁচু হলো, গুঁতো দিল রানার পিঠে। প্রথমটার গা থেকে ছুটে গেল রানার হাত। কাছাকাছি একটা খালি বাস্কেট ভাসছে, আশরাফ আন্দাজ করল টিউরেলাস যেমন ডলফিনগুলোকে ছোট মরা মাছ খাওয়াত, রানাও তাই খাওয়াবার চেষ্টা করছে।

এবার প্লুটো ও বেলিয়াল, দু'জনেই পেয়ে বসল রানাকে। হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা সোহানার। একা ওদের সঙ্গে পারছে না রানা। একটা হাত তুলে সোহানা বলল, 'ওখানে···ওখানে···তোমার মাথায় একটা মাছ আটকে গেছে, রানা । ওটাই ওদের টার্গেট!'

চুলের ভেতরটা হাতড়াল রানা, মাছটা ধরে ছুঁড়ে দিল দূরে। 'এবার শান্ত হ তোরা···আমার কাছে আয়···'

সিধে হলো সোহানা, আশরাফ ও গগলকে আসতে দেখে একটা হাত নাড়ল, তারপর ডাইভ দিল পানিতে।

প্লুটো, কিংবা বেলিয়াল, পানি থেকে লাফ দিয়ে ছ'ফুট ওপরে উঠল, ডিগবাজি খেলো বাতাসে, তারপর পানিতে মাথা দিয়ে পড়ল রানার এক ফুট দূরে। মুখভর্তি পানি গিলে ফেলল রানা, বিষম খেল, তলিয়ে গেল পানির তলায়, আবার উঠল, তাকাল কটমট করে।

সোহানা যেখান থেকে ডাইভ দিয়েছে সেখানে এসে দাঁড়াল আশরাফ ও গগল, বোঝা গেল একটা ডলফিন হারনেস থেকে মুক্ত হলেও দ্বিতীয়টাকে নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। হারনেস খোলার কোন সুযোগই রানাকে দিচ্ছে না সে। কারণটা এই নয় যে ভয় পেয়েছে, আসলে রানাকে অসম্ভব ভাল লেগে গেছে তার, ওর সঙ্গে খেলছে।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট ধরে যা দেখল ওরা, তাকে বিচিত্র মূকাভিনয় বলা যেতে পারে। রানা একটাকে ধরার চেষ্টা করছে, আর ওরা দু'জন ওকে গুঁতো মেরে, ওর গায়ে গা ঘষে দ্রুত নাগালের বাইরে সরে যাচ্ছে।

মসৃণ পাথরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল আশরাফ, খেলাটা দারুণ উপভোগ্য লাগছে তার। গগল, সহজে যে হাসে না, সে-ও গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করল।

পাঁচ মিনিট পর দ্বিতীয় ডলফিনটাকে শক্ত করে ধরতে পারল রানা, সোহানার সাহায্যে খুলে নিচ্ছে হারনেসটা। রানা ও সোহানা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর

হাসছে, দু'জনকেই আশ্চর্য তাজা ও প্রাণবন্ত লাগছে।

'কিভাবে এটা সম্ভব বলতে পারেন?' বিড়বিড় করল গগল। 'মানে বলতে চাইছি এখন যা ঘটছে···ওটার পর?' বিধ্বস্ত বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল সে, যেদিকে অনেক লোক মরে পড়ে আছে।

'আমি বরং বলব ওটার পর এটাই ঘটার কথা,' বলল আশরাফ। 'কজ অ্যান্ড এফেক্ট। তবে ওদের ব্যাপারটা হলো, সন্তোষজনক কারণ সৃষ্টি করে নিতে কোন অসুবিধে হয় না।'

'আমার ধারণা, এর মধ্যে তারচেয়ে বেশি কিছু আছে,' বলল গগল, তার গলার স্বরে কি রয়েছে ঠিক ধরা গেল না—খেদ নাকি ঈর্ষা। 'সেটা যা-ই হোক, তাতে করে জীবনের স্বাদ অনেক বেড়ে গেছে ওদের।'

মাথা ঝাঁকাল আশরাফ। 'জীবনের স্বাদ এই মুহূর্তে আমার কাছেও কম মিষ্টি নয়,' বলল সে। 'তবে অভিজ্ঞতাটা আমি রিনিউ করতে চাইব না। দামটা অনেক বেশি পড়ে যায়।'

অবশেষে হারনেস খোলা হলো। ছুটে দূরে সরে গেল প্লুটো ও বেলিয়াল, রানা ও সোহানাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। রানার মাথাটা ধরে পানির নিচে ডুবিয়ে দিল সোহানা, তারপর ঘুরে ফিরে এল পাড়ে। সাহায্য করার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আশরাফ। সোহানা কপাল থেকে চুল সরাতেই ক্ষতটা দেখতে পেল গগল, চারপাশটা ফুলে আছে।

তীরে উঠে গগলের সামনে দাঁড়াল সোহানা। 'হ্যালো, মি. গগল।' ভিজে হাতটা বাড়িয়ে দিল ও। 'আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'আমার কথা বাদ দিন। আপনার জখমটা দেখছি···'

'ক্লান্ত আমিও,' তাড়াতাড়ি বলল আশরাফ। 'নার্সিং দরকার আমার, দরকার এমন একটা সেবাপরায়ণা মেয়ে, যে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে আমাকে, সারারাত আমার একটা হাত ধরে থাকবে কেন না দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠতে পারি আমি···'

কাপড় পরছে সোহানা, রানার দিকে তাকাল। ইতিমধ্যে তীরে উঠে এসেছে রানা। 'শুনছ, কি বলছে আশরাফ? বলছে এবার ওর বিয়ে না দিলেই নয়। তোমার জানা ভাল কোন মেয়ে আছে নাকি, রানা?'

'শেষ পর্যন্ত ঘটকালি করতে বলছ আমাকে?' হেসে উঠল রানা। 'ঠিক আছে, পরে ভেবে দেখা যাবে। গগলের জাহাজে ডাক্তার ও নার্স আছে, আপাতত তাদের হাতেই ছেড়ে দাও ওকে।' কাপড় পরছে ও, তাকাল গগলের দিকে। 'গগল, তোমার লোকদের বলো, অটো বারনেন আর তার লোকজনকে সরিয়ে ফেলুক। আমরা বিদেশে রয়েছি, এমন কিছু রেখে যেতে চাই না যা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে।'

'শিওর। সে নির্দেশ আগেই দিয়েছি আমি।'

'গুড,' বলল সোহানা। 'এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ডা. অ্যাশটনের সঙ্গে জাহাজে উঠেছে লুসিফার। দেশে ফেরার পর সে যাতে ভাল একটা মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি হতে পারে; তার ব্যবস্থা করা হবে। আর আমরা বিভার-এ চড়ে লুজন-এ যাচ্ছি, ইউএস হেডকোয়ার্টার ক্লার্ক এয়ার বেস-এ

নামব। ওখান থেকে রানা ওয়াশিংটনে ফোন করে সিআইএ-কে জানিয়ে দেবে, আর কোন ডেথ লিস্ট আসার আশঙ্কা নেই। ইন্টারপোল হেডকোয়ার্টার ও বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোকেও ফোন করবে ও।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। জুতোর ফিতে বেঁধে সিধে হলো ও, এগিয়ে এল গগলের দিকে। অয়েলস্কিনে মোড়া ছোট একটা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল। 'তোমার ডায়মন্ড ফিরে পেয়েছি আমরা, গগল। প্যাকেটটা অটো বারনেনের সঙ্গেই ছিল।'

ঢাল বেয়ে ওঠার সময় আশরাফ হঠাৎ খেয়াল করল, গগলের পাশে হাঁটছে সে। রানা ও সোহানা ওদের সামনে, খানিকটা আগে আগে হাঁটছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে ওরা, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল সে। রানা এজেন্সির প্রশাসনে কিছু রদবদল হওয়ার দরকার, বিভিন্ন প্রস্তাব আসছে দু'জনের তরফ থেকেই। একবার সামান্য হোঁচট খেল সোহানা, শরীরটা কাত হয়ে যাচ্ছে একদিকে, একটা হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। হাঁটছে ওরা, আগের মতই কথা বলছে। হাঁটার গতি কমিয়ে আনল আশরাফ, দেখাদেখি পিছিয়ে পড়ল গগলও।

'আচ্ছা, ওরা যে পরস্পরকে ভালবাসে এটা তো পরিষ্কার, তাই না? তাহলে বলুন তো, ওদের মিলন ঘটছে না কেন?'

'কে বলল আপনাকে, মিলন ঘটছে না?' মুচকি হাসি ফুটল গগলের ঠোঁটে। 'মিলন ঘটছে কিনা অনুমান করে নিন। বলুন, বিয়ে হচ্ছে না কেন।'

'ঠিক আছে, কেন হচ্ছে না বিয়ে?'

'এ-ব্যাপারে একজনের ধারণার সঙ্গে আরেকজনেরটা না-ও মিলতে পারে। আমার ধারণা, ওরা দু'জন যখন একসঙ্গে থাকে তখন ওদের কাজ, আচরণ, চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ সমস্ত কিছুর ভেতর থাকে আশ্চর্য একটা রিদম বা ছন্দ। বিয়ে হলে সেই ছন্দটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সম্ভবত এরকম একটা সন্দেহ আছে ওদের মনে। এবার বলুন, আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা···আমার ধারণা···মেয়েরা সাধারণত বিয়ের পক্ষে। আজ সোহানার জন্যে কথাটা বিশেষ করে সত্যি বলে মনে হলো এই জন্যে যে হঠাৎ করে বিয়ের প্রস্তাব তুলল ও। প্রসঙ্গটা যদিও আমাকে নিয়ে, তবু কেন যেন মনে হলো আমার, নিজের কথাও যেন বলতে চেয়েছে— আভাসে।

'আপনার ধারণা সম্ভবত ভুল,' চাপা গলায় বলল গগল। 'মিস সোহানাকে আমি যতটুকু চিনি, রানার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছেন। রানা ওঁর কাছে সুন্দর ও আদর্শ, তার কারণ কি? কারণ, রানা স্বাধীন, সাহসী ও মহৎপ্রাণ। বিয়ে হলেই যে এ-সব বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলবে রানা, তা উনি বোঝেন। রানার চরিত্রে এই সব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্যে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করতে প্রস্তুত।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল আশরাফ, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বোধহয় আপনার কথাই ঠিক। কাজেই কারও কিছু করার নেই, কারও কিছু বলার নেই। পরস্পরের কাছে থেকেও রানা ও সোহানা দু'জন আলাদা পথে হাঁটবে। পরস্পরের এত কাছে অথচ কত দূরে।

***